বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

ম খণ্ড। | সন ১৩০১ সাল, বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

(কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত।)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মহামায়া মহালক্ষ্মী মহেশ-মস্তক-মণি।
দনুজ দলনী দুর্গে! দয়াময়ী দাক্ষায়ণী॥
ভৈরবী ভুবনেশ্বরী,
মহাকালী মহেশ্বরী,
শিব-সিমন্তিনী শ্যামা নিস্তারিনী নারায়ণী॥
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী,
শুভঙ্করী, শাকম্ভরী,
বগলা বরদা বামা বিশ্বেশ্বর বিমোহিনী॥
ভবজায়া ভগবতী,
হরপ্রিয়া হৈমবতী,
কুল কুণ্ডলিনী কালী কাশীশ্বরী কাত্যায়ণী।

সূচনা।

কোন দিন কোন সময়ে একদল হস্তী রাজ পথ দিয়া গমন করিতেছি তন্মধ্যে একটা, নিকটস্থ আম্রশাখা ভাঙ্গিল পরে হেলিতে হেলিতে দুলি দুলিতে প্রস্থান করিল। তাহা দেখিয়া কতকগুলি পক্ষী বলিল—"জানোয় বটে! কেমন চলন! কেমন শক্তি! কেমন বুদ্ধি!" সেই বৃক্ষের নিম্নে এব মণ্ডুক ছিলেন, তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "তোমরা আশ্চর্য্য হইও না, আমাদের 'চারপেয়ে'দের দস্তুরই এই রকম অসংখ্য মাসিক পত্র থাকিতেও আবার মাসিক পত্র প্রকাশ কেন? সংক্ষেপে ব হইল। এখনও দু'একটী বলিবার কথা আছে।

বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সম্পাদক হওয়াটা বোধ হয় বড় শক্ত না হই পাবে। কোন বিদ্যার তত্ত্ব লইবার প্রয়োজন নাই; বল দেখি তবু 'কবি 'নভেল' 'নাটক' লিখিতে বাঙ্গালী কবে পরাঙ্মুখ হইয়াছে? আন্দাজ সকল বি য়েই বাঙ্গালী অভিজ্ঞ। তবে পাঁচ আর তিনে যখন আট হয় তখন এ চালা খাটে কি না জানি না। এমন সাদা ব্যবস্থা!—এতে কি 'সম্পাদক' না হই থাকিতে পারি?

সাহেব যখন পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেন, তখন ভাবিয়াছিলাম নি য়ই ভগবান হইব। বাস্তবিক তাই;— সৃজন, পালন, ধ্বংশ আমার করা হইল। প্রমাণ? এই **বাসনা**।

তুমি বলিলে বিশ্বাস করিবে না, শয়ন কালে একবার সরস্বতী বন্দ করিয়াছিলাম—

গলায় গজমতি মুক্তার হার!
দিয়াছ এণ্ট্রান্স অবধি বিদ্যার ভার!

ভক্ত ডাকিয়াছে মাকি আর স্থির থাকিতে পারেন! বসন্ত শোভ শোভিতা হইয়া বীণাপাণি আমাকে স্বপ্ন দিলেন—"হে বিদ্যা-বিশারদ বর পু

---

* সৃজন—দেশশুদ্ধ লোকে দেনা। পালন—কম্পজিটার ও প্রেসম্যান। ধ্বংস ঘরের অন্ন।

আজ হইতে তোমার একাদশ বৃহস্পতির দশা! আর বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে না, তুমি লেখনী ধারণ কর কাল প্রাতেই তোমাকে "এডিটর" করিব।" আর কোন কথা শুনি নাই তিনি অন্তর্ধান হইলেন আমারও 'জলদ নিনাদে" নাক, ছাড়িতে লাগিল ডাক।' তিন ঘণ্টা সাত মিনিট এই ভাবে ছিলাম। তারপর, শশী অস্তমিত, বায়ু প্রবাহিত, কোকিল কূজিত, পুষ্প প্রস্ফুটিত, আমিও জাগরিত!

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ গম্ভীর। বল কি, ভারতের ভাবনা যাহার উপরে সেকি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? ভাবিলাম "মিরার" "বেঙ্গলী" প্রভৃতির সম্পাদকগণ যে পদে প্রতিষ্ঠিত আমিও তাই। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মুখ খানা কেমন কেমন দেখিতেছি।"

ভাবনায়।

"কিসের ভাবনায়?"

ভারতের ভাবনায়।

'বন্ধুর বিশ্বাস ভারতের ভাবনা সম্পাদকেরাই ভাবেন, তাইতিনি বলিলেন— তুমি সম্পাদক হইবে না কি?"

হইব—কি? হইয়াছি।

"তোমরা কাগজ পড়িবে কে?"

অত ভাবিয়া কাজ করিলে সম্পাদকত্বই থাকে না।

"সুখের বিষয়, যেমন জন্ম তেমনি মৃত্যু।" বন্ধুর উপর চটিলাম। মনটায় খটকাও জন্মাইল—ভাবিলাম—যিনি "বেশ্যাকে পত্র লিখিবার ধারা" "ইন্দ্রিয় বিলাস" "কামিনীকৌতুক" "রমণী রঞ্জন" "পরকীয়া-পরিতৃপ্তি" প্রভৃতি উপহার দিতে পারেন না তাঁহার "পাঠক পড়ান ব্রত" প্রায়ই উদ্যাপন হয় না। বাঙ্গালীর অধীনতা ও কাপুরুষত্ব নিবারণের জন্য অন্ততঃ "পুরুষত্ব হানির মহৌষধ" ও উপহার দেওয়া চাই! আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কেনা জানেন আলোকের দুই দিকে অন্ধকার?

কাহারও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা হইল না। "সম্পাদকপদং প্রাপ্তে তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।" আর্টিকেলের ভাবনা কি? বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" হইতে কতকটা আর "চন্দ্রশেখর" হইতে কতকটা করিয়া "অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিলেই

টলিবে। তোমার ভালবাসার মাথা খাও—একথা প্রকাশ করিও না। এখানি পিত্তনাশক মাসিক পত্রিকা।

বঙ্গকাননে অনেক মাসিক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আগাচারও ত' প্রয়োজনিতা আছে;—নহিলে তোমার গৃহিণী আথা ধরাইবেন কি সে?

* * * *

এ সাধকি আমার পূর্ণ হইবে না?

"এজনমের সঙ্গে কি সই। জনমের সাধ ফুরাইবে?"

আকাশবাণী হইল—না না।

বাসনা।

মনোবৃত্তি কামনা বা ইচ্ছা, সংস্কার স্মৃতি প্রবৃত্তি বা রুচি, সমুদায়ই 'বাসনার' অন্তর্গত। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের কামনা সমষ্টির নাম বাসনা। কামনা বা ইচ্ছা অভাবরূপে পরিণত হয় এবং সেই অভাব দূর করিবার জন্য মানব প্রতিনিয়ত নিজগুণ সকলের উৎকর্ষ সাধন করে।

অভাবই এক দিকে মনুষ্যকে সভ্য ও প্রতিভান্বিত এবং অপর দিকে ভাবী সৃষ্টির কারণ বাসনা বীজ উৎপাদন করিয়া জীবকে অনন্ত কাল প্রত্যাবর্ত্তনশীল সংসারের চির সহচর করিতেছে, আজ মানব যে উন্নতির সোপানে আরূঢ়, ভাবিয়া দেখিলে, বাসনাই তাহার মূল কারণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, পুরাণ, শাস্ত্র, শিল্প, দর্শন, কবিতা, সঙ্গীত, রসায়ন, স্থাপত্য, জ্যোতিষ, যুদ্ধ বিগ্রহ মানব যে কিছু শিক্ষা করিয়াছে উহা মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে গিয়া মানব প্রকৃতির অভাব পরিপূরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কি গতি-তত্ত্ব কি মাধ্যাকর্ষণ কি আলোক, কি তাপ, কি শব্দ মানবের অভাব দূরী করণের জন্য উহাদের আবিষ্কার। মানবকুল উন্নতির জন্য জগতে সর্ব্বজীবের প্রভু। মানসিক উন্নতিই সভ্যতার ভিত্তি স্বরূপ। মানবীয় গুণ সকলের উৎকর্ষ সাধনই দেবভাব, সেই উৎকর্ষ্য অবস্থায়ই সুখের অবস্থা। কিন্তু সাধারণতঃ মানব জাতি গুণের পরিপক্ক অবস্থা লাভ করিবার জন্য সভ্যতার সীমায় উপস্থিত হইবার সময় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিলাসিতার ক্রীতদাস হইয়া থাকে, তাই তাহাদের

অভাব শতগুণে বৃদ্ধি হইয়া বৃশ্চিকদংশনের মত দুঃখই প্রদান করে। এই অভাব জাত সুখ দুঃখ অতিক্রম করিতে হইলে বাসনার বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন; বাসনা স্রোত বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা অগ্রে প্রয়োজন। * বাসনা চিত্তকে আশ্রয় করিয়া প্রাণি মাত্রকে স্বত্ব রজঃ তম গুণের দ্বারা পরিচালিত করত ইন্দ্রিয় ও তদ্‌গ্রাহ্য বিষয় অবলম্বনে জীবকে ভোগফল প্রদান করে। বাসনা কর্ত্তৃক জীব ভোগ্য দশা প্রাপ্ত হইলে শরীর ও মনের দ্বারা কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য অদৃষ্ট প্রভৃতি বাসনার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিণাম হইতে ভাবী কালের ফলাফলরূপ বীজ সংগ্রহ করিতে থাকে। এই বাসনা অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে, জীব ও আদীম-কাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাসনা ও জীব কোনটী অগ্রজ তাহার মীমাংসা নাই তবে উভয়ই উভয়ের কারণ বটে।

এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি লতা পর্য্যন্ত বাসনার সেবায় রত। ঐ মহান্ আকাশ, সূর্য্যচন্দ্র জ্যোতিঃ, দিকচয় মহাকাল, প্রবল বায়ু; অনন্ত জলধি যে দিকে নিরীক্ষণ করা যায় সৃষ্টি মধ্যস্থ যত কেন প্রচণ্ড বেগ হউক না বাসনাই তাহাদের নিয়ন্ত্রী। বাসনাই জীবের অবলম্বন এবং ইহাই জন্মান্তরের কারণ। মরণ কালে যেরূপ বাসনার উদয় হয় পরজন্মের আরম্ভ ও সেইরূপ হয়। এই প্রকারে অনন্ত অবিচ্ছিন্ন বাসনার দ্বারা জীবকুল নিয়তই জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতেছে। যেন বাসনার সহিত জীবকুলের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে, ইহার নাম জীবন-সংগ্রাম।

মরণ কালে চিত্তের অবস্থা যেরূপ পরজীবনে সেইরূপ আরম্ভ হইবে তাহা বলিয়া এরূপ মনে করা উচিত নয় যে আজীবন যথেচ্ছাচারী হইয়া মৃত্যুকালে মুক্তি ইচ্ছা করিব কিম্বা সারাজীবন ভগবদ্ভক্তির আবশ্যক কি সেই দিন দেখা যাইবে;—কার্য্যের অভ্যাস ও সংস্কার দ্বারা হৃদয়ে যে ভাব প্রস্তুত হইবে মৃত্যু-কালে তাহার বিপরীত আশা করা যাইতে পারে না। আবার বহুবিধ বাসনার বিমিশ্রনে কর্ম্মের ফলও বহুবিধ হয়। কোন অতীত জীবনে কি প্রকার সাধনায় কি প্রকার বাসনার সঞ্চয় করিয়াছি তাহারও স্থিরতা নাই। কর্ম্মের গতি অতি

* সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা পরে লিখিবার বাসনা রহিল।

দুর্জ্জের। বিশেষতঃ অনন্তকালের বাসনা সমষ্টি এক দেশকালপাত্রে ব্যক্ত হইতে পারে না। তন্ত্রে আছে ;—

"দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তার মনুগচ্ছতি॥
মা.ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটী শতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥"

সঞ্চিত কামনা ভোগ করিতেই হইবে বৎস যেমন সহস্র ধেনু থাকিলেও গাভীর অনুগত হয় সেইরূপ অবিনাশী সংস্কার বহু ব্যবধান সত্বেও পূর্ব্ব মনুষ্য জাত সংস্কার ইহমানব জন্মে এবং পূর্ব্ব গো-জাত সংস্কার পরগো জন্মে উদ্বুদ্ধ হইবে। প্রবৃত্তি বিশেষ, ব্যবধান অতিক্রম করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে। জীবের প্রত্যেক কার্য্য, বাক্য, ধ্যান, ধারণা ও অনুভবে কেবল কর্ম্মফল সঞ্চয় করিতেছে। সংসার চক্রের নিপীড়নে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগই উহার পরিণাম। ইচ্ছার পর ইচ্ছা,—অবশীভূত চিত্তে কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্ম ফলে যে সুখ দুঃখ আছে সেই সুখের স্মরণ ও 'দুঃখ আর না ভোগ করিতে হয়' এইরূপ বিতৃষ্ণা মনে আসিয়া স্বতঃই উদয় হয়। এই সুখ দুঃখের অনুবৃত্তি বাসনার একটী স্তর। যখন জীব ত্রিগুণের বশবর্ত্তী হইয়া বিষয় ভোগের সম্মুখীন হয় অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পরে তখন আমি কর্ত্তা, আমার স্ত্রীপুত্র, আমার শরীর, স্ত্রীকায়া কি সুন্দর, বিষয় কি সুখকর, ইত্যাকার বিপরীত জ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পরে ; এই সকল বিপরীত ভাব বাসনা স্রোতে চিত্তকে অধিকার করিয়া কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুগণের আবাস করিয়া ফেলে। স্থির মনে বিবেচনা করিলে বাসনা স্রোতে জীবকুল শান্তিধাম হইতে ক্রমে দূরে যাইতেছে স্পষ্টই অনুভব হয়। বাসনাই বন্ধন বাসনাত্যাগই মুক্তি বাসনাই অশান্তির কারণ। যদি কখন বাসনা স্রোত ফিরাইতে পারা যায়, স্পৃহা শূন্য চিত্তে প্রারব্ধবশে ভোগের দ্বারা পূর্ব্ব বাসনা ক্ষয় সম্ভব হয়, বর্ত্তমান কাল হইতে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উহার ফল হইতে চিত্তবৃত্তিকে পৃথক রাখা যায়, সৎসঙ্গ ও সাধনার দ্বারা চিত্ত সংযত করিয়া মনকে প্রাণের ভিতর লয় করতঃ ভক্তিযোগ দ্বারা 'আমি' 'আমার' ভাব তিরোহিত করিয়া সচ্চিদানন্দময় চিৎঘন পদার্থ উপলব্ধি

করিলেও তাহাতেই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইলে বিষয়ে বাসনা আপনি স্খলিত হইয়া যায়, তখন প্রকৃত বৈরাগ্য ও ভক্তির উদয় হয় আর মনেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় কেবল প্রাণের শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়—সে শান্তির বিরাম নাই —সে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য তবে কি বাসনা অনাদি প্রবাহিত হইয়া অন্তপ্রাপ্ত হয়? যে মহাপুরুষের অনিচ্ছার ইচ্ছায় বাসনা উদ্ভূত তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। সেই বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরচনা কি অদ্ভুত কাণ্ড! তিনি নিজে নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়,—তাঁহার কার্য্য! সে কার্য্যের একাংশ ও আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। কর্ম্ম করিলে তাহার ফল আছে আমাদের কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্মফলে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি তাঁহার হস্তে সেই ফলের বিষয় আমরা নিতান্ত অজ্ঞ,—অজ্ঞের মত আশা করি। জানি না কোন দেশ কালে প্রকৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তনে ঐশী ইচ্ছা ফলাকারে পরিণত হইবে। অথচ যাহা নিজস্ব নহে তাহা প্রাপ্তির জন্য আমরা কত কামনা কত শত কৌশল করিয়া ক্রমশঃ জড়ীভূত হইয়া পড়ি আবার ফল ফলিবার পূর্ব্বে কেমন আয়ত্তাধীন করিয়া ভগবচ্ছক্তির উপর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করি। কার্য্য ও তাহার ফল নিতান্ত অনুরূপ একথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া কার্য্যের শতগুণ ফল আশা করি। আশানুযায়ী ফলের অভাবে কষ্ট সার হয় এবং ফলদাতার দোষ প্রতিপন্ন করিতেও ত্রুটী করি না। সকাম কর্ম্মের এই প্রতিফল তাই উহা এত হেয়। কর্ম্মক্ষেত্রে ফলকামনা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করা উচিত।

একই বাসনা হইতে ভিন্ন ফলোৎপাদন কেন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে দ্বন্দ্বভাব আসিল কেন, এ প্রশ্ন হইতেই পাবে না। আমরা নিতান্ত অজ্ঞানান্ধ একথা সর্ব্ববাদী সম্মত যাহাদিগকে আমরা দ্বন্দ্বভাব বলি সেই সকল বিপরীত ভাব আমাদের অজ্ঞান মনের কার্য্য। জ্ঞানময় পরমেশ্বরের নিকট তাহারা কি ভাবে উৎপন্ন আমরা তাহা আদৌ জানি না, অথচ তাঁহাকে দোষী করিতে প্রস্তুত। সাধকদিগের জীবনী পাঠে জানা যায় তাঁহাদের নিকট দ্বন্দ্বভাব নাই তবে আমরা কেন বৃথা সন্দেহ করিয়া কষ্ট পাই। আবার আমাদের যাহা বিষবৎ ত্যজ্য হয় ত অপরের তাহাই অমৃত। তুমি যদি নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে ঐ দ্বন্দ্বভাব তিনি কেন সৃজন করিয়াছেন এবং উহার ফল কি মধুর।

এই অনর্থের মূল বাসনার গতি কি প্রকারে রোধ করিতে পারা যায় বাসনা চিত্তকে আশ্রয় করিয়া বিষয় অবলম্বনে বাসনা দ্বারা বাসনা সৃষ্টি করতঃ ফল প্রদান করে (যেন পুরুভুজ বা রক্তবীজের ঝাড়) কখন বা ইহা বীজে বৃক্ষ শক্তির মত কখন বা জাগ্রতাবস্থায় কখন বা প্রস্তরোপরি পতিত বীজের ন্যায় অসমর্থ অবস্থায় চিত্ত মধ্যে অবস্থান করে। সার কথা ইহার অবস্থা, আশ্রয়, অবলম্বন, কারণ, ফল ও পরিমাণ সেই এক চিত্ত ও তাহার বৃত্তি সমুহ। যদি এই চিত্তবৃত্তি সমূহকে কার্য্য কৌশল শক্তি কিম্বা অন্য কোন প্রাকৃতিক আপূরণীয় শক্তির দ্বারা বাসনা হইতে নির্লিপ্ত করিতে পারা যায় তাহা হললে ভবিষ্যতে আর বাসনার দাগ চিত্ত পটে অঙ্কিত হইবে না। দগ্ধ বীজের ন্যায় নিঃশক্তি অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। চিত্তকে এইরূপ অবস্থান্তর করিতে পারিলে অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে; চিত্তকে বশীভূত করিতে পারিলে বাসনা-স্রোত ফিরিতে পারে; কিন্তু ইহা সামান্য মনুষ্য কি ছার, দেবতারাও বাঞ্ছা করেন।

পুরুষ।

ব্যাকরণ মতে "পুরুষ" তিন প্রকার। দার্শনিকেরাও নাকি ত্রিবিধ "পুরুষের' অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং 'ব্যাকরণ'ও 'দর্শনে' বিলক্ষণ একতা আছে। ব্যাকরণ বলিয়াছেন 'উত্তম' 'মধ্যম' 'প্রথম' এই তিন প্রকার পুরুষ; দর্শন ও বলিয়াছেন, 'সাকার' 'বেকার' ও 'নিরাকার' এই তিন পুরুষ। দর্শন যাহাকে সাকার বলেন—ব্যাকরণ মতে তিনি 'উত্তম পুরুষ।' এইরূপ 'দর্শনের' 'বেকার' ব্যাকরণের "মধ্যম" এবং ব্যাকরণের "প্রথম পুরুষ" দর্শনের "নিরাকার" পদ বাচ্য।

সূত্রম্।

আকারেণ সহবর্ত্তমানঃ—সাকারঃ।

বিকৃতঃ আকারঃ—বেকারঃ॥

নির্গাস্তি আকোর যস্য স নিরাকারঃ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহার আকার আছে তিনি 'সাকার'। যাঁহার আকার বিকৃত হইয়াছে তিনি "বেকার," আর যাঁহার আকার নাই, তিনি 'নিরাকার"।

ভাবার্থ—যাঁহার আকার অর্থাৎ উপার্জ্জনের ক্ষমতা (চাকুরী প্রভৃতি) আছে, তিনি সাকার। যাঁহার চাকুরী ছিল—এক্ষণে নাই তিনি বেকার। যাঁহার অর্থাগমের উপায় কোন কালেই নাই তিনিই 'নিরাকার পুরুষ।'

বলিয়াছিত সাকার পুরুষকে 'উত্তম পুরুষ' বলে। ব্যাকরণ বলেন "আমি আমরা" উত্তম পুরুষ। বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবেনা যে, উত্তম পুরুষের 'অহং'জ্ঞানটা মাত্রায় বেশী। যাঁহার চাকুরী বাকুরী আছে তিনি যেন 'সর্ব্বেসর্ব্বা' আমি অমুক করিয়াছি আমি অমুক দেখিয়াছি প্রভৃতি তাঁহার মুখে শুনিতে পাইবেই পাইবে। কেহ কেহ বলেন চেহারা দেখিলে পুরুষ চেনা যায়। কথাটীর মূলে সত্য আছে। সাকার পুরুষ দেখিলেই চিনিতে পারিবে। তাঁহাদের বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাহারো বা হস্ত পদ প্রভৃতির গঠন ও পুষ্ট হয়। জানিও যিনি সাকার তিনিই উত্তম পুরুষ।

যাঁহার নাম 'বেকার' তিনিই 'মধ্যম পুরুষ'। বেকার উপার্জ্জনের উপায় রহিত। পূর্ব্বে কত উপায় করিতাম—এক্ষণে কপাল বড়ই মন্দ—এই চিন্তায় বেকারের মানসিক পরিবর্ত্তন। আজ চাউলের অভাব, কালি দাউল নাই—পরশ্ব কেবল উনানই আছে—ইহাতে কি স্ফূর্ত্তী থাকে? তাহার উপরে আবার আত্মীয়ের ভ্রকুটী! আগে যাহারা "আপনি" বলিত এখন 'তুমি' বলিয়া কথা কয়। অধিক কি বেকারাবস্থায় শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে নিরাকার বা প্রথম পুরুষের লক্ষণ বলিতেছি। ইহারা এক রকম মন্দ থাকে না।. সদানন্দ—সংসারের ভাবনা নাই। কোন দিকই দেখিতে হয় না। অথচ শবদাহে, বারওয়ারীতে, যাত্রার উৎসাহে লিপ্ত আছে। ইহাদিগকে নির্গুণ সাংখ্য পুরুষ ও বলিতে পার। নিরাকারের মধ্যে যাহারা অবিবাহিত তাহাদের ত কথাই নাই। তাহারা শীর্ষ স্থানীয়!!!

অভিশাপ।

।১ চুঁচুড়ায় 'গাজন' উপলক্ষে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ষণ্ডেশ্বরের সম্মুখে বার বনিতাদিগের নৃত্য প্রভৃতি কতকগুলি কুৎসিত বিলাসিতার সমাবেশ হইয়া থাকে। সেই কলঙ্কে কঠাক্ষ করিয়া এই কবিতা রচিত হয়। (বাং সং।)

(১)

আবার সে চৈত্রমাস, চুঁচুড়ার সর্ব্বনাশ,
আবার আসিল ফিরি আনন্দেতে ধেয়ে,—
উড়িল যুবক মন, গলিল বয়স্কগণ,
নাচিল বালক প্রাণ দেখ দেখ চেয়ে!!

(২)

পাতিয়া রূপের ফাঁদ, ধরিয়া মোহিনী ছাঁদ,
হাঁসিয়া প্রেমের হাঁসি বারাঙ্গনা ধায়।
কত ভাল বাসা জানে, পশে গে'মরম স্থানে,
নহিলে যুবক পাশে কেন যা সে যায়॥

(৩)

যৌবনের নীরে নেঁয়ে, সরলতা—জল চেয়ে,
মধুর অধিক মধু—হেঁসে কথা কয়।
ফুলের সুরভি শ্বাসে, বুকে যায়—বুকে আসে,
প্রেম যেন হাঁসি মুখে কোলে টেনে লয়॥

(৪)

কৌমুদী অধিক হাঁসে, প্রাণ ভোরে ভালবাসে,
লতার অধিক প্রাণে জড়াইয়া যায়।
যেখানে হৃদয়—বসে— ধৈরজ বন্ধনী খসে,
শত "সাহারার" বালু জীবনে উড়ায়॥

(৫)

প্রীতির বিজ্ঞানবিৎ, হেন শিল্পী কদাচিৎ,
কে দেখেছে—কে শুনেছে—হেন দৈব বল?

সকলে—সমান স্নেহ, দেখেছ এমন কেহ,
অবিভেদ—ফুল্ল ফুল তীব্র শিলাচল।

(৬)

কুলটা-যৌবন স্রোত, করিতেছে "ওতপ্রোত"—
এসেছে প্রণয় বন্যা—যায় ভেসে যায়!
দিনের দুপাশে বাতি, বোঝে না'লম্পট জাতি,
'গনিকা রসাল আটা' ছাড়ান যে দায়!—

(৭)

মিশেছে জীবনে—মনে— মিশেছে শোণিত সনে,
প্রতি অনুপরমানু শিরায় শিরায়—
যাহাদের'পাপ শ্বাস' পবিত্রতা করে নাশ,
হৃদয় ঢেলেছে তাই তাহাদের পায়।

(৮)

কামিনী কুহক বাণে, মজিল'রে ধনে প্রাণে,
যথা সাধ্য অধোগতি করিতে আত্মার।
দেখনা চুঁচুড়া বাসি! কুলটাকটাক্ষ রাশি,
করিল যে তোমাদের "কালাপানী" সার।

(৯)

ভাব কি অবোধ নর। পাষাণ ও দিগম্বর,—
তাই কবি ধর্ম্ম-ভাণ কুৎসিৎ আমোদে—
ভুলাবিরে মহেশ্বরে, অসতী কণ্ঠের স্বরে,
সতীঁর কণ্ঠহার—সতী যাঁর হৃদে?

(১০)

ভাব ভোলা আছে ভুলে, হেরিবেনা আঁখি তুলে,
নিমীলিত আছে আঁখি সিদ্ধি ধুতুরায়—
হের-হের ত্রিপুরারী সংহার মুরতী ধারী।
রকত লোচনে হের অগ্নি বাহিরায়—

(১১)

যেমতি লম্পট তোরা, হ'য়ে মদে মাতোয়ারা,
অপমান করিলিরে বিগ্রহে আমার,
সতী ধ্যানে ছিনুভূলে, কুলটার কোলাহলে—
ভাঙ্গিলি সমাধি মোর ও রে কুলাঙ্গার।

(১২)

দিব তার প্রতিফল, নাশিব রে এই স্থল,
শিবশাপ চুঁচুড়ায় রবে চির দিন।
হয়ে অসতীর দাস, ধরায় করিবি বাস,
কাটাবি জীবন হয়ে নারীর অধীন॥"

* * * * *

সবিতা সুদর্শন।

(অনুকৃত)

আসন্ন সন্ধ্যা। পূণ্য ধাম বারাণসীর পদ ধৌত করিয়া পূণ্য সলিলা ভাগিরথী কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে। মনিকর্ণিকার ঘাটে জনৈক ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ, তথাপি যৌবনের জ্যোতিঃ তাঁহার শরীরে পুণ্যের পরিচয় দিতেছে। বদন গম্ভীর, কিন্তু গর্ব্বের আধার নহে। ব্রাহ্মণ কখন নৈস গগণের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন—কখন বা উচ্চচূড় বিশ্বেশ্বরের মন্দির উদ্দেশে চাহিতেছেন—হটাৎ পশ্চাৎ ভাগে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—ব্রাহ্মণ দেখিলেন একটী যুবক তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অবসর বুঝিয়া যুবক তাঁহাকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ ও শিষ্টজনোচিত আশীর্ব্বাদ পুরঃসর যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস। তোমার নাম কি? তোমার নিবাস কোথায়? তুমি কাহার বংশোজ্জ্বল করিয়াছ? আর আমার নিকটেই বা কোন প্রয়োজনে আসিয়াছ?"

যুবা। প্রভো! বাল্য কাল হইতেই হতভাগ্য পিতৃ মাতৃ হীন। আমার নাম সুদর্শন, যেখানেই সন্ধ্যা হয় সেই আমার নিবাস। সংসারে আমি একা অসহায়। কাশীবাসীগণ আপনার বড়ই গুণ গান করিয়া থাকেন, সেই কারণে অধম ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী।

ব্রাহ্ম। আমি বৃক্ষতল সেবী ব্রাহ্মণ। কাশীবাসীগণ মিথ্যা বলিয়াছে আমার দ্বারা কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি বোধ হয়, অর্থের প্রয়াসী।

যুবা। যাহার কাছেই যাই ক্ষুধায় আহার দিতে পারে। কিন্তু বিদ্য ক্ষুধার্থীর তাহাতে কোনও উপকার দর্শে না। আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ আমি বিদ্যা ধনের প্রয়াসী।

যুবকের কথায় ব্রাহ্মণ অনল্প সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন,—"সুদর্শন! বিধাতার বিনোদ বিশ্বের রচনা শিক্ষাকরা মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি সুবোধ ও সচ্চবিত্র তোমায় আমি অধ্যয়ন করাইব। তুমি আমার আলয়ে থাকিবে?" যুবক কৃত কৃতার্থ হইয়া বলিল,"দেব! ধরণীতে আপনার মত উদার চেতা মহাত্মারা যাহাকে অনুগ্রহ করেন তাহার জীবন বড়ই সুখের। চলুন আমি আপনার আলয়েই থাকিব তাহা ব্যতীত হতভাগ্যের গত্যন্তর নাই।" আর কথা বার্ত্তা হইল না ব্রাহ্মণ সুদর্শনকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সেই সময় বিশ্বেশ্বরের আরতি আরম্ভ হইল।

(২)

বারাণসীর প্রান্তভাগে দুই খানি পর্ণ কুটীর বিরাজিত। কুটীর দ্বারে প্রবেশ করিল ব্রাহ্মণ ডাকিলেন "সবিতা"। প্রদীপ হস্তে চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের মত একটী বালিকা আসিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মা তুমি রন্ধনের উদ্যোগ কর আজ সুদর্শন আমার অতিথি; সমস্ত দিন বাছার আহার হয় নাই। পিতার সহিত অপরিচিত যুবক দেখিয়া সবিতা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু লজ্জিতা হয় নাই। সুদর্শনের মুখ খানি বড় সুন্দর সবিতা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। পরে পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে গমন করিল। সুদর্শনকে লইয়া ব্রাহ্মণ কুটীরের দাওয়ায় বসিলেন।"

অল্প সময়ের মধ্যে বালিকা অন্ন প্রস্তুত করিল, ব্রাহ্মণ ও সুদর্শন তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। উভয়ের আহারান্তে সবিতা আহার করিল। ব্রাহ্মণ সুদর্শনকে লইয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সবিতা দ্বিতীয় কুটীরে শয়ন করিল।

সবিতা ব্রাহ্মণের কন্যা। সবিতা ভিন্ন তাঁহার স্বর্গ লুব্ধ চিত্তকে সংসারে রাখিতে আর কেহই ছিল না।

নিদ্রিতাবস্থায় সবিতা স্বপ্ন দেখিল যেন সুদর্শন তাহার কাছে বসিয়া, সবিতা তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে কিন্তু সুদর্শন তাহা লইল না। সবিতা "দুর্গা-দুর্গা" বলিয়া উঠিয়া বসিল, চাহিয়া দেখিল ঊষার আলোক বাতায়ন পথে উঁকি মারিতেছে।

(৩)

শুভদিনে ব্রাহ্মণ সুদর্শনের শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও গুরু শুশ্রূষার গুণে সুদর্শন অল্প দিনের মধ্যেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিল। উপযুক্ত শিষ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ বড় সুখী হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার একটী গুরুতর ভাব কমিল। অন্যান্য ছাত্র গণকে পাঠ দিবার জন্য সুদর্শন গুরুর পদে অভিষিক্ত হইলেন; সুদর্শনের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অবসর মতে সুদর্শন সবিতাকে ও কিছু কিছু পড়াইতেন; ইহাছাড়া সবিতার রোপিত ফুলগাছে জল সেচন করিতেন; সবিতা মালা গাঁথিত সুদর্শন বসিয়া বসিয়া দেখিতেন। কত প্রশংসা করিতেন। সুদর্শনের আহারের সময় সবিতা কাছে বসিয়া থাকিত, সুদর্শন বড় গোলে পড়িতেন, নিম ঝোলের আগে দাউল মাখিয়া বসিতেন।

রাত্রে চন্দ্র কিরণে বসিয়া সবিতা সরল প্রাণের কথা সুদর্শনকে জানাইতেন, গ্রীষ্ম কালে কৃশাঙ্গী নদীর বারি স্রোত যেমন ধীরে ধীরে বহিয়া সৈকত শয়নে মিশিয়া যায়, সবিতার কথা গুলি তেমনি ধীরে ধীরে বহিয়া নিদ্রায় মিশিয়া যাইত। সুদর্শন সেই ঘুমন্ত প্রতিমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতেন, চোক দিয়া দুই ফোঁটা জল ও পড়িত। এমন সোনালী ঊষায় শীতের শিশির দেখা দেয় কেন? সে কথা আর তোমাদের বলিব না।

(৪)

উনান আর ধরিল না। সবিতা অনেক ফুঁপাড়িল, অনেক চক্ষের জল ফেলিল, তবুও উনান আর ধরিল না। শেষে সুদর্শন আসিয়া ধরাইয়া দিলেন, সবিতা তখন বড় লজ্জায় পড়িল। সুদর্শন সরিলে সবিতা রান্ধিতে বসিলেন।

সে দিন কলায়ের দাউলে লবণ পড়িল না ভোজন কালে ব্রাহ্মণ তিরস্কার করিলেন সবিতা অপ্রতিভ হইল।

সবিতা দিন দিন শীর্ণা হইতে লাগিল ব্রাহ্মণ কন্যাকে রোগ গ্রস্থা ভাবিলেন। কিন্তু রোগের প্রতিকার হইল না সবিতা ঔষধ খাইতে রাজী নহে। বিষন্ন বদনে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবিতা তুমি দিন দিন এমন রোগা হইতেছ কেন? তোমার কি অসুখ?"

বালিকা লজ্জা ত্যাগ করিল রোষে ও ক্ষোভে সুদর্শনকে বলিল, "তুমি আমায় জ্বালাও বলিয়া।"

সু। আমি কালই চলিয়া যাইব।

স। তাতে কি আমার কষ্ট দূর হইবে?

সু। তুমিইত বলিতেছ।

স। না সুদর্শন! তুমি যেওনা। আমি ত তোমায় যেতে বলিনি।

প্রকৃতির সীমায় নব যুবতীর ন্যায় সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই নাই। সুদর্শন সবিতার রূপে ডুবিল। বলিল, "সবিতা! বুঝিয়াছি তুমি ভাল বাসিতে শিখিয়াছ ভালবাসা এক মহাপাপ!" এই বলিয়া সুদর্শন চলিয়া গেল, যাহাকে ভালবাসি সে যদি ভাল বাসে তাহার অপেক্ষা সুখ আছে কি? তবে সুদর্শন এ ভালবাসার প্রতিদানে পরাঙ্মুখ কেন? হায়! প্রেম! তুমি কুসুম কোরকে সৌরভের মত বালিকা হৃদয়ে কোথায় লুকাইয়া থাক? সে গন্ধ যে ছুটালে অবলা আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। অহো প্রকৃতি! তোমার কি অলঙ্ঘ্য প্রতাপ!

(৫)

শাস্ত্র অধ্যয়ন সুদর্শনের ভাল লাগিল না। সুদর্শন মানকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পূর্ব্বস্মৃতির দংশনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া সুদর্শন চীৎকার করিয়া বলিল, "কাশি! তুমি আমাকে কেন স্থান দিয়াছিলে, আমি মহা পাপীষ্ঠ। পিতৃ-

হীন জানিয়া যিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন,—আমি এই মুখে তাহাকে একদিন দংশন করিব? নানা পারিব না। সবিতা,—প্রাণের সবিতা আমি মক্ষিকা বধ করিয়া মধু হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—বিদায় আমি আর কাশীতে থাকিব না।"

পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া সুদর্শনের চক্ষু টিপিয়া ধরিল। সুদর্শন হাত ছাড়াইয়া ফিরিয়া দেখিল—সহাস্য মুখী সবিতা। সুদর্শন বলিল, "সবিতা! তুমি এখানে কেন?" জোর করিয়া সবিতা সুদর্শনের হাত ধরিল, বলিল "সুদর্শন বাড়ী চল। অনেক কথা তোমাকে বলিব।" সবিতা কাঁদিতে ছিল।

সুদর্শন এ দৃশ্য দেখিতে পারিল না তাহার আর বারাণসী পরিত্যাগের আশা সফল হইল না। সুদর্শন সবিতার সঙ্গে চলিল। তাহার অটল মন সবিতার রূপ স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

সবিতাকে এত রূপ দিতে কে পোড়া বিধাতাকে সাধিয়াছিল?

সে যেন আর না গায়।

(১)

"অসার সংসার, নিশার স্বপন
সুখ আশা হেথা নাই।
হে মানব! তুমি জ্বলিবে যাবৎ
না হবে পুড়িয়া ছাই॥
কি সুখে হাসিছ? ভাব একবার
কি হবে অন্তিমে গতি?
কাট সংসারের ঘোর মায়া জাল
সুপথে ফিরাও মতি॥"

*　*　*　*

কে বলিল ওই গম্ভীর নিনাদে?
বারণ করগো তার॥
সুখের সংসারে বিষাদের গান
সে যেন আর না গায়॥

(২)

নবীন উদ্যমে দেখ অন্বেষিয়া
এই যে বিশাল ধরা।
নাহি দুঃখ লেশ দেখিবে কেবল,
অনন্ত সুখেতে ভরা॥
মানবের হিত করিতে সাধন,
বিটপী বিতরে ফল।
তৃষার যন্ত্রণা করিতে বিদূর,
বারিদ বরিষে জল॥

রবি চন্দ্র তারা গগণ ভাতিয়া
করিছে কিরণ দান।
স্নিগ্ধ সমীরণ বহিছে নিয়ত
জুড়াতে জীবের প্রাণ॥
তবে এ জগতে কিসের অভাব?
বারণ করগো তায়—
এমন করিয়া "বিষাদ সঙ্গীত"
সে যেন আর না গায়॥

(৩)

নিত্য নব সাজে সাজিছে প্রকৃতি,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ।
পীযুষের স্রোত বহিয়া তটিনী
করে নাকি সুখ দান?
তরুণ অরুণ উদিয়া গগণে
অনন্ত তিমির নাশে।
প্রভাত হিল্লোলে স্বচ্ছ সরসীতে
ফুটন্ত কমল হাসে॥
বসি বৃক্ষোপরি সুললিত রবে,
গাহে বিহঙ্গম কুল।
ছড়ায়ে আমরি! অতুল সুবাস,
ফোটে নানা জাতি ফুল।
মধুর মধুর— বড়ই মধুর—
নিশিতে চাঁদের হাসি।
নীরবে জুড়ায় মানবের মন,
সুচারু জোছনা রাশি॥
শান্তিময়ী আহা! নিসর্গ সুন্দরী;
বারণ করগো তায়—
এমন করিয়া "বিষাদ সঙ্গীত"
সে যেন আর না গায়॥

(৪)

বসন্তে কেমন মলয় সমীর,
হাসায় ফুলের বন।
সিঞ্চে শান্তি নীর জীবের জীবনে,
ভ্রমরের গুঞ্জরণ॥
তবে কেন বল করিছে শ্রবণ
"সুখ আশা হেথা নাই।
অনন্ত দহণে দহিবে যাবৎ
না হবে পুড়িয়া ছাই।"
কাঁদিবে বলিয়া মানব জীবন,
তাইকি তাঁহার জগৎ সৃজন?
নাহি সুখলেশ কেবলি বিষাদ?
প্রেম প্রীতি স্নেহ সৈকতের বাধ?
সকলি কি বৃথা? বৃথা ভালবাসা?
সকলি কি স্বপ্ন? নাহি সুখ আশা?
কিছুকি কিছুই নয়?
সকলি অসার? নিশার স্বপন?
কাঁদিবে বিষাদে মানব জীবন?
নাহি হেথা কোন জুড়াবার স্থল?
মায়া প্রবঞ্চিত জগত কেবল?
জীবিতে কি কোন সুখ আশা নাই?
ওহে তত্বজ্ঞানী! বলনাকি তাই—
নাম তাঁর দয়াময়?
বসন্ত শরত আদি ঋতু ছয়,
এরা কি কাঁদাতে আসে?

সৌভাগ্যের কোলে নিয়ত বসিয়া
মানব কেন না হাঁসে ?
বহিছে সংসারে সুখের লহরী ;
বারণ করগো তায়—
এমন করিয়া "বিষাদ সঙ্গীত"
সে যেন আর না গায়।

(৫)

হাঁসুক উল্লাসে মানবের মন
সংসার সুখেতে ভরা।
হাঁসাইতে জীবে করুণাময়ের—
জগত সৃজন করা॥
সুখের সংসারে— আনন্দ ভবনে—
যে জন যেমন চায়।
(করুণার দ্বার সদা খোলা তাঁর)
সে জন তেমন পায়॥
তুমি না মানব! লভিয়াছ জ্ঞান
এই কি জ্ঞানের ফল ?
এইকি নিয়তি ? সুখের সংসারে
ঝরিবে নয়ন জল ?
সংসারের বক্ষে করি বিচরণ
না পাবে সুখের লেশ ?
এত শিক্ষা করি এই ফল হায়!
কপালে ঘটিল শেষ ?
—শুন না ও কথা— মুছ অশ্রু জল—
সংসার সুখেতে ভরা।
নিয়ত হাঁসিছে প্রকৃতি সুন্দরী
হাস্যময়ী বসুন্ধরা!!

নাহি দুঃখ কথা সংসারের কোলে ;
বারণ করগো তায়—
এমন করিয়া "বিষাদ সঙ্গীত"
সে যেন আর না গায়।

(৬)

ওই, কাননেতে পাখী নাচিয়া নাচিয়া
এডাল ওডাল করে।
বিষাদের পানে না চায় ফিরিয়া
গায় সুমধুর স্বরে॥
আপনি মগন আপনার গানে,
কেমন সরল প্রাণ!
কোলাহল যথা ওঠে বিষাদের—
নাদেয় সেখানে কান॥
বিহগের মত, সংসার কাননে,
মানব কেন না গায় ?
ভুলি হাহাকার সুবিমল সুখ,
মানব কেন না পায় ?
পাখীটির মত মানবের আর
নহেত সরল প্রাণ।
তাই তাহাদের হেন ক্ষুব্ধ ভাব
গাহে বিষাদের গান॥
আমাদের তরে করুণা নিদান,
মুক্ত-হস্তে কত করিছেন দান,
নাহি কৃতজ্ঞতা কাহারও সেদানে,
করুণা তাঁহার কেহ নাহি মানে,
ভুলেছে সে অনুরাগে।
সামান্য শোকেতে মানব হৃদয়ে
কুলীশ বেদনা জাগে॥

অবিশ্বাসী নর তাঁহার প্রেমেতে
বিধানে অবিধি ভাবে।
সলিল ত্যজিয়া অনলে পশিলে
কেন না যাতনা পাবে ?
* * * *
এই যে সকল কর দরশন,
সকলি তোমার সুখের কারণ,
হাসহে মানব ! হাস অনুক্ষণ,
সুখময় বড় মানব জীবন ;
বারণ করগো তায়—
সুখের সংসারে বিষাদের গান
সে যেন আর না গায় ॥

বাঘের বিয়ে।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মং ভয়াবহঃ।"

গ্রামের বাহিরে, বনে— শার্দ্দূল প্রফুল্ল মনে,
বহুকাল রহে করি বাস।
গরু মেষ ছাগ আদি, সবার দারুণ বাদী,
খেয়ে খেয়ে করে ভূম্মিনাশ ॥
তুষ্টি—নরমাংস ভোগে, মাঝে মাঝে নিশিযোগে,
গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া।
ঘাড়ে ধ'রে যারে পায়, স্বীয় বাসে লয়ে যায়,
মাংস খায় উদর পূরিয়া ॥
এরূপ মনের ঝাঁকে, বাঘ বড় সুখে থাকে,
শুন পরে, কি হয় ঘটন।
বাঘের হইল হিয়া, মানবী করিবে বিয়া,
যায় কোন গৃহস্থ ভবন ॥
তার আই বুড়া কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
শার্দ্দূল প্রফুল্ল হেরি তারে।
মনের বাসনা যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
বলে "ধনি ! বরলো আমারে ॥"

নামে যার উপবাস, তার সঙ্গে বস বাস,
ভয়ে কন্যা করে পলায়ন।
বাঘের পড়েছে লোভ, সেকি জানে পাবোক্ষোভ?
পিছু পিছু করেসে গমন॥
নিরখি শার্দ্দূলে দ্বিজ, মরণ ভাবিল নিজ,
কহে বাঘ বিনয় বচনে।
বিবাহের অভিলাষে, এসেছি তোমার পাশে,
তব কন্যা ধরিয়াছে মনে॥
দিলে তনয়ার বিয়ে, তুষি কত ধন দিয়ে,
কোন দুঃখ নাহি আর রবে।
মোর সঙ্গে ভাব রেখে একবার লও দেখে,
দেশে তুমি ধনবান হবে॥
অমত করিলে এতে, একে একে ওৎপেতে,
ধ'রে সব করিব ভক্ষণ।
ভাঙ্গিয়া ফেলিব ঘাড়, চুষিয়া খাইব হাড়,
রক্ষিতে নারিবে কোন জন॥
ব্রাহ্মণ শুনিয়া ভয়ে, সায় দেন পরিণয়ে,
তুষিবারে শার্দ্দূলের মন।
ফাঁকি দিয়ে ধন ল'য়ে, বাঘে, দিব যমালয়ে,—
এত ভাবি কহেন ব্রাহ্মণ॥
তুমিতো জামাই হবে, কই বাপু ধন তবে?
বাঘ বলে "মত পেলে আনি।
না জেনে তোমার মন, কেমনে আনিব ধন?
ন্যায় কি অন্যায় বুঝ বাণী।"
শ্বশুরে এতেক বলি, বাঘ তবে যায় চলি,
বিয়ের জগাড় করে দ্বিজ।
ডাকি প্রতিবেশীগণে, সমাদরে জনে জনে,
জানাইল মতলব নিজ॥

শার্দ্দূল সহাস্য মুখে, গ্রামের ভিতরে ঢুকে,
ধনী-গৃহ করিয়া সন্ধান।
বৈঠকখানায় দেখে, টাকা-তোড়া পাশে রেখে,
ব'সে আছে ধনীর সন্তান॥
হেরি ব্যাঘ্র সমাগত, লোক জন ছিল যত,
সকলে ছুটিল প্রাণ ভয়ে।
নরনাশে নাহি মতি, তোড়া মুখে দ্রুতগতি,
যায় বাঘ শ্বশুর আলয়ে॥
শ্বশুরে প্রণাম করি, টাকা দিল কাছে ধরি,
জামায়ে' শ্বশুর তবে কয়।
"জান না মানব-নীতি, আমাদের আছে রীতি;
বে'র আগে 'অধিবাস' হয়॥
হিন্দু শাস্ত্রে এই কয়, যে যে না হইলে নয়,
বে'র চেয়ে শক্ত 'অধিবাস'।
ব্যাঘ্র কহে বাক্যে তাঁর, "অধিবাস কি প্রকার ?
মহাশয়! করুন প্রকাশ॥
ব্রাহ্মণ কহেন বাঘে, "তোমারে বিয়ের আগে,
থ'লে মধ্যে হইবে ঢুকিতে।"
শার্দ্দূল পূরিল সায়, চল "কিবা ক্ষতি তায়,
প্রাণ চান্ তাও পারি দিতে॥"
অভীষ্ট পূরিল নিজ, মনে মনে ভাবে দ্বিজ,
সে কথাকি একবার ক'রে।
রহ অল্প ধৈর্য্য ধরি, শ্রাদ্ধের যোগাড় করি,
তবেতো চিনিবে বেটা মোরে॥"
লগ্ন উপস্থিত জেনে, গৃহ হ'তে থলে এনে,
বাঘে পূরি, সেলাই করিল।
ডাকে প্রতিবেশীগণে, লাঠী ল'য়ে এ সমনে,
'দমাদম' মারিতে লাগিল॥

হুচারি ঘা মার খেয়ে, বিবাহের তার পেয়ে,
বাঘ বলে "কত দেরি আর?"
গৃহস্থ হাঁসিয়া কয়, "আর বেশী দেরি নয়"
আরো ক'সে লাগাইল মার ॥
যাদের সাহস আছে, মারে দাঁড়াইয়া কাছে;
ভীরু যারা—মারিয়া পলায়।
নজর থ'লের পানে, আস্ত কি ছিড়েছে, জানে—
পাছে ধ'রে ঘাড় ভেঙ্গে খায় ॥
তবু বাঘ বুঝে নাই, বিয়ে হবে জানে তাই,
হ'তেছে অপূর্ব্ব অধিবাস।
পরে যদি চাই সুখ, আগেতে সহিব দুঃখ,
তবে তো পুরিবে মনোআশ!
বিবাহের সুখ কত, কেবা আগে অবগত,
শেষে চ'ক্ষে দেখে অন্ধকার।
'দিল্লির লাড্ডুর' প্রায়, পস্তায় যে জন খায়,
খায় নি যে—খেতে ইচ্ছা তার ॥
শার্দ্দূলের অধিবাস, ক্রমে তার বহে শ্বাস,
পঞ্চত্ব পাইল অবশেষ।
নির্ব্বোধেরা এইরূপে মগ্ন হ'য়ে ভ্রম কূপে,
কষ্ট পায় অশেষ বিশেষে ॥
ব্যাঘ্র—জন্মি পশুকুলে, স্বজাতীগণেরে ভুলে,
বাঞ্ছাকরে "মানবী প্রণয়।"
নিজধর্ম্ম পরি হরি, পরধর্ম্মে বাব ভজি,
এ বিশ্বাস-অধমেরি হয় ॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়ে যেই, অতি বড় মূর্খ সেই,
'নরকের কীট' সেই জন।
পর ধর্ম্ম নাহি চাই, মনের বাসনা তাই!
হয় হ'বে স্বধর্ম্মে নিধন ॥

বিরহ।

করেছি শ্রবণ জন সাধারণ
বিধুরে 'কলঙ্কী' কয়।
ওলো সহচরি? আমি যদি মরি,
তারকি কলঙ্কে ভয়॥
শুন প্রিয় সই! মন দুঃখ কই,
চন্দনে সহিছে দেহ।
থাকে ফণী সঙ্গে, বিষ তাই অঙ্গে,
দুষিবে না কারে কেহ॥
দগ্ধ যার কায়, সে কাম আমায়—
নিয়ত সহিতে চায়।
দুঃখ নাহি চিতে, বল না লো ইথে—
কেহ কি দুষিবে তায়?
কিন্তু সহচরি? অই দুঃখে মরি
জগৎ প্রাণ নাম যায়।
যদিলো সে বায়ু, হরে মোর আয়ু,
কলঙ্কও হবে তায়॥

প্রহেলিকা।

বিনাশের মূল সেই সকলেই জানে।
তবু তার ত্যাগ নাই—নব্য সন্নিধানে॥
স্বদেশের হিত সাধে—বিদেশের নাশ।
এমন কৃতজ্ঞ কেবা করহে প্রকাশ॥

সঙ্গীত।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

করিতে বিষয় ভোগ, ভয় পাছে হয় রোগ,
কুলেতে বিচ্যুত ভয় দেহে যম ভয় হে।
রাজভয় আছে ধনে, গুণে ভয় খলজনে
প্রতি পক্ষ ভয় শাস্ত্র বিচারেতে রয় হে।
জগতের একি রীতি, কুলেতে যুবতী ভীতি,
বলেতে অরাতি ভয় এত মিথ্যা নয় হে।
সম্মানেতে দৈন্য ভয় ও দুঃখ কি প্রাণে সয়
কেবল দেখিনু ভাব বৈরাগ্যে অভয় হে॥

—o—

উপন্যাস।

কেন বলে "ভারত অধঃপাতে গিয়াছে" "ভারত এখন ভস্মাবশেষ মা"ত্র—এটা আব এখন নূতন কথা নয়, প্রায় সকলেরই জানা আছে, তাই বলিতে তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সেই সাহসেই বলি যে ভারতে আর ধর্ম্ম ও নাই—কর্ম্মও নাই, সন্ধ্যাও নাই আহ্নিক ও নাই। ন্যাস ও নাই শ্বাস নাই—থাকিবার মধ্যে আছে কেবল উপন্যাস। তখন কত শত ন্যাস দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইত এখন এক উপন্যাসেই তাহার চতুর্গুণ কাজ হয়। কাজে কাজেই লোকে ঐ সকল ছাড়িয়া উপন্যাসই সার ভাবিয়াছে, অগত্যা আমাকেও লিখিতে হইল।

আজ মধু পঞ্চমীউষার কাল বৎসর শেষ হইবে, পরশ্ব নবাব্দের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে, এতে কি আর মুলবাদের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে। আগামী বৎসর কত দেখ্‌বো, কতকি খাব, এই ভাবনায় সে বিভোর, তাতে আবার আগামী কল্যই মা আস্‌বেন, এই আহ্লাদ আর ধরে না, উচ্চস্বরে বলিতেছে আজ হাঁসবোনা ত কবে হাঁসিব, আজ খেলিব নাত কবে আর খেলিব কান্নাত চিরকাল আছে, চিন্তা ভার ত আজীবন বহন করিতেছ, এখন আর কেন

করিব মা থাকিতে সন্তানের আর ভাবনা কেন, মার ভার মাকে দিয়ে খুব হাঁসিব আর খেলিব। শুইয়া শুইয়া এই সকল ভাবিতেছে আর আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিতেছে, ঐ শুন্ ঐ শুন্ কি উচ্চবদ স্বর শিবাকুল। আজ তোদের স্বুর এভাবে বাঁধা কেন? বুঝেছি মা পেয়েছ, আমরা ও তোদের ন্যায় মা-হারা ছেলে, কতদিন হইল মায়ের সঙ্গে রুধির পিপাসা মিটায়াছ, আজ আবার মুখ বদলাইবে তাই এত আনন্দ! আবার শোন্ আবার শোন্, মবি, মরি, কি মন চোরা স্বর, পিকবর ধন্য তোমার জীবন তুমিই যথার্থ সুখী আজ আমারও তোমার ন্যায় সুখী হইব। এ আবাব কি?

কি মধুব বোল "গুড়্ গুড়্ গুড়্ তেকলা" প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠে কবি, তুমি হয় ত নিন্দা কবিবে সমাজ সংশোধক তুমি হযত অসভ্য বলিবে—তোমাদের কানে হয় ত কঠোর বাজিবে, তোমাদের কোমল কানে কেবল প্রেমেব চিঁহি চিঁহি ধ্বনি বিরাজ কবিতেছে, তা বলে কি আমাদের ঢাক ঢোলকে নিন্দা করিবে? না তা কখনই পার না, তোমাদের কান আছে আমাদের কি নাই, তোমাদের কানে ভাল না লাগ্‌তে পারে, কিন্তু আমাদের আদরের বস্তু, যখনি শুনি তখনি যেন সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়েব অন্তঃস্থলে মন প্রাণ তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে ও সর্ব্বাঙ্গ পরম আনন্দ রসে আপ্লুত হয়; বলিতে কি মনোমধ্যে কি যেন একটা নূতন ভাবেব উদয় হয়, ফুটি ফুটি করি কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না। তাবলে কি নিন্দা করিতে হয়, যাহার যাহা আছে তাহাই ভাল। আবার বলিতেছে—এ দিকে দেখ ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ডেব পার্শ্ব দিয়া দেখ, তোমরা হয় ত এখনি বলিবে "ঠিক যেন একখানি সোণাব থ লা," ছি ছি, কাচ দিয়া হীরকের তুলনা করিতে লজ্জা করে না। ভাল করে একবার দেখ দেখি, পূর্ব্বেও ত কতবার দেখিয়াছ—না, দেখ নাই, তবে লিখিতে কিরূপে? তোমারাই ত কল্পনার পুষ্যপুত্র, তোমাদের কল্যাণেই আজ বাল অশ্ব ডিম্ব এত সস্তা হইয়াছে। ভাল আজ কি কিছু নূতন দেখ্‌ছ, চুপ কবে রহিলে যে? প্রকাশ করে বল না, মন খোলসা হ'য়ে যাগ্, পূর্ব্ব কল্পনার দোষ হবে না। স্বীকার করাটা মহত্তের কাজ। কি বলিলে "কিছু নূতন বটে"? ধন্য, ধন্য, থুড়ি, সাধু সাধু, আমি আজ বড় সুখী হলেম, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। বাকী টুকু মিটায়ে দাও, নূতনত্ব টুকু প্রকাশ করিয়া বলিয়া চরিতার্থ কর।

"ঠিক করিতে পারিতেছ না" তবে কি আমার কথায় "হু" দিতে ছিলে, আজ কাল ঐ ক রোগ আপনাদের, বিকারের চৌদ্দ পুরুষ, নইলে দেশ শুদ্ধ ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, কত কেবা এলোপাথী, গেল পাথীর আমদানী হচ্চে আর তোমার রোগের একটা ঔষধ জোটে না। দূর ছাই কি নূতনত্ব বলিতে পারিলে না? মাথায় হাত দিয়ে একটু ভাবনা, একটু গলা শুকুক, ভয় কি তোমাদের ত আজ-কাল প্রেমের সরবৎ এক চেটে। এমনি একটা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারিলেই কত প্রেম গড়াইয়া যাইবে, হ্যাঁ আমার গলায় হাত দিয়ে দেখ আর ভাব, দেখো যেন মূর্চ্ছা হয় না। দেখছ? বেশ বেশ "নূতন ভাবের হাঁসিই বটে" কিন্তু ইহার কারণ কি বলিতে পার? সে কি কবি, তোমার মুখস্থ নাই? কি বলিলে আজ পরমেশ্বর এটীকে প্রথমে দেখাইতেছেন তাই এত আনন্দময় করিয়া পাঠা-ইয়ে জগৎকে আনন্দিত করিতেছে", মরি মরি এ দর্শন কত দিনে অদর্শন হবে এ ভাব শিখেছিলে কোথায়? কত দিনে যে ইহার অভাব হইবে। আচ্ছা সংশোধক তুমি বঙ্গদেশী কি বলিলে "নিত্য এক রকম দেখিতে ভাল লাগে না, তাই নিত্য নূতন নূতন সাজে দেখা দেয়" কেন? ঐটী কি তোমার মনমোহিনী তিনি নাকি? পাটের বাজার কি এত মহার্ঘ? তুমি কি বল হে বৈজ্ঞানিক? "এটা একটা জলন্ত পদার্থ, অনেক দিন ধরে ঘুরিতেছে, এক্ষণে ক্রমে ধরিয়া উঠেছে, তাই লাল দেখাচ্ছে?" বেশ বেশ, কলি যুগের ভারত উদ্ধার তোমা-দের দ্বারাই ঘটিবে। বলি গোবর্দ্ধন বাবাজী আপনি একটু মত প্রকাশ করুন, আপনার ত আদায়ের কসুর নাই। এবার গোবর্দ্ধন বাবাজী গোঁপ ফুলাইয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে কহিল,—দেখ আমি না জানিলেও আজ আমাদের পাঁচজনের মনরক্ষার্থে একটা মত প্রকাশ্য করিতে কুণ্ঠিত নহি। আমার মতে নবাব্দের নূতন বৎসর আগমনে তার মধু পঞ্চমীর উষা, কিছু দিন পরে ফুলদোল হইবে তাই সূর্য্যদেব আহ্লাদে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আসছেন—

এইবার মূলচাঁদের অনেক মনোমত হইয়াছে, কিন্তু ফুলদোল অনেক বিলম্বে, আগামী বাসন্তী পূজা, মিষ্টান্ন ভোজন হইতে পারে, তজ্জন্য উহার উল্লেখ না হওয়াতে মূলচাঁদ একেবারে তেলে বেগুনে জলিয়া গিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিছানা হইতে উঠিয়া তীব্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাবাজী তোমারও বুদ্ধি শুদ্ধির লোপ হইয়াছে, এমন তিন দিনের হর গৌরী পূজা ছাড়িয়া কি না এক

রাত্রের ফুলদোলের কথা বল” কথাটা বাবাজীর কর্ণে প্রবেশ করিতে না করিতে অমনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বাবাজী “রাধে রাধে” চিৎকার করিয়া উঠিল। মূল চাদও মুহুর্ত্ত মধ্যে বোম বোম মহাদেব চিৎকার করাতে বাবাজী লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বাহিরে পলায়ন করিলেন; অগত্যা এ যুদ্ধে মুলচাঁদেরই জয় হইল।

গোবর্দ্ধন বাবাজী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ভিক্ষায় চলিলেন, এদিকে মুল চাঁদ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নানে গমন করিলেন। স্নান ক্রিয়া শেষ করতঃ স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শিবপূজায় নিবিষ্ট হইলেন।

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক কবিবর ৺ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর C. I. E.

১৩০০ অব্দের গত ২৬ শে চৈত্র গৌরবাকাশের একটি জ্বলন্ত তারকা অনন্ত কালের জন্য অস্তমিত হইল। বঙ্গের সাহিত্যের বিকাশ যে দুই ব্যক্তির প্রতিভার নিকট প্রধানতঃ ঋণী তাহার একটি ৯৮ সালে অস্তমিত হইয়াছিল আর যে বৃহৎ উজ্জ্বল তারকাটি ছিল তাহাও ১৩০০ সালে শেষ করিয়া দিল। ১৩০০ সাল শেষের সহিতই বঙ্গ সাহিত্যে বিশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হইল।

ইনি সন ১২৪৫ সালের আষাঢ় মাসের ১৩ই তারিখে রাত্রি ৯ টার সময় নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী কাঁঠাল পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইনি যখন জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন তখন জ্যোতিষ মতে যেরূপ গ্রহ সমাবেশ ছিল, তাহা অপর পৃষ্টায় দেখ।

জ্যোতির্ষী দিগের মতে শুক্র গ্রহ, কবিত্ব শক্তি এবং শব্দবিন্যাসশক্তি, ও রচনা শক্তির কারক। সেই শুক্র গ্রহ বিদ্যার স্থানে স্বক্ষেত্রে থাকায় এবং এক গ্রহ লগ্ন হইতে দশমাধিপতি ও পঞ্চম পতি হওয়ায় রাজযোগ কারক হইয়াছে এবং ভাগ্যের অধিপতি বুধও স্বগৃহ মিথুনে থাকায় প্রবল রাজযোগ হইয়াছিল তাহার উপর বুধ ও শুক্র উভয়ে বিদ্যা ও গ্রন্থ রচনার কারক হওয়ায় ইঁহার অদ্বিতীয় কাব্য রচনায় যোগ হইয়াছিল।

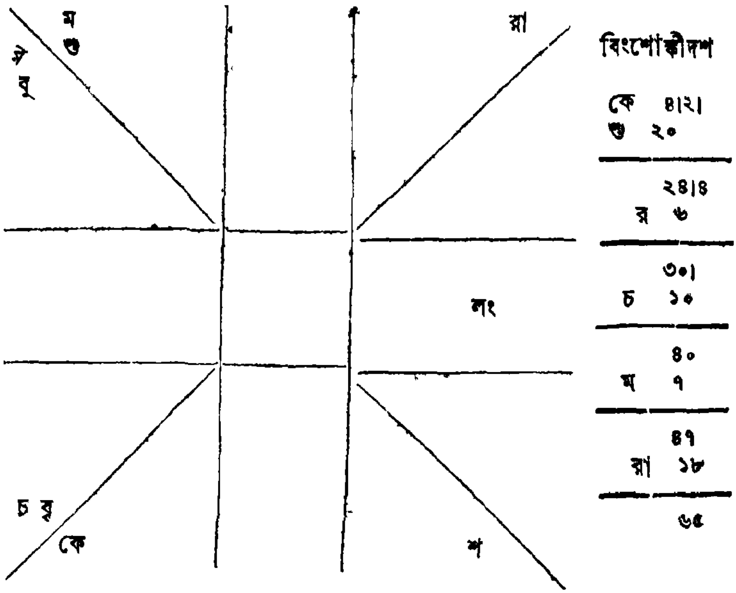

তাঁহার পাঞ্চ ভৌতিক দেহ যদিও পঞ্চ ভূতে সমীকৃত হইল তাহা হইলেও তাঁহার কীর্ত্তিময়দেহ বঙ্গের গৃহে ২, অমর রূপে বিরাজ রহিবে।

সমালোচক দিগের "দুষ্ট যন্ত্র ভ্রমি ভ্রান্ত বঙ্কিম যশশ্চন্দ্রমা" যদিও কখন কখন ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে সমালোচক দিগের ঈর্ষা পরায়নতার পরিচায়ক মাত্র।

বাঙ্গালাভাষায় উপন্যাস লিখিতে গিয়াঅনেকেই scottপ্রভৃতি ঐঙ্গ ঔপন্যাসিক-গণের অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা দোষের ভাগ অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি যে কোন লেখকের কাব্যের যে কোনও কাব্যের ছায়া বা আভাষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সেই সেই কাব্য হইতে অনেক গুণে সুচারু রূপে লিখিত হইয়াছিল।

সমালোচকদিগের মতে যে দুর্গেশনন্দিনী Ivanhoর অনুকরণে লিখিত সেই Ivanho পড়িলে বোধ হয় বঙ্কিমের কাছে স্কটের লেখা অধ্যয়ন বিরক্তিজনক। তাঁহার সম্বন্ধে একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে "He is the first and greatest of all who has ever been born in India as a novelest"

প্রেমরঞ্জন।

(মহাকবিঘটকর্পরবিরচিতম্)

নিচিতং খমুপেত্য নীরদৈঃ
প্রিয়হীনা হৃদয়াবনীরদৈঃ
সলিলৈর্নিহতং রজঃ ক্ষিতৌ
রবি চন্দ্রাবপি নোপলক্ষিতৌ॥ (১)॥

হংসা নদম্‌ মেঘভয়া দ্রবন্তি
নিশামুখান্যদ্য ন চন্দ্রবন্তি
নবাম্বুমত্তাঃ শিখিনোনদন্তি
মেঘাগমে কুন্দ সমানিদন্তি! ॥ ২ ॥

মেঘাবৃতং নিশি ন ভাতি নভোবিতারং
নিদ্রাভ্যুপৈতি চ হরিং সুখ সেবিতারম্।
সেন্দ্রায়ুধশ্চ জলদোহদ্যরসন্নিভানাং
সংরম্ভমাবহতি ভূধর সন্নিভানাম্॥ (৩)॥

সতড়িজ্জলদার্পিতনগেষু
স্বনদম্ভোধর ভীতপন্নগেষু
পরিধীররবং জলন্দরীষু
প্রপতত্যম্বু তরুপসুন্দরীষু॥ (৪)॥

ছাদিতে দিনকরস্য ভাবনে
খাজ্জলে পততি লোকভবনে
মন্মথে হৃদি হতমুদ্যতে
প্রোষিত প্রমদায় মুদ্যতে॥ (৬)॥

ক্ষিপ্রং প্রসাদয়তি সম্প্রতি কোপিতানি
কান্তামুখানি রতি বিভ্রম কোপিতানি
উৎকণ্ঠয়ন্তি পথিকান্‌ জলদাঃ স্বনন্তঃ
শোকংপি বন্ধয়তি তদ্‌ বনিতাস্বনন্তঃ॥ (৫)॥

সর্ব্বকালমবলম্ব্য তোয়দা
আগতাঃস্বদয়ি তো গতো যদা।

নির্গুণেন পরদেশসেবিনা।
মারয়িষ্যথ তেন মাং বিনা ॥ ৭ ॥
ক্রততং পথিক পাংশুলঙ্ঘনাঃ
যূয়মেব পথি শীঘ্র লঙ্ঘনাঃ
অন্যদেশরতিরদ্য মুচ্যতাম্
সাথবা তব বধূঃ কিমুচ্যতাম্ ॥ ৮ ॥
হংসু সপংক্তিরপি নাথ! সংপ্রতি
প্রস্থিতা বিয়তি মামসংপ্রতি।
চাতকোঽপি তৃষিতোঽম্বু যাচতে
দুঃখিতা পথিক! সা প্রিয়াচতে ॥ ৯ ॥
নীলশষ্পমতিভাতি কোমলং
বারি বিন্দতি চ চাতকোমলম্।
অম্বুদৈঃ শিখিগণো বিনাদ্যতে
কারতি দয়িতা বিনাদ্যতে ॥ ১০ ॥
মেঘশব্দমুদিতাঃ কলাপিনঃ
প্রোষিতাহৃদয়শোকলাপিনঃ
তোয়দাগসকৃশা চ সাদ্যতে
দুর্দ্ধরেণ মদনের সাদ্যতে ॥ ১১ ॥
কিং কৃপাপি তব নাস্তি কান্তয়া
পাণ্ডুগণ্ড পতিতাল কান্তয়া।
শোকসাগর জলেঽদ্য পাতিতাং
ত্বদ্‌গুণস্মরণমেব পাতি তাম্ ॥ ১২ ॥
কুসুমিত কুটজেষু কাননেষু
প্রিয়রহিতেষু সমুৎসুকাননেষু।
বহতি চ কলুষং বলিং নদীনাং
কিমিতি চ মাং সমারুণে নদীনাং ॥ ১৩ ॥
মার্গেষু মেঘসলিলেন বিনাশিতেষু
কামো ধনুঃ স্পৃশতি তেন বিনা শিতেষু।

গম্ভীর মেঘরসিতব্যথিতা কদাহং
অহ্যাং সখে! প্রিয়বিয়োগজশোকদাহং ॥১৪॥
সুশঙ্কিতয়া বনেঽজিতানাং
ঘনজম্ভোধরবান্তবীজিতানাং
মদনস্য কৃতে নিকেতকানাং
প্রতিভান্ত্যদ্য বনানি কেতকানাম্ ॥ ১৫ ॥
ত্বাং সাধু মন্যা সুরভৌ সগর্জ্জ
প্রজাপতিঃ কামনিবাস! সর্জ্জ।
ত্বং মঞ্জরীভিঃ প্রবরো বনানাং
নেত্রোৎসবশ্চাপি সুযোবনানাং
নবকদম্ব! শিরোঽবনতাস্মি তে
বসতি যন্মদনঃ কুসুমস্মিতে।
কুটজ! কিং কুসুমৈরুপহস্যতে
নিপতিতাস্মি সুদুঃখ সহস্যতে
তরুবর! বিনতাস্মি তে সদাহং
হৃদয়ং মে প্রকরোষি যৎ সদাহং
তব কুসুম নিরীক্ষণাদেহং
বিস্মরেয়ঃ সহসৈব নীপ দেহং ॥ ১৮॥
কুসুমৈরুপশোভিতৈঃ সিতৈঃ
ধনমুক্তামুকুর প্রকাশিতৈঃ
মধুনঃ সমবেক্ষ্যকালতাং
ভ্রমরশ্চুম্বতি যথিকালতাম্ ॥ ১৯ ॥
তাসানহ্যা সফল এব যা দিনেষু
সেন্দ্রায়ুধাম্বুধরগর্জ্জিত দুর্দ্দিনেষু
রত্ন্যুত্সবং প্রিয়তমৈঃ সহ মানিয়ন্তি
মেঘাগমে প্রিয়সখীশ্চ সুখানয়ন্তু ॥ ২০ ॥
তারাতুরক্ত বনিতাসুরতৈঃ শক্রয়ং
আলত্য চাম্বু তৃষিতঃ কর কোশপেয়ং।
জীবের যেন করিনা যমকৈ। পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ ॥ ২১ ॥

আগামী বারে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

বৈশাখের পরিচয়।

বৈশাখ মাসই বৎসরের প্রথম মাস। এই মাসে সূর্য্যদেব বিশাখাদি নক্ষত্রে অবস্থিত করেন বলিয়াই ইহার নাম বৈশাখ। হিন্দুগণ স্বর্গ কামনায় এইমাসে "বৈশাখী ব্রত" অবলম্বন করেন। অক্ষয় তৃতীয়া, চন্দন যাত্রা, জহ্নুসপ্তমী সীতানবমী পিপীতকী দ্বাদশী নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, ফুলদোল, ত্রিলোচনাষ্টমী, প্রভৃতি বৈশাখের ধর্ম্মকৃত্য। বামা—প্রচলিত গোকালব্রত ও ফলদানব্রত এই মাসেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বৈশাখ মাসে জন্মিলে—জাতক বিনয়ী, ধার্ম্মিক, দেবদ্বিজভক্ত সজ্জন পালক, সদ্‌গুণশালী ও জন প্রিয় হয়। বিবাহ হইলে দম্পতী পুত্র ধনলাভ করেন। নববর্ষ আদ্য ঋতুমতী হইলে প্রিয়বাদিনী হয়েন। কর্ণবেধ দ্বিরা-গমন চূড়াকরণ প্রভৃতি শুভকর্ম্ম এই মাসে শুভপ্রদ হয়। বৈশাখ মাসে বাটী প্রস্তুত করিতে হইলে দক্ষিণ মুখী করাই উচিত।

আমন, বাউনিয়া, অড়হর, ভুরা, দেশী কুষ্মাণ্ড, অলাবু জনার, ঝিঙ্গা বর-বটী, বোরা কলাই, শশা, গারবাঙ্গী, শাঁকালু, মান, মুখী, এরারুট, আদা, হরিদ্রা, ও বাঙ্কুরা প্রভৃতির বীজাদির বৈশাখ মাসেই রোপণ করিতে হয়। কদলী, তাম্বুল, পিপুল প্রভৃতির চারাও এই মাসে রোপণ করিবার বিধি আছে।

বৈশাখ মাসে আম্রাদি ফলবর্গ পটোলাদি তরকারী নটিয়াদি শাকবর্গ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। চালধান, বোরোধান, পলাণ্ডু ও তিল প্রভৃতি এই মাসেই পাকিয়া উঠে।

এই সময় শালিধান্যের পরমান্ন, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন করিবে। মধ্যাহ্নে শীতল স্থানে এবং নিশিতে হিমাশ্রিত স্থানে বিশ্রাম করিবে। ব্যায়াম একেবারেই নিষিদ্ধ।

বৈশাখ মাসে—লবণরস, দধি, সুরা, তিল, যণ্ড, ঝাল ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ, উপবাস, স্ত্রীসহবাস প্রভৃতির শরণাগত হইলে মধ্যাহ্নে ও মধ্য রাত্রে পিত্তের প্রকোপ হয়। এ সময় ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ মসুর দাল ভক্ষণ করিতেও নিষেধ করিয়াছে।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড] সন ১৩০১ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা

আকাশ।

(১)

বিপুল-ব্রহ্মাণ্ড-বক্ষে-নীলাম্বর ধারি।
কে তুমি হে মহাকায় জনমনোহারি?
অনন্তে মিশায়ে কায়, আশ্রয় লভিছ তায়,
শূন্যময় বপু কিন্তু করিয়া ধারণ
বিকাশিছ নিরন্তর নয়নরঞ্জন।

(২)

শত শত তারাপুঞ্জ উরসে তোমার,
খদ্যোতিকাকুল সম করিছে বিহার।
জগতনয়ন রবি, তোমারি আশ্রয় লভি,
করজালে বিদূরিছে জগত আঁধার,
হে আকাশ! তোমা হেন প্রতাপ কাহার?

(৩)

ওই যে সুবর্ণময় বপু বিমোহন,
চন্দ্রমা-মোহন রূপ করিয়া ধারণ
বিকীরিছে সুধারাশি, হাসিয়া মধুর হাসি,
তোমার সুনীল অঙ্ক তাহারো আশ্রয়
তোমার অনন্ত দেহে উৎপত্তি বিলয়।

(৪)

পবন সুথিব যবে, জলধরকুল
লম্বমান তব বক্ষে কাদম্বসঙ্কুল।
সৌদামিনী ক্ষণে ক্ষণে, প্রকাশি নিজ বরণে,
প্রকাশে মহিমা তব সুবাগ অর্পণে
গগন! তোমাব গুণ প্রকাশি কেমনে?

(৫)

যখন ভীষণ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
তীব্র দৃষ্টি ধরাধামে করহ ক্ষেপণ
বরষ মুষলধারে, বজ্রময় ভীম স্বরে,
কাঁপাও জগত প্রাণ, সে এক সময়
লীলার মূরতি তব সদা লীলাময়।

(৬)

এ হেন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি মুরতি তোমার
শূন্যময়, এই কথা বিজ্ঞানে প্রচার।
"অণুর" বিহীন কায়, জীবন নাহিক তায়
হেন শত কীর্ত্তিরাশি অলীক কল্পন
কেমনে, হে শব্দবহ বুঝিব এমন?

(৭)

বিজ্ঞান হৃদয়হীন প্রত্যক্ষ বিশ্বাসী
কবিজন সুখময়, কল্পনাবিলাসী
তাই সে বুঝিতে নারে, যে লীলা নয়নোপরে,
সদা তব সুনীলিমা করয়ে প্রকাশ
মহৎ জীবন তব অনন্ত আকাশ।

(৮)

জগতের বিরচন যবে না হইল,
তোমার অনন্তদেহ প্রকাশ পাইল,
হৃদয়ে লইয়া পরে সমগ্র ভুবন তারে

অতুল মহিমা স্বীয় করিলে প্রচার
কে বলে হৃদয় প্রাণ নাহিক তোমার।

(৯)

হে আকাশ! অন্তহীন, সুনীল সুন্দর,
ধরিয়া বিশাল বক্ষে বিশ্বচরাচর
জান কি হে যেই জন, রচিল তোমারে হেন
রচিলা দিগন্তব্যাপী ভুবন-মণ্ডল
রবি শশী গ্রহগণ অর্ণব অচল ?

দশরথ বিলাপ।

" কবি বলে অধিক লেখার প্রয়োজন নাই,
পাছে এঁরা রুষ্ট হন সদা ভাবি তাই।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যবংশাবতংস রাজা দশরথ, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাবতীয় রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; তিনি রাজাসনে আসীন হইয়া, অপক্ষপাতে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন। তদীয় শাসনগুণে কোশলরাজ্যের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই একবাক্য হইয়া বলিত, "আমরা পিতৃপ্রতিম দশরথ রাজ্যে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছি।" দশরথ অতুল বিভূতি-সঙ্কুল সুবিশাল সাম্রাজ্যের অবিসম্বাদিত অধীশ্বর হইয়াও, যথাকালে পুত্রমুখাবলোকনে পূর্ণমনোরথ হইতে না পারিয়া সততই একান্ত ক্ষুণ্নমনে দিবাশর্ব্বরী অতিবাহিত করিতেন, যখন মনের উদ্বেগ নিতান্তই উদ্বেল হইত, তখন সত্বর সভাভঙ্গ করতঃ বিশ্রামভবনে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তার্ণবে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা তিনি বিরলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন;—আমি কি নরাধম! এবং আমার অদৃষ্টই বা কি পাষাণময় পদার্থে সংগঠিত! নিষ্কলঙ্ক নরেন্দ্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এবং এবম্বিধ শান্তি-বিরাজিত সাম্রাজ্যের অখণ্ডিত অধীশ্বর হইয়াও এ জীবন বিফলে পর্য্যবসিত হইল!

যে ত্রিলোকবিখ্যাত রবিকুলের ধর্ম্মরত্ন নিষ্কলঙ্ক যশঃ শশধরের বিমলালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত চরাচরে অহঃরহঃ প্রতিফলিত হইতেছে, সেই বংশে কি কুলান্তকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলাম। প্রভূত দুষ্কৃতি সঞ্চয় ব্যতীত কখনই কোন সৌরাজ্যের এককালীন চরমদশা ঘটে নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সুকৃতি রাশির ইয়ত্তা নাই, তবে একমাত্র দশরথেরই কি এত দুষ্কৃতি হইল? আমিই বা এমন কি লোক-বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, আমা হইতে এই সুদুর্ল্লভ বিপুল কুল ও রাজ্য বিনাশের পূর্ব্ব লক্ষণ ঘটিল। যদি জন্মান্তরীণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এমন পুণ্যময় কুলে উদ্ভব হইবারই বা সম্ভাবনা কি? লোকে রঘুবংশের নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়া, পারলৌকিক সুখানুভব করিয়া থাকে, সেই বংশে উদ্ভব হইয়া আমি কি বিপথগামী হইব? বিধাতা রঘুকুল ভাগ্যে কি এতই দুঃখ বিধান করিয়াছেন?

এইরূপ দুর্ব্বিসহ চিন্তাদহনে দগ্ধ হইয়া, তিনি এক এক বার পিতাকে উদ্দেশ করিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"তাতঃ! দশরথকে জন্মপ্রদান করিয়া কেন আদিত্যকুলে কলঙ্কার্পণ করিয়াছিলেন? সূর্য্যকুলের কালস্বরূপ দশরথ হইতে যে ভবদীয় কুলের উচ্ছেদ হইবে, ইহা কি আপনারা জানিতে পারেন নাই? আর্য্য! সাধুসুতের কামনা ত নরাধম ব্যক্তিরাও করিয়া থাকে, তবে ভবাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির পবিত্র পুত্র কামনা কিরূপে পাষণ্ড দশরথে সফলিত হইয়াছিল?" আরবার জননী উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন;—"মাতঃ ভগবতি! ইন্দুমতীর ত ইন্দুপ্রসবিনী হওয়াই উচিত! তবে কুলের অঙ্গার স্বরূপ দশরথে জঠরে ধরিয়া কিরূপে আপনার পবিত্র নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন? জননি! আপনি কি জানেন না পিশাচকে শোণিত দ্বারা, ভুজঙ্গকে দুগ্ধ দ্বারা এবং দুর্জ্জনকে বাসনারূপ রাজভোগে পোষণ করিলেও তাহারা আপন আপন স্বাভাবিক বৃত্তি বিস্মৃত হয় না! হা মাতঃ! পরিণামে আমা হইতে এই বিপুল রঘুকুলের উচ্ছেদ হইবে ভাবিয়া কি কঠোর জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া-

ছিলেন? আহা! কি ভাবিয়া আপনি যে এমন বংশ-বিষধরকে স্বকীয় স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। হা বিধাতঃ! পরম্পরাগত চিরপবিত্র আদিত্যকুলের উচ্ছেদ সাধনার্থই কি আমাকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল?”

যিনি যতই চিন্তার্ণবে নিমগ্ন অথবা সঙ্কটশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হউন, কাহারও আশার আশ্বাসিনী শক্তির ইয়ত্তা নাই, যদি আশা, বিশ্ব-পারাবারের একমাত্র তরণী স্বরূপ না হইত, তাহা হইলে বিধাতার বিধিনিবদ্ধ এই অসীম সৃষ্টিমণ্ডল উৎপত্তি কালেই বিপত্তি জলধির ভীষণ তরঙ্গে সমূলে উৎসন্ন হইয়া যাইত। রাজা দশরথ অপ্রতিহত প্রভূত চিন্তাদহনে যেরূপ দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহাতে যদি আশার আশ্বাসে নিপতিত না হইতেন, তাহা হইলে কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হইতেন না।

অনন্য মনে বহুবিধ বিতর্কের সমকালে অন্ধকমুনির অভিসম্পাত অকস্মাৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, ভাবিতে লাগিলেন, আহা! ঋষিকুলের অন্তঃকরণ কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহময় পদার্থে সংগঠিত! ভগবতী বসুন্ধরা দেবী, প্রজ্জ্বলিত অনলপুঞ্জে দগ্ধীভূত হইলেও যেমন তাঁহার স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তি বিনষ্ট হয়না, সেইরূপ যতিবৃন্দের কোমল হৃদয় দুঃসহ শোকসন্তাপে ভস্মশেষ হইলেও, তদীয় বাৎসল্য-বারির বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে না; ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার তৎকালীন অপ্রকৃতিস্থ চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল।

তখন একবার ভাবিতে লাগিলেন, যদিও দৈবদুর্ব্বিপাকে আমি মহর্ষিকোপে নিপতিত হইয়া অভিসম্পাদগ্রস্ত হইয়াছি, তথাপি সংসারের সর্ব্বসারভূত পুত্রধনে ও তদীয় বদনচন্দ্রমা নিরীক্ষণে বঞ্চিত থাকিয়া, পরিণামে যে দুর্ব্বিসহ বিরহ-যন্ত্রণা উপভোগ করিব, তাহার ত কোন সম্ভাবনাই বোধ হইতেছে না। মহর্ষির অভিশাপানলে যখন তনয়-বিরহে আমার জীবন নিধনের একমাত্র নিদানস্বরূপ রহিয়াছে, তখন আমার তাপিত চিত্ত যে শীতল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আরবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি বনকরীভ্রমে অন্ধের জীবন-যষ্টি স্বরূপ অন্ধকসুতের সুকোমল বক্ষঃস্থল নিদারুণ সংহার বাণে বিদ্ধ করিয়া,

মুনিবরের কোমল হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত করিয়াছি, সে মহাপাপ বংশে কখনই সহ্য হইবে না। আহা! পুত্রশোকে সেই বৃদ্ধান্ধ জরজর কলেবর মুনিদম্পতি হাহাকার ও শিরে করাঘাত করতঃ যে মর্ম্মভেদী অভিশাপানল আমার বক্ষে প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, জন্মজন্মান্তরেও আমার হৃদয়ের সে বহ্নি কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। ফলতঃ অন্ধক মুনির অভিসম্পাত-বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহে সংশয়াবিষ্ট হওয়াতেই ক্ষণপ্রভার ন্যায় আশাপ্রভা কখন তাঁহার হৃদয়াকাশের উজ্জ্বলতা সাধন করিতেছিল, ও কখন কখনও বা প্রভূত দুশ্চিন্তানিলীমায় তদীয় মুখপদ্ম মলিন হইতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে রাজা, রাজসভায় সমাগত হইয়া, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি বশিষ্টদেবকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন. যথাকালে বশিষ্ট দেব রাজসকাশে সমাগত হইয়া দেখিলেন,—নৃপবর অনন্যকর্ম্মা হইয়া, মুদিত নয়নে বাসবের ঐরাবত-প্রতিম সিংহাসনের একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক করতলে কপোল বিন্যস্ত করতঃ প্রবল চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতেছেন, নীহারাচ্ছন্ন জলজের ন্যায় তদীয় মুখপদ্ম নিতান্ত মলিন হইয়াছে। নৃপতির তাদৃশী দশা অবলোকন করিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিলেন,—মহারাজ আমাকে আহ্বান করিয়াও যখন ঈদৃশ বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিতেছেন, তখন অবশ্যই কোন গুরুতর অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে, সামান্য কারণ-মেঘে প্রভাকর মূর্ত্তি কখনই মলিন হয় নাই। যাহা হউক যে নিদারুণ দুর্দ্দৈব বশতঃ মহারাজ এরূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছেন, সত্বর তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

অনন্তর তিনি নৃপতির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং অতি করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনার ঈদৃশ বিষণ্ণভাব সন্দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণে বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; সামান্য কারণে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণ কখন এরূপ বিচলিত হন না। মহারাজ! কি হইয়াছে ত্বরায় বলুন।"

(ক্রমশঃ)

দলাদলি।

আমাদের হিন্দুসমাজে, দলাদলি বহু দিবসাবধি চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন বিজ্ঞ লোকেরা কেহই দলাদলিকে অনিষ্টকর বিবেচনা করিতেন না, এই জন্যই ইহা সমাজের একটী অঙ্গ স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনেকেরই ধারণা দলাদলি দেশের অমঙ্গলকর ও সমাজের উন্নতির কণ্টকস্বরূপ। কিন্তু ঐরূপ ধারণা করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলে ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না। দলাদলির হিতাহিতকারিতা নিরূপণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের এই কয়টী বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। প্রথমতঃ, আমাদের সমাজের কোন প্রয়োজন আছে কি না, দ্বিতীয়তঃ সমাজের দ্বারা সাধারণের কোন উপকার সাধিত হইয়া থাকে কি না, তৃতীয়তঃ সমাজের সহিত দলাদলির কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

সমাজের কোন প্রয়োজন আছে কি না এ কথা বোধ হয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, তাহারা একত্রিত না হইয়া বাস করিতে পারে না। মানবগণ স্বভাবতঃই পরস্পরের সহানুভূতি পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করে, এই কারণেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এইরূপ মানবস্বভাবই সমাজ সংগঠনের একমাত্র মূল। এমন কি যে সকল ত্যাগশীল পুরুষ সংসারে নির্লিপ্ত থাকিবার মানসে আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে মানবস্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র রকমের এক একটী সম্প্রদায় করিয়া ফেলেন।

দ্বিতীয় কথাটী এই যে, সমাজ দ্বারা সাধারণের কোন উপকার হইতে পারে কি না। এ কথার উত্তরে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, সমাজ জাতীয় উন্নতির একমাত্র সোপান এবং যে জাতির সমাজ নাই সে জাতির অস্তিত্ব অধিক দিন থাকিতে পারে না। হিন্দুরা যে আজিও একেবারে লয়প্রাপ্ত হন নাই, সুদৃঢ় সমাজ বন্ধনই তাহার একমাত্র কারণ। পরন্তু কোন জাতির উন্নতি করিতে হইলে উহার

শ্রম বিভাগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সমাজ দ্বারা সেই শ্রম বিভাগ সাধিত হইয়া থাকে।

সাধারণ লোকে আপনা আপনি বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না, তাহাদের উন্নতি শিক্ষা ও সাহায্য সাপেক্ষ। যে সকল লোক বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সমাজে অধিকতর আদৃত হয়েন ও উচ্চ আসন পাইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাই জনসাধারণের আদর্শ হইয়া উঠেন এবং সমাজের নেতা হওয়াতে তাঁহাদিগেরই উপর সাধারণ লোকের শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে। এইরূপে অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল উদারচিত্ত লোকের দ্বারা শিক্ষিত হওয়াতে সাধারণ লোকেরও শীঘ্র উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। যে স্থানে সমাজ নাই, তথায় কোন বিশেষ নেতা নাই—সকলেই শিক্ষক শিখিবার লোক অতি বিরল এরূপ অবস্থায় লোকের মধ্যে কিরূপ সুশৃঙ্খলা হইতে পারে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

সমাজের উপর যখন সমগ্র জাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তখন সে সমাজ যে কতদূর বিশুদ্ধ ও দোষ বিবর্জ্জিত হওয়া উচিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের সমাজভুক্ত লোক সকল যতই দোষ বিবর্জ্জিত হয়েন ততই মঙ্গল। একত্রিত হইয়া সুখে বাস ও আপনাদিগের উন্নতিই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। হিংসা, দ্বেষ, মত্ততা, লাম্পট্য প্রভৃতি দোষগুলি যতই না থাকে ততই মঙ্গল; কথাতেই বলে 'সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।' সৎসঙ্গ যতই বৃদ্ধি হইবে এবং অসৎসঙ্গ যতই হ্রাস হইবে ততই আমাদের শ্রেয়ঃ, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত দলাদলি প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এক ব্যক্তি একটী গর্হিত আচরণ করিলেন, দলস্থ অপর লোক সকল একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত আহার ব্যবহার বন্ধ করিলেন, তিনি সমাজে ঘৃণিত হইলেন, তাঁহার পাপ উদাহরণ অন্য লোককে বিকৃত করিতে পারিল না। দলাদলি দ্বারা এইটী সাধিত হইল দলাদলি সমাজের কণ্টকোচ্ছেদ করিল। এইরূপ দলাদলিকে কিরূপে সমাজের অনিষ্টকর বলিতে পারা যায়। সমাজের সহিত দলাদলির কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা

স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রকৃত উদ্দেশ্য ধরিতে গেলে দলাদলি সমাজের বিশুদ্ধতা সম্পাদক। কিন্তু আজকাল ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমার বোধ হয় আধুনিক সমাজে দলাদলি দ্বারা কোন বিশেষ উপকার হয় না—আজকাল দলাদলির কোন উদ্দেশ্য নাই। সমাজের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে গেলে সমাজনেতাগণের সচ্চরিত্র গুণগ্রাহী ও অপক্ষপাতী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের বিশেষ শুদ্ধাচার ও বিশুদ্ধ চরিত্র হওয়া উচিত। দ্বেষ হিংসা স্বার্থাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা কোন মতে বিধেয় নহে। গুরু লঘু ভেদ করা উচিত; ধন দ্বারা গুরু লঘু ভেদ কোন ক্রমেই চলিবে না। আজকাল কয়টী সমাজ এই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে? সকলে একমত হইয়া কার্য্য করিলে এই সকল নিয়ম অনেক পরিমাণে রক্ষা করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কয় জন লোকের মতি আজ কাল একদিকে প্রধাবিত হয়? যেখানে দুই চারিটী বর্দ্ধিষ্ট লোকের বাস সেখানে আর একদল নাই, পাঁচ সাতটী দল হইয়া গিয়াছে।

আজকালকার দলপতি উপযুক্ত হউন বা না হউন, তিনি ধনী হইলেই হইল। বৎসর বৎসর গোটা কতক ঘড়া ঘটী দান করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তিনি ন্যায়ই করুন বা অন্যায়ই করুন, কাহার সাধ্য তাঁহার কথায় কথা কহে? স্মরণ থাকে যেন বাৎসরিক বৃত্তিগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে। লোভেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইল, এই বাধ্যবাধকতা আমাদের যার পর নাই অনিষ্ট সাধন করিল। এই কারণেই পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ যাহার তাহার নিকট সহজে দান স্বীকার করিতেন না। সমাজে ধনীর সংখ্যা অধিক হইলে কতক পরিমাণে এ ধনমত্ততা বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আরও ঘোরতর অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা। সমাজের কোন একজন ধনী ব্যক্তি হয় ত একটা অন্যায় উপরোধ করিলেন কিম্বা কোন একটা সমাজবিরুদ্ধ গর্হিত আচরণ করিলেন, তাঁহাকে শাসন করিবার যো নাই, তিনি অমনি দুই এক জনকে নিজ দলভুক্ত করিয়া পৃথক হইয়া গেলেন; তিনি অমনি অন্য

দেখাইলেন দেখা যাউক কে কি করিতে পারে, আমি স্বয়ং স্বতন্ত্র দল স্থাপন করিব। আজকাল ন্যায়মতে কেহই চলিতে রাজি নহেন, সকলেই আত্মজাহীর করিতে ইচ্ছুক সুতরাং সকল সমাজে দ্বেষাদ্বেষ ও পরস্পর শত্রুতা বিশেষ বলবতী। সমাজে সাহসিকতারও বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাদের সে সাহসিকতাও নাই। পরাধীন থাকিয়া থাকিয়া আমরা এতদূর নির্জীব হইয়া পড়িয়াছি যে, স্পষ্ট কথা আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য্য করিয়াছেন আমাদের সে কথায় কাজ কি? যাঁহারা দেখিবার তাঁহারা দেখিবেন। হে স্পষ্টবক্তা আর্য্য ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের সন্তানসন্ততির অবনতির দিকে একবার নয়ন নিক্ষেপ কর।

জেদ বজায় করা আধুনিক দলাদলির একটী অঙ্গ, একঘরে হইব সেও ভাল তথাপি যাহা বলিয়াছি তাহাই করিব এরূপ কুসংস্কারের অপ্রতুল নাই। অমুকের সহিত বিষয় আশয় লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিতে হইবে, উহাকে দলচ্যুত করিব; কি ভয়ানক দলাদলি। শুনিয়াছি কোথাও কোথাও দলাদলি উপলক্ষে মারামারি লাঠালাঠী পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, এক দলের লোকের সহিত অন্য দলের লোকের বাক্যালাপ নাই, এমন কি পরস্পর মুখাবলোকন পর্য্যন্ত নাই। যদি কোন ব্যক্তি ঔৎসুক্য বশতঃ বিপক্ষদলের কোন ব্যক্তির বাটীতে নাট্যাভিনয় বা অন্য কোন আমোদ আহ্লাদ দেখিতে আসিয়া ধরা পড়েন তাহা হইলে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান এবং কখন কখন প্রহার পর্য্যন্ত করা হইয়া থাকে। স্বীয় দলের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য কেহ কেহ চিরকলঙ্কিত বহু দোষযুক্ত লোক সকলকেও প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন। বিবাদ ব্যতীত কি দলাদলি চলে না? দেশের সকল সচ্চরিত্র লোকের কি পরস্পর সদ্ভাব থাকা সম্ভবপর নয়? দলাদলিও কি মিউনিসিপাল কমিসনর নির্ব্বাচনের ন্যায় হইল?

শেষ কথা এই যে, আত্মদোষ স্বীকার আমাদের দ্বারা হইবে না। দুই সহস্র মিথ্যা কথা কহিয়া পরের উপর দোষ আরোপ করিব সেও

ভাল, কিন্তু আত্মদোষ স্বীকার করিব কেমন করিয়া?

যদ্যপি সকলে এই পণ করি যে আপনিই হই, আত্মীয়ই হউন বা অপর কেহই হউন, যিনি কোন দোষ করিবেন তাঁহাকেই সমাজচ্যুত করিব তাহা হইলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। তাহা করিব না, আপনার জন দোষ করিলে তাহা লুকাইয়া রাখিব, সাধ্যমতে তাহাকে শাস্তি পাইতে দিব না, এই আমাদের পণ। কিন্তু দোষ কয় দিন গুপ্ত থাকে, কেহ না কেহ জানিতে পারিবেনই পারিবেন। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিকার করিতে হইবে। কিন্তু মন সেই অবধি শত্রুতা সাধনে নিয়োজিত রহিল, সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সুযোগেরও অভাব নাই, আজি কালি নির্দ্দোষের ভাগ অতি বিরল। এইরূপে পরস্পর শত্রুতা হইতে লাগিল। তাহার উপর আবার জেদ না রাখিতে পারিলে অপমান হইবে এ চিন্তা বলবতী হইল। ইহাতে আর কতদূর সুফল ফলিবে? পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির অস্তিত্ব হেতুই আধুনিক দলাদলির এইরূপ অবস্থা, আজিকালিকার দলাদলির কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই, কেবল দ্বেষ, হিংসা, ধনমত্ততা, অহঙ্কার স্বেচ্ছানুবৃত্তিই ইহার পরিচালক এপ্রকার দলাদলি যত উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজ হইতে দলাদলি একেবারে উঠিয়া যাইলে মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। ভয় করিলেই বা কি হইবে কোন উপায়ান্তর নাই। যে সমাজে গুণের আদর নাই, যে সমাজে মুড়ী মিছরীর একদর হইতেছে, যে সমাজে কেহ কাহারও কথার কর্ণপাত করে না, সকলে আপনি বুদ্ধিমান, আপনি জ্ঞানবান, সে সমাজে যে বহুদিন প্রচলিত সুপরীক্ষিত প্রথা সকল একে একে বিলয়প্রাপ্ত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? উৎসন্ন যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ যে যাইবার সময়, আমরা সৎপথে যাইতেছি, ভাবিয়া পূজ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের বহুযত্নায়াস পরীক্ষিত রীতি নীতি সকলের উপর দোষারোপ করা হয়, উহা বড় মর্ম্মান্তিক।

———:0:———

সবিতা সুদর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

পরদিন কুটিরে বসিয়া ব্রাহ্মণ ডাকিলেন 'সুদর্শন!" সুদর্শন আসিয়া গুরুর পদ বন্দনা করিল ব্রাহ্মণ বলিলেন "বৎস! "সবিতার" অভাব পূরণ করিবার তুমিই যোগ্য পাত্র আমি তোমার করে "সবিতা" সমর্পণ করিতেছি। আগামী নিশায় বিবাহের লগ্ন আছে, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি?" ব্রাহ্মণ জানিতে পারেন নাই যে, এক কলস গঙ্গোদককে এক বিন্দু কূপোদক প্রদান করিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, এ কথায় সুদর্শন বড়ই প্রীত হইবে। কিন্তু সংসারে কয় জনের মনোরথ পূর্ণ হয়? সুদর্শন উষার সুরভী মাথা মালাগাছটী গলায় পরিতে সাহস করিল না। ব্রাহ্মণ বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন, ভাবিলেন সাগরের তৃণ কি কূল পায় না?

কর্ত্তব্য পালনে পুণ্য আছে কি না, কে জানে, কিন্তু লঙ্ঘনে মহা-পাপ আছে এ কথা কক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। দুই চারি দিবস পরে ব্রাহ্মণ আবার সুদর্শনকে বুঝাইতে লাগিলেন, বলিলেন "উৎসর্গীকৃত পূজার কুসুম আর কে স্পর্শ করিবে?" এবার আর সুদর্শন স্থির থাকিতে পারিল না, সুদর্শন বাস্পগদ্গদস্বরে বলিল "প্রভু! নরকেও আমার স্থান নাই, আপনি দুগ্ধ দিয়া কালসর্প পুষিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ নহি। আকবর বাদসাহের লিপিকার আবুল ফজল আমার ভ্রাতা, এ নরাধমের নাম ফৈজি।"

একদিন আকবর সাহ বলিয়াছিলেন "হিন্দুশাস্ত্ররত্নাকরের রত্ন যিনি অন্বেষণ করিতে পারিবেন তাহাকে আশাতীত-পুরস্কার দিব, তিনি

আমার প্রিয়পাত্র বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতে পারিবেন।" অথম কৈফি তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছিল। তাই আপনাকে ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। গুরুদেব, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

" আছে " সুদর্শনের হৃদয় কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল "আছে"। সুদর্শন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন।

(৭)

মেঘেই শস্যবিনাশক শিলা বর্ষণ করিয়া থাকে। যখন ব্রাহ্মণ ও সুদর্শনে ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল সবিতা সংগোপনে সমস্তই শুনিতেছিল। সুদর্শনকে নীচ কুলোদ্ভব যবন জানিয়া সবিতা আপনার হৃদয়ে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমূল বসাইয়া দিল! ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিয়া কন্যার অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আধোদেখা স্বপ্নটুকু ভাজিয়া গেল। " লাঞ্ছনে! " তুমি সবিতায় সাধের ঘুমে এমন করিয়া জাগাইলে কেন?

পরে ব্রাহ্মণ সুদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন " সুদর্শন, তোমরা কি এতই——" ব্রাহ্মণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষে দুই এক ফোঁটা জলবিন্দু দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ আবার কহিলেন " ভবিতব্যের কেহই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; যাহা হউক, আমি তোমার গুরু তুমি আমার এক উপরোধ রাখিও—বেদ মর্ম্ম প্রচার করিও না।" সুদর্শনের প্রত্যুত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ যে কোথায় চলিয়া গেলেন সুদর্শন অনেক অনুসন্ধানেও তাহা স্থির করিতে পারিল না।

প্রীতির অপরাজিতা পারিজাত থরকে সুদর্শন অনন্ত চিতায় সমর্পণ করিল। মানব তুমি বড়ই নিষ্ঠুর! হৃদয়ের সর্ব্বস্ব কি ছাই ভস্ম করিতে আছে?

(৮)

পরদিবসে ব্রাহ্মণের মৃতদেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু সুদর্শনকে এ দৃশ্য দেখিতে হয় নাই; সবিতা যে দিন মরিল সুদর্শন সেই দিনই বিদায় গ্রহণ করিল।

পাপের প্রতিফল আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, লালসায় বিরহ আছে। আকবরের সমাদর সুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন করিতে পারিল না। সুদর্শন অনেক কাঁদিল। সাধনা করিলে সালোক্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ, মুক্তি সকলই মিলিতে পারে, কিন্তু সবিতাসুদর্শন আর কি মিলিবে? বিধাতার ভুল। উপবনে সেউতি, রঙ্গণ, কুন্দ, চম্পক প্রভৃতি কত ফুলই ফুটিল কিন্তু সবিতা ফুল আর ফুটিল না। মর্ম্মে স্পৃষ্ট হইয়া সুদর্শনও এক দিন আত্মজীবন বায়ুর অবসান করিল।

আকবর, ফৈজি, ব্রাহ্মণ, সবিতা সকলই প্রভাতকালীন নক্ষত্রের ন্যায় একে একে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। কালে তুমি আমি কেহই থাকিব না।

সম্পূর্ণ।

মাছ ও পাখি।

(১)

গাছের উপরে থাকি
গরবে কহিছে পাখি
ওরে মীন কাদা মাখি
এত লাফালাফি,

(২)

মাটীর নীচেতে বাস
বায়ু বিনা রুদ্ধ শ্বাস
তাই এত হাসফাঁস
এত ঝাঁপাঝাঁপি?

(৩)

পানা মাটী খেয়ে মর
তথাপি বড়াই কর
অবস্থার নাহি স্মর
মনের গরমে,

(৪)

দেখিছ না ডালে বসি
হাসিছে উল্লাসে ভাসি
এখনি লইবে আসি
দেখিছ না যমে?

(৫)

গর্ব্বিত দ্বিজের প'রি
মীন না সহিতে পারি
চলি গেল যথা বারি,
অতি সুগভীর,

(৬)

স্পন্দহীন দুনয়ন
মাছ রহে কতক্ষণ
লাঙ্গুলের সঞ্চালন
করিল সুধীর।

(৭)

শেষে কয় রুষ্ট মনে
" ওরে পাখি তোর সনে
বল কোন্ জ্ঞানী জনে
বাক্যালাপ করে,

(৮)

ভাগ্যের প্রবল ফেরে
উঠিয়া আকাশোপরে
যেই জন জারি করে
কি কই তাহারে।

(৯)

বৈশাখে প্রবল ঝড়ে
ধূলিও গগনে উড়ে
পরক্ষণে নীচে পড়ে
আরেরে পাগল।

(১০)

চৌর্য্যেতে জীবন গেল
অবস্থার কথা তোল
কালে ছোট বড় হ'ল
কব কিবা বল্।

(১১)

চুরি করি বাবুয়ানা
আমার আছেরে জানা
খাই বটে মাটি পানা
চুরি নাহি করি

(১২)

কলির রাজত্ব দোষে
চোর সাধে উচ্চ আশে
গরব ভাঙ্গিবে শেষে
ফাঁদে পড়ি মরি।

(১৩)

শুধু বনে বনে ফের
জ্ঞানের কি ধার ধার
অহঙ্কারে সদা মর
নির্ব্বোধ খেচর!

(১৪)

সুধাও জগৎজনে
আদরে দ্বিজে কি মীনে
রুষ্ট তোমা দরশনে
কার্য্যকালে মর।"

(১৫)

শুনিয়া ঝাড়ের কথা
পাখি পায় হৃদে ব্যথা
আস্ফালেক অহি যথা
হ'য়ে মর্ম্মাহত

(১৬)

মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ
রোষেতে বধির কর্ণ
ক্রোধে কয় অসম্পূর্ণ
পাগলের মত

(১৭)

"আবেয়ে নির্ব্বোধ মীন
মেধা তোর অতি ক্ষীণ
জীব যেরে কর্ম্মাধীন
বুঝিবি কেমনে,

(১৮)

যে যেমন কর্ম্ম করে
সেরূপ জনম ধরে
ভাগ্যেতে উচ্চের ঘরে
জন্ম কেবা জনে।

(১৯)

নীচ সহ সহবাস
নীচ সঙ্গ অভিলাষ
শাস্ত্রের উদার ভাব
কোথা পাবি বল ?

(২০)

শাস্ত্রকথা কারে বলে
না শুনিলি কোন কালে
তাই সে শিক্ষার ফলে
"নিয়তি" সম্বল।

(২১)

পূর্ব্বকৃত পুণ্য ফলে
জন্মেছিরে দ্বিজকুলে
শ্রীহরি বাহন বলে
বাড়াইলা মান,

(২২)

যথা ইচ্ছা তথা যাই
যাহা ইচ্ছা তাহা খাই
তাঁহার আজ্ঞায়, তাই
গাই বিভু গান।

(২৩)

চৌর্য্যেতে জীবন গেল
এ কথা কেমনে বল
খাদ্য কোথা পাও বল
ওহে সাধুবর ?

(২৪)

তুমি কিহে খাঁটি খাঁটি
খুঁজিছ এ পানা মাটী
কার দ্রব্য লও ওটী
ধার্ম্মিক প্রবর ?

(২৫)

স্বল্প স্থানে থাক বদ্ধ
জান না জগৎ শুদ্ধ
প্রকৃতির ধনে লুব্ধ
তাঁহার মায়ায়।

(২৬)

তোমা সরা পার নিতে,
যত দোষ মোর থেকে,
বল এই সাধু মতে
তস্কর আমায়।

(২৭)

পূর্ব্ব জন্মপাপ তরে
জন্মেছ রে মীন ঘরে
জীবে স্বাধীনতা তবে
কাঁদায়েছ কত।

(২৮)

সেই সে পাপের ফলে,
সকলের পদতলে,
অগাধ অতল জলে
বন্দী অবিরত।

(২৯)

সুখাদ্য জঠর ধরে
দাওনি কখন কবে
খিন্নতাই চিন্তাভারে
আহারের তরে,

(৩০)

নিদ্রাতুর ক্লান্ত জীবে,
দাও নাই শান্তি কবে
তাই ত নয়নে এবে
পল্লব না পড়ে,

(৩১)

আর কত ক'ব বল,
দেখিলে না ক্ষিতিতল,
পরেরে নির্ব্বোধ বল
অন্ধ জ্ঞান কাল,

(৩২)

যারা জানে সর্ব্ববেদ,
তাদেরও শুনেছি খেদ
তোমাতে আমাতে ভেদ
আকাশ পাতাল।

(৩৩)

দ্বিজের বারতা শুনে,
মীন কয় রুষ্ট মনে
পাখি খেয়ে নীচ মীনে
কেবা কোথা কয়?

(৩৪)

যে কুলে জনম ধরি
সংসার রাখিলা হরি
সে কুল অধিক মরি
দ্বিজকুল হায়!

(৩৫)

সকলে আপনি বড়
আত্ম প্রশংসায় দড়
হউক নির্ব্বোধ জড়
নাহি ক্ষতি তায়,

(৩৬)

নিজ প্রাণ দিয়া পাখি
তোমার জীবন রাখি
আজিকে গরবে থাকি
ভুলেছ তাহায়.

(৩৭)

স্বভাব নিন্দুক যার
সে গুণ কি দেখে কার
কৃতঘ্ন স্বভাব যার
তাহারে কি ক'র,

(৩৮)

" নীচ যদি উচ্চ ভাসে
মহৎ উড়াবে হেসে "
নহিলে যে অবশেষে
অপমান হ'বে।

(৩৯)

এই বলি মীনবর,
মৌনী রয় অতঃপর,
ঝাঁকিল বিহগবর
নাহিক উত্তর,

(৪০)

মীনেরে দেখিয়া মৌনী,
পাখি গর্ব্বে করে ধ্বনি
আপনারে বড় গণি,
গেল নিজ ঘর।

ভাব।

" শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্ত মাসৃণ্য কৃতসৌ ভাব উচ্যতে ॥,"

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, (অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির সারই যাহার রূপ) প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ—সাদৃশ্যশালী (অর্থাৎ প্রেমের প্রথম ছবি) এবং রুচি (ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ) তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ তাহার নাম ভাব।' এই ভাবের উদয়ে প্রাণ ভরিয়া যায়, আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, অনিমেষ নয়নে ভাবুক অমৃতময়ী শান্তিদেবীর বিশাল সাম্রাজ্য নিরীক্ষণ করে, প্রেমের আস্বাদ পায়, আত্মোৎসর্গ করিতে শিখে, এতাদৃশ ভগবৎপরায়ণ ভক্ত ভগবানের অতীব প্রিয়। এই ভাব উৎপন্ন হইলে ইহার অপলাপ নাই, এ আনন্দের উপমা নাই, ইহার অবসান নাই।

মানব ! এই বিচিত্র প্রত্যক্ষ দশা কত দিন হারাইয়াছ মনে আছে ? এক দিন শান্তিরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে, সেই অলৌকিক সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলে, আজ তাহা হারাইয়াছ, তাই দিশেহারা পথিকের ন্যায় এক একবার রোদন করিতেছ, আর উন্মত্ত চাতক-সদৃশ মহাকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। কিন্তু কৈ আশা ত মিটিল না! নব-জলধর সে আকাশের কোন স্থানে উদিত জানিতে না পারিয়া তখনি নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে, ভাবিলে এইবার পিপাসা মিটিবে। সমুদ্রবক্ষে নবজলধরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া জলধর-ভ্রমে ছুটিলে, সমুদ্রবারি পান করিয়া বলিলে এ যে লবণাক্ত। পুন নদীবক্ষে সেই ছায়া দেখিয়া চপলার ন্যায় ধাবিত হইলে, মনে মনে ভাবিলে ' একি সেই সুধা। ' অমনি দেখিলে কামিনী মুখমণ্ডলে সুধার লহরী , পান করিলে আশা ত মিটিল না। কাঞ্চনের অপূর্ব্ব শ্রী হৃদয় মাতাইল, কিন্তু প্রাণ ত ভরিল না—পিপাসা ত মিটিল না!

ভাবুক দেখিতেছেন কি ভ্রমেই পতিত, অন্তর্লক্ষ্যচ্যুত হইয়াই এতদূর পতন হইয়াছে! যে শান্তির জন্য এতই পিপাসা, সেই শান্তির প্রতিবিম্বে কি পিপাসা দূর হইতে পারে? এখন বিশ্বের সমস্ত পরমাণুগুলি অন্বেষণ করিলে, কামনার প্রত্যেক কক্ষ পূর্ণ করিলেও, পিপাসা মিটিবে না। হেথা মা পশ্চাতে থাকিয়া অবোধ শিশুগুলিকে পুনঃপুন ডাকিতে-ছেন, সন্তানগণ সে স্বর লক্ষ্য করে না—প্রতিধ্বনি তাহাদের লক্ষ্য! মাতা যত ডাকেন সন্তানেরা ততই বিপরীত পথে প্রধাবিত, মাতৃস্নেহের সীমা নাই—বিশ্বও অনন্ত! ক্রমে সন্তানেরা মা'র নিকট হইতে সুদূরে অবস্থিত! মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভাবুককে আজ্ঞা করিলেন—“ যাও, আমার পথহারা শিশুগুলিকে পথ প্রদর্শন করাইয়া তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদন কর।” ভাবুক তখন ধ্যানপূত হৃদয়ে, পরম ভক্তিসহকারে, কখন তীর্থে, কখন লোকালয়ে, কখন আশ্রমে, কখন মন্দিরে, কখন যজ্ঞস্থানে সমবেত মনুষ্যগণের ভ্রান্তি দূরীকৃত করিবার জন্য ব্রত ধারণ করিলেন। একদিবস তিনি তীর্থবিশেষের একধারে বসিয়া নির্জ্জনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্তিসুধা পান করিতেছেন,—হৃদয়ে

ভাব উছলিয়া উঠিতেছে, চক্ষে প্রেমাশ্রু, শরীর রোমাঞ্চিত, কি যেন অপূর্ব্ব অমূল্য বস্তু পাইয়াছেন। মন, সর্ব্বদা যে সুখের জন্য লালায়িত, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতিদ্বারা বুঝিতে পারিয়া, হৃদয়কপাট রুদ্ধ করিয়া সুখে ভাসিতেছেন—তাঁহার কোন দুঃখ নাই। নেত্র উন্মিলন করিলেন, হিরণ্ময় জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতে লাগিল। নীরব কবি এতক্ষণ যে সুধাসমুদ্র মন্থন করিতেছিলেন, তাহারই প্রস্রবণ নেত্রদ্বার দিয়া উচ্ছ্বলিত হইতেছে—বক্ষে আর সে অমিয়রাশি ধরে না। তীর্থসমাগত জনমধ্যে একজন বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিল " মহাশয়! আমরা যে জ্বালায় দিবারাত্র যন্ত্রণা পাইতেছি, আপনাকে দেখিলে মনে হয়, আপনি উহা অনুভব করেন নাই। যেন পরমানন্দ আপনার সর্ব্বত্রই বিরাজমান।" ভাবুক গান করিতে লাগিলেন :—

" সেই সে পরমানন্দ যে জন জগদানন্দময়ীকে জানে।

* * *

গান থামিল। আর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,—" কি করিলে এই পরমানন্দ ভাব উৎপন্ন হয় ? " সাধক বলিতে লাগিলেন " পূর্ব্ব সুকৃতি বশে যাঁহার শ্রদ্ধা (গুরুবেদান্তে বিশ্বাস) উৎপন্ন হয়, তিনিই ধন্য। এই শ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয়ে সাধুসঙ্গের ইচ্ছা বলবতী করে। সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া, ভক্ত শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়েন। নিবৃত্তি পথের পথিক ভক্ত গুরূপদিষ্ট সাধনার বলে সকল প্রকার বিপৎ অতিক্রম করিয়া অধিকতর নিষ্ঠার সহিত ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন। তখন ভক্ত ভগবানের, ভগবান্ ভক্তের। ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন থাকিতে পারেন না, সুতরাং যেদিন হইতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে সেই দিন হইতে রুচি ভগবানের প্রতি প্রবাহিত হইতেছে। এই সুরুচি হইতেই ধ্রুব স্বরূপ ভাব জন্ম গ্রহণ করে। সেই ভাবের ভাবুক জন " কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি, একবার দেখা দাও " এই বলিয়া ভগবানের বিরহে সংসারকে অরণ্য বোধ করিয়া, উন্মাদের ন্যায় কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান, কখন বা অনুরাগ ভরে নৃত্য করেন। অন্তরে অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ শান্তির প্রবাহ বহিতে থাকে। অপরকে

সুখের সহিত দুঃখের তুলনা করিতে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন—“ভাই তোমার দুঃখ কোথা? এমন বিশ্বসুখথালে সন্দেহরূপ দুঃখকণা আরোপ করিয়াছ, তাহাও বাছিয়া ফেলিতে পারিতেছ না? এত আলস্য কি তোমার সাজে?

সাধনার দ্বারা যে দৈববল অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয়, তাহার প্রভাব অনন্ত। আত্মতত্ত্বদর্শী আত্মবলে বলীয়ান্ পুরুষ পরমাত্মাকে কর্ত্তাবোধ করিয়া বলেন,—“যাঁহা তোম্ হ্যায তাঁহা হাম্ নহি।” হে প্রভু! তুমিই সর্ব্বস্ব, আত্মসমর্পণ করিলে আর আমি কোথা। আমি অর্থাৎ অহঙ্কার তাঁহার থাকে না। তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব জানিয়া অনিমেষ নয়নে অনন্তে দৃষ্টি করেন। ভক্তির সহিত আত্মসমর্পণ করিয়া অনন্তে মিশিয়া দিশাহারা হন—যে দিকে নিরীক্ষণ করেন, সেইদিকেই ভগবান্। ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন বিশ্ব হইতে বিশ্বে প্রতিধ্বনিত শুনিতে পান। ভগবানের সৌরভ বায়ু বহন করিয়া জীবের জীবনে অবস্থিত, তাই জীবনে এত সুখ। ভগবানের গৌরবরশ্মির কণামাত্র সূর্য্যদেব পাইয়া জগতের ভিতর শুভ্র প্রভা বিস্তার করিতেছেন, তাই সূর্য্যদেবকে প্রভাকর বলে। এইরূপে ভক্ত কাম, ক্রোধ, লোভশূন্য চিত্তে অহঙ্কার একেবারে ভুলিয়া অতি বিনীতভাবে, ভগবানের প্রীতির জন্য সর্ব্বস্বই উৎসর্গ করেন। এই অহঙ্কার রহিত অবস্থাই সাধুভাব। তখন তিনি সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করেন,—গুণত্রয় তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তখন তাঁহার অন্তর্লক্ষ্য থাকায় জানিতে পারেন কাম ক্রোধ প্রভৃতি কখন কি ভাবে বায়ুক্রীড়ার ন্যায় তাহার স্কন্ধে আরোহণ করে। অন্তর্লক্ষ্য থাকিলে ঐ তস্কর স্বরূপ রিপুচয় আর প্রহরীযুক্ত হৃদয়াগারে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। এদিকে ভক্ত ভগবানে তন্ময় হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে ভাবের স্রোত অজ্ঞাতসারে প্রবাহিত হয়। এইবার ভাবুক পদবাচ্য ভক্ত হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যায়। ভক্তের ভগবান্ সর্ব্বত্র, সুতরাং সর্ব্বত্রই তাহার তীর্থ, তখন ভক্ত সর্ব্বত্রই আত্মদর্শন করায় ও হৃদয়ে হিংসাদ্বেষ না থাকায়, এক অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করেন। যিনি হিংসা জন্মের মত ভুলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে

হিংস্রক জন্তুগণও অহিংস্রক হয়। মনে হিংসা থাকিলে সেই হিংসাই হিংস্রকের হিংসা উদ্দীপন করে। কিন্তু ভাবুকজনের হৃদয়ে প্রেমের আবেশ হওয়ায় সর্ব্বত্র প্রেমময়কে দেখিয়া সকল জীবের সেবা করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট সকলই একজাতীয় বিজাতীয় ভাবগ্রস্থ অহং-ভাবাপন্ন জীবের অহংমমতা দূর করিবার জন্য তাহাদের পদসেবা পর্য্যন্ত করেন। যেমন সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদী সমুদ্রে মিশিবার পূর্ব্বে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে আগমন করে, কিন্তু সমুদ্রে মিশিলেই সমুদ্রের ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অহংভাবাপন্ন জীব তাঁহাতে মিলিয়া বিজাতীয় ভাব পরিত্যাগ করতঃ তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রেমের মধুরতা বৃদ্ধি করে।

(ক্রমশঃ)

পদ্ম।

(১)

সরোবরে, পদ্ম, আপন আসনে
পল্লব কোরক মাঝে সংগোপনে,
নিজ মনে হাস, আনন্দেতে ভাস,
তুলনা তোমার করি কার সনে ?
এমন সুচারু দেহ সুকোমল
এমন সুন্দর জ্যোতি নিরমল
পবিত্রতাময় সুষমানিচয়,
দেখি নাই হেন কভু যে নয়নে

(২)

লাবণ্য এমন, এ হেন গঠন,
নিজনে চিত্রিত, এ হেন শোভন,
সুরাগরঞ্জিত, এমন লোহিত
অপরূপ রূপ না হেরি কখন।
কোমল-কমল ফুল্ল শতদল,
তাহার মাঝাবে শোভে হিমজল,
কি শোভা ধরিছে সকলে মোহিছে,
এ পাপ ভুবনে কি দিব তুলন !

(৩)
করে জল-ক্রীড়া তব পত্রদল,
আনন্দে উথলি করে ঢল ঢল,
বক্ষে উঠে নীর, তবু নহে স্থির,
তব রূপরাশি করেছে পাগল
কখন উঠিছে, কখন পড়িছে,
সদা সচঞ্চল নিয়ত দুলিছে,
খুলে জ্ঞান আঁখি দেখাইছে আঁকি
" মানবজীবন পদ্মপত্র জল। "

(৪)
অনিত্য সংসার সুখ সরোবর
পত্রে জল যথা ক্রীড়া করে নর,
আয়ু বায়ুভরে, নাচে তদুপরে,
দেখরে মানব বিমুগ্ধ অন্তর।
ভূতেই উদ্ভব ভূতেই বিলয়,
জলীয় পদার্থ জলেতেই রয়
যতক্ষণ থাকে, সগর্ব্বে চৌদিকে,
আপন আপন ছাড়ে শুধু স্বর।

(৫)
ফুল্ল পদ্মে আসে লোভে পরিমল,
ক'রে কত ছল, যত অলিদল,
হ'লে মুকুলিত, অথবা মুদিত
খুঁজিলে তাদের মিলে কোথা বল ?
তেমনি মানব হ'লে ধনবান
কত বন্ধু তার বাড়াবে সম্মান
নিরন্তর আসে, সুমধুর ভাষে
অসময়ে পুষে বিপক্ষের দল।

(৬)
কোমল কমল দেবের আসন,
তুমি! পাতি দেও হৃদি-সিংহাসন,
বসাও তাহারে হিয়ার মাঝারে
সকল সময়ে বন্ধু যেই জন।
ধনী কি দরিদ্র মূর্খ কি বিদ্বান,
যাঁর প্রেম গেহে সকলে সমান।
বৃথা অলি সনে যাপিলে জীবনে
কি কাজ সাধিল, অমূল্য জীবন।

(৭)
অরে হৃদপদ্ম! হও প্রস্ফুটিত,
আর কেন বৃথা বিষয়েতে রত,
হৃদয় মাঝারে বসাও তাঁহারে,
জীবে মুক্তি দিতে সদা যিনি রত।
চিরদিন কিরে রবি প্রমুদিত
না ধরিবি মধু প্রেম-সমলিত,
মরিবি ক্ষুধায়, না খেয়ে সুধায়,
হ'রে তাঁর প্রেমে অনুগত চিত।

প্রেমরঞ্জন।

প্রথম সংখ্যায় যে ঘটকর্পর বিরচিত কতিপয় শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহারই বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইতেছে। ঐ ঘট-কর্পরকে সকলেরই জানা আছে। উনি উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। উনি জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন; অসামান্য ধীষণা প্রভাবে সকল শাস্ত্র তাঁহার নখ-দর্পণের ন্যায় ছিল। তদীয় পাণ্ডিত্যের বিষয় অধিক কি লিখিব, কথিত আছে স্বয়ং কালিদাস গ্রন্থ রচনান্তে দোষ গুণ জিজ্ঞাসু হইয়া ঘটকর্পরকে সময়ে সময়ে দেখাইতেন ও তদীয় অভিপ্রায়ানুসারেই পরিবর্ত্তনাদি করিতেন। যাঁহারা উপরোক্ত বাক্য সকল অলীক বলিয়া ঘটকর্পরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ও এই গ্রন্থ অপর একজন জ্যোতির্বিদ কালি-দাসের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাদের কথা নিতান্ত অমূলক বলিয়া আদর করিতে পারা যায় না।

অনুবাদ।

১ম। ঐ দেখ গগনতলে প্রিয়বিরহিতা রমণীদের হৃদয়ভূমিবিদা-রক মেঘবৃন্দ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, এদিকে ধরণীর ধূলিচয় সলিল সম্পর্কে বিলুপ্ত হইয়াছে; আকাশে সূর্য্য বা চন্দ্র কিছুই দেখা যাইতেছে না।

২য়। হে কুন্দ-সুমানদন্তি! এই বর্ষা সমাগমে হংসশ্রেণী মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। প্রদোষ সময়ে চন্দ্রেরও দর্শন পাওয়া যাইতেছে না। ময়ূরগণ নবসলিলমত্ত হইয়া কেকা রব করিতেছে।

৩য়। মেঘাচ্ছন্ন গগন নক্ষত্রশূন্য হওয়ায় রাত্রিতে নিতান্ত শোভা-হীন হইয়াছে। ঐ দেখ সিংহ মনোরম স্থানে অবস্থান করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, আজি এই ইন্দ্রায়ুধ-ছবিশালী মেঘ গর্জ্জন করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণেরও ভয় উৎপাদন করিতেছে।

৪র্থ। ঐ দেখ মেঘগর্জ্জনভীত পন্নগগণে সমাকুল পর্ব্বতের বিহা-

বার্থ সমাগত স্বর্গসুন্দরিগণে সমাক্রান্ত গুহাসমূহে চপলা চমকিত মেঘ হইতে কেমন অতি ধীর রবে সলিল পতিত হইতেছে।

৫ম। সম্প্রতি নায়ক রতি-বিভ্রমে কোপিত প্রিয়তমার মুখচন্দ্রের শীঘ্র প্রসন্নতা সম্পাদন করিতেছেন আর শব্দায়মান মেঘবৃন্দ পথিক-দিগকে প্রণয়িনীর জন্য উৎকণ্ঠিত করিতেছে। এদিকে তদীয় প্রণয়িনী দিগের হৃদয়ে প্রিয়বিরহজনিত শোক অসীম বৃদ্ধি পাইতেছে।

৬ষ্ঠ। এইরূপে বর্ষাকালে দিবাকরের কিরণজাল মেঘে আচ্ছন্ন ও লোকালয় সকল বর্ষাজলে ক্লিন্ন হইলে কোন পথিক বনিতা অন্তরে কামপীড়নে ব্যথিত হইয়া বক্ষমান প্রকারে কহিতেছেন :—

৭ম। হে মেঘগণ! আমার স্বামী যখন বিদেশ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন হইতেই তোমরা সকল ঋতু সমভিব্যাহারে লইয়া আমার দুঃখ দিতে আসিয়াছ, কিন্তু তোমাদের নিকট মিনতি করিতেছি তোমরা সেই বিদেশী নির্দ্দয় স্বামীকে ছাড়িয়া একা আমাকেই নিতান্ত যাতনা দিও না।

৮ম। হে মেঘগণ! তোমরা পথে অতি শীঘ্র যাইতে পার বলিয়া তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই পথিককে দেখিতে পাইলে বলিবে—ওহে পথিকাপসদ! এখন তুমি অন্য দেশানুরাগ পরিহার কর কিম্বা তোমার পত্নীকে কিছু বলিবার থাকে বল।

৯ম। আরও বলিবে, হে পথিক! ঐ দেখ আকাশে হংসশ্রেণী মানস সরোবর লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান করিতেছে ও পিপাসু চাতক জলাভিলাষে উড্ডীন হইতেছে। এ সকল তোমার উপস্থিত যাত্রার শুভ-লক্ষণ এবং আজ তোমার সেই প্রিয়তমাও দুঃখিত হৃদয়ে তোমাকেই চাহিতেছে।

১০ম। ঐ সুকোমল শ্যামল শষ্পরাজি কেমন শোভা পাইতেছে, আর চাতক মেঘমুক্ত সলিল পান করিয়া কেমন পরিতৃপ্ত হইতেছে এবং শিখিকুল মেঘাগমে কেকারবে কেমন নৃত্য করিতেছে; হে পথিক! এমন সময়ে তুমি প্রিয়াব্যতিরেকে কিরূপে কালহরণ করিতেছ বলিতে পারি না।

১১শ। ঐ দেখ ময়ূরেরা মেঘ-শব্দ শ্রবণে আনন্দে কেকারব করিয়া প্রোষিতপতিকার অন্তরের শোক বর্দ্ধিত করিতেছে, আর আজি এই বর্ষাকালে নিতান্ত কৃশ তনু তদীয় বনিতাকে দুর্দ্দান্ত মদন বিষম যাতনা দিতেছে, তাহা কি জানিতেছ না।

১২শ। হে পথিক! তদীয় কান্তার কপোলতলে বিরহে অসংস্কৃত অলকাবলী আসিয়া পড়িয়াছে। অদ্য তোমার গুণাবলী তাহার শোক সাগরের একমাত্র অবলম্বন, তথাপি তুমি এত নির্দ্দয় কেন?

১৩শ। হে পথিক! তোমার প্রিয়তমা আরও বলিয়াছেন যে বর্ষাগমে বিকসিত কুটজ কুসুমে পরিপূর্ণ বিরহীদিগের আননের ন্যায় প্রতীয়মান এবং প্রিয়জন-বিহীন মাদৃশ জনের পক্ষে নিতান্ত শূন্যময় এই সকল বনভূমিতে নদীর জল কেমন প্রবাহিত হইতেছে, এ সময় কাতরার প্রতি কেন কৃপাবলোকন করিতেছ না।

(ক্রমশঃ)

আমার দুঃখ।

এই দুইটী কথার কি আশ্চর্য্য প্রভাব। মনে হইলেই শৈশবাবধি প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত যাবতীয় দুঃখময় ঘটনা হৃদয় মন্দিরে যুগপৎ সমুদিত হইয়া এরূপ চিত্তবৈকল্য জন্মায় যে বিশেষ চেষ্টা স্বত্বেও পুনরায় হৃদয় সংযত করিতে পারা যায় না। জীবনের এক এক ঘটনা স্মরণ হইলেই হৃদয়কে পাগল করিয়া তুলে, সমুদয়ের যুগপৎ সমাবেশে যে কিরূপ হয় তাহা বর্ণন করা একেবারেই অসাধ্য—চিন্তা সাহায্যে কতক অনুমিত হইতে পারে। উল্লিখিত হেতু-নিবন্ধন ইতিপূর্ব্বে বারম্বার হৃদয়-কবাটোদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়াও সফল মনোরথ হইতে পারি নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত চিত্ত-সংযম ক্ষমতার বৃদ্ধি নিবন্ধনই হউক, বা অবিচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভোগ বশতঃ যন্ত্রণাবোধ-শক্তির হ্রাস বশতঃই হউক, বা যে কোন

কারণেই হউক উল্লিখিত বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হওয়াতে নীচে নিজ দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলাম।

মনে করিতেছি এইবার আমার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করি, কিন্তু সহসা মনে হইল যে পাঠক হয় ত বলিবেন "তোমার দুঃখের কাহিনী লইয়া আমি কি করিব? আমার কি ইহাতে কোন লাভ আছে, যাও আর মিছা বাক্যব্যয় করিও না।" আবার ভাবিলাম পাঠক কি এমনি স্বার্থপরায়ণ যে পরের জন্য এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিতে পারেন না? লাভালাভ যখন অনিশ্চিত, তখন পাঠকই বা কেমনে জানিলেন যে ইহা পাঠে তাঁহার সময় বৃথা ব্যয়িত হইবে এবং কোন লাভ হইবে না। অধিকন্তু মানবজীবন অধ্যয়নে যে বিশেষ ফল লাভ হয়, এ কথা বোধ হয় তাঁহার অবিদিত নাই এবং সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পাঠ করিলেও করিতে পারেন। তবে সামান্য লোকের জীবনী বলিয়া উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া এইরূপ নানাবিধ তর্ক মনোমধ্যে উদিত ও মনেই লীন হইতে লাগিল। অবশেষে পাঠকগণের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়া বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম

১২৬১ সালে কোন এক পল্লীতে একটী বিশিষ্ট ভদ্রবংশে আমার জন্ম হয়। ভদ্রবংশোদ্ভব ভিন্ন আর কোন জোর আমার নাই। জন্মাবধি সুখের মুখ দেখি নাই, পুস্তক পাঠেই কেবল 'সুখ কাহাকে বলে' জানিয়াছি, সকলেই ইহার জন্য লালায়িত তাহাও বুঝিয়াছি, বাল্যকালে ইহা সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, বলিয়া অবগত আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। তখন ধনের অভাব ছিল না, সমাজে বংশোচিত মানের বা পিতা মাতার আদরেরও ত্রুটী ছিল না। অভাব কেবল স্বাস্থ্যের। ৪|৫ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বিষম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। সেই সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা পাঠকমাত্রেই বোধ হয় বিদিত আছেন। কত শত গৃহ গ্রাম ও জনপদ ইহার প্রভাবে একেবারে শূন্য হইয়া পড়ে, তাহার বর্ণনা এস্থলে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। পীড়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে শয্যাশায়ী হইলাম, অস্থিচর্ম্ম সার হইল, কোন

দিন পীড়া হ্রাস হয়, কোন দিন বৃদ্ধি পায়। এইরূপে প্রায় ১২ বৎসর কাটিল। তখন মরিতে বড় ভয় হইত, কেন তাহা বলিতে পারি না। মরণের আশঙ্কায় সত্য সত্যই একদিন মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছিলাম। এখন ভাবি মরিলেই বাঁচিতাম; পর পর আর এ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না যাহা হউক, ১৭ বৎসর বয়সে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে না হইতেই পিতা মাতা বিবাহের আয়োজন করিলেন এবং ঐ বৎসরেই আমার বিবাহ হইল। বিবাহের পর বৎসরই পিতার মৃত্যু হইল ও সংসারের ভার আমার উপর পড়িল।

আমার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না এমন নহে, কিন্তু কালধর্ম্মানুসারে সকলেই পিতার মৃত্যুর পর হইতেই পৃথক হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের যে কতদূর সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা, পাঠক তাহা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনৈক্যতা হইলে তাহার যে বিষময় ফল ঘটে আমার পক্ষে তাহারও অভাব হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি।

ভূমধ্যসাগরের বক্ষে কর্সিকা নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। চতুর্দ্দিকে তুষাররাশি দ্বারা আচ্ছন্ন, পর্ব্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত, ঐ দ্বীপটি দেখিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতিদেবী সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া ঐস্থানে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দ্বীপের বৃক্ষসকলের নবীন পত্রগুলি দেখিলেই মনে হয় যেন বসন্তঋতু চিরকাল তথায় বিরাজমান আছে। উহার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, বাস্তবিকই স্থানটী অতীব সুন্দর ও সুখপ্রদ। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত উহা ইতালীর অধীনে ছিল। কিন্তু পর বৎসরে ফরাসীদেশের তৎকালীন সম্রাট ষোড়শ লুই কতকগুলি সৈন্য ঐ দ্বীপে পাঠাইয়া দেন। ঐ সৈন্য-

মণ্ডলী কালে দ্বীপটি আক্রমণ করিল এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা আর ইতালী রাজ্যের অন্তর্গত না রহিয়া ফ্রান্সরাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।

কর্সিকার রাজধানীর নাম এজেসিও (Ajacio) ঐ দেশে বহুকাল অবধি বোনাপার্টি বংশীয়েরা বাস করিতেছিলেন। বোনাপার্টি বংশ অতি প্রাচীন ও বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথমে ইহারা ইতালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে বাস করিতেন। সেই স্থানে ইহাদের বংশীয় এক ব্যক্তি ঘিবেলিনদিগের (Ghibellin)* সহিত মিলিত হইয়া গুয়েলফদিগের* (Guelphs) বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ইতালী হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন এবং সেই কারণ বশতঃ ঐ সময় হইতেই উহারা কর্সিকার রাজধানী এজেসিওতে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্সিকাতে ইঁহারা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি প্রাচীন কালেও ইঁহারা পূজিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। পুরাতন ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পিক্লো বোনাপার্টি (Picclo Bonaporti) নামক এক ব্যক্তি মেডিসিদিগের (Medici) সময়ে ইতালীতে গ্রন্থকার বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে জন বোনাপার্টি মিলানের ডিউক ভিস্‌কণ্টির দূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন ও তিনি ধর্ম্মযাজক পঞ্চম নিকলাসের ভ্রাতৃকন্যার সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। তাঁহার পুত্র নিকলাস বোনাপার্টি (Nicholas Bonaparte) উক্ত ধর্ম্মযাজকের চর ছিলেন ও আস্কলি গ্রামে তাঁহার পদে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে গেব্রিয়েল বোনাপার্টি (Gabriel Bonaparte) এজেসিওতে বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তদবধি বোনাপার্টিরা ঐ স্থানে মাননীয় ও গননীয় হইয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং

* পূর্ব্বকালে এই দুই দলের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত। ফ্রেকোনিয়ার ডিউক কন্‌রাডের (Conrad) দলের নাম ঘিবেলিন ও সেক্সনির ডিউক হেন্‌রির (Henry, the lion) দলের নাম গুয়েলফ ছিল। ঘিবেলিনরা জার্ম্মনির সম্রাটের ও গুয়েলফরা পোপদিগের পক্ষসমর্থন করিয়াছিল। "বুবিয়াণ্ডে" ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই অবধি ইহারা পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল।

স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বোনাপার্টি বংশ অতি প্রাচীন এবং বহুদিন হইতে সম্ভ্রান্ত ও পূজিত। নেপোলিয়ন কিন্তু এই প্রকার— স্বীয় বংশের পূর্ব্ব গৌরবের কথা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি মনে করিতেন যে তিনি একমাত্র বোনাপার্টি কুলের উন্নতি ও গৌরব বর্দ্ধনকারী।

কার্লো বোনাপার্টির পিতামহের তিনটী পুত্র ছিল। তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম জোসেফ (Joseph), মধ্যমের নাম নেপোলিয়ন (Napoleon) ও কনিষ্ঠের নাম লুসিয়েন্ (Lucien)। কার্লো (Carls or Charles) জোসেফের একমাত্র পুত্র, নেপোলিয়নের একটী কন্যা ও লুসিয়েনের একটী পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু কনিষ্ঠের পুত্র ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সুতরাং বোনাপার্টি বংশের একমাত্র কার্লোই রহিলেন। কার্লো পিসা (Pisa) ও রোম নগরে পাঠ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া উকিল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি দেখিতে সুশ্রী ও বিদ্বান ছিলেন। উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি কোর্সিকার প্রধান সুন্দরী ধীশক্তিসম্পন্না লেটিসিয়া রেমোলিনি (Letitia Ramolini) নামক একটী সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যাকে বিবাহ করিলেন। যখন ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কর্সিকা ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হইল, তখন কার্লো বোনাপার্টি পেওলির (Paoli) সহিত স্বদেশ উদ্ধার করিবার সংকল্প করিলেন। সুতরাং তিনি সৈনিক কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু পরিশ্রম ও বহুযুদ্ধ করিয়া স্বদেশহিতৈষিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু কোর্সিকাকে ফ্রান্সের রণনিপুণ সৈন্য হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। ইতিমধ্যে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কার্লোর জোসেফ নামে এক পুত্র হইল তৎপরে যখন কর্সিকা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের হস্তে পতিত হইল, তখন কার্লোপত্নী রোমালিনি তাঁহার পতির সহিত ফরাসী সৈন্যদিগের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। ভীষণ গিরিগহ্বরে ও বিপদসঙ্কুল হিংস্রজন্তুপরিবেষ্টিত মনুষ্য সমাগমশূন্য অতি ভয়াবহ অরণ্যেও মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে লুকায়িত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। অন্যকোন রমণী বোধ হয় ঐ সকল ক্লেশ এবং শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কখনই অক্ষুব্ধ থাকিতে

পারিতেন না, কিন্তু লেটিসিয়া একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক বলিয়া ঐ সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর এই-রূপ বহুবিধ দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া লেটিসিয়া এজিসিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৫ই তারিখে তিনি ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি ঈশ্বরো-পাসনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ দুর্ব্বিষহ প্রসববেদনাগ্রস্থ হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাগতা হইলেন এবং পর্য্যঙ্কোপরি* শয়ানা হইয়া শীঘ্রই একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ঐ সন্তান যদ্যপি আর দুই সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ফ্রান্সের প্রজা না হইয়া ইতালীর প্রজা হইতেন; সুতরাং ইতালী নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্বপ্রতাপ ও যশো-রাশি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইত এবং তাহার সেনাগণ নিঃসন্দেহ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও পরাক্রান্ত বলিয়া গণিত হইতে পারিত। ঐ পুত্রের নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। (ক্রমশঃ)

জ্যৈষ্ঠের পরিচয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস বৎসরের দ্বিতীয় মাস। এই মাসে সূর্য্যদেব জ্যেষ্ঠাদি নক্ষত্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইহার নাম জ্যৈষ্ঠ। এখন তিনি বৃষ-রাশিতে থাকিয়া প্রতিপদাদি তিথি সকলকে ভোগ করেন। ধর্ম্মরাজ পূজা বা সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, রম্ভাতৃতীয়া, উমাচতুর্থী, চম্পকচতুর্দ্দশী, গঙ্গা ও মনসা পূজা প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মকৃত্য। এই মাসে স্ত্রীলোকেরা জামাতা-র্চ্চনা করিয়া থাকেন।

জ্যৈষ্ঠমাসে জন্মিলে জাতক ক্ষমাশীল, সুতীব্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুপণ্ডিত, বিদেশবৎসল ও আলস্যবান্ হয়। গোধূলি লগ্নে বিবাহ হইলে পত্নী পতিমানদাত্রী হয়। এ মাসে গৃহপ্রবেশ, অতিথিসেবা, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি

---

* কথিত আছে যে সেই পর্য্যঙ্কের উপরে যে আস্তরণ খানি ছিল তাহাতে পুরাতন গ্রীক যোদ্ধগণ ও যুদ্ধ সকলের চিত্র অঙ্কিত ছিল।

কর্ম্ম অতি শুভপ্রদ। গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইলে পশ্চিমমুখী করাই উচিত।

এই সময়ে বিলের জমিতে ধান বপন করিতে হয়। আউসে বেগুন, কুমড়া, শিম, আউসে মূলা, ঢাঁড়স প্রভৃতির বীজ রোপন করিতে হয়। আর যদি বৈশাখ মাসে প্রচুর পরিমাণে জল না হইয়া থাকে, আউসে ধান, কদলী, শাঁকালু, হরিদ্রা, অড়হর প্রভৃতিরও বীজাদি রোপণ এই মাসে বিধেয়। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি নানাবিধ ফল এইমাসে সুপক্ক হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীকে "মাসদগ্ধা" বলে। ইহাতে কৃষিকার্য্যে ফলহানি, বাণিজ্যে মূলধন নষ্ট, যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিদ্যারম্ভে মূর্খ ও বিবাহ দিলে কন্যা বিধবা হয়। এই মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি হইতে নবমী পর্য্যন্ত নিম্বপত্র ও মসুর দাউল ভক্ষণ করিলে এক বৎসর সর্পভয় থাকে না।

প্রহেলিকা।

আদি নাই অন্ত নাই দেখিতে না পাই।
তোমার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই॥
ত্র্যক্ষররূপিণী তুমি সর্ব্বশক্তি জানি।
অনন্ত হলেও বাস না ছাড়হ রাণি॥
বাসত্যাগে রহিবে না জগৎসংসার।
সৃজন তোমার তাই তুমি সহ ভার॥
অনাদি তেঁই সে তব নিত্য অভিধান।
দেব দেব রাধাকান্ত তাহারই প্রমাণ॥

গতবারের উত্তর "মদ্য"।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড]   সন ১৩০১ সাল, আষাঢ়।   [৩য় সংখ্যা।

কৌলিন্য বা বংশমর্য্যাদা।

অধুনাতন জন সমাজের কতকগুলি লোক কৌলিন্য প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী. তাঁহারা কায়মনোযত্নে উহার সমূলোন্মূলনের কামনা করিয়া থাকেন; তাঁহারা কহেন অতীত পৈতৃক গৌরবের অনুরোধে কুলীনদিগকে বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃত গুণশালী ও সম্পত্তিশালী অকুলীনগণের অগ্রগণ্য করায় সমাজের সমূহ অপকার সাধিত হইতেছে, অথচ ইহাদ্বারা সমাজের ভাবী শুভ আশা কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে না; যদি কৌলিন্যরূপ অন্তরায় না থাকে, লোক গুণশালী ধনশালী হইলেই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে উৎসাহ পাইয়া সকলেই উন্নতিমুখে ধাবিত ও ক্রমশঃ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইতে থাকে।

অপর পক্ষ কহেন সদ্‌গুণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থই কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি; অশেষ গুণশালী জনগণ সময়ে সময়ে যে সকল অতি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জনসাধারণ বা গুণগ্রাহী প্রভুশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় বংশধরগণ যে সম্মান বংশানুক্রমে উপভোগ করতঃ পূর্ব্ব স্মৃতি জাজ্বল্যমান রাখিয়াছেন এবং সাধারণের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন, তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করা যেমনি পাপকর তেমনি সমাজের অনিষ্টকর। যখন কোন মহাত্মা ব্যক্তির বংশাবলীর সম্মান প্রাপ্তির কারণানুসন্ধান সূত্রে তদীয় অতীত সৎকার্য্য সমূদয় লোকের স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়, তখন কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত ও তদীয় অনুকরণে প্রবৃত্তিযুক্ত না হয়?

ফলতঃ কোন সম্মানার্হ ব্যক্তির বংশাবলী, যে বংশসম্মান লাভ করেন সে সম্মান তাহাদের নিজের জন্য নহে, তাঁহাদের গুণশালী পূর্ব্ব-পুরুষদের গৌরবার্থই প্রদত্ত হয়, কারণ কোন মহদ্বংশীয় ব্যক্তি গর্হিত কর্ম্ম করিলে বংশানুরোধে কেহ তাহার প্রশংসা করেন না, বরং ' কি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিতেছে ' " বলিয়া আন্তরিক ঘৃণা প্রদর্শন এবং সৎকার্য্য করিতে দেখিলে " না হবে কেন, কেমন বংশ।" বলিয়া ঐকান্তিক প্রীতি প্রদর্শন করেন, বস্তুতঃ লোকে এই উভয় স্থানেই তাহার পূর্ব্বপুরুষের প্রতি এবং গুণানুসারে তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন। আরও দেখা যাইতেছে এইরূপ বংশানুক্রমে সম্মান প্রদত্ত হইলে সম্মানার্হ ব্যক্তিকে যেরূপ স্থায়ীভাবে সমাদৃত করা হয়, সেই রূপ স্থায়ী গৌরব প্রদানের অন্য উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; এবং এরূপ করায় সমাজের লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা কিছুমাত্র অনুভূত হইতেছে না।

অপিচ প্রভাবশালী মহাত্মাগণের পবিত্র শোণিত যাহাদিগের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, তাঁহাদের সদুপদেশ শ্রবণে যাঁহাদের কর্ণকুহর সতত পরিপূরিত এবং তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে যাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছে, সেই সকল মহৎ বংশীয় ব্যক্তিগণের কিছুমাত্র বিশেষত্ব না থাকা কিরূপে অনুমোদনীয় হইতে পারে? তবে বর্ত্তমান যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, কার্য্যদক্ষতা ও ধর্ম্মাদি বলে জগতের আদ-রের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য তাঁহাদের গৌরব লাভের পথ প্রতিবন্ধকযুক্ত থাকাও প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু সেটী কল্পনা মাত্র; অগ্নি মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার নহে; গুণশালী ধর্ম্মাত্মা জনগণের গুণরাশি শারদীয় সুধাংশুর অংশুরাশির ন্যায় মানবহৃদয় আলোকিত করে, সে জ্যোতির প্রতিরোধকারিণী কাদম্বিনী এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। যেমন অয়স্কান্ত মণি অদৃশ্যভাবে লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ গুণরাশি অলক্ষিতভাবে মানবহৃদয় অধিকার করে—কোন বাধাই তাহার প্রতি-বন্ধকতা করিতে পারে না; কৌলিন্য তাহার প্রতিবন্ধক নহে, উহা সপ্রকাশ এবং কৌলিন্যের মূল। একভাবে না হয় অন্যভাবে প্রতিভাত

হইবেই হইবে সুতরাং তাহার জন্য কাহাকেও ভাবিত হইতে হয় না। এ বিষয়ের প্রমাণার্থে বহুদূর ভ্রমণের আবশ্যক নাই, এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশেই ইহার শত শত প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

বাস্তবিক কৌলিন্য সদ্গুণের পরিপোষক ও বংশানুক্রমে উহার স্থায়িত্ব সাধক, উহা অনাদরের বস্তু নহে। মহান্ উদ্দেশ্য গূঢ়ভাবে উহার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ কুলীন সন্তানের প্রকৃতি যেন উৎকৃষ্ট উপাদানে বিরচিত; অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, অশিক্ষিত কুলীন সন্তান অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে সাহস ও বুদ্ধি বিবেচনায় অতিক্রম করে, সুমিষ্ট ফলের বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, প্রায়ই তাহার ফল মিষ্ট হইয়া থাকে। যদিও ঘটনাচক্রে বা সুযোগাভাবে উপযুক্তরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়, তথাপি তাহার অন্তঃকরণের মহৎ ভাব তদীয় কার্য্যদ্বারা সময়ে সময়ে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, জগতের অধিকাংশ মহৎ কার্য্যেই কুলীনগণ নিজ নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সময়ান্তরে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করিবার মানস রহিল।

এক্ষণে যদি ধনভিত্তির উপর সম্মান প্রাপ্তির পথ স্থাপিত করিয়া জগতের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনার বিষয় বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে সম্মান প্রাপ্তি নিজ নিজ করায়ত্ত হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তি সবিশেষ যত্ন সহকারে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে থাকে, তাহাতে জগৎ অভিনব ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু যে উন্নতির মূলে ধর্ম্মবল নাই, তাহা উন্নতিই নহে, সোথরোগে দেহ বৃদ্ধির ন্যায় ধ্বংশের মূল। বংশমর্য্যাদাদি-সহিত তুলনায় ধন অকিঞ্চিৎকর বস্তু বলিয়া সাধারণে পরিগণিত হইলেও অধিকাংশ লোক উহার উপার্জ্জনে এরূপ পৈশাচিক কাণ্ড করিয়া থাকে, উহা সর্ব্বোচ্চ সম্মানের মূল হইলে উহার উপার্জ্জনে ও ব্যয়ে কিরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই বিবেচনা করিতে পারেন।

সে যাহা হউক, আমরা আবহমান কাল প্রচলিত ও সর্ব্বদেশে মাননীয় কৌলিন্য প্রথার বিলোপ সাধনে বিরুদ্ধ পথাবলম্বী হইলেও, উহার অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে যে সকল দোষ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার উন্মূলনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। যে সকল ব্যক্তি তাহার সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া প্রশ্রয়দানে উদ্যত, তাহারা কৌলিন্যের ঘোরতর শত্রু। তাহাদের দোষেই কৌলিন্য সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে চলিয়াছে।

জীবন ও মৃত্যু।

মানব দেহাভ্যন্তরে যে সকল শক্তি বল প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিভিন্ন রূপ সংযোগে জীবন ও মৃত্যু নামধেয় দুই মহা বিভাগের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রথমটী গঠন প্রণালী হইতে এবং দ্বিতীয়টী বিনাশপ্রণালী হইতে সম্ভূত হয়। প্রাণিদেহে এই প্রকার গঠন ও বিনাশকার্য্য আজীবন যুগপৎ সংসাধিত হইতে থাকে, সুতরাং "কোন ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে" বলাও যেমন যুক্তি সঙ্গত "সে মরিতেছে" এরূপ ভাব প্রকাশও তদ্রূপ অসঙ্গত নহে। সতত সংঘটনশীল মৃত্যু মধ্যে আমরা জীবিত রহিয়াছি—নিয়ত পরিশুষ্যমান দেহাভ্যন্তরে জীবনীশক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। সুতরাং মৃত্যু জীবনের একটী অংশ মাত্র, এবং গঠন ও ক্ষয় এই উভয় কার্য্যই সমান ভাবে প্রয়োজনীয়। দেহ পুষ্টির কার্য্য প্রণালী স্থগিত হইলে যেরূপ বিপত্তি সম্ভাবনা, আন্তরিক অসদ্ভাবেও তদনুরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু শরীর ও মন এই উভয়ের মধ্যে একটী বিশেষ সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য আছে। শারীরিক এমন কোন ব্যাপার নাই যাহা মানস মধ্যে সম্পাদিত না হয়, দেহ সম্বন্ধীয় এমন কোন নিয়ম নাই যাহা মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত না হইতে পারে। কেন না শারীরিক অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে

মস্তিষ্কেরও বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকার আমরা দেখিতে পাই যে, অন্তর্জগত মধ্যেও বহির্জগতের ন্যায় প্রতিনিয়ত গঠন ও বিনাশ-কার্য্য চলিতেছে। পূর্ব্বোক্তটীর নাম বিশ্বাস এবং শেষোক্তের নাম সন্দেহ। বাহ্য দেহে যেমন গঠন ও বিনাশ কার্য্যের সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা আছে, তদ্রূপ অন্তর্দেহ মধ্যেও এই দুই প্রক্রিয়ার আবশ্যক। সন্দেহ প্রতিনিয়ত সংযতভাবে অবস্থিত হইলে এবং তাহার বিনাশ শক্তি বিনষ্ট হইলে বিশ্বাস আপন প্রক্রিয়া করণে অসমর্থ হয়। জীবন ও বিশ্বাস যেরূপ মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় পদার্থ মৃত্যু ও অবিশ্বাস তদপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন নহে।

দেহ মধ্যে প্রত্যেক সূক্ষ্মাবয়ব উৎপত্তি ও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, মনোমধ্যেও এই প্রকার ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে। কোন বিষয় সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া পরক্ষণেই আবার মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। পরন্তু নূতন বিষয়ের আবিষ্কার দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় সকলের বিনাশ সংসাধিত হইয়া থাকে। শারীরিক একটী প্রক্রিয়ার প্রচলনে অপর একটীর বিনাশ সংঘটিত হয়, মনোমধ্যেও একটী ভাবের উৎপত্তিতে অপরটী বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কোন সত্য নাই যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত না হইতে পারে, এবং এমন কোন বিশ্বাস নাই যাহাতে সন্দেহ না হইতে পারে; ফলতঃ বিশ্বাস নূতন পদার্থ সমূহের নির্ম্মাণে যেরূপ শক্তি প্রকাশ করে, সন্দেহ প্রাচীন পদার্থ সমূহের বিনাশে তদ্রূপ কৃতকার্য্য হয়।

জীবন হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইতে জীবনের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। নিশ্চয়তা হইতে সন্দেহের এবং সন্দেহ হইতে নূতন বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়।

যদ্যপি মানব সর্ব্ব বিষয়ে স্থির,বিশ্বাস হইত, তাহা হইলে প্রকৃতি আপনার অনন্ত-ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না, কিন্তু বিনাশ ধর্ম্মশালী অবিশ্বাস মহৎ বল প্রভাবে প্রকৃতির অনন্ত মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। যেরূপে জীবন, ভূত সমূহকে একত্রীভূত ও সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যতায় পরিণত করিতে নিয়ত

চেষ্টা করিতেছে মানবের পক্ষে জীবনীশক্তি বলবতী হওয়া একসময়ে যেমন প্রয়োজনীয়, অপর সময়ে মৃত্যুর প্রভাব সমানরূপ প্রার্থনীয়।

মানবহৃদয়ের একাংশ জীবন ও বিশ্বাস জন্য সচেষ্টমান রহিয়াছে, অপরাংশ মৃত্যু ও অবিশ্বাস লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছে। প্রথম দুইটী দ্বারা যে সময়ে হৃদয় অধিকৃত হয়, শেষোক্ত দুইটী ও ঠিক সেই সময়েই আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের অজ্ঞাতসারে সত্য, মিথ্যা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস প্রভৃতি নিয়তই আপনাপন কার্য্য করিয়া থাকে। যে হৃদয়ে গঠনশীল বিশ্বাসাদি প্রক্রিয়ার সহিত সন্দেহাদি বিনাশকারী ক্রিয়ার সমান প্রভাব আছে, সেই হৃদয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শেষোক্ত প্রক্রিয়া সমূহের শক্তি প্রতিহত বা বিনষ্ট হইলে মানস বিকৃত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সমূহের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব না থাকিলেও এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কিন্তু সচরাচর আমরা হৃদয়ের উভয় দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না, বিশ্বাসাদির প্রতি আমাদিগের যেরূপ লক্ষ্য অবিশ্বাসাদি বিনাশপ্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের তাদৃক্ দৃক্‌পাৎ নাই। আমরা মৃত্যু ও অবিশ্বাসাদির দিকে মুখ বিবর্ত্তন করিতে সাহস করি না। কিন্তু মৃত্যু ও অবিশ্বাস আমাদিগের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহাদিগকে উপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। যতদিন অজ্ঞতা, ভ্রম ও কুসংস্কার ইহজগত হইতে বিদূরিত না হইবে, জীবন অসংশ্লিষ্ট ভাবে মরণের সহিত গ্রথিত না হইবে, এবং মানব প্রকৃতি অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন আমাদিগের চিন্তা ও কার্য্যকলাপাদি অসম্পূর্ণ ও পাপপূর্ণ রহিবে। পাপ ও মৃত্যুর সম্বন্ধ হইতে একেবারে মুখবিবর্ত্তিত করিলে আমরা মানবপ্রকৃতি সম্যক জানিতে সমর্থ হইব না সুতরাং আমাদিগের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক হইবে। হৃদয় হইতে মৃত্যুকে সুদূরে রাখিলে আমরা পূর্ণ জীবন, পূর্ণ ধর্ম্ম ও পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করিতে অসমর্থ হইব। মৃত্যু জীবনকে নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ করিবে পাপ আমাদিগকে অন্ধ করিবে এবং হৃদয়তন্ত্রী সকল অধিকার করিয়া আমাদিগের চিন্তা সকলের প্রতিরোধ করিবে। অবিশ্বাস, সন্দেহ ধারণপূর্ব্বক আমাদিগের ক্ষুদ্র বিশ্বাস সমূহকে বিনষ্ট করিবে।

অপর পক্ষে যদ্যপি আমরা মৃত্যু ও সন্দেহকে হিতকারী পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি, তাহাদিগের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করি, আমরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিব যে অজ্ঞতা বশতঃ আমরা এত দিন তাহাদিগের মহৎ প্রভাব অনুধাবন করিতে পারি নাই এবং তাহাদিগের অভাবে আমাদের জীবন এত দিন উচ্চতা লাভ করিতে পারে নাই।

মৃত্যু ও তাহার আনুসঙ্গিক ব্যাপার সমূহের পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মানব, প্রকৃতির বিপরীতে সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে। মরণের বিষয় মনোমধ্যে চিন্তা করিতে আমরা শঙ্কিত হই, কিন্তু দেহমধ্যে যে সর্ব্বক্ষণ মৃত্যু প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে পারি—সুতরাং মন বা আত্মা যে ঈদৃশ বিনাশ প্রণালীর অধীন তাহা জ্ঞাত না হওয়া নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ।

পদার্থ বা তাহার গুণসমূহের বিনাশ নাই, পদার্থ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং যে সকল আভ্যন্তরীক ও বাহ্যিক পরিবর্ত্তন পদার্থ মধ্যে সংঘটিত হইতেছে, তাহার সম্যক্ আলোচনা পূর্ব্বক প্রকৃতির সংযোগ ও বিয়োগ কার্য্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমরা নিসর্গের সহিত আমাদের যথার্থ সম্বন্ধ বুঝিতে সক্ষম হইব। বহু দিন হইতে এই সকল গূঢ় বিষয়ের আলোচনা বিজ্ঞান হইতে পরিচ্যুত হইয়াছে এবং মৃত্যু বিষয়ক চিন্তা ভ্রম ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। জীবন ও মৃত্যু যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় প্রীতি ও একতা সহকারে জগন্মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে, আমাদের কুসংস্কারাপন্ন চিন্তা সকল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেছে না। একের প্রতি আমরা অযথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেছি এবং তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেছি, কিন্তু অপরকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া তৎসম্বন্ধ হইতে দূরে থাকিতে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্টমান রহিয়াছি, আমরা তাহার মুখ দেখিতে বা তাহার নিয়মাবলী অবগত হইতে চাহি না, এই প্রকারে আমরা বহু বিধ জ্ঞান, শক্তি ও সচ্ছন্দতা লাভের কারণ সমূহ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি।

মৃত্যু জীবন রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব সমূহের নিরূপণ করিবার একমাত্র উপায়, কিন্তু আমরা অবহেলা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল মৃত্যু নামধেয় মহৎ উপায় হইতে অবগত হইতে চেষ্টা করি না। মৃত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সম্মান করা দূরে থাকুক আমরা তাহাদিগকে দেখিতে বা তাহাদের বিষয় চিন্তা করিতে শঙ্কিত হই। আমাদিগের পরম আত্মীয়গণও তখন আমাদের চক্ষে শত্রু ভাবাপন্ন হয় এবং জীবন-হীন বলিয়া আমাদের মানস মধ্যে নানাপ্রকার বিভীষিকার উৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ ভ্রম ও কুসংস্কার বিশিষ্ট না হইয়া যদ্যপি আমরা জীবন মৃত্যুর যথার্থ সম্বন্ধ বুঝিতে সমর্থ হইতাম তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিতাম এবং তদনু-রূপ কার্য্য করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে সক্ষম হইতাম।

ভূদেব-বিয়োগ।

বঙ্গের নক্ষত্রচয়, বুঝি বা বিলীন হয়,
ভূদেব। তুমিও হায় করিলে প্রয়াণ!
ভুলাইয়ে প্রকৃতিরে, কঠিন হৃদয় ধ'রে,
জন-অদর্শনে দেব! হ'লে অন্তর্দ্ধান।
আগ্রহ নিবন্ধ বলে, ভয় পাছে হৃদি টলে—
আত্মীয়ের মায়াবাঁধ রহিল কোথায়?
তবে কি চতুর কাল, বিস্তারি নিদয়াজাল,
ঘোরল ভারত সুখে হরিতে তোমায়?
"রাজেন্দ্র" "সাগরে" হরি, "বঙ্কিমে" করিয়া চুরি,
দুষ্ট কাল কত খেলা খেল অনিবার,
"রাজকৃষ্ণ" অদর্শনে, যাপি দিন ক্ষুণ্ণ মনে,
একি ঘোর বিভীষিকা দেখাও আবার?
গম্ভীর নিশীথকালে, ভাগিরথী জলে স্থলে,
আরত মূরতি কার রহেছে শয়ান!

চন্দ্রমা জ্যোছনারাশি, আহ্লাদে মধুর হাসি,
সমন্বিত স্বনে কেন করে ম্রিয়মাণ ?
ঐ কে ও উরধ শ্বাসে, আসিতেছে মহাকাশে,
রব তুলি বার বার করে আহবান,
পশ্চাতে প্রদীপ হাতে, কে ওরা আসিছে সাথে,
বীণাতন্ত্রী কার হাতে কেবা করে গান ?
কে ও পাগলিনী পারা, বক্ষে কেন জলধারা,
"কল কল" কার তরে কর বিলাপন ?
প্রকৃতি কাহার বুঝি, সন্তানে বেড়াও খুঁজি,
হৃদি ছেড়ে গেছে কি গো হৃদয়রতন ?
বুঝেছি জ্যোছনারাশি, কেন মুখে অত হাসি,
সোমদেব। কারে কর অত আবাহন ?
বুঝেছি নক্ষত্রবালা, কেন হাতে দীপমালা,
ভূদেবে আলোক দিতে করহ যতন।
যাও দেব। স্বরলোকে, কেন মা তনয়শোকে
বৃথা কান্দ ভূদেবের সুকৃতি সহায়,
দেখ শূন্যে রথ চড়ি, ভূদেব ভূলোক ছাড়ি,
"স্বদেশ-উন্নতিকারী লোক" পানে ধায় ;
ভূদেব। ভূলোকবাসী, স্মরি তব গুণরাশি,
কৃতজ্ঞহৃদয়ে আজি গাহে তব গান,
ভূদেব, স্বরগবাসী, আহ্বানে তোমারে আসি,
তবে কেন আমাদের কাঁদয়ে পরাণ ?
আছিলে ব্রাহ্মণ তুমি, পবিত্র করিয়ে ভূমি;
ব্রাহ্মণ উচিত কাজ করিলে নিষ্কাম,
দানশীল সুবিদ্বান; জ্ঞানী মানী বুদ্ধিমান;
যেতেছ সুদূর পথে বিদায় প্রণাম।

দশরথ বিলাপ!

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নৃপবর বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া ও বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া অনন্য মনে আপনার ভাগধেয় বৈষম্যের চিন্তা কা[illegible] বশিষ্ঠকণ্ঠস্বর সংযোগে চৈতন্যোদয় হইল। তখন নিমীলিত নয়নপদ্ম উন্মীলিত করিয়া গললগ্ন বসনে তদীয় [illegible]রণে প্রণিপাত করিয়া আশ্রমের কুশলবার্ত্তা একে একে জিজ্ঞাসা করতঃ কহিলেন—"ভগবন্! আপনি রঘুকুলের চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই, অতএব স্বরূপ বাক্যে অভিমত ব্যক্ত করুন, কাকুৎস্থকুল দশরথে পর্য্যবসিত হইয়া কি একবালে নির্ম্মূল হইবে? আমি যে বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিষ্কলঙ্ক ও চিরপবিত্র। এতৎবংশীয় নরপতিগণ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করতঃ প্রজারঞ্জন সম্ভূত পারলৌকিক সুখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। দেব! দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের পাদপদ্মে অযোধ্যার রাজভবন নিরন্তর পরিশুদ্ধ হইতেছে। সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাকে যে নিরয়গামী হইতে হইবে, আপনি তৎপ্রতিবিধানে কি উপায় করিতেছেন? মুনিবর! সুতানন সন্দর্শন ব্যতীত লোকে ত পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পায় না। যে তনয়ের মুখকমল অবলোকনে আত্মজীবন সার্থক করিতে বঞ্চিত হইয়াছে, লোকে তাহার মুখাবলোকন করে না, পাতকী ও নারকী বলিয়া ঘৃণা করে। ভগবন্! আমা হইতে এই বিপুল রাজবংশের যে এরূপ দুর্গতি হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। আপনি একবার তপস্তিমিত জ্ঞানময় নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখুন আমা হইতে কি সত্য সত্যই রঘুবংশ এককালে ধ্বংশ হইয়া যাইবে? আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, উৎপত্তি হইলেই লয়, বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয়, স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। তাহাতে কালে অবশ্যই এ বংশের পতন হইবে, কিন্তু মহর্ষি! ক্ষয়ই বলুন আর উৎপত্তিই বলুন, এ সংসারে সকলই কর্ম্মসূত্র

অবলম্বন করিয়াই ঘটিয়া থাকে. আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, এতৎবংশীয় নরপতিগণ যে কর্ম্মবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পারলৌকিক সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন, আমি নিজ কর্ম্ম-অসিতে সে তরু ত উচ্ছেদ করি নাই? তবে কি দোষে আজ নিধনসাগরে চিরনিমগ্ন হইবার উপক্রম হইল? দেব! আমার জীবন প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজ্য, ধন, বন্ধু, বান্ধব সমস্তই বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, রঘুবংশীয় মহীপতিগণ যে উদ্দেশ্যে প্রজাবঞ্জনানুরোধে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, আমার ভাগ্যে ভবিষ্যতের গর্ভে যখন সে অমৃতময় ফল সঞ্চিত নাই, তখন বৃথা এ রাজ্যভার বহনের ফল কি? ইচ্ছা হইতেছে করতলস্থ রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া, সরযূজলে নিমগ্ন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করি।” বলিতে বলিতে প্রাবীড় কালীন জলধর পটল গগনাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলে নৃত্যপর কলাপীগণ যেমন মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ বশিষ্টচরণে সমুদায় নিবেদন করিয়া মহারাজ দশরথ অকস্মাৎ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রণাকুশল মুনিচূড়ামণি ভগবান বশিষ্ঠদেব বিষয়বাসনা-বিরত বৈরাগ্য ভাবাপন্ন এবং চিত্রাপিত প্রায় উপবিষ্ট দশরথের কাতরোক্তি সকল শ্রুতিগোচর করিয়া ও চিন্তানলে তদীয় মুখারবিন্দ সায়ংকালীন কমলের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইতে দেখিয়া, বিবিধ আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কহিলেন—“রাজন্! অদৃষ্টায়ত্ত বিষয়ের জন্য চলচিত্ত হইয়া মহাপুরুষগণ কি শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া থাকেন? লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। মহারাজ! রোগ, শোক ও চিন্তা এই তিনটী মনুষ্যজাতির বিষম শত্রু, ইহাতে যতই অভিভূত হওয়া যায় মানসিক যন্ত্রণা ততই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে. আপনি মনোমালিন্য বিদূরিত করিয়া অভিপ্রেত সিদ্ধির উপায় দেখুন। জগতের সমস্ত ঘটনা কিছু মনুষ্যায়ত্ত নহে, ইহার অধিকাংশই দৈবায়ত্ত, দৈবানুকূল ব্যতিরেকে তদ্বিষয়ে পূর্ণ মনস্কাম হওয়া যায় না। যদি আদিত্যদেব পূর্ব্বগগনে অস্তমিত হন, যদি সুধাকরে উষ্ণ রশ্মি বিনির্গত হয়, যদি মরীচিকা দ্বারা জলপিপাসা পরিতৃপ্ত হয়, তথাপি

দৈবনির্ব্বন্ধ বিষয়ান্তর সংঘটনে খণ্ডন হইবার সম্ভব নহে। বিধুন্তুদগ্রস্ত বিধুর ন্যায় ভবদীয় বিধুর বদন সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনাদের উদ্বিগ্নতা আমাদের তপঃ সাধনের প্রবল অন্ত-রায়, আমরা ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শুভানুধ্যান করিয়া থাকি, বিশেষতঃ সুরকুল সূর্য্যকুলে যেরূপ অনুকূল তাহাতে সুধাময় বংশ কখনই বিষময় হইবার নহে। আপনি দৈবানুকূলে রক্ত হইয়া ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক কৌলিক ধারানুসারে আপনার যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞমাত্র অব-শিষ্ট আছে, তৎসম্প্রদানে যত্নবান হউন। তাহা হইলে আপনার সকল ক্ষোভ ও সকল মনস্তাপ অচিরে নিরাকৃত হইবে।" এই বলিয়া বশিষ্ঠ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আকাশমণ্ডল ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইযাছে এমন সময় যদি কোন দিক হইতে শীতল বাতাস আসিয়া তাহার সহিত সংস্পর্শ হয়, তবে তৎসং যোগে যেমন সেই জলধরপটল জলধারারূপে ক্রমে ক্রমে বর্ষিত হইয়া অবশেষে অম্বরক্ষেত্রের নির্ম্মলতা সাধিত করে, সেইরূপ আশ্রমাগত বশিষ্ঠদেবের বিবিধ সদুপদেশপূরিত সান্ত্বনাবাক্যে দশরথের চিত্ত বিকার অশ্রুধারারূপে ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া তদীয় চিত্তের স্থৈর্য্যতা সম্পাদিত হইল।

বশিষ্ঠ বাক্যে প্রবোধিত হইয়া সায়ন্তন উপাসনাদির অবশ্য কর্ত্তব্যতায় মহারাজ সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং রঘুকুলদেবগণের পদারবিন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিশ্রামসুখ সেবার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। সেথানে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে ত্রিযামা অবশেষ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যামিনী শেষে শর্ব্বরী প্রভাতা অনুভব করিয়া সুশীতল সমীরণ সেবনাভিলাষে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন, দেখিলেন-ত্রিযামা

অবসানাপ্রায় পূর্ব্বগগনে সুখতারা অস্তোন্মুখ পশ্চিম গগনে ভগবান শর্ব্বরীশ্বর চরম গিরিগুহা প্রবেশের উদ্যম করিতেছেন, শশিকরে বর্দ্ধিবিবাজিত দীপমালা সকল নিষ্প্রভ হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে, বিহগকুল তপস্বিনীর বিলয়কাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আনন্দসূচক কূজন চ্ছলে পরস্পর পরস্পরের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছে, সুশীতল সমীরণ বিকসিত কুসুমকুলের সৌরভে চতুর্দ্দিক উল্লাসিত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শুভ্রময়ী ইন্দুকান্তা অবসানা হইল, ভগবান কুমুদবান্ধব অস্তশিখরাসীন ও অভিনন্দন নিবন্ধন অমাত্য তারাগণ যেন একে একে অপসর হইলেন, কমলাসনে ভগবতী কুমুদিনী সতী কান্তবিরহিনী হইয়া দলবসনে বদন অবগুণ্ঠিত করিলেন, সাগরনির্ব্বাসিত আদিত্যদেব রাগরক্ত কলেবরে পূর্ব্বগগনে কমলিনীকে মনোহর দর্শন দিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে কমলিনীকুল সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী সূর্য্যমুখীর সহিত বিকসিত হইল।

মহারাজ প্রীতিপ্রদায়িনী প্রাকৃতিক শোভা সকল সন্দর্শন করিয়া একান্ত প্রীত হইলেন, তখন ঋষিসত্তম ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম সন্দর্শনে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল, রঘুকুলদেবগণের পদারবিন্দে প্রণিপাত করিয়া সরযূকূলে উপনীত হইলেন, তরঙ্গিনী বাহুতরঙ্গ বিস্তার করিয়া যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তিনি সরযূর নির্ম্মল নীরে অবগাহন পূর্ব্বক দেহ পবিত্র করিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণকে প্রসন্ন করিবার অভি-প্রায়ে তাঁহাদের উদ্দেশে তর্পণাদি ক্রিয়া সমাধান করিয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন এবং সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়া অন্তঃ-পুরে গমন করিলেন।

যথাকালে সুমন্ত্র সুসজ্জিত রথ সহকারে প্রতিহারে আসিয়া উপ-স্থিত এবং অন্তঃপুরে গমন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করি-লেন ;—"মহারাজ। সজ্জিত বিমান দ্বারদেশে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে" নৃপতি ব্যগ্রতাসহকারে তপোবন গমনোপযোগী দ্রব্য সমূহে সুসজ্জিত হইয়া রথে আরোহন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে রথ সঞ্চালন করিতে আদেশ দিলেন, সুমন্ত্র বায়ুবেগে রথচালনা করিলেন।

পুরবাসী ও জনপদবাসীরা মনে করিলেন রঘুকুলচন্দ্র অযোধ্যাচল হইতে বহির্গত হইয়া চঞ্চল রথাচলে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমগিরিতে উদিত হইতে চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যদিও ঐ মহাপুরুষের বিনশ্বর দেহ ৭৩ বৎসর অতীত হইল মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উঁহার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি এখনও সমগ্র ভূমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইয়া শত্রুর মর্ম্মস্থলে হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছে ও স্বীয় প্রভাবে, এখনও গৌরবাকাশে কখনও প্রচণ্ড তপনের ন্যায়, কখনও বা কলঙ্কবিহীন শশীর ন্যায় স্বীয় যশোরাশি ভূরি পরিমাণে পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিতেছে। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, যতদিন লোকে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে ও যতদিন সূর্য্য নভঃস্থল হইতে কিরণজাল অবতরণপূর্ব্বক জগতস্থ প্রাণিসমূহের আনন্দবর্দ্ধন করিবে, ততদিন "নেপোলিয়ন" এই মহৎ নামের যশঃপুঞ্জ গ্রহগণের মত স্থির থাকিবে।

লেটিসিয়া রেমোলিনি সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটী সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল আটটি মাত্র সন্তান জীবিত থাকিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতে পারিয়াছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জোসেফ্ (Joseph), দ্বিতীয়টির নাম নেপোলিয়ন, তৃতীয়ের নাম লুসিয়েন্, চতুর্থের নাম লুই (Louis) ও পঞ্চম জেরোমি (Jerome)। অবশিষ্ট তিনটি কন্যা মেরিয়ান্ (Marianne, afterwards Elise Baciocchi), অ্যানান্জিয়েটা (Anunziata, afterwards Pauline Borghese) এবং কার্লেটা (Carletta, afterwards Caroline Murat)। এ সময়ে কার্লো অতি

---

* গত মাসের "বাসনায়" ৬১ পৃষ্ঠার ১ম ছত্রে ১৮৮৯ স্থানে ১৭৬৯ হইবে।

কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কারণ তিনি এখন একপ্রকার পলাতক, কখন ফরাসি সৈন্যদিগের দ্বারা ধৃত হইবেন, এই ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে সদাই জাগরূক থাকিত। তিনি নিজের জীবনের জন্য ভীত ছিলেন না, কেন না তিনি কাপুরুষ ছিলেন না—তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষিতারূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত এবং স্বীয় জন্মভূমি রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার উৎপীড়ন ও অপমান পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমানে স্ত্রীপুত্রগণ যে গভীর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইবে ও অনাহারে কষ্ট পাইবে, ইহাই তাঁহার ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্রেরা সকলেই সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ, সুতরাং তিনি ধৃত হইলে নিঃসন্দেহ বোনাপার্টি বংশ অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইবেক, এই জন্যই তিনি স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থ দুঃসহনীয় ক্লেশ অকুণ্ঠিত হৃদয়ে সহ্য করিয়াছিলেন।

কর্সিকা ফরাসী দেশীয় সৈন্যদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইলে তদ্দেশীয় স্বদেশানুরাগী সৈন্যাধ্যক্ষ প্যাস্‌কেল পেওলি (Pascal Paoli) স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। যখন স্বীয় জন্মভূমিকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার আশালতা কার্লোর হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অবরোপিত হইল, তিনি নিরুপায় ভাবিয়া বিশাল ফ্রান্সরাজ্যের অধীনতা অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। তিনি সৎকুলসম্ভূত, প্রশস্তজ্ঞানসম্পন্ন, স্থিরোন্নতচিত্ত ও তত্রত্য সর্ব্বজনপূজিত ও আদরণীয় ছিলেন বলিয়া কর্সিকার এক প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্সিকার সম্ভ্রান্ত লোকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ফ্রান্সরাজ্যের রাজধানী পারিস নগরের রাজসভায় সমাগত হইলেন। সুতরাং এক্ষণে তিনি সাংসারিক ক্লেশ ও দরিদ্রতা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে কার্লো তাঁহাকে ঐ দেশস্থ একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। তথায় অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠাভ্যাস করতঃ তিনি শীঘ্রই সকলের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিলেন। যদিও তখন তাঁহার বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল,

তথাপি তাঁহার মুখনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইতেন; তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণের ন্যায় তিনি চঞ্চল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন না—তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হইত যেন প্রবল চিন্তালহরী সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তঃপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছে—মুখমণ্ডল সকল সময়েই প্রশান্ত ও গম্ভীর। শ্যামল তৃণবিভূষিত নিভৃত নিকুঞ্জে প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ঐ প্রকার নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তিনি নৈসর্গিক শোভা অবলোকন পূর্ব্বক জগদীশ্বরের মাহাত্ম্যের বিষয় আলোচনা করিতেন। নেপোলিয়ন বাল্যকালে যে স্থানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন ঐ স্থান "নেপোলিয়ন কুঞ্জ"* বলিয়া বিখ্যাত এই-প্রকার একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া যদ্যপি তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার যশঃ সূর্য্য অদ্যাপি ভূমণ্ডলে প্রতিভাসিত থাকিত না—বহুদিবস পূর্ব্বেই উহাকে নভোধূমে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং তৎসঙ্গে তাঁহার নামও পৃথিবী হইতে প্রবিলুপ্ত হইত। কিন্তু অধ্যবসায় যোগে তিনি তাঁহার স্বদেশকে গৌরবাচলের অত্যুচ্চ শিখরদেশে উত্তোলন করিতে ও স্বীয় বংশকে সামান্য অবস্থা হইতে কীর্ত্তির নীরনিধিবক্ষে ভাসমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কার্লো তাঁহার পুত্র ও কন্যাদিগের মধ্যে নেপোলিয়নের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রিয় পুত্র নেপোলিয়ন যে পৃথিবীর মধ্যে মহৎ লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া ফরাসীদিগের সহিত কর্সিকার ভীষণ সমরবৃত্তান্ত অত্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। যখন শুনিতেন যে কর্সিকাদ্বীপের কতিপয় স্বদেশপ্রিয় সাহসী সৈন্য স্বদেশরক্ষার্থ অকুতোভয়ে সমরপ্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অরিদল মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রণরূপী প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে অকাতরে

* ইংরাজীতে উহাকে "Napoleon's Grotto" কহিয়া থাকে।

জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন বাষ্পাকুল নয়নে ও শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদ বাক্যনিঃসরণ পূর্ব্বক বিনষ্টপ্রভা কর্সিকার জন্য দুঃখ ও বিজয়ী ফ্রান্সের বিজাতীয় ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মাতা রেমোলিনির নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধীয় দুঃখকাহিনী প্রায়ই শুনিতে পাইতেন। তদীয় বীরপ্রসবিনী জননী যে কতদূর ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন এবং বিপক্ষ সৈন্য হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কি প্রকারে শ্বাপদসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ, ঘোর অন্ধকারময়, আশ্রয়শূন্য গহন কাননে কখনও পদব্রজে, কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা রমণী নির্ভীকচিত্তে কত দিবস পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল স্থিরচিত্ত ও দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রবণ করিতেন। মাতৃমুখে ঐ প্রকার বিপদপূর্ণ যুদ্ধকাহিনী সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া নেপোলিয়ন বাল্যকাল হইতেই যুদ্ধপ্রিয় ও যুদ্ধক্রীড়াসক্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ প্রবল রণতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তিনি ত্রিশ পাউণ্ড ভারবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র কামান* লইয়া সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিতেন, উহার ভীষণ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে সুমিষ্ট সঙ্গীতের ন্যায় প্রতিহত হইয়া অমৃতধারা বর্ষণ করিত। তিনি হৃদয় মধ্যে রণজয়ের শোণিতময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া কল্পনাবলে দেখিতে পাইতেন যেন শত সহস্র বিপক্ষ সৈন্যদল তাঁহার ভয়ঙ্কর আক্রমণ অসহনীয় বোধ করিয়া অবমর্দ্দিত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ প্রকার কাল্পনিক যুদ্ধে তিনি এরূপ আসক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি অন্যান্য ক্রীড়া সকল এককালীন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন তাঁহার মাতাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তাঁহার বিপুল কীর্ত্তির নিমিত্ত তিনি তাঁহার জননীর নিকট ঋণী। মাতৃসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন :—"নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় পতিতা হইয়া তিনি (লেটিসিয়া) সাংসারিক কার্য্যের দুরূহ ভার নিজের উপর ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ঐ ভার বহন তাঁহার পক্ষে কষ্ট-

* ঐ কামানটি অদ্যাপিও কর্সিকাবাসীদিগের দ্বারা সযতনে দেশমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

ধাৰিক হয় নাই তিনি যে প্রকার সুশৃঙ্খলা সহকারে কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তাহা তাঁহার সমবয়স্কা স্ত্রীগণ হইতে আশা করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার হৃদয়ে কঠিনতা ও কোমলতা আশ্চর্য্যরূপে একত্রীভূত হইয়াছিল, তিনি গুণানুসারে পুরস্কার ও তিরস্কার করিতেন, তাঁহাকে ভাল কিম্বা মন্দ কিছুতেই অভিভূত করিতে পারিত না। ক্ষতি কিম্বা ক্লান্তি কিছুতেই ব্যথিত হইতেন না। ঐ কষ্ট তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিতেন ও উহাদিগের নিমিত্ত সতত প্রস্তুত থাকিতেন। কি অসাধারণ স্ত্রীলোক। উঁহার সমকক্ষ রমণী এখন অত্যন্ত দুর্ল্লভ। প্রবঞ্চনা ইত্যাদি তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন ও অবাধ্যতা বা অবমাননা অন্তঃকরণে কণামাত্র স্থান অধিকার করিতে পারিত না।”

(ক্রমশঃ)

এমন উদার প্রেমিক কে হে।

স্কন্ধেতে তরুণী লয়ে, নাচিছ উন্মাদ হয়ে,
জ্ঞানহীন, আত্মহারা, অযতন দেহে,
রজত বরণ ধর, বহিছ প্রেমের ভার,
মুখে বল “কারে লয়ে ফিরে যাই গেহে!”
নাহিক প্রেমের ভাণ, হারায়েছ বাহ্যজ্ঞান,
হৃদয় আনন্দে নাচি আপনা বিভোর,
প্রেমে মত্ত হয়ে টল, মুখে এনা সতী বল,
উদার কাহার প্রেমে রহিয়াছ ঘোর?
বসনেতে বাঘছাল, “সতী সতী” বাজে গাল,
কে হে সতী?—কার তুমি প্রেমেতে পাগল!
চিতা ভস্ম মাখ গায়, প্রেমেতে পরাণ ধায়,
সন্ন্যাসী প্রেমিক আহা কেবা তুমি বল!

গলে শোভে হাড়মালা, হৃদয়ে কিশোরী বালা,
ত্রিনয়ন তবু তুমি দেখিতে না পাও ?
এক কাঁধে ভিক্ষা ঝুলি, অপরে প্রাণপুতলী,
বিরাট পাগল পারা ঘুরিয়ে বেড়াও।
একি রে উদার স্নেহ, প্রাণান্তে না রহে দেহ,
প্রতি অণু পরমাণু মিশাবারে চাও,
নিজ জ্ঞান পরিহরি, শুধু মাত্র দেহ ধরি,
দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া দাও।

অনন্ত-পথিক।

" Poor wanderers of a stormy day
How waves to waves we're driven "

Moore.

এই অনন্তপথে কতদূর চলিয়া আসিয়াছি—তবুও ত পথের অন্ত পাইতেছি না! ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া দেখি সুদূর বিস্তৃত পথ-রেখা অনন্তের তমসায় মিলাইয়া গিয়াছে কোথায় যে শেষ তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, পারিব যে এরূপ আশাও হয় না। অনন্তপথিক! তুমি কোথায় যাইতেছ ?

বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম চন্দ্রই সুখের আলয়, মনেও সেইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কতবার হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি—কতবার বিফলমনোরথ হইয়া মাতার মুখপানে তাকাইয়াছি—যদি তিনি চাঁদ ধরিয়া দেন। মা হাত বাড়াইলে কতবার আশার প্রেরোচনায় মুগ্ধ হইয়া একবার মায়ের হাতের দিকে, একবার চন্দ্রের দিকে—পুনরায় হাতের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়াছি—আশা, যদি একবার চাঁদ ধরিতে পারি—যদি একবার সেই সুন্দর পরশমণি হস্তগত করিতে পারি—তবে নিশ্চয়ই সুখের সাগরে ভাসিয়া পড়িব। কিন্তু তখন

চাঁদ ধরিতে পারি নাই, কেবল মায়ের মুখে শুনিতাম—"চাঁদ আয়! চাঁদ আয়!!"—ভাবিতাম চাঁদই সুখের নিধি,—আর যখন মা ডাকিতেছেন তখন চাঁদ নিশ্চয়ই আসিবে। কিন্তু চাঁদ আসিল না, আশা—বিমুগ্ধ নয়নে কতক্ষণ চাঁদ পানে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু চাঁদ আসিল না। মনের সাধ মনেই রহিল। ক্রমে বাল্যকাল গেল, কিন্তু চাঁদের মোহিনী শক্তি গেল না। বাল্যকালের পরে যৌবন—এখনও চাঁদের সেই মোহিনী শক্তি, সেই মনোহারিত্ব। কখন বা প্রেমিকের নয়নে—কখন বা কবির নয়নে—কখনও বা দার্শনিকের জ্ঞাননেত্রে কত যে নূতন নূতন লাবণ্য উচ্ছ্বাস তোমার সেই মনোহারী রূপে দেখিলাম তাহা লিখিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু যেভাবেই তোমাকে দেখি না কেন—তুমি যে কে তাহা জানিতে পারিলাম না। হস্ত তোমাকে ধরিতে পারে নাই; মনও তোমাকে ধরিতে পারিল না। চাঁদ! তুমি আশার প্ররোচনা—ভবিষ্যৎ সুখের মোহিনী বাক্য—অনন্ত পথের আলেয়া—জগন্মরুর মরীচিকা! তোমাকে অনুসরণ করিয়া অনেক দূর আসিয়াছি—আর কত দূর লইয়া যাইবে?

সুদূর বিমানপথে স্থিত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষণদীপ্ত আলোকোচ্ছ্বাস বড় নৈরাশ্যপ্রদ। ঐ দেখিতেছি একবার একবার অনন্তব্যাপী দিগন্তে এক এক বিন্দু আলোকশলাকার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার নিবিয়া যাইতেছে, পুনরায় সেই ক্ষীণ ক্ষণদীপ্তির বিকাশ। জগতে এ প্রহেলিকা কেন? বিজ্ঞান তোমাকে অন্য জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করে। তুমি জড় পদার্থ—উত্তাপময়। তোমার উত্তাপ এত প্রচণ্ড যে ধাতুকেও বাষ্পাবস্থায় রাখিয়াছে। তোমার প্রতাপে গ্রহ উপগ্রহাদি নিজ নিজ বৃত্তপথে বিঘূর্ণিত—সমস্ত জগৎ পরিচালিত। কিন্তু দেব! এত প্রতাপশালী হইয়াও নিরাশ-মলিন মুখে এই অনন্তপথে তুমি কোথায় যাইতেছ?—যেন কোন উদ্দেশ্য নাই—কোন আশা নাই। তোমার এত পারিষদ—অনুক্ষণ তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার মনস্তুষ্টির চেষ্টায় ফিরিতেছে। কিন্তু দেব! এই প্রচণ্ড প্রতাপ—এই আজ্ঞাবাহী অনুচরবর্গ—এই প্রচুর আলোক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মলিন

মুখে কোথায় যাইতেছ?—কোন্ বিশ্বকেন্দ্রের মনস্তুষ্টির জন্য আজি ভীতি বিহ্বল নয়নে অনন্তপথে অগ্রসর? তুমিও কি কোন বৃত্তপথে কোন জাগতিক কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছ? যদি তাহাই হয় তবে বল দেব! এই জাগতিক কেন্দ্রমালার শেষ কোথায়?

আমি চাঁদের আলো চাহি না। চাঁদের আলো বড় ফাঁকি দেয়। কেমন হাঁসি হাঁসি মুখ খানি!—আলোর তরঙ্গে জগৎ ডুবাইয়া কেমন হাসে! কিন্তু চাঁদ! তুমি আমার সম্মুখে হাসিও না। ভারতের আকাশে তুমি হাসিতে হাসিতে উদয় হও কেন? যখন আমাদের সে দিন ছিল, তখন ভাল লাগিত,—এখন ভাল লাগে না। এত লাঞ্ছনা দেখিলে তবুও দয়া হয় না?—সর্ব্বদাই সেই হাসি? পরের সাজ পোষাকে এত বাবুয়ানা কেন?—মনিবের আলো চুরি করিয়া মনিবের অসাক্ষাতে সেই চোরামাল লইয়া এত হাসি খুসি? যারা পরমুখপ্রেক্ষী তাদের দুচোখে দেখিতে পারি না—কারণ আমরা নিজে পরমুখপ্রেক্ষী। অন্যান্য জাতিরা যদি পরমুখপ্রেক্ষী বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করে, আমরা তোমার উপর ছাড়া আর কার উপর ঝাল ঝাড়িব? তুমি সরে যাও—আলোর পরদা তুলিয়া লও—আমি একবার বিশ্বজগতের সেই স্থিরগম্ভীর, তিমিরময় নিস্তব্ধ মূর্ত্তি দেখিব। ছেলেবেলায় যখন নূতন নূতন বিজ্ঞান পড়িতে শিখিয়াছিলাম এবং যখন পদ্য লেখার বাতিক ছিল, তখন তোমাতে কত নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। তোমার মোহিনী শক্তি আর অনুভব করি না। বাল্য কাল গিয়াছে—যৌবন গিয়াছে—তোমার মোহিনী শক্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। আর না!—একবার নক্ষত্রপুঞ্জ! তোমাদের সেই মলিন মুখ দেখাও!—আহা! কেমন স্থির প্রশান্তভাবে নিরুদ্বেগচিত্তে দিবানিশি এই ঘোর তমসময় অনন্তপথে অগ্রসর! কোন প্রলোভন নাই—কোন আশা নাই—তবুও অবিরাম গমনে অগ্রসর! দেব! আমরা বড় চাঁদের আলোর ভক্ত হইয়াছি—চাকচিক্যের অনুচর হইয়াছি। তোমার ঐ মলিন প্রশান্ত মুখে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল ছবি দেখিতে শিখি নাই! আমরা বড় হতভাগ্য!! তাই আজি তোমাকে

সকাতরে ডাকিলাম—একবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা শিখাইয়া যাও।

চাঁদের আলো চাহি না বটে—তমোময়ী নিশীথিনীর নক্ষত্রখচিত রূপ এ নিরাশহৃদয়ে বড় ভাল লাগে বটে—কিন্তু এ পাপচক্ষু নক্ষত্রমালার সেই সমল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রূপ সহ্য করিতে পারে না। যদি সেই নৈরাশ্য মলিন রূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জ্যোতিঃ না থাকিত, তবে সারা নিশি নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতাম কিন্তু এ পাপ মন তমস্বিনী দর্শনে বড় সঙ্কুচিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া পূর্ণচন্দ্রের সেই কলঙ্কময় চিত্তবিনোদন রূপরাশি মনে পড়ে। দূর হউক! আর পারি না!! লোকে বলে মনকে ঘোড়ার লাগামের ন্যায় সর্ব্বদাই টানিয়া রাখিতে পারা যায়, ইচ্ছারূপী অশ্ব তাহা হইলে কখন বিপথে যাইতে পারে না। সে কথা মিথ্যা। লাগাম অচেতন পদার্থ। মনলাগাম সচেতন—আর যেন ইন্দ্রিয়গণ বড় বেশ তৈয়ারি। যতই টানি না কেন, অভীষ্ট স্থানে জোর পৌঁছায় না। কই সেই কলঙ্কময়ী চন্দ্রের জ্যোতিঃ হইতে মনকে ফিরাইতে পারিলাম কই?

আহা! তুমি কে গো?—শত সহস্র বৎসর পরে এক একবার আসিয়া জগতের দুঃখ নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে দেখিতে অনন্তপথে মিশাইয়া যাও? একবার মনে পড়ে তোমার মলিন মুখ আকাশপটে চিত্রিত দেখিয়াছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে দেখিবার জন্য ছাদে আসিয়া বসিতাম। তোমাকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তুমি আমার দগ্ধ হৃদয়ের প্রতিকৃতি। প্রথম দিন তোমার উজ্জ্বল কান্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন কত আশা করিয়াই আসিয়াছ। জগতের শত সহস্র গূঢ় প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া, সুখের আশায় বঞ্চিত হইয়া, যেন পৃথিবীতে সুখ পাইবার আশায় সতৃষ্ণনয়নে ভূমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছ। হায়! সুখ কোথায়? পৃথিবীতে সুখ কই? দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজার রাজপ্রাসাদে অথবা দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, কোথাও সুখ নাই। তাই বুঝি দেব! ক্রমশঃ মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছ? শত সহস্র বৎসর ধরিয়া এ বিশ্বজগতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সুখ পাও নাই, তখন কি এই

ক্ষুদ্র ধরাধামে সুখ পাইবে? যাও দেব! ফিরিয়া যাও। জগতের ক্রন্দন রোল আর শুনিও না। পাপের বিকট হাস্য, ধর্ম্মের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, বিলাসীর বিকট মধুর বিলাসসম্ভোগ, দরিদ্রের হতাশবাক্য, পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয়, মানবজাতির দ্বেষবৃত্তি ও সরলতা মাখা চাতুরী—এ সমস্ত দেখিয়া কি সুখে নিশ্বাস পাইতেছ? এখানে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না—সকলেই পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী। বন্ধুতার মুখস পরিয়া অনেকেই পরস্পরের অনিষ্টচেষ্টায় নিরত। দেব! এ ঘৃণিত দৃশ্য দেখিয়াও কি তুমি বিরত হইবে না? না—।—ঐ যে ক্রমশঃ মলিন হইতেছে। ঐ যে তোমার স্ফুরৎ প্রভারেখাগুলি অন্তরালে [illegible] এক একে বিলুপ্ত হইল। ঐ যে প্রোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ক্রমশঃ প্রভাহীন হইয়া আসিল। যাও দেব! যাও—এ পাপময় জগত হইতে অপসৃত হও। কিন্তু হায়! আমার ভগ্নহৃদয় কবে ঐরূপে ক্রমে ক্রমে এ পাপ পৃথিবীর দ্বেষহিংসাময় "বিষকুম্ভপয়োমুখ" বন্ধুতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিলুপ্ত হইবে?

(ক্রমশঃ)

আমার দুঃখ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই (পূর্ব্বোক্ত) অনৈক্যতা-নিবন্ধন শত্রুরাও সুযোগ পাইয়া প্রতিহিংসা সাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিল। স্বল্প আয়াসেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল। আমি পৈত্রিক বিষয়াদি হারাইয়া এক্ষরূপ পথের ভিখারী হইলাম। তখন আমার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। স্বর্গীয় পিতৃদেবের মৃত্যুর পর এই ৫ বৎসরেই আমার মনের ও অবস্থার যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইল তাহা বর্ণনাতীত। এই অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বেষ, হিংসা, শঠতা, স্বার্থপরায়ণতা যে কি ও তাহাদের দ্বারা জগতে যে কি ভয়ানক অনিষ্টসাধন হয়, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিলাম। উহাদের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য, জগতে এমন কাজ নাই যে তাহা করিতে পারে না।

এখন বুঝিলাম যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনৈক্যতাই এই অবনতির কারণ। ইতিহাসেও এই অনৈক্যতাই অনেক জাতির অবনতির মূল বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অতএব অনৈক্যতা যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য এবং ঐক্যতা সংস্থাপনের চেষ্টা পাওয়া যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অধুনাতন অনেকেই জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় ঐক্যতা সংস্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু যতক্ষণ পারিবারিক ঐক্যতা সংস্থাপিত না হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের এরূপ চেষ্টা কেবলমাত্র নিরর্থক শ্রমেই পর্য্যবসিত হইবেক। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এ কথার সারতা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারসমষ্টি দ্বারাই জাতি গঠিত হইয়াছে। এই পরিবারের মধ্যে অনৈক্যতা থাকিলে জাতীয় ঐক্যতা কিছুতেই সংস্থাপিত হইতে পারে না। ইহা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় একটী স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল মহাত্মা জাতীয় ঐক্যতা সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহাদের নিজ পরিবারের মধ্যে একতা আছে কি না, সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ নিজ পরিবারের মধ্যে যিনি ঐক্যতা সংস্থাপনে অপারক, তাঁহার জাতীয় ঐক্যতা সংস্থাপনের প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ চেষ্টা করিলে "ঢেলে ধর্‌তে পারে না কেউটে ধর্‌তে চায়" বলিয়া লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইবেন কিন্তু পারিবারিক ঐক্যতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা জগতের মহৎ উপকার সাধন করিবেন। পারিবারিক ঐক্যতা যে অশেষ সুখের ভিত্তি স্বরূপ, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। বঙ্গের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে ইহার অভাব দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য সকলের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে যাহাতে একতা স্থাপিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

(ক্রমশঃ)

ভালবেসেছি তোমায়।

ভাল বেসেছি তোমায়,
ভাল বাসিব না কা'র,
যত দিন এ জীবন রহিবে ধরায়,
ভাল ত সবাই বাসে,
হৃদয়ে যাতনা পোষে,
ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, না না কভু
নয়।
তুমি হে অমৃতখনি,
তুমি স্যমন্তক মণি,
তুমি আছ ব'লে, নহে কিছু
কিছু নয়।
যেন শশী ধ্রুব তারা,
তোমারি মহিমা তারা,
জ্যোতির অধিক জ্যোতি শিক্ষা
করে গায়।
(তাই) ভাল বেসেছি তোমায়॥

মন প্রাণ তব পায়,
বিনা মূল্যে নিলে হায়,
কি গান শুনিনু কেন হেরিনু
তোমায়;
কে তুমি আনন্দময়,
জানিবার সাধ হয়,
প্রাণের তরঙ্গ মাঝে কে তুমি
উদয়?
কে তুমি হে নীল দ্যুতি,
হরিলে আমার স্মৃতি,
বিজলি-জড়িত কিবা শ্যামাঙ্গ
সুন্দর;
এ কি স্বপন আবেশ,
কোথা আদি কোথা শেষ,
মাধুরি ঢালিল আনি কোন
কারিকর।

মরমে পশেছে ব্যথা,
সরমে খসেছে মাথা,
চিকণ শ্যামল রূপে করিল পাগল।
চেয়ে থাকি তোমা পানে,
পড়েছি পীরিতি টানে,
নীলোৎপল জিনি তব রূপের
হিল্লোল!

চাতক চাহিছে বিন্দু,
কেন তারে দিলে সিন্ধু,
রূপের অমৃত আনি কেন
ডুবাইলে!
এখন সে কোথা রাখে,
ভয় পাছে লোকে দেখে,
মনচোরা, গুপ্তপ্রেম কেন
শিখাইলে?

তব রীতি গেছে জানা,
মন নাহি মানে মানা,
লুব্ধ জনে মিছে কেন কর
আকর্ষণ
বিরহ প্রেমের দায়,
উৎকণ্ঠা বাড়য়ে তায়,
শুন শ্যাম নবঘন চাতকজীবন ?

ওহে দেব সুধাকর,
জিনি সুশীতল কর,
শুনিয়াছি বড় তুমি ক্ষীরোদ সাগর
যদি আজ এলে হেথা,
শুনহে আমার কথা,
আর যেও নাক' কোথা পীতাম্বরধন ,
ওহে নবীন নীরদ,
ওহে শ্যাম প্রিয়ম্বদ !
চন্দনে চর্চ্চিত বপু সুনীল বরণ ;

শুনিলে মোহন বাঁশী,
হৃদিগ্রন্থি যায় খসি,
তরুণ-অরুণ কিরণ জিনি-বসন,

ওহে গোলোকনিবাসী,
সিদ্ধি মুক্তি যাঁর দাসী,
সাযুজ্য সামীপ্য তাঁর দিতে কত
ক্ষণ ?

ওহে ভূচর খেচর
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর,
সুধার সাগর কল্মষঘ্ন শ্রীচরণ ;
ওহে সাকার আকার,
ওহে শূন্য নিরাকার,
ওহে অনন্ত ব্রহ্ম ও উৎপত্তিনিদান ,
ভালবেসেছি তোমায়,
ভালবাসিব না কায়,
চিরভালবাসি তোমা করহে বিধান ॥

জাপান।

আসিয়ার পূর্ব্বপার্শ্বে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে হণ্ডো, কিউসিউ, জেসো প্রভৃতি কতকগুলি দ্বীপ আছে। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ সমুদয় সাধারণতঃ জাপান সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জাপান বহুদিন অসভ্য দেশ বলিয়া ভূমণ্ডলে পরিগণিত ছিল, কিন্তু অধ্যবসায় ও সাহস বলে জাপানবাসীরা আপনাদিগের এতদূর উন্নতি করিয়াছে যে, তাহারা আজকাল জগতের সুসভ্য জাতিদিগের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। অধুনা জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সমুজ্জ্বল প্রভায় সমুদ্ভা-

সিত। ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মন, আমেরিকান্ প্রভৃতি বহুবিধ ইউরোপীয়দিগের সমাগমে জাপানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে জাপানবাসীরা স্বদেশীয় শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানদেশীয় মৃদ্‌পাত্র ও জাপানদেশীয় দেশালাই পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জাপানবাসীরা স্বাধীন, অধ্যবসায়সম্পন্ন ও অনুকরণশীল, এ কারণে অকুতোভয়ে জগতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করতঃ বিদেশীয় বিদ্যা বুদ্ধি আহরণ করিয়া স্বদেশে কীর্ত্তির অতুল ধ্বজা উড়াইতে সম্যক পারগ হইয়াছেন।

জাপানবাসীরা সাতিশয় স্বদেশপ্রিয়, অন্যদেশীয়েরা তাহাদিগের দেশে আগমন পূর্ব্বক সকল বিষয়ে তাহাদের উপর আধিপত্য করিবে, এ অপমান তাহাদের হৃদয়ে অসহ্য। তাই বহুযত্নে বহু আয়াসে ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া জাপান আজ উন্নতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। বঙ্গবাসি। তোমাদের ঐরূপ আয়াস ও যত্ন নাই বলিয়াই তোমরা চিরকাল সুসভ্য হইলেও আজ এইরূপ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছ. আবার প্রাণপণে শিল্পনৈপুণ্যের উৎকর্ষতা সম্পাদন কর, সমগ্র ভূভাগের সহিত ঔন্নত্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর, দেখিবে তোমরাও অচিরে সভ্যতার শীর্ষ স্থান লাভ করিবে।

জাপান। তোমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে, তুমি আসিয়ার "গ্রেট ব্রিটন" হইয়াছ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে তুমি এখন আসিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুসভ্য হইয়াছ।

জাপানের এইরূপ আধুনিক উন্নতি দেখিয়া অনেকেই জাপানের ইতিহাস জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে পর্য্যটক আসিয়া পৌরাণিক ও আধুনিক ইতিহাস সকল প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। সমগ্র ভূমণ্ডল "জাপান জাপান" করিয়া একপ্রকার মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরাও বঙ্গদেশীয় পাঠকদিগের কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত তদ্দেশীয় বিবরণ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। উক্ত সাম্রাজ্যের

পুরাতন নাম "জাপান নহে, চীনদেশীয়েরা উক্ত দ্বীপ সমূহকে 'সিপন*' বলিত। তাহাদের অনুকরণে জাপানবাসীরাও আপনাদিগের দেশকে 'নিপন' বলিয়া অভিহিত করে। জাপানের পুরাতন নাম "ওয়েসিয়া"। এতদ্ভিন্ন কামিনোকুনি, সিনককু প্রভৃতি ইহার আরও অনেক নাম ছিল। পর্টুগিজ ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ উক্ত "নিপন"কে জাপান নাম প্রদান করিয়াছেন।

জাপান সাম্রাজ্যকে সামান্যতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়:—(১) জাপান প্রপার বা প্রকৃত জাপান, হণ্ডো, কিউসিউ, সিকোক নামক দ্বীপত্রয় ইহার অন্তর্গত। জেজো শাসন বিভাগানুসারে ইহার অন্তর্ভূত না হইলেও প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে ইহার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত সাদো, ওকি, সুসিমা, গোটো, হিবাদো, এমাকশ, কোসিকি দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ইহার অন্তর্গত, (২) রিউকিউ বা লুচু দ্বীপপুঞ্জ; (৩) সিজিমা বা কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ; (৪) ওগাসয়োসীমা বা মুনীন্তো দ্বীপপুঞ্জ, ইহাকে সাধারণতঃ বনিন্ দ্বীপপুঞ্জও বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে জাপানবাসীরা আপনাদিগের আবাসভূমিকে ভূমণ্ডল মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জগতের কেন্দ্র স্বরূপ বলিয়া জানিত, এই কারণেই তাহারা জাপানকে "দাই নিপন" (সুমহান জাপান) অভিধা প্রদান করিয়াছিল।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও নানাবিধ পৌরাণিক গল্প সমূহ প্রচলিত আছে। কথিত আছে তত্রত্য রাজবংশ সূর্য্য দেবী হইতে সমুদ্ভূত। ঈশনাগী ও ঈশনামী উক্ত সূর্য্য দেবীর পিতা মাতা। কথিত আছে একদিন ঈশনাগী এবং ঈশনামী কাদম্বোপরিস্থ স্বর্গীয় সেতূপরি আরোহণ পূর্ব্বক নিম্নস্থিত সমুদ্রের রজতসূ দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে ঈশনাগী তাঁহার হস্তস্থিত হীরক রচিত বরসা সাগর মধ্যে নিক্ষিপ্ত

* সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মার্কোপোলো চীন পরিভ্রমণ কালে "জিপাঙ্গু" দ্বীপের অলৌকিক ধনরাশির বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ "জিপাঙ্গু" চৈনিক সিপেন কু শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

করেন। ঐ রূপ করিবামাত্র সমুদ্র তৎক্ষণাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। বরসার অগ্রভাগ-সংলগ্ন জলবিন্দু সকল পতন মাত্র দ্বীপে পরিণত হইল। এই প্রকারে সৃষ্ট প্রথম দ্বীপের নাম অওয়াজি, উক্ত দেবদম্পতি অওয়াজি সৃজন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অওয়াজির সহিত আরও সাতটী দ্বীপ সৃজিত হয় এবং ঐ দ্বীপসমষ্টিকেই প্রাচীন জাপান বলিয়া থাকে। ক্রমে সময়ের আবর্ত্তনে আরও অনেকানেক দ্বীপ সমূহ উহার সহিত মিলিত হইয়া উহা আধুনিক জাপান সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমে জাপানে কোন প্রকার প্রদেশ বিভাগ প্রচলিত ছিল না। পরে দশম মিকাডো সুজিন তেনোর রাজত্ব সময়ে জাপান নানা প্রদেশে বিভক্ত হয়। পরবর্ত্তী মিকাডোদিগের দ্বারা ঐ প্রদেশ বিভাগ ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত হইয়া অবশেষে ১৮৬৮ খৃঃ জাপান ৭৩টী প্রদেশে বিভক্ত হয়। জেজো ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এই সময়ে জাপান রাজ্যের অন্তর্গত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বপ্রচলিত ফিউডাল প্রণালীর পরিবর্ত্তে জাপানে একপ্রকার নূতন শাসন প্রণালী প্রচলিত হয়। তৎকালেই জাপান ৭২টী কেন ও তিনটী ফিউএ বিভক্ত হয়। পরিশেষে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কেনের (বিভাগের) সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৩৫টীতে পরিণত হয়।

সেই সময়াবধি "হকায়ডো" (জেজো এবং কিউরাইলস) উপনিবেশ স্বরূপে স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইতেছে। কিছু দিন গত হইল "বনিন" দ্বীপপুঞ্জও উপনিবেশ স্বরূপে স্বতন্ত্র শাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা "রিউ কিউ" দ্বীপপুঞ্জও আর একটী বিভাগ স্বরূপে জাপানের অন্তর্গত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানের পুরাবৃত্ত গভীর অজ্ঞান তমসায় সমাচ্ছন্ন। পুরাবৃত্তের সহিত পৌরাণিক গল্প সমূহ এতই বিমিশ্রিত যে অনৈতিহাসিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস অবগত হওয়া এক প্রকার দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। পৌরাণিক গল্পে কথিত আছে জাপান ও তত্রত্য রাজবংশ "ঈশনাগী" "ঈশনামী"

নামক দেবদম্পতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত দেবদম্পতির পাঁচটী সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম দুইটী কন্যাও পিতার অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী ছিলেন এবং সেই কারণে "দিবা" এবং "রজনীর" প্রণয়িনী স্বরূপে তৎকর্তৃক স্বর্গরাজ্যে প্রেরিত হয়েন প্রবাদ আছে "ঈশনাগী" এক-দিন সমুদ্রে স্নান করিতেছেন এমন সময় তাঁহার বামচক্ষু হইতে "এমেটারস-ওম-কামি" সূর্য্য দেবী এবং দক্ষিণ চক্ষু হইতে "সুকিনো কামি" চন্দ্রদেবী বহির্গত হয়েন। "নিনিগি নো মিকোটো" পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যদেবীর পৌত্র এবং ইনি শাসনকর্ত্তা স্বরূপে তৎকর্তৃক জাপানে প্রেরিত হয়েন। "জিমুতেনো" "নিনিগির" উত্তরাধিকারী। "জিমু-তেন্নুর" সময় হইতে (৬৬০–৫৮৫ খৃঃ পূঃ) জাপানের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মিবার ৬৬৩ বৎসর পূর্ব্বে "জি-মুতেনো" কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে "মিমুজুর" বন্দর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করেন এবং বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া তিন বৎসর পরে "ওসাকা" উপসাগরে আসিয়া উপনীত হয়েন। জিমুতেনো এই স্থানে উপনীত হইয়া সন্নিহিত জনপদবাসীদিগকে পরাস্ত করতঃ "ওজামাত্য" রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং "নারা" নগরের নিকটবর্ত্তী "কাশিয়ারা গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। (৬৬০ খৃঃ পূঃ)

(ক্রমশঃ)

প্রেমরঞ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৪শ। পথ সকল মেঘমুক্ত সলিলে নিতান্ত অগম্য হইয়াছে, আর বিদেশীর আসিবার উপায় নাই দেখিয়া মদন আমাকে তোমার বিরহে নিঃসহায়া বুঝিতে পারিয়া ধনুকে বাণ সংযোগ করিতেছেন। হে সখে! বোধ করি মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনে নিতান্ত কাতরা হইয়া তোমার বিরহ-জনিত শোক সন্তাপ আর আমি বহন করিতে পারিব না।

(এক্ষণে বিরহিণী কতিপয় বর্ষা-ব্যঞ্জক তরুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন) :—

১৫শ। মদনের একমাত্র আশ্রয় কেতক বনরাজী কেমন শোভা পাইতেছে! অতি সুগন্ধি বলিয়া কানন মধ্যে উহাদের অধিক আদর আছে। তাহার নিদর্শন এই সকল রেণুসম্পর্কী বায়ু স্বয়ং উহাদিগকে ব্যজন করিতেছে

১৬শ। হে কামনিলয় শাল বৃক্ষ! তুমি অতি উত্তম ইহা জানিয়াই সৃজনকর্ত্তা তোমাতে লোকের অনুরাগ স্থাপন করিয়াছেন। বনের মধ্যে তোমারই মঞ্জরী অতি উত্তম বলিয়া তুমি যুবজনের নয়নানন্দদায়ক হইয়াছ।

১৭শ। হে নবকদম্ব তোমার কুসুমরূপ কান্ত কামের প্রিয়বাসস্থান বলিয়া গৌরবের পাত্র সুতরাং আমি তোমার নিকট মস্তক অবনত করিতেছি। হে কুটজ তুমি কি আমায় কুসুমের দ্বারা উপহাস করিতেছ? আমি আর তোমার সহ্য করিতে পারি না, এই তোমার চরণ তলে পতিত হইলাম।

১৮শ। হে তরুবর নীপ। তুমি যে আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছ তজ্জন্য আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকট বিনয় করিতেছি। ত্বদীয় পুষ্প অবলোকন মাত্রেই আমার দেহ নিতান্ত জ্বলিয়া উঠিতেছে। হয়ত এইরূপে এক দিন ঐ দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই কি তোমার উচিত?

১৯শ। ঐ দেখ ভ্রমর চারিদিকে মেঘযুক্ত সলিল সম্পর্কে সুশোভন শুভ্র কুসুমচয় বিকসিত হইয়াছে দেখিয়া মধুসঞ্চারের সময় উপস্থিত বুঝিয়া যূথিকা লতাকে চুম্বন করিতেছে

২০শ। যে সুন্দরীগণ ইন্দ্রায়ুধ ছবিশালী জলদজালের গভীর গর্জ্জনে ঘোর দুর্দ্দিনভূত এই সকল দিবস প্রণয়িগণের সহিত রত্যুৎসবে অতিবাহিত করিতেছে ও এই বর্ষাকালে প্রিয়সখীদিগকে তদীয় প্রণয়ি সন্নিধানে মানিনী করিতেছে, তাহাদের পক্ষেই এই ঋতুর আগমন সফল হইয়াছে।

(সম্প্রতি কবি নিজ গরিমা প্রকাশ করিতেছেন)—

২১শ। আমি পিপাসু থাকিয়াও করপুটপেয় সলিল অঞ্জলিতে সংগ্রহ করিয়া অনুরাগিণী বনিতার ‥ ‥ উপর সপথ করিতেছি, যদি অন্য কবিকর্ত্তৃক এতাদৃশ যমক রচনায় পরাজিত হই, তবে তাহার উদ্দেশে কুম্ভ করিয়া জল বহন করিব।

সমাপ্ত।

লতা।

অয়ি লতে। তরুবর শোভাসম্পাদিনী,
পাদপের পাদমূলে দেখি যবে তোরে,
মনে লয় বিবাহিতা নব আদরিণী,
প্রেম আশে পতি পাশে যায় প্রেমভরে।
যবে তুমি বাঁধ বুকে গাঢ় আলিঙ্গনে
সুকোমল ভুজপাশে নাহি যায় খোলা,
মনে হয় প্রেমবতী যেন সযতনে
পতিরে ধরেছে বুকে হয়ে আত্মভোলা।
পবনপ্রতাপে যবে হইয়ে কম্পিত
মূল সহ বৃক্ষরাজ হয় রে পতিত,
শুষ্ক বিটপীর পাশে ধরায় লুণ্ঠিত
দেখি তোরে মন মাঝে হয় রে উদিত
পতিহীনা রমণীর ললাট লিখন
তোর সম অন্য রূপ নহে কদাচন।

গতবারের প্রহেলিকার উত্তর "বাসনা"।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড] সন ১৩০১ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা

সংসার ও সাধনা।

জীব মাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত। জীব নিদ্রা যায় সুখের জন্য, জাগরণ করে সুখের জন্য, আহারে প্রবৃত্ত হয় সুখের জন্য এবং আহার হইতে নিবৃত্তও হয় সুখের জন্য; এই সুখ অন্বেষণে জীব ধরাতলে ভ্রাম্যমান। এই সুখকে আয়ত্ত করিয়া স্ববশে আনিবার জন্য বুদ্ধিমান মনুষ্য কতই না আয়োজন করিতেছেন, ইহারই জন্য মনুষ্য গৃহী এবং ইহারই জন্য তিনি বনচারী; মনুষ্য ইন্দ্রিয় সেবা করেন সুখের জন্য এবং ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হন সুখের প্রত্যাশায়, মনুষ্য সুখের জন্য দাস এবং সুখের জন্য প্রভু, মনুষ্য বাঁচিতে চাহেন সুখের জন্য এবং মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হন সুখের আকাঙ্খায়। এই সুখ তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। পৃথিবীর আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীব সকল 'হা সুখ' 'হা সুখ' করিয়া ধরাতলে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে, তথাপি চিরসুখ কাহারও আয়ত্তাধীন হয় না, চিরবসন্ত ময় জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

জীব বড়ই চঞ্চল, জীবের মন বড়ই দুর্দ্দমনীয়। যেমন প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে সমুদ্রবক্ষে উর্ম্মীমালার সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বায়ুহিল্লোলে জীবের মনে একটীর পর একটী ইচ্ছার তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। প্রাণের স্থিরতা ব্যতীত ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর উপায় নাই। শ্বাস প্রশ্বাস স্থির না হইলে প্রাণ

স্থির হয় না, প্রাণ স্থির না হইলে মনও স্থির হয় না এবং মন স্থির না হইলে বাসনারও বিরাম হয় না এবং বাসনার বিরাম ব্যতীত স্থায়ী সুখ লাভের প্রত্যাশা বৃথা। মন স্বীয় প্রকৃতিজাত চাঞ্চল্য নিবন্ধন কোন একটা বস্তুতে স্থির থাকিতে পারে না, ক্রমাগতই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হয়, কাজেই দ্রুতগামী শকটস্থিত আরোহীর ন্যায় বিষয় সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও কোনটীকেই সুন্দররূপে উপভোগ করিবার সে অবসর প্রাপ্ত হয় না। মন বশীভূত না হইলে সুখ প্রাপ্ত হয় না। "রাজা করে রাজ্য বশ্, যোদ্ধা করে রণ জই। আপনা মন্‌কো বশ্ করে যো, সবকো সেরা ওই॥" তুলসীদাস ইহাই গাহিয়াছেন। এই দুর্দ্দমনীয় মনকে কৌশলে স্ববশে আনয়ন করিতে হইবে। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রযত্ন দ্বারা জগতে না হয় কি? আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া বুদ্ধিমান মনুষ্য নিজের অসংখ্য কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতেছেন, বাষ্পের স্কন্ধে চাপিয়া দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, বন্য হস্তিকে দ্বারপাল, পক্ষীদিগকে পত্রবাহক ও হিংস্র শ্বাপদকুল তাঁহার ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছে, সেই মনুষ্য কি চেষ্টা দ্বারা নিজের মনকে স্ববশে রাখিতে সমর্থ হন না? অশান্ত মনকে শান্ত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিবার যে উদ্যম তাহারই নাম "সাধনা"। সাধনার দ্বারা আমার মন আমার হয় এবং সাধনা না করিলে আমার মন ইন্দ্রিয়ের হয় এবং ইন্দ্রিয়াশক্ত মন দ্বারা সুখলাভের প্রত্যাশা বাস্তবিকই বাতুলতা।

এই মন জিনিসটা কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমিই মন। মন একাদশ ইন্দ্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়েরই অন্তর্গত। মন যখন যার, তখন তার। মন সাক্ষাৎ ভগবানের অংশ হইলেও চাঞ্চল্য নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গণের পদানত বলিয়া সর্ব্বদা মলিন ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই মন যখন চঞ্চল ও মলিন, তখনই জীব ও রিপুর অধীন ও যখনই স্থির ও স্বচ্ছ তখনই শিব ও স্বাধীন। চিত্তবৃত্তি সমূহ কৌশল দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মন তখন দ্রষ্টা স্বরূপ হইয়া স্বরূপে অবস্থান করেন। ইহারই নাম আত্মা।

এই চঞ্চল মনকে স্থির আত্মায় পরিণত করিতে হইবে সাধনার প্রয়োজন এবং এইরূপ সাধনার অপর নাম 'ভগবৎ সাধন।' শিব ও কৃষ্ণ, ব্যাস ও বাল্মিকী, কপিল ও পাতঞ্জল, কবির ও নানক, গোরক্ষনাথ ও ঘেরণ্ড, দাদু ও থাঁকি, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ নানা ভাবে ও নানা কৌশলে ইহারই উপদেশ বদ্ধ জীবের মঙ্গলার্থ জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার শ্রোতা অতি বিরল ও উপদেষ্টাও অতি দুর্লভ।

সংসারে থাকিয়া সাধনা হয় না অধুনা ইহাই অনেকের অভিমত, "সাধনার স্থান বন, সংসার নহে। সংসারে বিঘ্ন অনেক; স্ত্রী পুত্র ও ধন সম্পত্তি সাধনার অন্তরায়।" কথা গুলির মূলে সত্য নাই; দুর্ব্বল মনকে সবল করিবার নামই যদি সাধনা হয়, তাহা হইলে এই দুর্ব্বল মন সমভিব্যাহারে যেখানে যাইব সেইখানেই সংসারের সৃষ্টি করিয়া বসিব। যেখানে বাসনা সেইখানেই সংসার। বনে ও সংসারে যদি মন বাসনার সেবক হয় এবং সংসারে ও বনে যদি মন বাসনা শূন্য হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে স্ত্রী বা সম্পত্তি কখন বন্ধের কারণ হইতে পারে না, পরন্তু জীবের আশক্তিই বন্ধের কারণ। যদি সুবর্ণে আশক্তি না থাকে তাহা হইলে সুবর্ণ ও লোষ্ট্র দুইই এক এবং আশক্তি থাকিলে ইষ্টকখণ্ডও সুবর্ণাপেক্ষা প্রিয়তররূপে প্রতীয়মান হয়। নিদ্রিত বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে সুবর্ণ মোহিত করিতে পারে না কেন? বালক যুবতীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও মোহ প্রাপ্ত হয় না কেন? যে সুবর্ণকে আশক্তির চক্ষে দর্শন করে, যুবতীকে অনুরাগ ভরে দর্শন করে ও যাহার মন বাসনা ও আশার হিল্লোলে দুলিতে থাকে সেই বিড়ম্বিত হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে কামিনী বা কাঞ্চনের কোন দোষ নাই—দোষ আমাদের মনের আশক্তির। এই আশক্তির হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলে সুবর্ণকে সুবর্ণ ও যুবতীকে যুবতী বলিয়া ভ্রম হইবে না। সাধনা দ্বারাই আশক্তিকে অতিক্রম করা যায়। সাধনা ব্যতীত বনেও নিস্তার নাই; বনে স্ত্রীমুখ দর্শন সুলভ নহে সত্য, কিন্তু চিত্তপটে যে স্ত্রীমুখ অঙ্কিত আছে, তাহা অরণ্যবাসী সাধক যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনোমধ্যে দেখিতে পাইবেন তখন তাহার কি উপায় করিবেন? কামিনী

কাঞ্চনের সংস্কার মনে বর্ত্তমান থাকিলে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেও মনের নিস্তার নাই। কামিনী বহুদূরে অবস্থান করিলেও নিদ্রাবস্থায় তাহাকে কামোন্মত্ত হইয়া আলিঙ্গন করি কেন? মদন যখন পঞ্চ শর যোজনা করিয়া ও রতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রুকুটিভঙ্গে বদ্ধ জীবের প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করে, তখন ধরাতলে এমন কে আছেন যিনি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারেন "মদনের পঞ্চবাণ আমি গ্রাহের ভিতর আনি না"? অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং পার্ব্বতীনাথকেও এক সময় এই শর বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। দৃঢ়ব্রত নির্ভীক হৃদয় উগ্র সাধক মহাপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় পুঙ্গব বিশ্বামিত্র নিবিড় অরণ্যে উর্ব্বশীর কুহকে ভুলিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই কত মহামনা ঋষিকুমার পঞ্চশরের বশবর্ত্তী হইয়া হরিণাদি পশু মৈথুন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছেন। কামের সংস্কার মনে বর্ত্তমান থাকিলে জীবের কিছুতেই নিস্তার নাই। বলপূর্ব্বক কামবেগ ধারণ করিলে বীর্য্য অতিশয় তরল হইয়া স্বপ্নদোষ ও প্রমেহাদি পীড়া উৎপন্ন করে, চরকাদির ইহাই অভিমত। বলপূর্ব্বক গঙ্গার স্রোত ফিরাইয়া হিমালয়ের দিকে লইয়া যাওয়া যায় না।

সংসারের অপরাধ নাই, অপরাধ আমাদের মনের সংস্কারের। এই সংস্কারের শিকড় প্রাচীন অট্টালিকাস্থিত বটবৃক্ষের শিকড়ের ন্যায় সমস্ত মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উপরের ডালপালা কাটিয়া দিলে কি হইবে?—মূলটীকে উৎপাটন করা চাই। এই মূলটী উৎপাটন করা পাশববল প্রয়োগের কার্য্য নহে। এই সংস্কারের আমূল সংশোধনের অন্যতর নাম সাধনা। যদি এই মূল সমেত মন লইয়া বনে যাই, সেখানেও বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ বাহির হইবে। এই জন্যই বলিয়াছি বনে গেলেও নিস্তার নাই।

লোভের বস্তু দূরে থাকিলেও যে দুর্ব্বল জীবের মনে লোভের উদয় হয় না এমন কোন কথা নাই; বরং লোভের বস্তু নিকটে থাকিলে লোভ অপেক্ষাকৃত কম হয়। পীড়িত ব্যক্তি অপথ্যের প্রতি অধিক লোভ করে, যদিও তাঁহার আত্মীয়বর্গ অপথ্যগুলি তাহার চক্ষের অন্ত

বাক্সেই সর্ব্বদা রাখিয়া থাকেন ; কিন্তু যিনি লোভকে বশ করিয়াছেন, তিনি প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও মুগ্ধ হন না। স্ত্রী ও অর্থের প্রতি যাঁহাদের অধিক পিপাসা স্ত্রী ও অর্থ দূরে থাকিলেও তাহাদের জন্য তাঁহাদের মন সর্ব্বদা ব্যাকুল হয়, কিন্তু নিকটে থাকিলে মনটা ঠাণ্ডা থাকে। অর্থশীল ব্যক্তির অপেক্ষা লোভী দরিদ্রেরা অর্থের জন্য অধিক লালাইত হয়। তেঁতুল সম্মুখে না থাকিলেও তেঁতুলের প্রতি যাঁহার লোভ আছে তেঁতুলের নাম স্মরণে তাঁহার রসনায় জল আসে।

পক্ষান্তরে মনকে যদি অন্যদিকে রাখা যায় কামিনী বা কাঞ্চন নিকটে থাকিলেও মন তাহাতে মুগ্ধ হয় না। যে মাতার কোলের ছেলেটী হারাইয়াছে ও ছেলেটী পুনপ্রাপ্ত হইবার জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহার সম্মুখে মোহরের তোড়া উপস্থিত করিলেও সে তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিবে না, মন তখন ছেলের দিকে সুতরাং টাকার তোড়া তাহার চক্ষে লোষ্ট্রবাশি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তদ্বৎ যাঁহার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল, কামিনী ও কাঞ্চনে তাঁহার কি করিবে? মনকে অন্যদিকে রাখিবার অভ্যাসই সাধনা, সর্ব্বত্রই এই অভ্যাসের সূত্রপাত করা যাইতে পারে। এবং এই অভ্যাস দৃঢভুমি প্রাপ্ত হইলে "কামিনী ও অর্থ" তখন থাকিয়াও না থাকার মধ্যে হইবে। কিন্তু কু-অভ্যাস লইয়া অরণ্যে গমন করিলেও কামিনী প্রভৃতি সেখানে না থাকিলেও মন অবলীলাক্রমে তাহাদের সৃষ্টি করিবে এবং নিজের সৃষ্ট পদার্থ নিজেই সম্ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে চেষ্টা করিবে। ব্রহ্মা নিজের কন্যা নিজে সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন পুরাণে এরূপ লিখিত আছে। পূর্ব্বে যাহা লিখিলাম ঋষিরা রূপকচ্ছলে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। মনই সৃষ্টিকর্ত্তা, মন বিরলে যাহা সৃষ্টি করে নিজেই তাহা সম্ভোগ করিতে উদ্যত হয়। এইরূপেই কৃত্রিম, অবৈধ ও পশ্বাদি মৈথুনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিব না, যাহা লিখিলাম সুবোধ পাঠক ইহাতেই সব বুঝিয়া লইবেন,—বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে।

সাধকের সংসারে সুবিধা অনেক, বিঘ্ন অল্প, কিন্তু বাহিরে বিঘ্ন অনেক সুবিধা অল্প। ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় সুশীতল ছায়া ও প্রবল ঝড় বৃষ্টির সময় সর্ব্বোপদ্রবশূন্য আশ্রয়, বিপন্নের সেবা, পীড়িতের পথ্য ও রোগের ঔষধ সংসারে যেমন সহজে মিলে বাহিরে তেমন নয়। সাধক যখন দ্বন্দ্বাতীত হন তখন তাহার পক্ষে রৌদ্র, জল, শীতোষ্ণ, বিপদ, সম্পদ ও সুখ দুঃখ সব সমান হয় বটে কিন্তু আরম্ভ কালে তিনি দ্বন্দ্বের অধীন থাকেন সুতরাং সে সময় তাঁহার সংসারই সাধনার উপযুক্ত স্থান। সাধক সংসার ছাড়িয়া বাহিরে গেলে শরীর রক্ষা ও সাধনা ইহার কোন্‌টী তিনি অগ্রে করিবেন, ইহা ভাবিয়াই তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয়। শরীর অপটু থাকায় সাধনার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া থাকে; সংসারের বাহিরে এ সব ছাড়া ভয়ের আরও অনেক কারণ আছে, পতনের আশঙ্কা বাহিরে অনেক বেশী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইয়া সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করিয়া বাহিরে গেলে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ন্যায় মনে একটী অভাবনীয় অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং আপনাকে ব্যাঘ্র ভাবিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হইয়া থাকে, এদিকে লোক সকল না জানিয়া তাহাকে ব্যাঘ্রের আসন ও সম্মান প্রদান করাতে গর্দ্দভের মনে বিজাতীয় দম্ভের আবির্ভাব হয় এবং সে যে গর্দ্দভ ইহা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত ব্যাঘ্রের দলে মিশিতে গিয়া চীৎকারেই ধরা পড়ে এবং তথা হইতে অচিরেই বিদূরিত হইয়া 'ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট' হওয়াতে একটা কিস্তৃত কিমাকার হইয়া পড়ে; বেচারীর একূল ওকূল দুকূলই যায়। আর এক কথা, ভাল গাছে নূতন ফল ধরিলে গৃহস্থেরা প্রায়ই তাহাকে সাধারণের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখে এবং প্রাণান্তেও সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে না, ভয় পাছে সাধের ফলটী পড়িয়া বা পচিয়া যায়। ছোট শিশুসন্তানকে বাপ মা বাটীর বাহির করেন না, পাছে কেহ "নজর" দেয়, পাছে কেহ "খুঁড়িয়া" ছেলেটীর অনিষ্ট করে। ভাল জিনিস সকলেই লুকাইয়া রাখে। সাধুর বেশ ধরিয়া দুর্ব্বল সাধক বাহির হইলেই তাঁহার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে; সকলেই "নজর" দেয়। সাধারণের নিকট হইতে অবিরত

সম্মান পাইতে পাইতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া যায় এবং অতিরিক্ত সম্মান হজম করিতে না পারিয়া শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়েন; তখন তিনি আপনাকে ভুলিয়া, সাধনা না করিয়াই সিদ্ধের পদবী গ্রহণ করিয়া বসেন ও লোককে ভুলাইতে গিয়া নিজেই প্রতারিত হন। কিন্তু ভগবান ভুলিবার নহেন, তিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অতি স্পষ্টরূপে দেখিয়া লন এবং এরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশধারী সাধক, সাধনা ও সিদ্ধি উভয় হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অচিরে "পিত্তলের কাটারী"তে পরিণত হন। "নাহংকারাৎ পরো রিপু," যদি এইরূপে অহংকারই বৃদ্ধি হইতে লাগিল তবে আর হইল কি? সাধকগণ বেশ্যার ন্যায় বেশবিন্যাস করিয়া কদাপি পথে বাহির হন না, পরন্তু কুলকামিনীর ন্যায় সাধারণের চক্ষের অন্তরালে থাকিয়াই তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ স্বামীসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

অহংকারের ন্যায়, ভয়ও সাধনাপথের আর একটী বিঘ্ন। এই ভয় বাহিরে যত ভিতরে তত নহে। যাঁহার ভয় প্রবল সংসারই তাঁহার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি বিজন বনে, শ্মশানে বা লোকালয়ের দূরে অবস্থিত প্রান্তরে একাকী শব সাধন করিতে গিয়া ব্যাধিগ্রস্ত বা ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভয়ে অভিভূত হইয়া কেহ বা উক্তরূপ বিরল সাধনাক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন। বিঘ্ন আরও বহুতর আছে; ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সুতরাং এ সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলিব না। এক্ষণে সংসারে থাকিয়া কেহ কখন সাধনা করিয়াছিলেন কি না এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতই বা কি, তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মহাযোগেশ্বর হরি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে সাধনা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ বেদব্যাস লিপিবদ্ধ করেন এবং যে গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ হয় তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতা সকল শাস্ত্রের সার ও সকল কালেই মান্য। এই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "তুমি যোগী হও।" (৬ষ্ঠ অঃ ৪৬ শ্লোক) কিন্তু অর্জ্জুন সংসারে থাকিতেন এবং এই উপদেশ পাইয়াও তিনি সংসার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার

স্ত্রী ছিল, পুত্রাদি ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "হে অর্জ্জুন। তুমি যোগী হও।" ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে সাধকের বনে যাইবার আবশ্যক হয় না; যাঁহার সদ গুরু লাভ হইয়াছে, সংসার তাঁহার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না, পরন্তু সংসার নানা প্রকারে তাঁহার সাধনার সাহায্যই করিয়া থাকে। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ যখন উদ্ধবকে উপদেশ দেন, তখন তাঁহাকে "একান্তে নির্জ্জন স্থানে" গমন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব এই উপদেশ পাইয়াও সংসার ত্যাগ করণান্তর বিজন গহনে গমন করেন নাই। তিনি কি তবে শ্রীকৃষ্ণের কথা অমান্য করিলেন? তাহা হইতেই পারে না কারণ উদ্ধবের ন্যায় ভক্ত অতি বিরল। তবে অবশ্য "একান্ত" ও "নির্জ্জনের" কোন গূঢ় অর্থ আছে। ভক্ত তাহা জানিতেন এবং সেই মত কার্য্যও করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হয় নাই। সংসারে যে একান্ত ও নির্জ্জন স্থান আছে, তাহা সদ্‌গুরুর এই উপদেশ প্রাপ্ত ভক্ত সাধক মাত্রেই জানেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাংসারী ছিলেন এবং তিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দকে কখন সংসার ত্যাগ করিতে বলেন নাই, বরং বলিয়াছিলেন "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" (৩য় অঃ ২০ শ্লোঃ) তিনি কর্ম্মিদিগের মধ্যে জনকের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিলেন, কারণ জনক রাজা হইয়াও মুক্তপুরুষ। গীতার তৃতীয় অধ্যায়টী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেকে বলেন কেবল মাত্র জনকই সংসারে থাকিয়া সিদ্ধ হন, আর বেশী কেহ সংসারে থাকেন নাই। তাহাই যদি হইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ শুধু "জনক" না লিখিয়া "জনকাদয়ঃ" লিখিলেন কেন? মহাভারতে অনেক গৃহী অথচ সিদ্ধ যোগীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বন পর্ব্বতান্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে এক ধর্ম্মব্যাধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাঁহারও নিবাস মিথিলায়। তিনি স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা লইয়া ঘোর সংসারী ছিলেন, অথচ তিনি মহাযোগী। কৌশিক নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া

কৃতকৃতার্থ হন। দৃষ্টান্তের অভাব নাই, চক্ষু খুলিয়া বিশ্বাসের সহিত দেখিলেই হইল—কূপমণ্ডুকের ন্যায় কূপকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া কূপে যাহা নাই তাহা কুত্রাপি নাই, এরূপ মনে করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিড়ম্বিত হন না।

পুরাকালে ব্যাস, বশিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তেজপুঞ্জ ঋষিগণ সংসারে ছিলেন ও সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া জীব প্রবাহ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কলিকালেও দেখিতে পাই যে মহামনা কবির সাহেব স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারে থাকিতেন, স্বয়ং তাঁত বুনিতেন অথচ তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক ধনী মানী ও কুলীন ব্যক্তি—এমন কি সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। নানক সাহেব সংসার ত্যাগ করিয়া যান বটে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় তিনি সংসারে প্রত্যাগমন করেন ও দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। সাধক ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন সংসারে বাস করিতেন তাঁহারও এক কন্যা ছিল। তিনি যে সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কাহার সন্দেহ নাই। রাজা রামকৃষ্ণ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি নাটোরের প্রাসাদে সংসার মধ্যেই থাকিতেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু একবার বিশ্বাসপূর্ণ চক্ষু মেলিয়া দেখা চাই।

সংসারে থাকিয়া সাধনা ও সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহা নিতান্ত অজ্ঞান অলস বা অপ্রেমিকের কথা। যাঁহাদের সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে, তাঁহারা সংসারে সাধনার অনুকূল বিষয় দেখিয়া হর্ষে পুলকিত হন ও 'কাঁটা দিয়া কাঁটা উদ্ধারের' ন্যায় সংসারে থাকিয়াই সংসারকে জয় করেন।

এ প্রবন্ধে "সাধনা কিরূপ" সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। বারান্তরে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

প্রভাতি-চন্দ্র।

গগনের কোলে বিষাদ নয়নে
হাসিছ দুখের হাসি
দেখিয়ে তোমার, ম্লান মুখখানি
হৃদয় বিদরে শশি!

প্রভাহীন তনু, অর্দ্ধ বিগলিত
দুরন্ত রাহুর গ্রাসে,
আধখানি তাও নিতান্ত মলিন
প্রবল তপন-ত্রাসে।

কোথা সে সুষমা, রজনীজীবন,
কুমুদিনী মনোলোভা,
কোথা সে বিমল, লাবণ্য মাধুরী
অমিয়-পূরিত আভা?

কোথা সে আসন, তারকা-খচিত
সুনীল অম্বর'পরে,
কোথা সে সুহাসি জগত উছলি
সুধারাশি যাহে ক্ষরে?

লুকায়েছ এবে অমিয়-ভাণ্ডার
প্রভাতের আগমনে,
পাছে হরি লয় তপন-তস্কর,
তাই কি শঙ্কিত মনে?

অতুল প্রভাব বিগত এখন
তাই বুঝি ম্লানমুখে?
না, না, নিশিনাথ। কেঁদনা কেঁদনা,
কুমুদী কাঁদিবে দুখে।

আবার রজনী আসিবে আশ্বাসে
আঁধার-বসন পরি,
হাঁসিবে পুলকে, চন্দ্রিকা তোমার
হৃদয় মাঝারে ধরি।

পুন তারাকুল পুলকে পুরিয়া
উদিবে তোমার পাশে,
প্রেম সোহাগিনী কুমুদ সুন্দরী
হাঁসিবে নবীন বাসে।

আবার তোমার দিবসবদনে
হেরিব মধুর হাসি,
হাসিবে প্রকৃতি, হাসিবে ধরণী
বিমল আনন্দে ভাসি।

দশরথ বিলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনতিবিলম্বে রথ, পুরপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া, জনপদে উপনীত হইল মহারাজ জনপদের শোভা সকল অবলোকন করিয়া, প্রীতি সহকারে সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সুমন্ত্র। জনপদের শোভা সকল আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, প্রীতি-পুষ্পকে ক্রমশঃ বিকসিত করিয়া তুলিতেছে।" সুমন্ত্র নিবেদন করিলেন "রাজন্। বনভূমি ও তরঙ্গিনীতীরবর্ত্তী স্থান সকলের শোভা আরও মনোহারিণী, আপনি যতই দূরবর্ত্তী হইবেন ততই প্রকৃতির নব নব মনোমোহিনী বিচিত্র শোভা সকল সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইবেন।" তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন কালে তাঁহারা এক গিরি-তরঙ্গিনী-তীরবর্ত্তী প্রদেশে উপনীত হইলেন, সুমন্ত্র কহিলেন,

"রাজন্! ঐ যে মৃগ-কদম্ব মুখ-কবল পরিহার করতঃ একটী মহাবৃক্ষমূলে গিয়া শয়ন করিতেছে, ওটী ঐ তরঙ্গিনী তীরবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষ, মৃগকুল আতপতাপে তাপিত হইলে, ঐ বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করে।"

রাজা দশরথ যেদিন মৃগয়া-বাণে স্বকরে অন্ধক-সুতের প্রাণ সংহার করিয়া মুনিকোপানলে নিপতিত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে স্ববংশে অযথা পাপসংগ্রহ ভয়ে তিনি জীব হিংসায় একরূপ বিরত হইয়াছিলেন, এক্ষণে একটী সুবঙ্গ কুরঙ্গ শিশুর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া, আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। মৃগয়া-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, শরাসনে একটী শর সন্ধান করিলেন, দৈবক্রমে তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া ঐ শর বৃক্ষে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু সেই মৃগমাতা, রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও পলায়ন করিল না বরং বৎসকে বক্ষঃমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া একদৃষ্টে রাজার দিকে দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল। তিনি চঞ্চলনয়না কুরঙ্গিনীর তথাবিধ মৌনভাব ও অনিমিষ নয়ন দর্শন করিয়া শরসন্ধানে বিরত হইলেন এবং সুমন্ত্রকে রথ চালনা করিতে আদেশ দিয়া মৌনী রহিলেন।

সুমন্ত্র, রাজার সুপ্রসন্ন বদন মলিন হইতে দেখিয়া কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্! প্রভাকর মূর্ত্তি কি জন্য এরূপ মলিন হইয়া উঠিল? আপনি এইমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে কুরঙ্গশিশুর প্রতি শরসন্ধান করিতেছিলেন, অকস্মাৎ ভাবান্তর ঘটিবার কারণ কি?" মহারাজ ক্ষণকাল তুষ্ণীভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সুমন্ত্র! অপত্য-স্নেহ কি অভূতপূর্ব্ব অমৃতময় পদার্থে বিনির্ম্মিত। সম্পদ, কি বিপদ সর্ব্বকালে ইহা সর্ব্বপ্রকার জীবের পক্ষে একরূপ ও অবিকৃত। সুমন্ত্র দেখিলে না,—আমার শরসন্ধানে কুরঙ্গিনী আত্মজীবনে অণুমাত্রও মমতা প্রদর্শন না করিয়া, কেমন বিপন্ন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অপত্যস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল! আমি কি হতভাগ্য। অপত্যলাভ লালসায় হস্তগত রাজলক্ষ্মীরে উপেক্ষা করিয়া বনবাসে ঋষিপ্রসন্নতা-সাধনে আসিয়াছি; কোথায় পাপকার্য্যে বিরত হইয়া, অভিপ্রেতসিদ্ধির উপায় করিব, না

হইয়া প্রথমেই একটী অবলা প্রাণীর তনযালঙ্কৃত হৃদয় অপত্যস্নেহে বিয়োজিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সুমন্ত্র! তপোবন গমনে আর আমার বাসনা নাই, চল এই দণ্ডেই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই; যদি ব্রহ্মবাদী ঋষ্যশৃঙ্গ সাক্ষাৎ প্রত্যবায় বোধে আমার মুখাবলোকন না করেন, তবে কি উপায় হইবে?”

সুমন্ত্র কহিলেন, “রাজন্! সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। মনের কোন অভিসন্ধি সাধনের পূর্ব্বে আপতিত অতি সামান্য কারণে, তাহার অন্তরায় আশঙ্কা মনোমধ্যে উদিত হইয়া, চিত্তচাঞ্চল্য সম্পাদন করে; আপনি বিষয়ান্তর সংঘটন দ্বারা মনোমালিন্য বিদূরিত করুন, যতই অসম্ভাবিত চিন্তা করিবেন, ততই উদ্বেগ ও অসুখ বাড়িবে। মহারাজ! আপনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এই সসাগরা ধরায় অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছেন, ভবদীয় স্নেহ ও মমতা গুণে রাজ্যের সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে সমস্ত কোশলবাসী একবাক্যে বলিয়া থাকে, “আমরা পিতৃনির্ব্বিশেষে দশরথরাজ্যে পরম সুখে কালযাপন করিতেছি।” দেব, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সর্ব্বদা আপনার যশোগান ও শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন; সুতরাং অভিপ্রেত সিদ্ধির আর বাধা কি? সম্প্রতি মধ্যাহ্ন-মিহিরে পূর্ণেন্দু-বদন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ঐ যে নির্ম্মল নির্ঝরতীরে একটী তরুবর দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার নাম সহকার তরু, ওখানে বারি-শিকর সম্পৃক্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া তরুবরের সেবা করিয়া থাকে। চলুন উহার শীতল ছায়ায় গিয়া উপবেশন করতঃ আতপ তাপ নিবারণ করি।” রাজা “তথাস্তু” বলিয়া, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সহকার তলস্থ একখানি উপলখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, “সুমন্ত্র! আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব অদ্য যামিনী এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক, বোধ হয়, উষাকালীন বসন্তসমীর আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য সবর্দ্ধন করিবে।”

বিবিধ কথা প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতে করিতে ক্রমেই নিশিথিনীর অবশেষ হইল। অল্পে অল্পে সূর্য্যকরে পূর্ব্বগগন রক্তাভ ও অল্প অল্প

প্রকাশমান হইতেছে, পান্থনিবাস হইতে দুই একটী করিয়া প্রবাসী ক্রমেই বহির্গত হইতেছে, ও মধ্যে মধ্যে দুই একটী শুক, পিকের কল-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং দক্ষিণ দিক হইতে সুমন্দ মলয়ানীল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া বিরহিনীকুলের বিরহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। এই সময়েই নৃপতি কহিলেন, "সুমন্ত্র! বসন্তকালীন মধ্যাহ্ন তপন শরীরে বিষাক্ত বিশিখের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, চল এইবেলা প্রস্থান করিয়া কোন নিভৃত কুঞ্জস্থল আশ্রয় করা যাউক" সুমন্ত্র, বিনীত বাক্যে নিবেদন করিলেন রাজন্! আমাদের গন্তব্য স্থান আর অধিক দূরবর্ত্তী নহে, ঐ যে একটী প্রকাণ্ড রাজসৌধের শিখরদেশ নেত্র-গোচর হইতেছে, যেখানে হরকোপানলে ভস্ম হইবার ভয়ে, কন্দর্প নিজ অঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অনঙ্গনাম ধারণ করিয়াছিলেন ঐ সেই জনস্থানবর্ত্তী অনঙ্গদেবের রাজপুরী; ওখান হইতে মহর্ষির আশ্রম অতি নিকটবর্ত্তী।" নৃপতি, আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "যিনি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে রাজ্যের অবগ্রহের অবসান করিয়া একদা বসুমতীরে বিপুল শস্যশালিনী করিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত মহর্ষির নিতান্ত সখ্যভাব আছে, সেই পতিভা-সম্পন্ন মহাত্মাই কি ঐ অঙ্গদেশের নরপতি? শুনিয়াছি, মহামুনি, অঙ্গরাজের নিতান্ত অনুকূল, তাঁহারে লইয়া মুনিবরের নিকট গমন করিলে, বোধ হয়, মহর্ষির প্রসন্নতা-সাধনে বড় অন্তরায় হইবে না, তুমি তদভিমুখে রথ চালনা কর।"

তদনুসারে সার্দ্ধ প্রহর সময়ে, রথ অঙ্গরাজের প্রতীহারে আসিয়া উপনীত হইল, অঙ্গেশ্বর প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে প্রতীহারে আগমন করিয়া দেখিলেন,—আদিত্যদেব উদয়াচলে আরোহণ করিলে, ভগবান্ শর্ব্বরী-শ্বর নভোবৃত্তের কেন্দ্রাগত হইলে, তাঁহাদের যাদৃশ শোভা হয়, রথাসনে মহারাজ দশরথ ততোধিক শোভা পাইতেছেন। তিনি যথাবিহিত উপচারের সহিত তদীয় পাদপদ্ম অর্চ্চনা করতঃ জনৈক পরিচারকের প্রতি সুমন্ত্রের তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া, রাজাকে লইয়া বিশ্রাম-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সাদরে তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিতে লাগিলেন।

সায়ং সময়ে দশরথ কহিলেন, "প্রিয়বর! ভবদীয় সৌজন্যগুণে আমি অপরিসীম সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার সুধাসিক্ত বচনপরম্পরায় আমার হৃদয়কন্দর অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে উচ্ছ্বলিত হইয়াছে, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি নিরাপদে পদে পদে রাজ্যসুখ সতত সম্ভোগ করুন। সংপ্রতি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম কোথায়? তপোবন সন্দর্শনে আত্মার পবিত্রতাসাধনে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি তৎসম্পাদনে আমাকে কৃতার্থন্মন্য করুন।" অঙ্গেশ্বর চমৎকৃত হইয়া, নিবেদন করিলেন "মহারাজ! ভবদীয় শুভাগমনে অঙ্গবাসী জনগণের আনন্দসিন্ধু শতমুখে উচ্ছ্বলিত হইয়াছে, মহর্ষির আশ্রম এখান হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে, কিন্তু মহারাজের শুভাগমনের প্রয়োজন শুশ্রূষা আমাকে মুখরিত করিতেছে, যদি বলিতে বাধা না থাকে, তবে আমার অভীষ্টসাধনে যত্নবান্ হউন।"

তখন নৃপবর মনোগত ভাব গোপন না করিয়া, অকপটচিত্তে সমস্তই ব্যক্ত করিলেন, অঙ্গরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "মহীপতে! আপনি সেই জন্য এত চিন্তাকুল হইলেন? পুরুষভাগ্য পুষ্করপত্রস্থ বারির ন্যায় যদিও চঞ্চল, কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলে সে সম্ভাবনা কোথায়? আপনি কি জানেন না যে কীর্ত্তিদেবী ও রাজলক্ষ্মী যুগপৎ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিকুলের সেবা করিয়া আসিতেছেন; বিশেষতঃ রাজকুলবাঞ্ছা ভোগবতী কীর্ত্তিনদী ধর্ম্মাচল দিয়া উদ্ভূতা হইয়া, নানা রাজকুলে প্রবহমানা থাকিয়া, অবশেষে বিশালমুখে রঘুসাগরে নিপতিত হইয়াছে। মহারাজ, সাগরসঙ্গতা তরঙ্গিনীবেগ কখন কি অপ্রতিহত বা বিনষ্ট হইতে পারে? অতএব রঘুকুলের যশোহ্রাস কখনই সম্ভবপর নহে, বিভাকরমণ্ডলে বিভাতিপুঞ্জের ন্যায় ভবৎকুলে ভগবানের প্রচুর করুণাই বিদ্যমান আছে, সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধির বাধা কি? প্রভাতে মহর্ষির পাদপদ্ম সন্দর্শন করিলে আপনার সকল ক্ষোভ অপনীত হইবে।" দশরথ আহ্লাদিত হইলেন, অচিরে ঋষিদর্শন-লালসা বলবতী থাকাতে রজনীতে তাঁহার কি মাত্রও নিদ্রাসঞ্চার হইল না।

পরদিন সূর্য্যোদয় কালে, যখন বিরহবিধুর চক্রবাক চক্রবাকীর সহিত মিলিত হইল, যখন অরুণদেবের শুভ সন্দেশ লইয়া, মরালকুল দলে দলে তদীয় বিরহিনী কামিনীর বিরহ যন্ত্রণা নিবারণার্থ ভগবতী পঙ্কোজিনীর নিকট গমন করিল, যখন কমলিনী প্রাণেশ্বরের শুভ সমাচার পাইয়া বিকসিতমুখী হইল এবং পদ্মিনীর ভাগ্যবর্দ্ধন অনুভব করিয়া মধুব্রত মধুকরকুল গুন্ গুন্ রবে ঝঙ্কার দিতে দিতে, তদীয় সকাশে আতিথ্য গ্রহণে ধাবিত হইল, সেই পুণ্যময় সময়ে প্রণয়বদ্ধ রাজর্ষিযুগল রথে আরোহণ করিলেন এবং সম্মিলিত পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্যমালা বিস্তার করিতে করিতে তপোবনে উপনীত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কার্লো পূর্ব্বোক্ত ঐ প্রতিনিধি পদটী প্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা কাউন্ট্ মার্‌বিউফ্‌এর (Count Marboeuf) সাহায্যে তাঁহার প্রিয় পুত্র নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী ব্রিয়েন নগরের সৈনিক বিদ্যালয়ে (Military school at Brienne) নিযুক্ত করিলেন। নেপোলিয়ন ঐ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক পরিশ্রম ও যত্নপূর্ব্বক পাঠাভ্যাসে শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিলেন। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে গণিত শাস্ত্রমাত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যে সকল পুস্তক পাইতেন, সমস্তই অতিশয় আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন। সাহিত্যের মধ্যে প্লুটার্ক লিখিত

প্রাচীন গ্রীস ও রোমদেশীয় মহাত্মাগণের জীবনচরিত* তিনি প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অভ্যাস করিতেন। তাঁহার পাঠে মনোযোগ থাকাতে শীঘ্রই নেপোলিয়ন ইস্কুলের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের ঐ বিদ্যালয়ের কাহারও সহিত অত্যন্ত আলাপ ছিল না এবং তিনি আলাপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, সেই জন্য নেপোলিয়নকে তাঁহার সহপাঠিগণ কেহই ভালবাসিত না। ফ্রান্সদেশীয় ভাষায় তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকায়, তিনি ইতালীদেশের ভাষা কহিতেন; এইজন্য বিদেশী বলিয়া তাঁহাকে সকলেই ঘৃণা করিত। তাঁহার সমপাঠিগণ সকলেই সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভূত, নেপোলিয়নের দরিদ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না। নেপোলিয়ন তাহাদের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বুরিয়েনকে † সংগোপনে বলিয়াছিলেন "আমি ঐ ফ্রেঞ্চগুলাকে ঘৃণা করি, এবং সময় পাইলে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে উহাদের অনিষ্টসাধন করিব।"

ব্রিয়েনের প্রত্যেক ছাত্রের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। নেপোলিয়ন তাঁহার সঙ্গীদিগের উপহাস ও বিরক্তিজনক সঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত স্বীয় স্থান চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠবৃত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক একাকী বসিয়া নিজের পাঠকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিতেন। ঐরূপে পরিরক্ষিত আশ্রমের চারিভিতে বৃক্ষ সকল রোপন করিয়া তিনি মধ্যস্থলে একটি মনোহর কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঐ কুঞ্জটী তাঁহার কর্সিকাস্থিত প্রিয় কুঞ্জের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। তিনি ঐরূপ নির্জ্জন নিকুঞ্জ মধ্যে বসিয়া গভীর চিন্তা ও আবশ্যকীয় বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতেন। যে ক্ষমতা দ্বারা তিনি ভবিষ্যতে সমস্ত ইউরোপ ও সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত ও চকিত করিয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব ক্ষমতা যে ঐ প্রকার

---

* "Plutarch's lives" (of ancient Greeks and Romans)

† বুরিয়েন (Bourrienne) তাঁহার একজন সমপাঠী। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাজ্যভার গ্রহণ করিলে বুরিয়েন তাঁহার সেক্রেটরী রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন ব্রিয়েন বিদ্যালয়ে যখন পাঠাভ্যাস করিতেন, তখন তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সহচর ছিলেন।

অহর্নিশি পরিশ্রম ও অনুশীলন দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যৎকালীন নেপোলিয়ন ব্রিয়েনে পাঠাভ্যাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার পিতা রোগাক্রান্ত হয়েন এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমে যৌবনের চরম সীমাতেই ভীষণ কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার সংসারকে দুঃখপারাবারে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রিয়পুত্র নেপোলিয়ন নিকটে ছিলেন না বলিয়া তিনি হৃদয়ে সাতিশয় ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন "আমি ব্রিয়েনে নিরুদ্বেগচিত্তে পাঠকার্য্য করিতেছিলাম এমন সময় রোগাক্রান্ত ও যন্ত্রণাভিভূত হইয়া পিতা মণ্টপেলিয়ারে (Montpellier) আসিয়া উপস্থিত হয়েন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মরণকালে আমি তাঁহার কষ্টের কোনরূপ লাঘব করিতে সমর্থ হই নাই।" তিনি যদ্যপি আর কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে স্বপুত্র নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের একাধীশ্বর হইতে দেখিতেন।

কার্লোর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই নেপোলিয়ন পারিসের সৈনিক বিদ্যালয়ে (Paris Military College) প্রবিষ্ট হন। নেপোলিয়ন উক্ত স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন যে তথায় অভিজাত তান্ত্রিক বিলাসভোগে তাঁহার সমপাঠিগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিদ্যাভ্যাসে কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে না। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া তাঁহার বার্টন (Father Berton) নামক এক পুরাতন শিক্ষককে ঐ সকল দোষ নিবারণ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ প্রকার আমোদে রত থাকিলে তাহারা ক্ষণিক জীবনের দুরূহ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে অসমর্থ ও শারীরিক ক্লেশ সকল সহ্য করিতে অপারগ হইবে, এই সকল তাঁহার উক্ত পত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের তখন ষোড়শ বৎসর মাত্র বয়স। ঐরূপ অল্প বয়স্ক ছাত্রের ঐ প্রকার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার সকল শিক্ষক অত্যন্ত আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সুতরাং

নেপোলিয়ন শীঘ্রই সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া বিদ্যালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

ব্রিয়েনে নেপোলিয়ন যে প্রকার মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন তাঁহার নূতন বিদ্যালয়েও সেই প্রকার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন * ফ্রান্সদেশীয় তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ রেনাল (The Abbe Raynal) নেপোলিয়নের অলৌকিক প্রতিভা ও অত্যাশ্চার্য্য বক্তৃতা শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সেই ষোড়শ বর্ষীয় বালককে প্রায়ই তাঁহার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ লোকের সহিত একত্র ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন। নেপোলিয়নের আশ্চর্য্য বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ইঁহার বুদ্ধি বিবেচনাদি এত প্রবল ছিল যে সৈনিক কার্য্যে প্রাবিষ্ট না হইয়া বিদ্যানুশীলনে যদ্যপি তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে এবং রাজসভায় যে প্রকার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রেও সেই প্রকার প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নেপোলিয়ন কোনও সৈনিক পদে নিযুক্ত হইবার জন্য পরীক্ষা দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লা প্লাস (La Place) তাঁহার গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন। নেপোলিয়ন পারদর্শিতা সহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইতিহাসে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার শিক্ষক কেরুগ্লিয়ন (Keruglion) তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "এই বালকের যদ্যপি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ পৃথিবীর মধ্যে একজন অদ্বিতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক।" কেরুগ্লিয়ন তাঁহার অসামান্য প্রতিভাশক্তিসম্পন্ন ছাত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। নেপোলিয়ন রাজা-

---

* একদা ব্রিয়েন বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক নেপোলিয়ন যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন সেই শ্রেণীস্থ বালকবৃন্দকে গণিত সম্বন্ধীয় একটী দুরূহ প্রশ্ন সমাধান করিতে দিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই উহার সমীকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। নেপোলিয়ন ২৪ ঘণ্টা সময় গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া বহুকষ্টে সেই প্রশ্নের সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষকগণ ও ছাত্রবৃন্দ তাহার ঐ প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন এই অদ্ভুত ক্ষমতার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন।

মনে আসীন হইলে কেরুগ্নিয়নের সদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তদীয় পরলোকগমনের পর তাঁহার বিধবা পত্নীর দুঃখে ব্যথিতচিত্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহার জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া চিরকালের জন্য তাঁহার কষ্ট মোচন করিয়াছিলেন।

পরীক্ষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরীক্ষার ফল স্বরূপ লা ফিয়ারের (La Fere) আর্টিলারি রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট পদে নেপোলিয়ন নিযুক্ত হইলেন। অল্পবয়সের মধ্যে সৈনিক পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে পাঠানুশীলনে রত হইলেন। ঐ পদ পাইবার পর নেপোলিয়ন সন্তুষ্টচিত্তে ভ্যালেন্সে (Valence) গমন পূর্ব্বক স্বীয় রেজিমেণ্ট সহিত মিলিত হইলেন। সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রম করাতে তিনি তৎকালে অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত ললাটপ্রদেশ, আয়ত নয়নদ্বয় এবং প্রশান্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিত। কিছু দিবস পরে লিয়ন্সে (Lyons) বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাঁহার রেজিমেণ্ট সহিত কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐ স্থানে গমন করিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া একটী পান্থশালায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মাসিক বৃত্তি অত্যল্প থাকায় রোগের উত্তমরূপ চিকিৎসা হইত না। সুতরাং তিনি ঐ সমুদয় পীড়া জনিত কষ্ট ও যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়াও সহিষ্ণুতাবলে উহা সহ্য করিয়া থাকিতেন। এমন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে জেনিভা (Geneva) হইতে সম্ভ্রান্তপদস্থ একটী স্ত্রীলোক তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎলাভার্থ লিয়ন্সে আসেন। বোনাপার্ট নামক একটী অসহায় ও দরিদ্র সৈনিক কর্ম্মচারী পান্থশালায় পীড়িতাবস্থায় আছেন শুনিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত উক্ত স্থানে আগমন করেন। অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে রুগ্ন নেপোলিয়নের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া অল্পদিবস মধ্যে তাঁহাকে আরোগ্য করিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তৎসকাশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কয়েক বৎসর

পরে রাজপদে আরূঢ় হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের স্নেহ মমতা ও সৌজন্যাদি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সেই স্ত্রীলোকের অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়াতে তিনি নেপোলিয়ন-প্রদত্ত মুদ্রাগুলি কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন যৎকালে স্বীয় রেজিমেণ্টের সহিত লিযেন্সে বাস করিতেছিলেন, তখন ঐ প্রদেশীয় বিদ্যালয়ে "যে কোন ব্যক্তি মনুষ্য জীবন সুখী করিবার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবে তাহাকে একটী পারিতোষিক দেওয়া যাইবে" বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নেপোলিয়ন উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পারিতোষিক পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেণ্ট হেলেনাতে (St Helena) তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে অপরাপর উত্তম প্রবন্ধলেখক থাকা সত্ত্বেও ঐ পারিতোষিক তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে নেপোলিয়ন সভাসদগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া এক দিবস উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার মন্ত্রী টেলিরেণ্ড (Talleyrand) ঐ প্রবন্ধটী আনয়ন করিয়া নেপোলিয়নকে প্রদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন স্বহস্তলিখিত রচনা দেখিয়া বাল্যকালের মূর্খতা অনুধাবন করতঃ উহা সর্ব্বসমক্ষে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু অধুনা, ডৌনো (Daounou) নামক একটী লোক লিখিত ঐ বিষয়ক রচনা যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যদিও কোন কারণ বশতঃ পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।*

নেপোলিয়ন লেফটেনেণ্ট পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় জন্মভূমি কর্সিকার একটী ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেনাল (Raynal) উহা লিখিতে নেপোলিয়নকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিয়দংশ লিখিত হইলে তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে

* M. Michanudএর 'Biographie Universelle"তে ঐ প্রকার লিখিত আছে।

স্বকীয় আবাসে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে উহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সময়ে ফরাসী দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় উহা প্রকাশিত হইল না এবং নেপোলিয়নও পুনরায় সৈনিককার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় উক্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিবার অবকাশ পাইলেন না।

(ক্রমশঃ)

অনন্ত-পথিক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আহা! আর কি তোমার মলিন মুখ দেখিব না? এক দিন—দুই দিন করিয়া প্রায় মাসাবধি ঐ মলিন মুখ প্রতিদিন বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছি। হৃদয়ের ছবি কে না দেখিতে ভালবাসে? তোমাকে দেখিলেই আমার বিষাদ মলিন হৃদয়ের কথা মনে পড়িত—মনে হইত যেন আমার দুঃখে দুঃখী একজনও এ জগতে আছে। কিন্তু হায়! আর বুঝি দেখা পাইব না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি তুমি আবার প্রায় একশত বৎসর পরে এ পোড়া জগতে দেখা দিবে। ততদিন কি বাঁচিব? না—না—তোমাকে দেখিবার জন্যও এ জগতে ততদিন বাঁচিবার অভিলাষ নাই। তবে দেব! চিরবিদায়!!

* * * *

হায়! বহুদিন হইয়া গিয়াছে। এক, দুই, করিয়া কতশত দিন চলিয়া গেল—আকাশে কত চাঁদ হাসিল, কত শত নক্ষত্র উঠিল ও ডুবিল, কত শত সূর্য্য আরক্ত লোচনে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া রাগে জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবশেষে পাপীর কল্লোলাসে লজ্জিত হইয়া অন্তর্হিত হইল। কতবার নিশীথিনী তমো আবরণে জগতের পাপ লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কতবার পশ্চাদ্ধাবমান সূর্য্য সেই আবরণ উঠাইয়া লইয়া ক্রোধজ্বলিত নয়নে পরস্পরের পাপ পরস্পরকে দেখাইয়া লজ্জিত করিয়াছে। কতবার জগৎপরিদর্শকের ন্যায় ধূমকেতুগণ এক একবার পৃথিবী দেখিতে আসিয়া লজ্জামলিন বদনে ফিরিয়া গিয়াছে।

জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখাইয়া—পাপীর অর্থগৌরব, মিথ্যাযশঃপ্রভা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয় ইহাই প্রমাণ করিয়া মানবমণ্ডলীকে ধিক্কার দিতে দিতে কত শত উল্কা বিমানপথে মিশাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সতী কত শত বার মেঘগম্ভীর ক্রোধে কালিমাময় বদনে, বিদ্যুদ্বিলোল নেত্রে পৃথিবীর পাপময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছেন, আবার পর ক্ষণেই ঝটীকার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃষ্টির অশ্রুজলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগৎ ভাসাইয়াছেন। কিন্তু পাপস্রোতঃ থামিল কৈ? চন্দ্রের বিদ্রূপময় হাসি, নক্ষত্রের মলিন মুখ, মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড মূর্ত্তি, যামিনীর ঘৃণাসূচক সহানুভূতি, ধূমকেতুর লজ্জামিশ্রিত স্থির দৃষ্টি, উল্কামালার ধিক্কার, প্রকৃতির ক্রোধবিলোল দৃষ্টি এবং হৃদয়ভেদী ক্রন্দন—ইহাতেও মানবের পাপ মন ফিরিল কৈ? যাহাদের নভোমণ্ডলের স্থির উপদেশময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মন না ভিজিয়াছে, হৃদয়ে যুগপৎ ও আশার সঞ্চার না হইয়াছে, তাহাদিগের কিরূপ মন জানি না—তাহাদের পাপবিলাসেচ্ছা কতদূর বলবতী তাহা বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অনন্তরূপ! তোমার রূপমাধুরী দেখিয়া কে এমন কঠিন হৃদয় আছে যে সংসারের পাপচিন্তা না ভুলিয়াছে? ধন্য তব রূপ-মোহ রূপ! তুমিই ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল—রমণীকুলের সম্মোহনাস্ত্র! তুমি কি না দেখাইতেছ—কি না দেখাইতেছ? যখন সুখবিলাস বিসর্জ্জন দিয়া—সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়া—ইহজগতে যাহার আনন্দের উৎস স্বরূপ—মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, দারাপুত্র—তাহাদিগকে হৃদয় হইতে ছিন্ন করিয়া মহাত্মাগণ বন মার্গে প্রয়াণ করিতেন, সুমিষ্ট ভোজ্য, সুবাসিত পেয়, সুকোমল শয্যা, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট মূলাদির দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া পার্ব্বতীয় নির্ঝরিণীর বারিপানে তৃষ্ণাশান্তি করিয়া, কঠিন ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, ছিন্ন বল্কল বাসে, শীতাতপে শরীর রক্ষা করিয়া যখন তাঁহারা কঠোর তপশ্চারণে নিযুক্ত থাকিতেন,—যখন মৃত্যুর শিক্ষাময় ছবি সম্মুখে রাখিয়া, জগতের অনিত্যতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া, জাগতিক পদার্থে সৃষ্টি কৌশলের চমৎকারিত্ব সন্দর্শন করিয়া, অনন্তবিমানে হীরকাক্ষরে খোদিত জগৎপাতার মহিমা গান পাঠ করিয়া

বিশ্বজগৎ পর্য্যালোচনায় তাঁহার অনন্তত্ব ও মহত্ত্ব এবং নিজের অকিঞ্চিৎকারিত্ব সম্যগনুভব করিয়া তাঁহারা স্থির প্রশান্তচিত্তে সারাৎসারের মহিমাধ্যানে রত থাকিতেন—ভক্তিময় হৃদয়ে তাঁহার গুণগান করিতেন—তখন তাঁহাদের নিশ্চল হৃদয় কে বিচলিত করিতে পারিত—তখন তাঁহাদের সেই কঠোর তপশ্চারণে কে বাধা দিতে সমর্থ হইত?—তখন তাঁহাদের সেই গম্ভীর ধ্যান কে ভঙ্গ করিত?—আর কেই বা তাঁহাদিগকে নির্জ্জন, নির্ম্মম, কঠোরতাময় বন-মার্গ হইতে পুনরায় কোলাহলপূর্ণ, মায়াময়, বিলাসপূর্ণ জগতে আনিয়া ফেলিত? তুমিই রূপ। ইন্দ্র তোমার সাহায্যেই নিজের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তোমার জন্যই স্বর্ণপুরী লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছিল—ট্রয় নিগত বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তোমার প্রভাবে কত বীরের বীরত্ব নষ্ট হইয়াছে (১)—ন্যায়ানুরাগীর ন্যায় বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে (২)—সদাশয়ের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়াছে (৩)—তাহার ইয়ত্তা করা কাহার সাধ্য? তাই বলি রূপ! তুমি ধন্য!! মানবজাতিকে উন্মত্ত করিতে তোমার ন্যায় প্রচণ্ড মাদক জগতে দুর্ল্লভ!

আবার এ দিকে যদি জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাও—রূপ অধ্যয়ন কর; পবিত্রতা শিক্ষা করিতে চাও—রূপ অধ্যয়ন কর। জগতের প্রসিদ্ধ কাব্যকারগণ জ্ঞানী কেন?—রূপ অধ্যয়ন করিয়া। ঐ যে সম্মুখে অনন্তের প্রতিকৃতি—চারু নক্ষত্রখচিত বিমানপথ—গম্ভীর, প্রশান্ত,

---

(১) মার্ক আণ্টোনি ইজিপ্ত (মিসর) দেশীয় রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ বীরত্ব হারাইয়াছিলেন।

(২) জুলিয়স সিজরের বিলক্ষণ ন্যায় বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তিনি উক্ত ক্লিওপেট্রার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা টোলেমির বিরুদ্ধে কোন এক রাজকীয় বিবাদে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

(৩) মহাবীর আলেকজান্দারের পারসিপোলিস ধ্বংসবিবরণ সম্বন্ধে কোন এক মহাকবি (Dryden) লিখিয়াছেন:—

"Thais led the way,
"To light him to his prey,
"And, like another Helen, fired another Troy."

অনন্ত, সুন্দর,—যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বিস্তৃত—কত শত, কত সহস্র, কত লক্ষ জগৎ বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কালসাগরে ভাসিয়া যাইতেছে—ভাসিয়া ভাসিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ততায় মিশিতেছে—ওটী কি? ওটী রূপের প্রতিকৃতি, জ্ঞানের সমষ্টি—পবিত্রতার আধার। জগতে যত রকমের বিজ্ঞান সৃষ্টি হইয়াছে—যত রকমের দর্শন উদ্ভূত হইয়াছে—যত রকমের কাব্য মনুষ্য-হৃদয় হইতে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে—যত রকমের সঙ্গীত নরকণ্ঠ হইতে প্রবাহিত হইয়াছে—সমস্তই ঐ অনন্ত বিমান পটে লিখিত আছে—সমস্তই ঐ রূপের আলেখ্যে অঙ্কিত আছে। কতবার ঐ রূপরাশিকে জগতের দুঃখে কাঁদিতে দেখিয়াছি—কতবার ঐ রূপরাশিকে ভক্তের ভক্তিপূর্ণ স্তুতিগানে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখিয়াছি—কতবার ঐ রূপরাশিকে পূর্ণশশধরের লীলা খেলায় হাবভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি—কিন্তু তথাপি লাবণ্য চিত্র! তোমার রূপ বৈচিত্র বুঝিতে পারি নাই। তুমি গভীর বিজ্ঞান! অনন্তকবিতা! দুর্ভেদ্য দর্শন! জগতে যত কিছু লাবণ্যময় দ্রব্য আছে—শান্তি, আনন্দ, প্রীতি, সদনুষ্ঠান, জ্ঞান, তেজস্বিতা, মাধুর্য্য, সরলতা,—যাহা কিছু সুন্দর আছে সকলেরই তুমি প্রতিকৃতিস্বরূপ। তাই বলি লাবণ্য চিত্র! অনন্ত রূপ! তোমাকে যে বুঝিয়াছে তাহার জ্ঞানলালসা নাই—তোমার সঙ্গীত যে শুনিয়াছিল* পুরাকালে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞানী ও তেজস্বিনী বুদ্ধি-শালী ব্যক্তি খুব কমই ছিল। তোমাতে গর্ব্বিতা যোড়শীর প্রখর রূপ-প্রভা বালিকার সরলতা মাখা, শান্তিময়, স্নিগ্ধ রূপরাশি সমভাবে বর্ত্ত-মান। বিশ্বপ্রহেলিকে! তুমিই জ্ঞান, তুমিই সুখ, তুমিই প্রেম, তুমিই পবিত্রতা! তোমার পানে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিলাম, কত কি শিখিলাম, কতই কাঁদিলাম, কতই হাসিলাম! রূপার্ণব! আবার আর এক দিন আসিয়া তোমাকে দেখিয়া—শিখিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া যাইব। আজি তবে বিদায়!

---

* Pythagoras's theory of the Music of Spheres.

পাগলিনী।

(অনুবাদিত)

উন্মাদ-নয়না বালা, শিরঃ কেশহীন,
রবিতাপে ঝলসিত রুক্ষ কেশরাশি,
ভ্রূযুগ কলঙ্করাগে সুষমা-বিহীন,
উত্তরি জলধিবারি আগতা রূপসী।
সদ্যোজাত সুকুমার আছে ক্রোড়োপরে,
নতুবা সে একাকিনী অবনী ভিতরে ;
শুষ্ক তৃণরাশিতলে, শ্যাম শৈলাসনে,
কহিলা,—গাইলা বালা বিজন বিপিনে।
" প্রাণপুত্র। সবে মোরে পাগলিনী কয়,
না বাছা! জননী তব পাগলিনী নয়,
দুখের সঙ্গীত শত গাই যাদুমণি,
হৃদয় জুড়ায় তাই গাই রে বাছনি।
তাই বলি চাঁদমণি। কি ভয় আমারে ?
নিরন্তর নিরাপদে রাখিব তোমারে ;
তোমার সকাশে আমি ঋণী বহুমতে,
তোমা ধনে ক্লেশ দিব এ প্রাণ থাকিতে ?
একদিন জ্বলেছিল মস্তিষ্ক মাঝার,
বিষম বেদনা মাথে পাইনু তখন,
ভূতাবেশ সম বহু ভীষণ আকার,
আকর্ষিল মোরে যেন হেরিল নয়ন ;
নয়নের প্রীতিকর এক সু-দর্শন
সাধিল ব্যাধির মম আরোগ্য সাধন ;
জাগিনু চমকি বাছা। হেরিনু তোমারে,
রক্তমাংসজাত মম প্রাণের কুমারে।

কি আনন্দ সে দর্শনে লভিনু কুমার।
এক মাত্র প্রিয়নিধি সমীপে আমার!
" স্তনপান কর বাছা, খাও পুনরায়,
ইথে শীত হয় হিয়া, মস্তক জুড়ায়।
সুকোমল ওষ্ঠদ্বয় সুখ আকর্ষণে,
টানি লয় হৃদয়ের বিষম বেদনে।
কিশলয় করে কর আমারে পেষণ,
লাঘব হৃদয়ভার হউক নন্দন!
মমগ্রন্থি সম যেই কঠিন বন্ধন,
তবাঙ্গুলি পরশনে হোক বিমোচন;
তরুপবে বহে ওই মৃদুল সমীর,
জুড়াতে অন্তর মম, তোমার শরীর।
" ভালবাস, বাস মোরে—বাছনি আমার,
জননীর এক মাত্র হর্ষপারাবার।
সিন্ধুকূলে গিরিপ্রান্তে যবে উত্তরিবে,
তরঙ্গ নেহারি ভীত কভু না হইবে।
কি ক্ষতি সাধিতে পারে উন্নত অচল?
কি ভয় দেখাবে কল্লোলিনী-কোলাহল?
যে শিশু বালকে আমি ধরি বক্ষোপরে,
সর্ব্বশক্তিমান্ সদা রক্ষিবে তাহারে।
সুখে থাক, সুখী আমি তোমার কারণ,
আমা বিনা, শিশু মম ত্যজিবে জীবন।
" ভয় না করিও বাছা; তোমার কারণ
সিংহের বিক্রম আমি করিব ধারণ।
বিস্তৃত তটিনীবক্ষে, তুষারপ্রান্তরে,
সদত্ত সুপথ আমি দেখাব তোমারে।
নিরমিব কুঞ্জবন; পাতায় পাতায়
রচিয়া বিচিত্র শয্যা, শোয়াব তোমায়।

আমারে ছাড়িয়া যদি কভু নাহি যাও,
আমার মরণাবধি মম সাথে রও,
বাসন্তি বিহগ সম, নয়নরঞ্জন
গাইবে প্রফুল্লমনে সদা সুখগান।
" চাহে না জনক তব এ স্নেহ আমার,
আমার হৃদয়ে তব পূর্ণ অধিকার।
যে হৃদি আছিল অতি সুন্দরদর্শন,
ম্লানকান্তি যদি বাছা, হয় সে এখন,
তোমার সমীপে রবে সদত সুন্দর,
গিয়াছে সৌন্দর্য্য মম; কিন্তু যাদুমণি,
তোমাধনে সোহাগারে বাখিবে জননী।
বদন পিঙ্গল মম হয়েছে এখন,
আমারি মঙ্গল তরে, হেরিবে না আর
অরূপা হেরিতে ইথে যে ঘোর আঁধার।
' লোক অপবাদে ভয় কিবা নীলমণি,
তব জনকের আমি পরিণীতা নারী।
ছায়াদায়ী তরুতলে, সন্তান জননী
রহিব উভয়ে মোরা সত্য পথ ধরি।
যে জন করিয়াছিল আমারে গ্রহণ,
কেমনে সন্তানে সেই করিবে বর্জ্জন?
তাহাতে শিশুর মন নাহি কোন ভয়,
নিতান্ত অভাগা সেই বিভিন্ন হৃদয়।
বিদূরে বিগত সেই হতভাগ্য তরে,
উভে মোরা পরমেশে যাচিব কাতরে।"

বিষাদ-প্রতিমা।

(উপন্যাস)

দিবা অবসান প্রায়, গোদাবরী—নির্ম্মলের পদপ্রান্ত বিধৌত করিয়া তর তর বেগে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে, দিবাকর পশ্চিম গগন অন্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছেন, পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুগণ বিশ্রামকাল সমাগত দেখিয়া আহ্লাদে ভীষণ চীৎকারে দিগ্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে, সমুদয় জগৎ এক প্রকার গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। এমৎ সময়ে এক জন অশ্বারোহী যুবা পুরুষ গোদাবরীর তীরভূমির উপর দিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব-চালনা করিতেছেন, আর এক এক বার তীব্র কটাক্ষে পার্শ্বস্থ বনভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপনানন্তর অভিলষিত বস্তুর অদর্শনে যুবকের বদনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত অশ্বরজ্জু সংবরণ করিলেন। আবার পরক্ষণেই তীব্রবেগে অশ্ব চালন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকস্থ নিবীড় অরণ্যানির দিকে দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যেই অশ্ব নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গভীর বনরাজির সহিত মিশাইয়া গেল; যুবকের বিশাল শরীর আর দৃষ্টিপথের গোচর হইল না। উদ্বেগ উদ্ভ্রান্ত হইয়া যুবক তীরবেগে বহুপথ অতিক্রম করি-লেন; ক্রমে সন্ধ্যার সহিত অন্ধকার ধরণী পরিব্যাপ্ত করিল। বনভূমি গভীর তমসায় সমাচ্ছন্ন হইল। একে বৃক্ষরাজির তমোময়ী ছায়া, তাহার উপর আবার সন্ধ্যার অন্ধকার, এই উভয়ে মিলিত হইয়া একপ্রকার ঘন অন্ধকারের সৃজন করিল। সম্মুখস্থিত বৃক্ষলতা আর দৃষ্টিগোচর হইল না, সুতরাং যুবক প্রত্যাগমন করিবার মানস করিলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন—"যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, আমার চেষ্টা দ্বারা

বিধিনির্ব্বন্ধ খণ্ডিত হইবার নহে,—কত চেষ্টা করিলাম কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। যে দিন শুনিলাম দুরাত্মা আলিখাঁ'র হৃদয় রমা-বাইয়ের অসীম রূপসাগরে ডুবিয়াছে, সেই অবধি আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি—সেই অবধি ঐ ভাবনা আমার হৃদয়ের একেশ্বরী হইয়াছে। ঐ মহারাষ্ট্র বামা সহায় সম্পত্তিহীনা, অতি শৈশবাবধি পিতা মাতার পালনসুখে বঞ্চিতা, এইরূপ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে নাই যে, সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের পাত্রী হইবে। আমি এই নগরের এতাদৃশ প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াও অসহায়া ঐ রমণীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম না। লচমন্ সিংহকে নিযুক্ত করিলাম, তাহাকে দুইজন গুপ্তচর নিযুক্ত করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম লচমন্ সিংহ প্রাণপণে চেষ্টা করিল, গুপ্ত অভিসন্ধি আমায় জ্ঞাপন করিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াও মনোরথ পূরণে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। হে জগদীশ্বর। এইরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এতাদৃশ গুরুভার কেন অর্পণ করিয়াছিলেন ?" এই কথা বলিতে বলিতে সংগ্রাম রাওয়ের চক্ষু হইতে দর দর বেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরক্ষণে বক্ষ বিলম্বিত অসিখণ্ড দৃঢ় ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠি-লেন—"আমি যদি প্রকৃত মহারাষ্ট্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকি, ইহার প্রতিবিধান অবশ্যই করিতে পারিব। নির্ম্মল উৎসন্ন যাইবে যাউক, পিতৃ সঞ্চিত ধন বিভব হইতে বঞ্চিত হইতে হয় সেও স্বীকার, তথাপি দুর্ব্বৃত্ত কামান্ধ আলি খাঁকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। তাহার ঘৃণিত মস্তক সর্ব্বসমক্ষে পদতলে দলিত করিব।" এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনে অশ্বমুখাবর্ত্তন পূর্ব্বক যেমন প্রতিগমন করি-বেন, অমনি অলক্ষিত এক বৃক্ষকাণ্ডে তাঁহার মস্তক আহত হইল। অদম্য উৎসাহ; যুবক বুঝিলেন এই নিবীড় অন্ধকারে অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যা-বর্ত্তন সম্ভবপর হইবে না। এই বুঝিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সকরে অশ্বের মুখরজ্জু ধারণ করতঃ অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। কিছু পথ অতিক্রমণ করিতে না করিতে এক রমণীকণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সংগ্রাম অমনি চমকিত হইয়া কণ্ঠার-

মান হইলেন। আগ্রহ সহকারে কর্ণপাত করতঃ পুনরায় শ্রবণেচ্ছু হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাইলেন এক রমণী অতি কষ্টে বাক্যোচ্চারণ করিতেছে—বলিতেছে—"মাগো। কোথায় গো! আর যে এত যন্ত্রণা সহ্য হয় না মা। বাবাগো।" রমণীর ঐ করুণ বাক্যগুলি অরণ্যের অনন্ত নিস্তব্ধতায় ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তান্তিয়া ভিল।— মধ্য-ভারতের সুবিখ্যাত দস্যু-প্রধান তান্তিয়া ভিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা পুস্তকখানি ইংরাজি ভাষায় লিখিত। তান্তিয়ার জীবনী বাস্তবিক পাঠোপযোগী। দস্যু বলিয়া ঘৃণার্হ হইলেও তান্তিয়া চরিত্রে অসাধারণ সাহসিকতা, বদান্যতা প্রভৃতি যে সকল গুণের সমাবেশ আছে, তাহা বাস্তবিকই জনসমাজে প্রশংসনীয়। দস্যুজীবন অবশেষে বধদণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া বীরোচিত কীর্ত্তিরাশি যে চিরবিস্মৃতি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ। তুলসী বাবু এই বিষয়ের সম্যক্ অনুধাবন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র এবং তাঁহার চেষ্টা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। রবিনহুড্, রবরয় প্রভৃতি বিলাতী দস্যুবীরগণ ইংরাজ-সমাজে এখনও সম্মানিত হইতেছেন, সুতরাং তান্তিয়া যে আমাদের জাতীয় গৌরবের কারণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি সামান্যাকারের হইলেও ইহা আমাদিগকে বিশেষ সন্তোষ প্রদান করিয়াছে। ভাষা সরল ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

চন্দ্রনাথ (নাটক)—রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। পুস্তকখানি ইংরাজি দৃশ্যকাব্যের অনুকরণে লিখিত। প্রথম দৃশ্যটী মহানুভব সেক্সপিয়ার বিরচিত "Hamlet" নামক দৃশ্যকাব্যের এবং সমুদায় পুস্তকের মর্ম্মার্থ পূর্ব্বোক্ত ইংরাজকবি লিখিত Richard III নামক আর একখানি দৃশ্যকাব্যের আভাস গ্রহণে লিখিত হইয়াছে। মহাকবি সেক্সপিয়ারের অনুকরণে লিখিতে হইলে বিশিষ্ট কবিত্বশক্তির আবশ্যক, কিন্তু সকল স্থলে সেরূপ আশা করা সম্ভবপর নহে, তথাপি চন্দ্রনাথ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। গ্রন্থকার "চন্দ্রনাথের" চরিত্র স্বাভাবিক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন রাজপত্নী হেমপ্রভার চরিত্র আরও সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু কুমার এবং কপিলাম্বর নামক চরিত্রদ্বয় যে কি অভিপ্রায়ে নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, আমরা তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম না; নাটকখানি পদ্য ও গদ্যে বিমিশ্রিত এতদুভয় মধ্যে পদ্যাংশগুলি আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিয়াছে।

সুরাপান (বিষয়ে বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ গ্রহণে "বংশবাটী মাদকসেবন নিবারিণী সভা" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ক্ষুদ্রাকার হইলেও পুস্তকখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার মনোহারিত্ব আছে।

The 6th. Annual Report of the Bansberiah Students' Association—আমরা "বাঁশবেড়িয়া ছাত্র-সমিতির" উৎসাহ দর্শনে সন্তুষ্ট হইলাম। সাধু উদ্দেশে সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্তিযোগ্য। সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহা আমাদের প্রার্থনীয়।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড] সন ১৩০১ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা

ভাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাবুক সমবেত শ্রোতাগণের ঔৎসুক্য দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ' সাত্বিক ভাবের উদয়ে অষ্ট বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, অশ্রু, শরীরেব বিবর্ণতা ও প্রলাপ। হৃদয়ে ভাবাঙ্কুর সঞ্চারিত হইলে এই অষ্ট লক্ষণ স্তরে স্তরে প্রকাশিত হয় ; যেমন অগ্নি প্রথমতঃ ধূমায়িত হইয়া ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, সেই প্রকাব ভাবাগ্নি প্রথম দুই একটীর অল্প প্রকাশ, পরে তিন চারিটীর সাময়িক প্রকাশ, তৎপরে চারি পাঁচটী প্রকাশিত হইলে আর গুপ্ত থাকে ন , এবং উহার উৎকর্ষে ভাব গাঢ় হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে।

পুরুষোত্তম দেবের রথযাত্রা সন্দর্শনে চৈতন্য প্রভুর অষ্ট সাত্বিক ভাবের যুগপৎ উদয় হইয়াছিল। *

অধিকারিভেদে ভাব পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। শান্ত রসে † জীব অহঙ্কারবর্জ্জন করিলে হৃদয়ে ভগবানের

* উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় সমকাল॥
* * *
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জজ গগ জজ গগ গদ গদ বচন॥
ইত্যাদি চৈতন্যচরিতামৃত।

† রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ
সর্ব্বেষুভাবেষু শম প্রমাণঃ॥

প্রসন্নতা অনুভব করিয়া পরমাত্মা বোধে সদাই ধ্যান নিরত তৃষ্ণা বিবর্জ্জিত অবস্থায় স্থির থাকে, তখনও তাঁহার ভগবানে মমতা বিশেষ জন্মে না।

দাস্যভাবে মানব ভগবানকে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী প্রভু জানিয়া সদ্‌গুরুদত্ত মন্ত্র যপ এবং ভক্তির সহিত আত্মসমর্পণান্তর তাঁহার পূজা করেন। দাস্যেও শান্তভাব বিরাজিত, তবে সম্ভ্রম, গৌরব ও সেবা এই তিনটী ইহার বিশেষ লক্ষণ। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতি দাস্যভাবে তাঁহাকে পাইয়াছেন।

সেই প্রকার সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ থাকে, তবে ততটা গৌরব রাখে না; শ্রীদামাদি গোপ বালকগণ ক্রীড়ার ছলে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, উচ্ছিষ্ট ফলও খাওয়াইয়াছিলেন। সখ্যরসে বিশ্বাস ও আত্ম সম জ্ঞানই প্রধান লক্ষণ।

বাৎসল্যে পূর্ব্বোক্ত তিন গুণ বিরাজিত, তবে সেবার স্থানে পালনধর্ম্ম যাজন করিতে হয়। আর অধিক মমতার জন্য বালককে নিজের জানিয়া যেমন পিতা মাতা তাড়নাদি করেন, তাহারও ত্রুটী হয় না—এ অবস্থা অতি উন্নত। নন্দ যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য রসের আধার।

পঞ্চমটী মধুর রস; এই রসে অন্য ভাব গুলিও সমাহৃত থাকে, তবে এ রসের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে সাধক দিক কাল হারান, ভগবান তাঁহার তিনি ভগবানের, ভগবান স্বামী তিনি স্ত্রী, ভগবান পরমাত্মা ভাবুক জীবাত্মা, ভগবান পুরুষ তিনি প্রকৃতি, ভগবান শিব, তিনি শক্তি।

এই রস হইতে বিরহ, শৃঙ্গার, দিব্যোন্মাদ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস, বোধ এবং প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি মহা ভাবের উদয় হয়। এই মধুর রসের জন্য শ্রীবৃন্দাবনধাম ভাব-বিভোরতা মাধুর্য্য ও প্রেমের উৎকর্ষভূমি।

এই রস উৎপন্ন হইলে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, লজ্জা সম্ভ্রম, কিছুই থাকে না, তখন তিনি বিধিনিষেধের অতীত। জাতি কুল মানে চিরজলাঞ্জলি দিয়া, সদাই অমৃত মন্থন করেন। তখন ভগবানকে লইয়া কেবল সম্ভোগ সুখ লাভ করেন, সেই পবিত্র প্রেমের হিল্লোলে কামকে জন্মের মত বিদায় দিয়া তাঁহার শ্রীমুখ খানির স্বর্গীয় শ্রী সজলনয়নে

নিরীক্ষণ করতঃ চকোরের মত অধরসুধা পান করেন। কখন অনুরাগ-ভরে হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া শতবার আলিঙ্গন করেন কখন অধরে অধর রাখিয়া নিরবধি ভগবানকে ভুজপাশে বাঁধিয়া শৃঙ্গারসুখ অনুভব করেন; এ সুখের অন্ত নাই—ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। এই মধুর রসের রসিকা আদর্শ সতী শ্রীরাধা, ইহাবই জন্য কলঙ্কিনী।

রাগ ভাবের একটী প্রধান অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া গোপিনীগণ কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। সংসারের বন্ধন ছেদ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতেন।

" যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আকুলায়,
নীবী বন্ধ পড়ে খসি, বিনামূল্যে হয়ে দাসী,
বাউলী হয়ে কৃষ্ণপাশে ধায়। "

বিদুর ও বিদুরপত্নীর সখ্যভাব স্মরণ করিলে কাহার হৃদয়ে প্রেমোচ্ছ্বাস না হয়? একদা বিদুর কার্য্যোপলক্ষে রাজার সমীপে উপস্থিত ছিলেন, বাটীতে রূপসী বিদুরপত্নী একাকিনী স্নানাগারে নগ্ন-বসনে গাত্র মার্জ্জনা করিতেছিলেন, সহসা শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন, তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সখাকে আহ্বানার্থ নগ্নবাসেই শ্রীকৃষ্ণসমীপাগতা হইলেন; বিদুরপত্নীর স্মরণ নাই—তিনি রূপসী যুবতী তাহাতে বিবসনা। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরপত্নীর ভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া নিজ উত্তরীয় বস্ত্রে বিদুরপত্নীর লজ্জা নিবারণ করিয়া উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখনও বিদুরপত্নীর চৈতন্য নাই! আহা সরলা কাহার নিকটে লজ্জা ঢাকিবে?—নিকটে রম্ভা ও জল ছিল, তাহাই সম্মুখে আনিয়া ধরিল। ভগবান্ স্বয়ং গীতাতে বলিয়াছেন, যদি কেহ ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প ফল তোয়ও প্রদান করে, তিনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করেন; ধন্য পুণ্যবতী বিদুররমণী। সেই দিন হইতে শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যকে 'বিদুরের খুদ' বলিয়া ভারতে প্রচারিত হইল।

বিরহ মধুর রসের প্রধান অঙ্গ; নিমাই ভাবাবেশে যমুনার কূলে কদম্বতলে মন্মথমোহন শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়া পরক্ষণে তাঁহার বিরহে

প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া গাহিয়াছিলেন ,—

"হাহা কৃষ্ণপ্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্যসদ্‌গুণসাগর,
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর ;
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই
এত কহি চলিল ধাইয়া ॥"

এক সময়ে নিমাই পুরুষোত্তম দর্শনার্থ জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তথায় শত সহস্র লোক নিমাইয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান; তিনি পশ্চাৎ-ভাগে গরুড়ের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। একটী স্ত্রীলোকও জগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিবার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে গরুড়ের উপর আরোহণা-ন্তর নিমাইয়ের স্কন্ধে পদ দিয়া আবিষ্ট মনে নয়ন সার্থক করিতেছিল। স্ত্রীলোকটী বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কাহার স্কন্ধে পদোত্তলোন করিয়াছে তাহার কি সে দিকে লক্ষ্য আছে ? এদিকে নিমাইয়ের ভক্তগণ স্ত্রীলোকটীর এবম্বিধ আচরণেক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিতেছেন দেখিয়া নিমাই নিজ শিষ্যগণকে নিষেধ করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সেই ভাগ্যবতী রমণী ভাবাবেশে নিজ তনুমনোপ্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়া, না জানিয়া তাঁহার স্কন্ধে পদ দিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণে স্ত্রীলোকটী নিজ আচরণে লজ্জিতা হইয়া অতি বিনীত ও সঙ্কুচিত ভাবে নিম্নে অব-তরণ করিলে, মহাপ্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। এতক্ষণ তিনিও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন। এক্ষণে স্ত্রীলোকটীকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন তাঁহারই প্রসাদে আজি তিনি জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের স্বরূপ দেখিতে পাইলেন। স্ত্রীলোকটী ভাবাবেশে উন্মাদিনী, মধুর রসের পূর্ণ উচ্ছ্বাস ভরে আজি নিমাইও তাঁহার নিকট পরাজিত। একদিকে নিমাইয়ের প্রেমাবেশ ও অপর দিকে অবলার দিব্যোন্মাদ ও চেষ্টায় নিমাইয়ের শিষ্যগণ মধ্যে মহা আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। বল দেখি এ প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস কয়জন ভক্তের জীবনে প্রতিফলিত হয় ?"

এই কথা বলিয়া ভাবুক নীরব হইলে সম্মুখস্থিত জনৈক ব্যক্তি অশ্রুপূর্ণ লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন " দেব, প্রেমবৈচিত্ত অবস্থায় ভক্তের মনোভাব কি প্রকার হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে, আমরা কৃতার্থ হইব।"

ভাবুক পুনরায় স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন—" একদিন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীকে বলিয়াছিলেন " অয়ি রাজকুমারি। তুমি সর্ব্বগুণযুক্তা হইয়া কেন আমাকে বরণ করিলে? তোমাকে ধনবান রাজগণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; আমি তোমার নিতান্ত অযোগ্য ও অসমান, বিশেষতঃ জরাসন্ধ ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রের শরণাগত, রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি. আমি পত্নীপ্রেমের সম্যক্ আচরণে অশিক্ষিত এবং বলবান রাজাগণের চিরকোপানলে পতিত হওয়ায় তোমার প্রতি নিতান্ত লোকাতীত ও কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, তুমি আমায় পতিত্বে বরণ করিয়া অদূরদর্শীতার কর্ম্ম করিয়াছ।"

রুক্মিণী এবম্বিধ অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখে ভূপতিত হইয়া অতি ম্লানভাবে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া নিকটে বসাইয়া আশ্বাসিত করিলে রুক্মিণী বলিলেন " হে প্রভু, এ অধিনী আপনার অসমান ও নিতান্ত অযোগ্য এ কথা আপনি সত্যই কহিয়াছেন! কেন না, আপনার মহিমা ব্রহ্মাদিরও জ্ঞানের অতীত, আমি সামান্য অজ্ঞ নারী, কি প্রকারে বুঝিব! আপনি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রের শরণাগত তাহাও সত্য, কেন না আপনি চৈতন্য-স্বরূপ নির্গুণ আত্মা, গুণত্রয়ের সংস্পর্শভয়ে সমুদ্র তুল্য অন্তর্হৃদয়ে হিরণ্ময় কোষে বাস করেন। আর বলবানের সহিত আপনার চিরবিদ্বেষ, কেন না আপনি বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি নৃপাসন পরিত্যাগী, এ কথাও আপনি যথার্থ বলিয়াছেন, কেন না আপনার শিষ্যানুশিষ্যও তমস্বরূপ রাজাসন পরিত্যাগ করে। আমার প্রতি আপনার ব্যবহার অস্পষ্ট লোকাতীত ও কঠোর, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেন না শ্রীচরণলাভের জন্য মুনিঋষিগণকেও কত কঠোর সাধনা করিতে হয়; আমার মত ক্ষুদ্র কীটের সাধ্য কি, সেই অগম্য-পথের যোগ্য হয়;

সুতরাং আপনার দয়ারাশিকে যে 'অস্পষ্ট লোকাতীত ও কঠোর' ভাবনা না করিব ইহার আর বিচিত্র কি? অতএব স্বামিন্, আমি আপনার নিতান্ত অযোগ্য, আমায় ক্ষমা করুন।"

ভাবুক পুনরায় বলিলেন "শ্রদ্ধা, ভাব ও ভক্তি একই পদার্থ সাত্ত্বিক ভক্তি বা ভাব অতি বিরল, ইহার অপর নাম নিষ্কাম বা অহৈতুকী ভক্তি। হেতু বা কামনা ভক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতির ইচ্ছা; ভোগ অগণ্য, সিদ্ধি অণিমাদি অষ্ট প্রকার এবং সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি। ভক্তি সিদ্ধি ও মুক্তির ইচ্ছা।

"এই যাহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী,
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণকৌতুকী॥"

এবম্বিধ নিষ্কামভাবে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে মন শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হয়, ইহাকেই অনন্যভক্তির অবস্থা বলে, চিত্তকে সর্ব্বদা এইরূপ অবস্থায় রাখিতে পারিলে আর অনন্তচৈতন্যপ্রবাহিত ভগবন্মহিমার বিরুদ্ধে বিষয়াকার তরঙ্গ তুলিতে সক্ষম হয় না, তখন আত্মারূপ ক্ষুদ্র স্রোতটী পরমাত্মারূপ মহাস্রোতের সহিত মিলিয়া মহাস্রোতের ভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন বর্ষা সমাগমে গঙ্গার একটানা স্রোতের প্রাবল্যে জোয়ার ভাটার বেগ অনুভব হয় না, সেইরূপ ভাবে অবস্থিত চেতা মানবগণ অহৈতুকী ভক্তির সাহায্যে অন্য কামনাগুলি অন্তর্হিত করিয়া জাহ্নবীর ন্যায় মহোচ্ছ্বাস ভরে ভগবৎসঙ্গেচ্ছায় অনুকূল অবিরামগতি প্রবাহিত করিয়া ভগবদেচ্ছায় স্বেচ্ছা মিশাইয়া ভগবৎপ্রীতির জন্য কার্য্য করিয়া অনন্ত চৈতন্য স্রোতে গা ঢালিয়া অর্থাৎ আত্ম ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, বিশ্বের প্রধান আশ্রয় পুরাণ পুরুষকে জানিতে পারেন, তখন তাঁহার পৃথক কর্ম্মাকর্ম্ম থাকে না—সেই নিষ্কাম ভক্ত জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত সর্ব্ববন্ধনমুক্ত পুরুষ

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" ভাবনায় কার্য্য করেন।"

ভাবুক বলিলেন "সংসারত্যাগী ফকির মহাত্মা কবির সাহেব

বলেন,—

" কবির এহ তো ঘর্ কায় প্রেম্কা মারগ্ অগম অগাধ।
শির্ কাট্ পাল্বা ধরে লাগে প্রেম্ সমাধ্॥ "

ভাবই প্রেমের ঘর, অগম্য পথের (স্থিরত্ব পদের) ইহাই পথ; দুই দিকের পাল্লা সমান হইলে প্রেমের সমাধি হয়।

অগ্নির জালে যেমন দুগ্ধ ঘন হইয়া ক্ষীর হয়, সাধক সাধনাগ্নির দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমুদায় সঙ্কুচিত করিয়া বিরাট মূর্ত্তি, অনন্তশক্তিসম্পন্ন হরিতে সংযম করিয়া অসীম সাধন বল সঞ্চয় পূর্ব্বক ক্ষীর স্বরূপ ভাব উৎপন্ন করেন, সেই ভাব যত ঘন হয় ততই বিশ্বকে হরিময় জ্ঞান জন্মে, যেমন বহুবিস্তৃত সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীকৃত হইলে সেই সূর্য্য স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই প্রকার সাধক একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থে মিলিয়া সর্ব্বত্র সেই ভাবাতীত নিরঞ্জন পদার্থের সত্তা অনুভব মাত্র করিতে থাকেন। তখন তাঁহার দিক কালে মন না থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব তাঁহার নিকট হইতে লোপ পায়; সেই কালের কাল স্বরূপ স্থিরত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

" অহং নির্ব্বিকল্প নিরাকার-রূপঃ
বিভূর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
নবাবন্ধনং নৈব মুক্তির্নভীতি
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥ "

এই কথা বলিয়া ভাবুক নীরব হইলেন।

শ্রোতাগণ এতক্ষণ ভাবসাগরে ভাসিতেছিল। তিনি নীরব হইলে তাহাদের বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিতচিত্ত সহসা দোলায়মান হইয়া উঠিল। কি করিলে চিত্ত চির অন্তর্ম্মুখীন হইয়া অপরোক্ষ অনুভবসিদ্ধি লাভ করে, কি করিলে ভাবসাগরের কুল ধরিয়া কৈবল্য পদ সুগম হয়, কি করিলে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবিদ্যাজনিত ক্লেশনিচয় আর ভোগ করিতে না হয়, এই চিন্তায় কাতর হইয়া তাঁহারা ভাবুককে জিজ্ঞাসা করিলেন " দেব! আর আমরা সদ্‌গুরু কোথায় পাইব? আমাদের প্রাণ ভগবৎ সাধনার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, এ অবস্থায় আপনি

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।" এই বলিয়া করযোড়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

তখন ভাবুক তাঁহাদিগকে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া ৵ দেবীর সম্মুখে বসাইয়া, আত্মবিবেক বিষয়ক বহুবিধ উপদেশ প্রদান করতঃ এক একটী শ্রোতাকে নিকটে ডাকিয়া স্পর্শ করিলেন। দৈবতেজে তাঁহারা পরিপূর্ণ হইলে তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু বিকসিত হইয়া উঠিল। আরও তিনি তাঁহাদিগকে ধ্যেয় বস্তু স্বরূপ আত্মজ্যোতি প্রদর্শন করাইয়া দিলেন। তখন একজন ধীরস্বরে বলিতে লাগিল;—" দেব। সম্মুখে একি অদ্ভুত দৃশ্য!—আলোক না অন্ধকার।—পুষ্পবৎ রক্তিমা বর্ণ!—বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে প্রভা বিস্তার করিতেছে! যেন একটী পদ্মোপরি স্বয়ম্ভূমূর্ত্তি বিরাজমান! ভূজঙ্গাকারে তাঁহাকে কে বেষ্টন করিয়া সহস্র সূর্য্য-চন্দ্র-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে! তাঁহার চতুর্দ্দিকে কত মহাজন বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা ছায়ারূপী দেব কি মানব কি দানব কি যক্ষ দেখিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।।"

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর উত্থিত হইল, তিনি বলিলেন;—" অদ্ভুত কাণ্ড একি সম্মুখে আমার! মহাবিষ্ণু! না—মহাশিব! ষড়দল পদ্মোপরি বিদ্যুৎপুঞ্জ অর্দ্ধাকৃতি বেষ্টন করিয়া, কখন সাকার, কখন নিরাকার—কখন হাতে অসি, কখন বাঁশী! কখন গোলোক, কখন কৈলাস বলিয়া অনুভব হইতেছে; এ কোথায় আসিলাম! কে কথা কহিতেছে?—আমার দেহ কি নিরাবলম্বে রহিয়াছে। কিম্বা শুদ্ধমাত্র আমি দেহ ভিন্ন। ঠিক করিতে পারিতেছি না।

ইতিমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিলেন;—একি স্বপ্নাবেশ—কোথা আদি, কে বা শেষ! কত মরকত মণি স্তরে স্তরে দশদলপদ্ম সুশোভিতকরিয়া, শত নব তপন সদৃশ। জ্যোতি সাগরের মধ্যে মহামোক্ষপ্রদ রুদ্ররূপ, বিষ্ণুরূপ, পুনঃ রাধারূপে পুনঃ কালীরূপে, বিরাজমান! তন্মধ্যে ইনি কোন জন, কেবল সৃজনই ইহার কার্য্য! আর উনিই বা কে, কেবল পালনই ধর্ম্ম! দেখিতে দেখিতে গুরু! দেহ ছুটিতে লাগিল! বলিতে কি, কি ভীষণ সংহারক রূপ! সর্ব্বক্ষণে

যেন সিদ্ধহস্ত। উঃ কতদূর। সবই গ্রাস করিল। এ কি মহা ধূম্রবর্ণ। " প্রভু, রক্ষা কর, প্রভু, রক্ষা কর!" বলিতে বলিতে নিদ্রিতের মত স্থিরাসন প্রাপ্ত হইয়া গেল।।

ঐ দেখ চতুর্থ ব্যক্তি আবার গাহিয়া উঠিল। কি গান শ্রবণ করুন;—"ভূচর খেচর সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণের স্তুতি গান। পুনর্বার গুরুদেবকে যথা বিধানে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—এমন প্রবাল-দল নির্ম্মিত দ্বাদশ-দল-সুশোভিত মণিপীঠোপরি লোকত্রয়ের ঈশ্বর। বিষ্ণু-লোকবাসিগণ হৃদয়কর্ণিকা রূপ সিংহাসন মধ্যে মনোহর সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ও দক্ষিণাঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবকে পূজা করিতেছেন—এ কোন স্থান? জানিবার জন্য যেন উৎকণ্ঠাবস্থায় স্থির হইয়া বসিলেন। আর কথাটী নাই। নিদ্রাকর্ষণ করিল নাকি? -গুরুদেব বলিলেন " ঐ দেখ সমাধি লাগিয়া গেল।।"

পঞ্চম ব্যক্তি একবার মাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া " চিন্তামণিপুরে—চিন্তামণি পরম শিবশক্তি একাধারে।" বলিতে না বলিতে স্থির হইয়া গেল।। তাঁহার চক্ষু ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থির। সে স্থান দেখিলে স্থির সৌদামিনী ঝলসিত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার দিকে অবলোকন করিতেও গাত্রে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

ঐ নিভৃতে, গৃহটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ষষ্ঠ ব্যক্তি এতক্ষণ বিচিত্র দশায় বিচিত্র সামর্থ্য অনুভব করিতেছিলেন! সহসা জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায়, গুরুদেবকে যথাযথ বন্দনা করতঃ কি বলি বলি করিয়া মূকের মত চাহিয়া রহিলেন। নয়নে অপূর্ব্ব ধারা। যেন কি দেখিতেছেন। বলিতে গিয়া বলিতে না পাবায় আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। অবস্থা অলৌকিক! চিত্ত ফলাকাঙ্খা রহিত। নেশা ছাড়িতে চায় না। কতক্ষণ কাটিয়া গেলে পর বলিলেন,—

" মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

তখন ভাবুক ৺দেবীর সম্মুখে করযোড়ে 'তোমার কার্য্য তুমি কর মা' বলিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক শিষ্যগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করি-

লেন। শিষ্যগণও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে পর তিনি তাঁহা দিগকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রাপ্ত উপদেশে মনোযোগী হইতে বলিয়া নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন ,—

রাগিণী পূরবী—তাল আড়া।

" প্রাণ কর অপানে প্রয়োগ,
অপান টানিয়া আনি প্রাণেতে আরোপ ॥
অন্তরে প্রণব স্মরি, সুষুম্নার পথ ধরি,
চক্রে চক্রে উঠ হেরি, মিলে গোলোক ॥
যেমতি উঠিলে তায়, লাম মূলে পুনরায়,
অপানে প্রাণ মিলায়, তার শুভযোগ ॥
এই কর্ম্ম এই ধর্ম্ম, সর্ব্বশাস্ত্রে এই মর্ম্ম,
এই মহাজনবর্ত্ম—এই কর্ম্মযোগ ॥ "

বাঁশীর গান।

(১)

মরমে মরিলো সই সমরি সে দিন,
যে দিন পশিল কাণে, সে মধু মুরলী গান,
ভাসা'য়ে মধুর তানে যমুনাপুলিন !
গাহিল বাঁশরী যবে, "রাধে সো পিয়ারি মোরি"
কাঁপিল হৃদয় মোর—পুলকে মলিন।
মরমে মরিলো সই সমরি সে দিন !

(২)

কে রচিল হেন তান—আমরি! আমরি!
মথিয়া শব্দনিধি, এ কেন সঙ্গীতসুধা,
কে তুলিল—কে ছুটাল এ স্বরলহরী ?
বিশ্বপ্রেম স্রোতে খেলে, এ লহরী কুতূহলে—
ইচ্ছা হয় ঢালি প্রাণ—ভাসি প্রাণ ভরি—
মিশাই আত্মার আত্মা এ দেহ বিসরি !

(৩)

কে দিল এ লয় তোরে সঙ্গীতরতন।

তুই কি সৃষ্টির আদি; প্রকৃতির পরমাণু,

সমষ্টির সমাকার * তো হ'তে গঠন?

তুই কি আত্মার ভাষা, আকাশে অনন্ত গতি,

বিধাতার শ্বাসবায়ু—বিশ্বে আকর্ষণ?

তুই কি অধ্যাত্মপ্রেমে অনন্তবন্ধন?

(৪)

মানবের সপ্তরূপে সপ্ত স্বর তোর।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কাম, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মারূপ,

সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি তে বেঁধেছ কঠোর!

তাই বুঝি দিশেহারা, বেড়াই পাগল পারা,

বাঁশীর পঞ্চমে মন এতই বিভোর।

তাই কি পঞ্চম স্বর বিশ্বে মনোচোর?

(৫)

বুঝেছি বাঁশরী তোর যত চাতুরালী।

বেঁধেছ আত্মায় মনে, † সুমধু পঞ্চমতানে,

---

* *Motion* which is correlated with the several natural forces corresponds with the *Va'yu* of the Upanishads—the Great Breath of Brahma (and not the atmosphere which is a later and a more material manifestation). But before this Great Breath—before this *Va'yu* came *A'ka'sa* (not space of the material world which is a later manifestation) of which the only characteristic is *sound*—the uttered Word, the Logos of the Greeks. This Logos—this *Sabda Brahman* is the principal force in the building of the Kosmos; and even modern science has contributed its quota of proof in support of the formbuilding power of *sound*. As *harmony* is the chief characteristic of *sound*, we find symmetry the chief characteristic of the crystals and crystalloids which it builds.

† Radha (or *Manas*) aspires to a complete union with Krishna (or *Atma*) through *harmony*.

তাই বিশ্বগানে শুধু শুনি সে মুরলী,
কোকিলার কুহুরবে, যমুনার কলনাদে,
সমীর নিস্বনে শুনি সেই এক বুলি;
"রাধে সো পিয়ারি মোর" শুনিলো কেবলি।

(৬)

এখনো যাইলো যবে যমুনায় স্নানে
সুখস্বপ্ন স্মৃতিময়, সুদূর নিশীথশ্রুত,
গীতোচ্ছ্বাস সম বাঁশী বাজেলো শ্রবণে।
উদ্বেল লহরামালা যেন সেই স্বরে ভোলা,
নাচে, খেলে, হাসে যেন সেই বাঁশীগানে।
উদ্দেশে উছলে পড়ে সেই এক তানে।

(৭)

দাঁড়াইতে নারি সই বংশীবটমূলে,
প্রত্যেক শিরায় তার, ছুটিছে সুধার ধার,
শাখায়, পাতায় যেন সেই গান খেলে;
আনন্দে অবশ তনু, পশে যেন অণু অণু,
আবেশে জড়ায়ে ধরি কুহকী অনিলে।
না পারি দাঁড়াতে সেই বংশীবটতলে।

(৮)

যথা যাই সেই গান শুনিলো মধুর।
যমুনায়, বংশীতটে, মঞ্জুকুঞ্জে, মধুবনে,
সদাই শুনিলো যেন সে কালা নিঠুর,
বিষাদ মাখান তানে, "কোথায় রাধিকা মোর,"
গাহিছে বাঁশীর স্বরে বিরহবিধুর!
যেন সেই গান মাখা এই ব্রজপুর।

৯

এ সুখের স্মৃতি সই কেমনে ভুলিব ?

রক্ত মাংস, অস্থি, চর্ম্ম, দূরত্ব, স্থূলত্ব আদি,

আধ্যাত্মিক অন্তরায় কিসে এড়াইব ?

কেমনে সে দিব্যতানে, বাঁধিয়ে আত্মায় আত্মা,

অণু অণু সম্মিলনে তনু মিশাইব ?

বিশ্বপ্রেম শান্তিনীরে সুখে ডুবাইব ?

১০

না চাহি এ সুখস্মৃতি নিরানন্দময় !

স্বপনে মিলনসুখে, জাগ্রতে বিরহ বাধা,

অনাবিল আত্মপ্রেমে বিকার উদয়।

তাত্মজ্ঞানে স্থূল তনু আত্মার মিলনে অণু

পরশনে ব্যবধান, সাধনে সময়।

না চাহি সিদ্ধির সুখ-সকাম নিরয় !

১১

এস, এস, বিশ্বপ্রেম চিদানন্দময় !

প্রবৃত্তি অভাববোধ, নিবৃত্তির তৃপ্তিভাব,

নাচাহি কামনা, স্বর্গ সিদ্ধবনিলয় !

চাহি পূর্ণ ভালবাসা, অনন্তপ্রসর প্রেম,

আনন্দের পূর্ণভাব—বিশ্বের হৃদয় !

এস, এস, বিশ্বপ্রেম চিদানন্দময়।

১২

একিলো একিলো সই একি রূপ হেরি !

বিশ্ব প্রেমে বিশ্বরূপ, হেরি কালা অপরূপ,

দাঁড়ায়ে প্রকৃতিরূপে ধরিয়া বাঁশরী।

ব্রহ্মের আনন্দরূপে, সৃষ্টিমূলা শব্দশক্তি,

বিকাশে প্রকৃতি যেন—কিরূপ মাধুরী !

দাঁড়াও ভক্তবাঞ্ছা ! ওরূপ নেহারি !

বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ।

ফ্লুওরাইন বা কাচান্তক।

এতাবৎকাল কাচান্তক বিশুদ্ধাবস্থায় প্রাপ্তহওয়া যায় নাই, যে সকল উপায়ে হরিতীন (Chlorine) পূতিক (Bromine) অরুণক (Iodine) প্রভৃতিকে তাহাদের যৌগিক পদার্থ সকল হইতে পৃথক করিতে পারাযায় সে সকল উপায়ের কোনটীই কাচান্তকের (Fluorine) পক্ষে ফলপ্রদ হয় না। অধিকন্তু অন্য কোন উপায়ে কাচান্তক প্রস্তুত করিতে পারিলেও উহা বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। যাবতীয় দ্রব্যের সহিত উহার এরূপ প্রবল রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে যে, উহা প্রস্তুত হইবা মাত্রই আধার পাত্রের কোন একটী উপকরণের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হইয়া যায়। একারণ রাসায়নিকেরা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে কাচান্তক বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। কিছু দিন গত হইল (১৮৮৭খৃঃ) ময়সন নামক জনৈক ফরাসিস্ রসায়নবেত্তা নিম্নলিখিত উপায়ে বিশুদ্ধ কাচান্তক প্রস্তুত করিয়াছেন।

একটী প্লাটিনাম্ বোতলে কিঞ্চিৎ হাইড্রোফ্লোরিক এসিড (উদকাচান্তকাম্ল) ঢালিয়া উহাতে কোন একটী ধাতব পদার্থ দ্রবীভূত কর, পরে (Calcic Fluoride) নির্ম্মিত ছিপি দ্বারা বোতোলের মুখ বন্ধ করিয়া উক্ত হাইড্রোফ্লোরিক এসিডের মধ্য দিয়া তাড়িত সঞ্চালন করিলে বিশুদ্ধ কাচান্তক নির্গত হইতে থাকে। উক্ত ধাতব পদার্থ দ্রব করণের তাৎপর্য্য এই যে উহা উদকাচান্তকাম্লের তাড়িত সঞ্চালনক্ষমতা বৃদ্ধিকরে। কাচান্তক হরিৎবর্ণ বাষ্প; উহা ১৪০ ডিগ্রী অবধি বাষ্পাকারেই থাকে; ইহার রাসায়নিক সংযোগ শক্তি সাতিশয় প্রবল; প্লাটিনম, সুবর্ণ, হীরক ও অম্লজানের সহিত কাচান্তকের কোন রাসায়নিক সংযোগ হয়না, ফ্লোরাইন সংযোগে কাচ ক্ষয় হইয়া যায়, এই কারণে ফ্লোরাইনের নাম কাচান্তক হইয়াছে কাচে সিলিকা নামক যে পদার্থ আছে উহার সহিত

কাচান্তক মিলিত হইয়া সকাচান্তক সিকতক বাষ্প প্রস্তুত করে। এই রাসায়নিক সংযোগ নিম্নে সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হইল।

$$SiO_2 + F_4 = SiF_4 + O_2 .$$

হাড্রোফ্লোরিক এসিড সংযোগেও কাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—

$$SiO_2 + 4HF = SiF_4 + 2H_2O$$

একারণ উক্ত পরীক্ষা কাচপাত্রে সম্পন্ন হইতে পারে না।

বিষাদ-প্রতিমা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক আবার ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপ কাতরোক্তি কোন স্থান হইতে আগত হইতেছে, তাহার নিরাকরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; বিষম চিন্তাস্রোত তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে বহিয়া যাইতে লাগিল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হয় ত ঐ রমণী রমাবাই। দুর্বৃত্ত যবনেরা তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া আহত করণান্তর এই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই রমণী-কণ্ঠস্বর আবার শ্রবণপথে আরূঢ় হইল। এবার আর রমণীর কথা বাহির হইতেছে না, অতি কষ্টে রমণী কহিল "মা মা যাই য গো।" রমা বাইয়ের স্বর সংগ্রাম রাওয়ের বিশেষ পরিচিত ছিল। তিনি এবার নিশ্চিত জানিলেন পূর্ব্বোক্ত করুণ বিলাপ রমার নহে, অন্য কোন অসহায়া রমণীর। তদনন্তর সংগ্রাম বাহু প্রসারণপূর্ব্বক একটী বৃক্ষকাণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে এক বৃক্ষ হস্তসংলগ্ন হইলে তাহাতে অশ্বরজ্জু বন্ধন করিয়া রমণী উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। কোন দিকে গমন করিবেন, কোন দিকে পথ তাহা কিছুই অবগত নহেন; তাঁহার উপর আবার গভীর অন্ধকার

বনস্থান সমাচ্ছন্ন। কোন স্থানে মস্তকে বৃক্ষের আঘাত লাগিতেছে, কোন স্থানে কণ্টকে গাত্র বিদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তদুপরি আবার ভূমির বন্ধুরত্ব নিবন্ধন চরণ প্রতিপদে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে; তথাপি সংগ্রাম রাও সেই বিপন্ন রমণীর উপকার সাধনে প্রযাস পাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে যামিনী গভীরা হইয়াছে, বনস্থলী নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, কোন প্রকার জীবজন্তুর শব্দ পর্য্যন্তও শুনিতে পাওযা যাইতেছে না, মধ্যে মধ্যে কেবল পেচকের গম্ভীর নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ভয়ানক হিংস্রজন্তু পরিপূরিত এই অরণ্য মধ্যে গম্ভীর নিশীথে সংগ্রাম রাও অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার জীবনের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, সংগ্রাম বীরপদভরে আর্ত্তার অন্বেষণে তৎপর হইলেন। কোষ হইতে অসিখণ্ড নিষ্কাসিত করিয়া বজ্রহস্তে ধারণ করিলেন, মনে হইতে লাগিল যেন স্বযং ধর্ম্মরাজ দেহ পরিগ্রহ করিয়া পরোপকার করিবার নিমিত্ত ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মৃত্যু স্বরূপ তীক্ষ্ণ অসিখণ্ড যেন তাঁহার সহায হইয়াছে।

এইরূপ নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার ও বহু আয়াস সাধন করিয়াও সংগ্রাম অভিপ্সিত লাভে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা ক্ষণেক বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন এবং আগ্রহ সহকারে ত্রিযামার অবসান অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দিবসে অশ্বারোহণ ও তামসময আরণ্য-পথে পরিভ্রমণ করিয়া সংগ্রাম সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হেতু উপবেশন করিবামাত্র ক্লান্তির সহচরী তন্দ্রাদেবী তাঁহাকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তন্দ্রার আগ্রহ নিবন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিয়া সংগ্রাম উপবেশ-নাবস্থাতেই ঈষৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু নিদ্রিত হইয়াও শান্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। যাঁহার হৃদয বিষময় চিন্তাস্রোতে প্লাবিত, তাঁহার অন্তঃকরণে শান্তির দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? প্রখর পর্ব্বত সম্মুখস্থ তৃণখণ্ডের ন্যায় শান্তি তাঁহার চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া গেল। তিনি কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন রমাকে মুসলমানেরা ধরিযা লইয়া যাইতেছে—তাহার হৃদয়বিদারক

কাকুতি মিনতিতে তাহারা কর্ণপাত করিতেছে না; রমা যেন হুতাশ প্রাণে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে।

আবার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন একদিন কোন ভীষণ অরণ্য দর্শন করিতে গিয়াছেন, তথায় দেখিতে পাইলেন এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পরম রূপবতী [illegible]বদ্ধা রমণী পতিতা রহিয়াছে। পরক্ষণে আবার স্বপ্ন দেখিলেন [illegible] দিব্যকান্তি মহাপুরুষ তাঁহাকে ভর্ৎসনাবাক্যে কহিতেছেন— [illegible] তুমি জীবিত থাকিতে আর্য্য রমণীগণ এখনও এতাদৃশ অ[illegible] করিতেছে? তুমি তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছ [illegible]?”

এইপ্রকার ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ ম[illegible]দ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন যামিনী প্রভাতাপ্রায়; [illegible] মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে; কত শত পক্ষী কলরব করিতেছে তাহার হৃদয়ে স্বপ্নকথিত ভৎসনাবাক্য উদিত হইল, তিনি শশব্যস্তে বনদেশ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনেকক্ষণ অন্বেষণের পর সংগ্রাম দেখিতে পাইলেন একস্থানে কোন এক যবন সৈনিকের একটী শিরোভূষণ পতিত রহিয়াছে। উক্ত স্থান অরণ্যের অন্যান্যভাগ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। ঐ স্থান হইতে দুইটী বনপথ দুই দিকে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সংগ্রাম এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইলেন, কোন পথে গমন করিবেন তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে ভগবতীর নামোচ্চারণ করতঃ একটী পথ অবলম্বন করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন মৃত্তিকোপরি কতকগুলি রুধির চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। রুধিরচিহ্ন দেখিবামাত্র তাঁহার সন্দেহ অধিকতর প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল দ্রুত গমন করতঃ অরণ্যের অভ্যন্তর ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন এক কিশোর বয়স্কা মহারাষ্ট্র-কামিনী অচৈতন্য অবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তাহার হস্তপদ বস্ত্রবদ্ধ, যৌবনের লাবণ্য মাধুরী দেহে ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার শরীরে কোনরূপ

আঘাতের চিহ্ন মাত্র নাই কেবল দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে রক্তবর্ণ এক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। রমণীর আকার দেখিলে বোধ হয় তিনি কোন সম্ভ্রান্ত বংশের কুমারী হইবেন। যৌবনে পদার্পণ করিলেও অদ্যাবধি অবিবাহিতা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। নিবিড় কৃষ্ণ কেশ রাশি বদন মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ লুকাইয়া রাখিয়াছে। বিধু! তুমি কি এই কারণে বনমধ্যে আসিতে পার নাই? যে পূর্ণচন্দ্র এই বনমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার নিকট অগ্রসর হইতেও কি তোমার লজ্জা হয়? উক্ত অতুলরূপা কামিনী নয়ন পথে পতিত হইবা মাত্র সংগ্রাম বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন তাঁহার নয়নদ্বয় নিস্পন্দ যুবতীর অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। অস্ফুট আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কিরূপে ঐ কমনীয়া কামিনী মূর্ত্তি বনাভ্যন্তরে নীত হইল, কিরূপে তাহার হস্ত পদাদি বদ্ধ হইল মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল বিষয় বার বার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি কামিনীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন পরে মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক যেমন ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে চারিজন দীর্ঘকায় যুবা পুরুষের মৃতদেহ রক্তাক্ত মৃত্তিকোপরি শয়ান রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক জনকে দেখিলে মহারাষ্ট্রবংশীয় বলিয়া বোধ হয়। অপর তিন জন মুসলমানের ন্যায় তন্মধ্যে একজন ভদ্রবংশীয় ও অপর দুইজন নীচ বংশোদ্ভব বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ঈদৃশ ভীষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সংগ্রাম ক্ষণকালের নিমিত্ত বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইলেন। কিরূপে দুর্বৃত্ত যবনদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে কর্ত্তব্য জ্ঞান সমুদিত হইলে সেই যুবতী রমণীকে অঙ্কোপরি স্থাপন করতঃ নিজ উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল নিপতিত উষ্ণ অশ্রুরাশি কামিনীর মুখমণ্ডল সিক্ত করিতে লাগিল। তিনি ঘন ঘন উত্তরীয় সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস নিপতিত হইতে লাগিল, নিকটে কেহ নাই যে কোনরূপ সাহায্য করে, কিঞ্চিৎ জল

পাইলে এ সময় বিশেষ উপকার হইতে পারে, কিন্তু কে আনয়ন করে, কাহাকেই বা আজ্ঞা করিবেন।

এইরূপ চিন্তাযুক্ত হৃদয়ে শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এমত সময়ে মনুষ্যের দ্রুত পদশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সংগ্রাম পশ্চাৎ আবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন দুই তিন জন মুসলমান যষ্টি হস্তে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। তিনি অঙ্ক হইতে রমণীর মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক মৃত্তিকোপরি সংস্থাপন করিলেন এবং অসিখণ্ড কোষ হইতে নিষ্কাষণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

পরোপকার।

পরোপকার মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রায় বিলুপ্ত। উপকার প্রত্যাশা করিয়া উপকারই এক্ষণে কিছু দেখা যায়; পরোপকার করিবার ক্ষমতা মনুষ্যমাত্রেরই আছে, তুমি অতুল বিভবের অধীশ্বর হও বা কপর্দ্দকশূন্য পথের ভিখারী হও, পরম জ্ঞানী হও বা জড়বুদ্ধি মূক হও, অশেষ গুণসম্পন্ন হও বা নির্গুণ হও, বলবান হও বা দুর্ব্বল হও, যদি তোমার জীবন পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত না হইল, তবে তুমি মনুষ্য নামের যোগ্য নহ; তাহা হইলে তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, সাহস সকলই বৃথা; তোমার মনুষ্যত্ব নাই, তোমার সৌন্দর্য্য নাই, তুমি এ সংসারক্ষেত্রের শ্মশানস্থিত বেণুদণ্ড; পরোপকার ব্রতপালনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় জানিও; মনুষ্য কখন নিজের জন্য ব্যস্ত নহে, মনুষ্য সতত পরের জন্যই মহাব্রিব্রত; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারাই স্বোদর পূরণ জন্য ব্যস্ত হয়, কিন্তু মনুষ্য পরের জন্য ব্যস্ত; দীনদরিদ্রকে দেখিয়া যদি তোমার প্রাণ না কাঁদিল, আঁখিদ্বয় অশ্রুবিসর্জ্জন না করিল, হৃদয় দ্বিধা না হইল, তবে তোমাতে আর একটী বৃক্ষকাণ্ডে প্রভেদ কি? দরিদ্রের দুঃখে পতিত নেত্রজলের মূল্য ধনীর কোষাগারে মিলে না, তাহার মূল্য নাই, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই,

সে সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, সে বিপুল প্রাণের স্থান নাই, সে উদারতার অন্ত নাই, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিসই নাই যাহার সহিত এ সৌন্দর্য্যের তুলনা হয়, সে সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়—পার্থিব নহে। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে পরোপকারব্রত ভারতে লুপ্তপ্রায়, "দক্ষিণ হস্ত দান করিবে বাম হস্ত তাহা জানিবে না" এইরূপে পরোপকার করিতে হয়, কিন্তু হায় আজ তাহা কোথায়। এক্ষণে যদি কেহ আগত মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন একখানা করিয়া বালাপোষ দুই এক জনকে দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার এক মাস পূর্ব্ব হইতে উহা খবরের কাগজে (দাতা অমুক দিন এক শত বালাপোষ দান করিবেন বলিয়া) মুদ্রিত হইতেছে, দান করিলেও [illegible] রক্ষা নাই, তখন দেখিবে পাঁচ শত লোককে দান করা হইয়াছে বলিয়া আবার কাগজ তাহার অসীম গুণ ও দানশীলতার বিষয় দেশে দেশে প্রচার করিতেছে, হায় ভারত কি হইল। না জানি আরও কত হইবে। এই যে প্রত্যেক বর্ষে দুর্ভিক্ষ পিশাচ ঘোর মূর্ত্তিতে কত দেশ উৎসন্ন দিতেছে, তাহার করাল কবলে কত শত প্রাণী অকালে প্রবেশ করিতেছে, কত শত অভাগা অন্ন বিনা জীবন হারাইতেছে, কত শত জননী অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ শিশু সন্তানদিগকে উদরস্থাৎ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা বীভৎস দৃশ্য আর কি দেখাইব? কৈ সেখানে অন্নদানে তাহাদের জীবন বাঁচাইতে কে অগ্রসর হইতেছে? কে এমন মহাত্মা আছে যে ঐ সকল হতভাগ্যদিগের জীবন রক্ষা করিবে? কে তাহাদিগকে কালের কবল [illegible] করিবে? সে পরোপকারব্রত দীক্ষিত মহাত্মা কৈ—[illegible] শুনিয়া প্রাণ কাঁদিবে [illegible] ঝরিবে, হৃদয় দ্বিধা হইবে। সে দিব্য পুরুষ কোথায়?—তাঁহারা [illegible]গত, তাঁহাদিগের সহিত ব্রতও অস্তমিত। কিন্তু দেখ [illegible] যদি দেশের দুটো ধামাধরা হুমরো চুমরো মাথাপোগোছ [illegible] বাজীওয়ালা দুই একখানা চাঁদার বহি সঙ্গে লইয়া এবং তাহাদিগের [illegible]ব্যাপী জয়-ঢক্কাপত্রে দুই এক কলম পড়িয়া, মার্কিন মুলুকে একটী সভা করিবার নিমিত্ত চাঁদা চায়, দেখিবে পাঁচ দিনের মধ্যে ৫০,০০০ হাজার টাকা

চাঁদা উঠিয়াছে। তখন দেখিবে অমুক ৭ হাজার, অমুক ১০ হাজার, অমুক ২০ হাজার ইত্যাদিরূপে দান করিয়াছেন, কিন্তু জানিও ঐ সকল বৃথা যশোলিপ্সু, ধর্ম্মাবমন্তা, রাজসম্মান-ভিক্ষুক স্বার্থপরায়ণ নরপিশাচ নিরেট পশুবুদ্ধি জীবগণের ভবনদ্বার হইতে কত শত দীন অনাথ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ একমুষ্টি ভিক্ষা না পাইয়া ভবনদ্বারস্থ ভোজপুরের মিষ্ট সম্ভাষণে, পেটের জ্বালায় না যাইতে চাইলে 'ইহাঁসে ভাগ্ শালা' এইরূপ শ্রুতিমধুর বাক্য ও তৎপরে সেই সুকোমল হস্ত দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্র দান পাইয়া যষ্টির ন্যায় লম্ববান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু বাবু অমুক মার্কিনের সভায় ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন, ইহা সকল জয়ডঙ্কায় ঘোররবরূপে ধ্বনিত; তাই বলিতেছি, আর এ ভারতে কি আছে? দয়া নাই সহানুভূতি নাই, পরোপকার নাই, যথার্থ দানশীলতা নাই, আছে কেবল কতকগুলা ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, দয়াহীন, হৃদয়হীন নরপিশাচ; আজ এই ভারতে কতকগুলা মত্ত নরপিশাচ কেবল নৃত্য করিতেছে। ইহারা মহান্ পরোপকার ধর্ম্ম কিরূপে পালন করিবে? কাহারও উপকার করিতে পারিলে উপকর্ত্তার যতদূর আমোদ হয় উপকৃত ততদূর হয় না। তুমি অর্থ উপার্জ্জন কর সত্য, তোমার বাক্সে বা কোম্পানীর ঘরে তোমার টাকা আছে, মূর্খ জানিও, সে টাকা তোমার নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে পর-প্রয়োজন সাধনার্থে না ব্যয় করিতেছ, ততক্ষণ উহা তোমার নহে; যখন সেই অর্থ দ্বারা পরের উপকার হইল, তৎপরে সে অর্থকে তোমার বলিতে পার, ততক্ষণ সে বলের গৌরব করিও না, যতক্ষণনা উহা পরোপকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, যত ক্ষণ না বিপন্নকে উদ্ধার করিতেছ, ততক্ষণ শরীরের অহঙ্কার করিও না, পরোপকার করিবার জন্য সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ কর, পরোপকারে যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ বিধি আছে, তখন সামান্য পার্থিব সুখ ত্যাগ কোন ছার। মনুষ্য! অহরহঃ বিধাতার শত শত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছ না? দেখিতেছ না কি

পিবন্তি নদ্য স্বয়মেবনাম্ভঃ

স্বয় নখাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।
ধারাধরো বর্ষতি নাত্মভূমৌ
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ ॥

নদী সকল আপনাদের স্বচ্ছ সুশীতল জল আপনারা কখন পান করে না, বৃক্ষ সকল আপনাদের ফল ও কুসুম কখন আপনারা ভোগ করে না, জীমূতবৃন্দ আপনার স্থানে (ফসল করিবার নিমিত্ত) বারিবর্ষণ করে না; সাধুদিগের সম্পদও পরের জন্য ব্যয়িত হয়। মূর্খ বুঝিলে কি, জগৎ-পাতার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! বুঝিলে কি, কি প্রকারে পরোপকার করিতে হয়? বুঝিলে কি, কত নিঃস্বার্থভাবে দান করিতে হয়! কিন্তু তুমি এতই মহামূর্খ, এ সকল দেখিয়াও বুঝিতে পার না। তুমি এ সকলের না দেখিয়া সর্ব্বদা স্বার্থসাধনে ঘোর বিরত; ছি! তুমি জীবশ্রেষ্ঠ তোমার এ মূর্খতা কি শোভা পায়?

অতএব জীবনে পরোপকার ব্রতে ব্রতী হও, দেহ, মন, প্রাণ সকলই পরোপকারে যাউক, এ নশ্বর শরীরের ইহা ভিন্ন আর অপর উদ্দেশ্য নাই, এ শরীর পরোপকার সাধনার্থ হইয়াছে, তবে সেই পরোপকারে অকাতরে দান করা উচিত, সে পূর্ব্ববার কথা মনে পড়ে কি?—মনে পড়ে কি সেই কার্য্য, দধীচি (জীমূতবাহন) ঔশীনর জীবন প্রকৃতির কথা,—মনে পড়ে কি, সেই বাসবজয়ী বাসুদেব বিজয়ী সুরবীর বীর কর্ণের কথা?—মনে হয় কি তাহার সেই তৃতীয় দিবসের যুদ্ধের কথা, যাহাতে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছিলেন "ধন্য বীর কর্ণ!" সেই শাপভ্রষ্ট স্বর্গলোকাগত ভুবনবিজয়ী মহাত্মা কর্ণের কথা, যাহার ধর্ম্মকর্ম্ম সকল অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য ছিল,—মনে পড়ে কি সেই দানবীর কর্ণের চরিত্র,—মনে পড়ে কি সেই মহাতপা ঋষিবর দধীচির আত্মদান, মনে পড়ে কি সেই নিখিল পৃথিবীপতি মহারাজ ঔশীনরের কীর্ত্তি? হায়, সেই সকল মহাত্মাগণ আজ কোথায়? যাহারা কেবল পরপ্রয়োজনে দেহ দান করিয়া অনন্ত স্বর্গধামে পুণ্যফল ভোগ করিতেছেন; এই কি সেই ভারত ভূমি যে তাঁহাদিগের ন্যায় মহাত্মাগণকে প্রসব করিয়াছিল? হায়!

ভারতবাসী সকলেই ভুলিয়াছে, সকলেই ছাড়িয়াছে, পরোপকার ব্রতকে অতল সিন্ধুনীরে ডুবাইয়া নিশ্চিন্তভাবে স্বোদর পূরণের জন্য সদাই ব্যস্ত হইয়াছে। ভ্রমেও কি সেই সকল মহাত্মাগণের নাম স্মৃতিপথে উদিত হয় না? কখনও কি তাঁহাদের চরিত্রপাঠে প্রবৃত্তি জন্মায় না? কখনও কি তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া এ কলুষিত রসনাকে পবিত্র করিতে বাসনা হয় না? কখনও কি সেই পদবী অনুসরণ করিতে অভিলাষ হয় না? বুঝিয়াছি কেমনে তাহা হইবে, তোমার সে জ্ঞান কোথায়, সে শিক্ষা কোথায়, সে কার্য্য কোথায়? তুমি পশুসহবাসে পশু হইয়াছ, মনুষ্যত্ব তোমার কেমনে থাকিবে? সে সৌন্দর্য্য কেমনে বিকাশ পাইবে? সে শক্তি কেমনে চালিত হইবে? সে জ্ঞান কেমনে উদিবে? তাই বলি তোমায় ধিক্, ধিক তোমার সম্পদে, ধিক্ তোমার শিক্ষায়, ধিক্ তোমার জ্ঞানে, ধিক তোমার সংবাদপত্রঘোষিত যশে ও শতধিক তোমার সেইরূপ দাতৃত্বে। যদি আত্মার উন্নতি সাধনে ইচ্ছা থাকে, যদি পবিত্র বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে বাসনা হয়, যদি জগতে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিতে চাও, তবে এই মহাব্রতে ব্রতী হও, ইহাই জীবনের লক্ষ্য কর, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনিময়েও যে সুখ মিলে না, এক পরোপকারে ততোধিক সুখ পাইবে।

দোঁহাবলীর সংস্কৃত ও ভাষা।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লাকি ময়লা ছোটে, যব্ আগ্ করে পরবেশ ॥ ১।

সাধুং গুরুং প্রাপ্য বিশেষ বার্ত্তা মাধ্যাত্মিকীং পৃচ্ছতি যো বিবেকী
গুরূপদেশাদতি নির্ম্মলাত্মা বিভাতি সোঽঙ্গার ইবাগ্নি যোগাৎ। ১।

সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিক ভেদাভেদ জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা হইলে শিষ্যের মনের মালিন্য দূর হয়, যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া কয়লার ময়লাকে অপনয়ন করে। ১।

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে, সব গোড়িয়াকি খেল।
যব্ প্রিয়সে সব বর হোখি, তো রাখ পেটারি মেল ॥ ২।
পূজাতপস্তাজপনাদি কার্য্যং, পাঞ্চালিকা ক্রীড়নমেব সর্ব্বং।
যদৈব প্রাণেশ্বরসঙ্গতাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্ষিপন্তিসর্ব্বং কিল পেটিকান্তরে ॥ ২।

হে তুলসীদাস! জপতপস্তাপূজাদি সব পুত্তলিকা খেলন মাত্র, যখন প্রিয়র সহিত সংবাস হয়, বালিকাগণ পুত্তলিকাসকল পেটিকায় নিক্ষেপ করিয়া রাখে।

তুলসী যব্ জগমে আয়ো, জগো হসে তোম্ রোয়
আয়সে কর্ণি কর্ চলোকি, তোম্ হসো জগো রোয় ॥ ৩।
যদাগতস্ত্বং জগতীহমাধ্যে, হসন্ মনুষ্যাস্ত্বমরোদএব।
সমাচরৈ তাদৃশ কর্ম্ম যেন, হসন্মুরাযাসি রুদন্তু লোকাঃ ॥ ৩।

হে তুলসীদাস! তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে, তখন জগতের লোক আনন্দে হাস্য করিয়াছিল, কিন্তু তুমি ক্রন্দন করিয়াছিলে, এক্ষণে এরূপ সৎকর্ম্ম কর যে, তুমি মৃত্যুকালে যাহাতে হাসিতে চলিয়া যাও, জগতের লোক তোমার জন্য ক্রন্দন করুক। ৩।

চল্তি চক্কি দেখ্ কর্, দিয়া কবীরা রোয়।
দো পটন্ কি বীচ আঁ, সাবিৎ গয়ানা কো ॥ ৪।
পশ্যন্ চলচ্চক্র মিদং বিচিত্রং, কবিঃ কবীরো বিলপন্ করোদ
সমাগতোঽস্মিন্ ভবচক্রমধ্যে, নাদূষিতঃ কোঽপিবিনির্গতোস্মাৎ ॥ ৪

কোন সময়ে মহানুভব কবীর ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে একস্থানে যাঁতা ঘুরিতেছে দেখিয়া রোদন করিয়া কহিয়াছিলেন,—"আহা, কি দুঃখের বিষয়, এই যাঁতার দুই পাটীর মধ্যে যে সকল বীজ আসিতেছে, সকলি পেষিত হইয়া বহির্গত হইতেছে, এইরূপ সংসার যাঁতার দুইপাটের স্বরূপ যে ভুবন ও গগন ইহার মধ্যে যে সকল জীবরূপ বীজ আসিতেছে, সকলি পেষিত অর্থাৎ নানাদোষে দূষিত হইয়া বহির্গত হইবে। ৪।

চল্তি চক্কি সব্ কোই দেখে, কীল দেখে না কোই।
যো কীলকো পাকড়কে রহে, সাবেৎরহাহেয় ওই ॥ ৫।

চলচ্চক্র মিদং সর্ব্বে পশ্যন্তি ন চ কীলকং।
যোধৃত্বা কীলকং তিষ্ঠেৎ, স হি তিষ্ঠত্যদূষিতঃ॥ ৫।

কোন সাধু পুরুষ পথে কবিরের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যে ঘূর্ণিত যাঁতা সকলেই অবলোকন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কীলক অর্থাৎ খোটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, দেখ যে সকল বীজ খোটা অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাদের পেষিত হওয়া দূরে থাকুক, গাত্রে আঁচ মাত্রও লাগে না, তদ্রূপ বৃথাকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার চক্রের কীলকস্বরূপ জগদীশ্বরকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কালযাপন করেন, তাঁহারাই অদূষিত থাকিবেন ৫।

সবকি ঘট্‌মে হরি হৈঁয় পহছান্‌তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানৎ ঢূড়ত ব্যাকুল হোই॥ ৬।

সর্ব্বত্র দেহে হরিরস্তি সত্যং নকোঽপি জানাতি বিশেষতত্ত্বং।
নাভৌসুগন্ধং হরিণো ন জানন্ অন্বিষ্যতি ব্যাকুলিতান্তরাত্মা। ৬।

সকলেরই দেহে হরি বিরাজিত রহিয়াছেন, অজ্ঞান বশতঃ জানিতে না পারিয়া লোকে নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে, যেমন মৃগগণ আপন নাভির সুগন্ধ অনুভব করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া গন্ধাশ্রয় বস্তুর অন্বেষণ করতঃ বনে বনে ভ্রমণ করে। ৬।

দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে সুখ্‌মে না ভজে কোই।
সুখমে যো হরি ভজে, দুখ কাঁহাসে হোই॥ ৭।

দুঃখে হরিং ভজতি সর্ব্বজনোঽত্র লোকে।
কশ্চিৎ সুখে ন ভজতে ক্ষণমাত্রমত্র।
যে মানবা হরি পদং সুখে ভজন্তে
তেষাং কদাপি ন ভবেদণুমাত্র দুঃখং। ৭।

দুঃখপ্রাপ্ত হইলেই লোকে হরিভজন করিয়া থাকে, কিন্তু সুখের সময় কেহই ভজন করে না, যদি সুখের সময় ভজন করে তাহা হইলে কখনই দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। ৭।

সুখমে বাজ পড়ুঁ, দুখ্‌কে বলিহারি যাই।
জ্যায়সে দুখ আওয়ে, যো ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁয়াই॥ ৮।

সুখে বজ্রং নিপতন্তু, দুঃখং জয়তি তাদৃশং।
যাদৃশেনতুদুঃখেন স্মর্য্যতে সর্ব্বদা হরিঃ ॥ ৮।

সুখের উপর বজ্রাঘাত হউক, বরং এমত দুঃখকেও প্রশংসা করি যে দুঃখ আমাকে ক্ষণে ক্ষণে হরিনাম স্মরণ করায়। ৮।

সাধ।

বিজনে একাকী রব,
চাব না কাহার (ও) পানে,
দহিব জড়ীয় সাধ
হতাশ দহন দানে।

নিভে যাবে সুখদীপ,
আঁধার হিয়াটী লয়ে—
মিশিবে দগধ প্রাণ
আঁধারের কোলে গিয়ে।

হেরিলে হিংস্রক জীবে
সে ঘোর আঁধার কোলে,
কাতর হবে না হিয়া
"থা'ক্ প্রাণ!—থা'ক্!"—ব'লে।

যা' ছিল মুছিয়া যাবে
অন্তরকন্দর কোণে,
ফুটিবে বিমল জ্যোতি
শশীর সুস্মিতাননে।

স্বর্গীয় সুধাংশু ছবি
নাশিয়া আঁধার ঘোর,
অমিয় কিরণ ঢালি'
জুড়াবে হৃদয় মোর।

অন্তরকন্দর-ক্রোড়ে
মধুমাখা মধুমুখে,—
রজত কিরণ মাখি'
কুমুদী হাসিবে সুখে।

মৃদুল বহিবে বায়
চুম্বিয়া বিকচ ফুলে,—
গাহিবে মধুর গান
নীরবে সুতান তুলে।

সে প্রেম-লহরী-মালা
কম্পিত হইয়া সুখে,
হিয়ায় মিশিবে আসি,
হাসি মাখা হাসিমুখে।

প্রেমের পবিত্রস্রোতে
বিধৌত হৃদয়খানি,
ভকত হৃদয়-রাজে—
আনিবে আপনি টানি।

লুটিব চরণরজে—
একমনে একধ্যানে,
বিভোর হইবে প্রাণ
সদা তাঁর গুণগানে।

(এই) মিটুক প্রাণের সাধ
আশীষ-আমারে ভবে,
"তথাস্তু" বলিয়া ভাই
দয়াল ভকত সবে।

জাপানিজ্‌দিগের বৃত্তান্ত।

সুশৃঙ্খলা জাপানিজদিগের বিশিষ্ট অঙ্গ। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যেরূপ যাবতীয় দ্রব্য বিষয়াদির পুত্রকলত্রাদির উপর গৃহকর্ত্তার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, জাপানিজ গৃহস্বামীরাও পূর্ব্বে সেইরূপ আপন আপন গৃহে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর এবং পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ অধীশ্বর ছিলেন। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কোন কুকর্ম্ম করিলে গৃহস্বামীর উপর তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকিত। তিনি ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা বাটী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিতেন এবং স্ব ইচ্ছায় অপর একজনকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

জাপানিজদিগের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তি দৈববশে নিঃসন্তান হইলে, বংশপরম্পরাভূত স্বত্ব সকল বজায় রাখিবার জন্য তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত, সে সকল দেশে প্রজাগণ একবার স্বত্ব হারাইলে সে সকল স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এ কারণ জাপানবাসীরা পোষ্যপুত্র লইয়া স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, আমরা যেমন পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদির নিমিত্ত পুত্রকামনা করিয়া থাকি, সিন্তোধর্ম্মাবলম্বী জাপানবাসীরাও সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজার্চ্চনা অপ্রতিহত রাখিবার নিমিত্ত সন্তান কামনা করিতেন।

পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজার অন্তরায় হওয়া জাপানবাসীদিগের নিকট বড়ই শোকাবহ। একারণ আমরা যেমন পুত্রবান্ হইলে বংশের অন্তর্ধান হইল না, পিতৃপিতামহগণ নিস্তার পাইবেন এইরূপ মনে করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি, সেইরূপ জাপানবাসীরাও পুত্রমুখাবলোকন করিলে আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ ভাবিয়া থাকেন।

জাপানবাসিদিগের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধাবস্থায় বিষয়কর্ম্মাদি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন। সেই সময়ে অপুত্রক ব্যক্তিরা পোষ্যপুত্রের

উপর পারিবারিক ভার ন্যস্ত করত: নিশ্চিন্তে বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেন। কোন কোন স্থলে বা পোষ্যপুত্র গ্রহণকর্তার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার জামাতা হইতেন। অধিকস্থলেই পোষ্যপুত্রেরা পিতার নাম গ্রহণ করিতেন।

জাপানীরা যে শুদ্ধ পোষ্যপুত্র লইতেন এমত নহে, পোষ্যকন্যা লওয়াও তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই প্রথা অবলম্বনে তাহাদিগের বহু অনিষ্ট সাধিত হইত।

সাধারণ লোকে স্ত্রীলোকদিগকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বারবনিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন; একারণ বেশ্যাবৃত্তি সাধারণের নিকট ঘৃণিত বলিয়া প্রতীত হইত না। জাপানবাসীদিগের পোষ্যপুত্রগ্রহণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ছিল,—যেমন পোষ্যপুত্রের অপেক্ষা পিতার অন্ততঃ ১৫ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য। অধুনা জাপানে পোষ্যপুত্রগ্রহণ অধিক প্রচলিত নাই। বিজ্ঞানপদ্ধতির উচ্ছেদের সহিত উহার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

জাপানের বিবাহ আমাদিগের মত নহে। উহার সহিত ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নাই বলিয়া বোধ হয়। জনৈক ঘটক পাত্র এবং পাত্রীর পরিবারবর্গকে সুবিধামত কোন নাট্যরঙ্গভূমে কিম্বা চাযের দোকানে দেখা করাইয়া দেন। সেখানে পাত্র এবং পাত্রী পরস্পরে পরস্পরের মনোমত হইলে তাহারা পরস্পর বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়েন; এবং উপঢৌকন বিনিময় করেন। পরে একদিন পাত্রীকে বাটী লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপে জাপানিজদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। জেডোর রাজসরকারের অনুমতি লইয়া কিউবা (Kuba) ও ডেমযিস্ (Damois) দিগের দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার নিমিত্ত রাজাকে বা ধর্ম্মযাজককে জানাইতে হয় না।

পূর্ব্বে জাপানের স্ত্রীলোকদিগের মানসিক অবস্থা আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ছিল। তাহারাও শৈশবে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। স্ত্রী শ্বশুরকে অমান্য করিলে,

অপুত্র হইলে, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, কিম্বা বহুকথনশীলা হইলে, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। পরিত্যাগ করিতে হইলে অধিক কিছুই করিতে হইত না, কেবলমাত্র পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেই হইত।

জাপানিজ স্ত্রীলোকদিগের স্বামীকে সন্তুষ্ট করাই প্রধান কার্য্য ছিল। গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া গৃহকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বামীর মনোরঞ্জন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। বাহ্য পৃথিবীকে কোনপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে কিম্বা তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিবার তাহাদিগের প্রয়োজন হইত না। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদিগের ভ্রূ কামাইয়া সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিত এবং দন্তগুলিকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিত। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে গৃহিনীকে যেরূপ রন্ধনমার্জ্জনাদি বাটীর সকল কার্য্যই করিতে হয়, জাপানিজদিগের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ। বিবাহের দিনেই জাপানিজ স্ত্রী বিনীতভাবে স্বামীকে আহারীয় প্রদান করিয়া থাকে।

জাপানিজদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। জেয়সেন মিকাডোকে* (Jyeysan Mikado) দ্বাদশটী ও ড্যামোয়া হোটামটো (Damois Hotamoto) এবং সাধারণ সমরী (Samari) দিগকে দুইটী স্ত্রীলোকগ্রহণে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। যদি কোন জাপানিজ স্ত্রী-লোকের অপেক্ষাকৃত স্বল্প বয়সে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তিনিই স্বামীকে আর একটী স্ত্রীলোক আনিয়া দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে একশ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারিত না। কিন্তু ইউ-রোপীয়দিগের সংস্পর্শে তাহাদের বিবাহের নিয়ম একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জাপানিজরা বড় অনুকরণশীল; কি ভাল, কি মন্দ, সকল বিষয় অনুকরণ করিতে তাহাদের সমান আগ্রহ। তাহারা এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিতে শিখিয়াছে, একশ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিতে শিখিয়াছে, স্ত্রীলোকদিগকে স্বামীত্যাগের অধি-কার দিতে শিখিয়াছে। যাহা হউক, জাপানিজ জননীরা সন্তানসন্ত-

* Japanese lawgiver.

তিকে আপনার স্তনপান করাইয়া থাকেন—সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার ভয়ে সন্তানকে অপরের দ্বারা স্তনপান করাইতে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত শিক্ষা করেন নাই। জাপানে বালকদিগকে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করা হয়। কুত্রাপি তাহাদিগের উপর কঠোর ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

পিতামাতা সন্তানসন্ততির সহিত খেলায় মনোযোগ করেন। কেহ তাহাদের লাঠিম ঘুরাইয়া দেন, কেহ তাহাদের সহিত ঘুঁড়ি উড়াইয়া থাকেন এবং ফুলের সময় হইলে সকলেই আপনাপন পুত্রকন্যাদিগকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গিয়া থাকেন।

জাপানে শিশুদিগের সপ্তম দিবসে নামকরণ হয়। তাহাদিগের বয়স ত্রিশ দিবস হইলে তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে স্নান ও উত্তম বসন পরিধান করাইয়া মাতা তাহাকে মন্দিরে লইয়া যান এবং তথায় যথাবিধি পূজাদি সমাপন করেন। অবশেষে জননী শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া আত্মীয় স্বজনের বাটী বাটী দেখাইতে লইয়া যান। চারিমাসের হইলে শিশুকে পুরুষের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেওয়া হয়। এগার মাস এগার দিন হইলে শিশুর মস্তকের স্থানে স্থানে মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময় হইতে অন্য কোন সংস্কার ব্যতীত শিশু পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইলে বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, সেই সময় সে মস্তক মুণ্ডন করে এবং নামপরিবর্ত্তন করিয়া লয় এবং বিবাহ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

কুমারসম্ভব।

নয়ন অনলে দেব দহি মনোভবে,
পার্ব্বতীবাসনা পূর্ণ না করিলা যবে,
হৃদয়ে নিন্দিল দেবী রূপের গৌরব
"কি কায সুরূপে যদি বিমুখ বল্লভ ?"

সৌন্দর্য্য সার্থক করিবারে একমনে,
মানস করিলা দেবী তপস্যাসাধনে।
এহেন আয়াস বিনা কেমনে লভিবে
হেন পতি; হেন প্রেম কেমনে ভুঞ্জিবে?
গিরীশ লাভ আশায় তপসে নিশ্চয়া
উমাধনে, ধরিল হৃদয়ে শৈলজায়া,
মুনিজনোচিত তপোকর্ম্মে বিমুখিতে
কহিলা উমারে মেনা অতি ক্ষীণ চিতে।—
"ইষ্টদেবগণে বাছা করহ পূজন।
এ মৃদু শরীরে মা গো! তপস্যা কি সাজে?
শিরিস প্রসূন সহে ভ্রমর চরণ
পক্ষিপদ হলে তার নিদারুণ বাজে।
কহিল মেনকা, কিন্তু বিফল কথন
কঠিন নিশ্চয়া বালা রহিল অটল
ইপ্সিত সাধনে স্থির মনে কোন জন
নিবারিবে; কেবা বাধে নিম্নগামী জল?
আসন্ন সঙ্গিনামুখে দেবী মনস্বিনী—
যাচিল পিতারে স্বায় আরণ্য নিবাস
কহিলা "সকাম মনে স্থিরা তপস্বিনী—
সাধিব দারুণ তপ এ মোর প্রয়াস"
উচিত আগ্রহে তুষ্ট চিত শৈলেশ্বর
গৌরীমতে অনুমতি দিল উভরায়
অচল শিখরে দেবী চলিলা সত্বর
তদবধি গৌরীগিরি বিদিত ধরায়।

(ক্রমশঃ)

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড)   সন ১৩০২ সাল, আশ্বিন।   (৬ষ্ঠ সংখ্যা

আগমনী।

ভারতমাতা। (হাঁগো) দেখনা পাঁজিটে কবে আনিব উমারে।
কত দিন বল দেখি দেখিনি বাছারে ॥
আশ্বিনে আশ্বিনে আজ বছর যে যায়।
কত দিন হল আজ দেখিনি কো মায় ॥
কার্ত্তিক গণেশ তোমা নামেতে অজ্ঞান।
কেমনে নিশ্চিন্তে বল ধরিতেছ প্রাণ ॥
মাসাবধি বলিতেছি পাঠাও সম্বাদ।
জনক হইয়ে কেন সাধিতেছ বাদ ॥

গিরিরাজ। আমার কি দোষ প্রিয়ে। জামাতা তোমার।
গুণের সাগর, তার অন্ত পাওয়া ভার ॥
সংসারে আপনি কর্ত্তা মাথার উপরে।
গুরুজন নাহি যেই নিবারণ করে ॥
ছিল সে সন্ন্যাসী কভু নারী দেখে নাই।
(তায়) পেয়েছে পরমা সতী ছাড়েনা কো তাই ॥
পাঠানু কৈলাসে লোক ফিরায়ে সে দিল।
শিব না পাঠালে গৌরী, কি করিব বল ॥

বাসনা।

গিয়াছে শরৎ পুনঃ আনিতে এবার।
দুই পক্ষ গেল আজ (ও) দেখা নাহি তার।

ভারত মাতা। ঐ না শরৎ আসে নীল রথোপরে,
হঁ্যা বাবা শরৎ। মোর গৌরী কতদূরে?
গৌরীরে আসিতে মত দিয়াছেন হর?
তুমি একা এলে কেন কোথা দিগম্বর?
কার্ত্তিক গণেশ তারা কুশলে ত আছে?
আসিতে চাহে কি তারা আমাদের কাছে?

শরৎ। দিগম্বর-দাক্ষায়নী দিক আলো করি।
আসিছেন দ্রুত-পদে ঘোটক উপরি॥
কার্ত্তিকেয় গণপতি ময়ুর মুষায়।
মাতৃসনে মহোল্লাসে আসিছে হেথায়॥
লক্ষ্মী সরস্বতী পথে হেরি জননীরে।
কহিলা আমরা যাব সোহাগের ভরে॥
পার্ব্বতী বলিলা তবে চল সবে যাই।
আসিলেন উমা মাতা আর দেরি নাই॥
শঙ্করী আসেন দেখি যত দেবগণ।
কহিলা যাইব তোমা পিতার সদন॥
এত যে বড়াই কর পিতার তোমার।
লয়ে চল সবে বুঝি লব এই বার॥
এত শুনি গৌরী কন যত দেবগণে।
এস তোমা লয়ে যাই পিতার সদনে॥
আহার পানীয় দানে তুষিব সবায়।
দেখিবে পিতার কেন লোকে যশ গায়॥
চাহি পুনঃ আমা পানে কহিলা পার্ব্বতী।
অগ্রগিয়া মায়ে শরৎ কহ শীঘ্রগতি॥
আসে দেবলোক আজ তব নিকেতন।
উচিত বুঝিয়া মাতঃ কর আয়োজন॥

ভারত মাতা। পরম পাইনু প্রীতি যাও "হিন্দু" যাও।
গীত নৃত্য বাদ্যে আজি ভবন মাতাও॥
আসিছেন সতী মোর আসে দেবগণ।
সাদরে সম্ভাষি সবে করহ পূজন॥

বিষাদ-প্রতিমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আগন্তুকগণ সহসা সৌম্যমূর্ত্তি যুবককে রমণী সমীপে দণ্ডায়মান দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইল, অধিক অগ্রসর হইতে তাহাদের আর সাহস হইল না। সংগ্রাম মুসলমানদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "ওহে বাপু! তোমরা যষ্টি হস্তে এই নিবিড় অরণ্যে কোথায় যাইতেছ? এবং আমাকে দেখিযাই বা সহসা এই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?" আগন্তুকগণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কেহ কিছু উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে এক জন কহিল "মহাশয়! আমরা প্রভুর আদেশ অনুসারে বিবিজীকে লইতে আসিয়াছি, আপনি কিরূপে এই স্থানে আসিলেন?" সংগ্রাম রমণীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "বিবিজী কে? এই মহারাষ্ট্র কুমারী। ইনি ত অবিবাহিতা। তোমাদের প্রভু কে? তিনি কোন বংশসম্ভূত?" আগন্তুকগণ কোন উত্তর প্রদানকরিলেন না। সংগ্রাম পুনরায় কহিলেন "তোমাদের প্রভু কে?" কহিতে কহিতে তাহার গম্ভীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। জনৈক আগন্তুক উত্তর করিলেন "মহাশয়! নাম বলিতে বাধা আছে।" সংগ্রামের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল তিনি বলিয়া উঠিলেন "তিনি যেই হউন, তোমরা চলিয়া যাও, তোমাদের প্রভুকে বলিও যত দিন নির্ম্মলের সংগ্রাম রাও জীবিত থাকিবেন তত দিন তিনি সফল-মনোরথ হইবেন না।"

সংগ্রামের সেই প্রশান্ত গম্ভীর প্রতিজ্ঞা বাক্য স্মরণ করিয়া মুসলমান-দিগের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহারা অনতি বিলম্বে তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল।

মুসলমানেরা পলায়ন করিলে সংগ্রাম পূর্ব্ববৎ যুবতীর মস্তক অঙ্কোপরি স্থাপন করিয়া উপবেশন করিলেন কিরূপে রমণীর চৈতন্য সম্পাদন করিবেন এই চিন্তায় তাহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। চিন্তা কখন একা আইসে না, চিন্তার সহিত আরও কত কি আসিয়া যোগদান করিল। অনতি বিলম্বেই দিবসের প্রথম প্রহর অতিবাহিত হইবে—কল্য অপরাহ্নে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি, বাটীর সকলে কত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, প্রিয় অশ্ব কোথায় রজ্জুবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাকে কোন প্রকার আহারাদি প্রদান করা হয় নাই। তাহার উপর এই যুবতী মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্তা নৃশংসদিগের অত্যাচারে কোমলপ্রাণা সংজ্ঞা হীনা হইয়াছে। এখন কি করি? জীবন থাকিতে ইহাকে ত এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিব না সংগ্রামের হৃদয় এইরূপ চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে এমন সময়ে রমণী "আ—মা" এই কথা দুইটী উচ্চারণ পূর্ব্বক নয়ন উন্মীলন করিলেন।

সংগ্রামের আনন্দের আর সীমা রহিল না। গতচেতনা নিরাশ্রয়া কামিনীকে সংজ্ঞা লাভ করিতে দেখিয়া সংগ্রামের যে কি আনন্দের উদয় হইল তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। রমণী নয়ন উন্মীলন করিলেন বটে কিন্তু এখনও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই তিনি উন্মীলিত নয়নপদ্ম পরক্ষণেই আবার নিমীলিত করিলেন। কিন্তু সংগ্রামের উৎসাহ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল, তিনি বেগে সেন সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে কিছু কাল যাইতে না যাইতেই রমণী আবার নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন। এবার তাহার কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইয়াছে ঊর্দ্ধ ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই নিজ উত্তরীয় বস্ত্রে মুখমণ্ডল সমাবৃত করিলেন। সংগ্রাম রমণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিজ অঙ্ক হইতে তাঁহার মস্তক মৃত্তিকায় অবনমনপূর্ব্বক পুনরায় উত্তরীয় সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ পরে যুবতী চৈতন্য লাভ করিলে সংগ্রাম জিজ্ঞাসা করিলেন "মা তোমার বাটী কোথায়? কিরূপে এই বিজন কাননে মুসলমান হস্তে নিপতিত হইয়াছ" রমণী স্ত্রীসুলভ লজ্জা নিবন্ধন ক্ষণকাল সংগ্রামের কথার উত্তর প্রদান না করিয়া নিরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদারচেতা সংগ্রামের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাদৃশ উপকর্ত্তার আগ্রহাতিশয় ছিন্ন করিতে পারিলেন না, অকুতোভয়ে উত্তর করিলেন "আর্য্য। আর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিবেন না এই কথা বলিতে বলিতে রমণীর নেত্রযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। সংগ্রাম তাহার অবস্থা দর্শনে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। যুবতীর জ্ঞান হইয়াছে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মা আপনি এই খানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি সত্বর আসিতেছি, নিকটে আমার অশ্বটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি তাহাকে লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি আপনকার কোনরূপ আশঙ্কা নাই"। এই রূপে রমণীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সংগ্রাম অশ্বান্বেষণে গমন করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে অশ্ব সমভিব্যাহারে তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন "মা শরীরের অসুস্থতা কিঞ্চিৎ কম হইয়াছে? আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর আসিতে পারিবে কি?"

প্রবাদ আছে মহৎ লোক অপরিচিত হইলেও কেহ তাঁহাদের অবিশ্বাস করিতে পারে না, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। সংগ্রামের সৌজন্য রমণীর হৃদয় এতদূর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল যে রমণী বিবেচনা না করিয়াই উত্তর করিলেন "পারিব"। "তবে আসুন" এই কথা বলিয়া সংগ্রাম অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

গত রাত্রে অন্ধকার নিবন্ধন সংগ্রাম বনমধ্যে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন কিন্তু অদ্য অল্পায়াসেই রমণী সমভিব্যাহারে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হইলেন। বন হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দূর আসিয়াছেন এমত সময়ে সংগ্রাম দেখিতে পাইলেন কতকগুলি লোক উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নদীর দিকে ধাবিত হইতেছে। নদীর দিকে চাহিয়া দেখেন, তিন খানি তরণী তীরবেগে নদীর উপর ছুটিতেছে। এক খানি

অগ্রে অগ্রে, আর দুই খানি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন প্রথম খানিকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সংগ্রাম অনিমেষ নয়নে নৌকাত্রয়ের দিকে চাহিয়া আছেন এমন সময়ে লচমন সিংহের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পশ্চাদাগতা রমণীকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। লচমনের কণ্ঠস্বর তাঁহাকে এতদূর পাগল করিয়াছিল যে রমণীর বিষয় চিন্তা করিবার আর অবসর রহিল না। অশ্ব মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জনতার মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংগ্রাম ব্যগ্রতাসহকারে জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জনকয়েক একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল "মহাশয়। আপনার অনুপস্থিতি সুযোগ পাইয়া মুসলমানেরা রমাবাইকে অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইতেছে। লচমনসিংহ ও আরও কতিপয় মহারাষ্ট্র যুবক তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন"—যুবকেরা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সংগ্রামের আর অপেক্ষা সহিল না।

ঐ সময়ে আর একখানি তরণী মুসলমানদের পশ্চাদনুসরণ করিবার নিমিত্ত তীর পরিত্যাগ করিতেছিল, সংগ্রাম ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন, নৌকা বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। এতাবধি সংগ্রাম পূর্ব্বোক্ত অসহায়া রমণীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। নৌকা তীর হইতে কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে তাহার কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া কূলে সমবেত জনদিগকে উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা দুই চারি জনে একখানি শিবিকা লইয়া শীঘ্র ঐ বনের দিকে গমন কর, তথায় যাইলে এক কিশোরী মহারাষ্ট্রীয় বামাকে দেখিতে পাইবে। তাহাকে অবিলম্বে আমার বাটীতে লইয়া যাও—বিলম্ব করিও না।" কথা শেষ হইতে না হইতে নৌকা বহুদূরে গিয়া পড়িল, সংগ্রামের নৌকা অত্যন্ত বেগে চলিতেছিল তথাপি তিনি মুসলমানদিগের নৌকা ধরিবার নিমিত্ত এতদূর ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে সে বেগে তাহার হৃদয় তুষ্ট হইল না। নৌকা বেগে চালাইবার নিমিত্ত সংগ্রাম নাবিকদিগকে বার বার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন মুসলমানদিগকে ধরিতে হইবে, ধরিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিব, "দ্রুত চালাও দ্রুত চালাও" এবম্প্রকার বিবিধ বাক্য তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল। নাবিকগণ প্রাণপণে

বাহিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সংগ্রামের নৌকা অপর দুইখানি নৌকা অতিক্রম করিয়া মুসলমানদিগের নৌকার সমীপে উপস্থিত হইল। মুসলমানেরা সকলে ভীত হইল তিন খানি নৌকা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইতেছে, পলাইবার আর কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ সংগ্রামের তরণী এত বেগে উহাদের নিকটে আসিতেছে যে অবিলম্বে উহা আমাদের ধরিয়া ফেলিবে, এইরূপ অবস্থায় অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তাহারা রমা বাইকে জলে নিক্ষেপ করিল। রমা বাই একে স্ত্রীলোক তাহার উপর এইরূপ বিপদ, তাহার জ্ঞান চৈতন্য একেবারে নষ্ট করিয়াছে। তিনি জলে পড়িবামাত্র নিমগ্ন হইয়া গেলেন। সংগ্রামও সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পতিত হইলেন, কিন্ত রমা বাইকে ধরিতে পারিলেন না স্রোতস্বিনীর অতল জলে রমা বাই মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, অপর নৌকাগুলি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইল আরও দুই চারি জন জলে লাফাইয়া পড়িল চারি দিকে "রমা বাই রমা বাই" শব্দ পড়িয়া গেল। এমত সময়ে সহসা "ঐ—ঐ" করিয়া জন কএক চীৎকার করিয়া উঠিল। রমা বাই একবার মাত্র ভাসিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিমগ্ন হইয়া গেলেন, কেহই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইলেন না। নদীর ভীষণ স্রোতের সহিত রমা বাই, সংগ্রাম ও অপরাপর সকলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই রমার কেশপাশ আবার জলোপরি দেখা গেল। সংগ্রাম তীরবেগে সেই দিকে প্রধাবিত হইয়া কেশপাশ ধারণ করিলেন, অন্যান্য সকলেও সেই দিকে ধাবিত হইল, নৌকা সকল নিকটে আসিয়া রমা সংগ্রাম ও অপরাপর সকলকে তুলিয়া লইল; সকলেই আনন্দসূচক ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এইরূপে সংগ্রাম রমাকে জল হইতে তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু রমাতে তখন আর রমা নাই, তাঁহার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সকলেই তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য যত্নবান হইলেন। নৌকাত্রয় তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; ক্রমে তাহারা তীরে আসিয়া পৌছিল, কিন্ত তখনও রমার চৈতন্য হইল না দেখিয়া সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

দশরথ বিলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দূর হইতে কুটীর দ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় পরম যোগী ঋষ্য-শৃঙ্গ, নানা রাগ-রঞ্জিত এক প্রশস্ত অজিনে নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট আছেন, তদীয় কোটীদেশ বল্কল-বাসে আবৃত, শিরে সুদীর্ঘ জটা-ভার, সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বিভূতিপুঞ্জে বিভূষিত অথচ শরীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে তাহা লোহিতাভ প্রাপ্ত হইয়াছে, ললাটে প্রজ্জ্বলিত হোম-হুতাশন প্রতি-ফলিত হইয়া, বহ্নি-প্রভ-কান্তি বিশদীকৃত করিয়াছে, প্রশান্ত আস্য মণ্ডলে চন্দন-লেপ শোভমান রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয়, ভগবান্ কমলিনী-নায়ক এই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া সকল প্রকাশক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, অথবা ভূভার হরণের জন্য ধর্ম্ম-দেব মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া, সাক্ষাৎ প্রজাপতিরূপে এই নিভৃত কুঞ্জ-স্থল আশ্রয় করিয়া আছেন। দশরথ পরম আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ম্বদ। পবিত্রতাদেবী, যেন বিরলে তপোবনের সেবা করিতেছেন, নতুবা কমণ্ডলুপূরিত, প্রভূত গঙ্গোদক, মলয়জ চন্দন, বনজাত উশীর, হোম-ধেনু প্রসূত বহ্নি সংস্কৃত নবনীত, গোপাদপ সম্ভূত প্রভূত পয়ঃ ইত্যাদি যাবতীয় পূতিময় পদার্থের এক স্থানে সমাবেশ কেন? সখে। এদিকে দেখ, কুলাল-নয়না মুনি তনয়াগণ সুললিত ব্রততীগণকে উত্তোলন করিয়া কেমন সহকার তরু-গণের সহিত তাহাদের পরিণয় ক্রিয়া সমাধান করিতেছে, পাদপগণ পরিণীত হইয়া নবানুরাগিনী তাপস-কন্যাগণের প্রমোদ বর্দ্ধনার্থ যেন বল্লরী বণিতাদিগকে উৎসঙ্গে ধরিয়া দাম্পত্য-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি-তেছে। সখে। দেখ দেখ, শুকপিকগণ এণকদম্ব ও হিংস্রক শ্বাপদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, যজ্ঞাবশেষ অনিষস্-অনুব্রীহি-সিতচ্ছদা সিত শুক, সামিধ-কুশ ও কন্দমূল ও ফলাদি কেমন পরম সুখে ভক্ষণ করিতেছে, কেহ কাহারও অপকার করিতেছে না, কুরঙ্গিনী স্বীয় বৎসকে পুরোবর্ত্তী রাখিয়া, ক্ষুধার্ত্ত মৃগেন্দ্র শিশুকে স্তন দান করিতেছে, বোধ হইতেছে মহর্ষির তপঃ প্রভাবে শান্তি-দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

অঙ্গেশ্বর স্থলান্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "রাজন!। ভগবানের কি অমোঘ পুণ্য! কুটীরাভ্যন্তরস্থ হোম-কুণ্ড সকল আহুতি পাইয়া বাতায়ন পর্য্যন্ত উঠিতে উঠিতে, পরক্ষণ মহর্ষির করাচ্ছাদনে কেমন মন্দীভূত হইতেছে, এক একবার কুণ্ডোত্থিত ধূমপুঞ্জ জলদ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তপোবন আচ্ছন্ন করিতেছে, আববার অনল-শিকর বাহী অনিল সংযোগে পুনর্ব্বার মন্দীভূত হইতেছে, ফলতঃ মহর্ষির সমস্তই অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড। সেই ব্যক্তিই পুণ্যবান এবং তিনিই ধন্য যাঁহার হৃদয়-দর্পণে তপোবনের সৌন্দর্য্য সকল নিরন্তর প্রতিফলিত হয়। কোশলেশ, ভুবনমোহিনী চিত্তচমৎকারিণী আশ্রম-শোভা অবলোকন করিয়া কহিলেন, "অঙ্গরাজ, তপোবনের কি স্থির-সন্তোষিণী ও মনো-বিনোদিনী শোভা, ইহার যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, একমাত্র সুষমা ভিন্ন আর কিছুই নেত্রগোচর হয় না। ফলতঃ মদকল কোকিলের কাকলি, ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জরণ, নব-ব্রত তাপস শিশুর একতানের বেদোচ্চারণ ইত্যাদি নানা শ্রুতি-সুখময় বিষয় ব্যাপারে তপোবন নিত্য-নিনাদিত। আহা! ইহা শোকার্ত্ত ও বিপন্ন জনের আশ্রয়, পুণ্যভূমির আদর্শ, সন্তোষ ফলাকাঙ্ক্ষীর কল্পবৃক্ষ এবং বিষণ্ন মনো-মীনের জলনিধি-স্বরূপ। এমন মনুষ্যই নাই, তপোবন সন্দর্শনে যাহার হৃদয় আকৃষ্ট ও চিত্তের বিনোদন না হয়, ইহার সমস্তই অলৌকিক প্রীতিপদ ও শান্তি-সম্পদ।"

আশ্রমের সৌন্দর্য্যমালার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া, উভয়ে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে অঙ্গেশ্বর কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন দিবা মধ্যাহ্ন-মুখে উপনীত হইয়াছে, দিবসনাথ নভোবৃত্তের কেন্দ্রগত হইয়া, প্রচণ্ড কিরণ মালায় ধরাতল বিদীর্ণ করিতেছে, আতপ-তাপিত জীবকুল কেহ সুশীতল বৃক্ষতল ও কেহ লোকালয় অন্বেষণ করিতেছে, অনল প্রতিম সৌর করে বিহগকুল ব্যাকুল হইয়া, নিজ নিজ নীড়ে গিয়া বিলীন হইতেছে, চলুন এই সময়ে, আমরাও গিয়া মহর্ষির আশ্রয় গ্রহণ করি।"

অনন্তর তাঁহারা কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি, ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান-ময় চক্ষু দ্বারা তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া ছিলেন. এখন কৃতাঞ্জলিপুটে দর্শন করিয়া বারম্বার

তাঁহাদের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "রঘুপতে! তপোবন বিহারে তোমাদিগকে নিরতিশয় ক্লেশ পরম্পরা সম্ভোগ করিতে হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম কুটীরে গমন করিয়া তপোবন জাত ফল মূল আহারে তৃপ্তি সুখ অনুভব কর, সেখানে মুনিতনয়াগণ তোমাদের পরিচর্য্যা করিবেন, আমার সমাধি ভঙ্গের আর অধিক বিলম্ব নাই, অচিরেই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" মহর্ষি এই বলিয়া বাচংযম হইলেন, তাঁহারাও আনন্দ বিকসিত বদনে বিশ্রাম কুটীরে গমন করিলেন। যথাকালে সমাধি সমাপ্ত হইলে মহর্ষি মনে মনে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! দুর্ল্লভ-দর্শন রাজর্ষি অজ-নন্দন আজ আমার কুটীরে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, বড় সৌভাগ্য।"

অনন্তর তিনি নৃপতির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলে নৃপবর গললগ্ন বসনে, তদীয় চরণে প্রণত হইলেন। মহর্ষি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া একখানি এণচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! কুশল ত? কেমন, অবহিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পক্ষে ত কোন অন্তরায় হইতেছে না? রঘুকুলের উপর ভগবান বশিষ্ঠ দেবের যে স্বাভাবিক করুণা ছিল, তাহার ত কোন ব্যতিক্রম হয় নাই? কায়-মনো-বাক্যে তিনি ত রঘুকুলের শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন? তপোবনে আগমন সময়ে কি কিছু বলিয়া দিয়াছেন?"

রাজা দশরথ ঋষ্য-শৃঙ্গের স্নেহাস্পদ প্রিয় বাক্যাবলী আকর্ণন করিয়া কহিলেন, "দেব! বামনে করবে সুধাকর প্রাপ্ত হইলে, দীন জনে রত্ন কলস পাইলে ও অন্ধজনে নয়ন লাভ করিলে, যাদৃশ সুখানুভব করে, মহর্ষির পাদপদ্ম সন্দর্শনে আমার অন্তরাত্মা তদপেক্ষাও প্রফুল্লিত হইয়াছে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সদা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, রাজন! ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণ চরমে তনয় হস্তে রাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম বিন্যস্ত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া থাকেন, দেখিও তোমা দ্বারা তাহা যেন অতিক্রান্ত না হয়, ফলতঃ বশিষ্ঠ দেবের অনুশাসনই রঘুবংশীয় নরপতিগণের যাবতীয় কীর্ত্তি কলাপের একমাত্র নিদান।

সম্প্রতি দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অস্মদীয় রঘুরাজবংশ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে তজ্জন্যই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আমাকে ভবদীয় পাদপদ্মে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "রাজন্! ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ না করিলে, রঘুবংশের ভাবি দুর্দ্দৈব শান্তির আর উপায়ান্তর নাই, যতদিন তিনি তোমার প্রতি অনুরক্ত না হইবেন ততদিন তোমাকে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে হইবে। ভগবান্! আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম পদার্থের সারতত্ত্বজ্ঞ, ভবদীয় কটাক্ষ সংযোগ হইলে জগতে কিছুরই অভাব থাকে না। দেব! অচঞ্চল কৃপাকটাক্ষে যদি অস্মদীয় প্রিয় পদার্থের অভাব নিবারণে যত্নবান্ হয়েন তাহা হইলে বংশ-বিয়োগরূপ বজ্রাঘাতে রঘুকুল-পাদপ অকালে ভূতলশায়ী হয় না।"

দশরথের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, ত্রিকাল-দর্শী মহর্ষি গলদশ্রু নয়নে অতীব করুণ বচনে বলিলেন, "বৎস! থাক থাক, বিরত হও, আর বলিবার আবশ্যক নাই, তোমার আগমনের পূর্ব্বেই আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। রাজন! জগতে যে ঘটনা কখন ঘটে নাই, অধুনা ইক্ষ্বাকুবংশে তাহাই সংঘটিত হইবে। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ প্রজাপতি আপনাতে অনুরক্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি দেবারাধ্য ভূতভাবন ভগবান গোলক পতি সদয় হইয়া আপনাতে আত্মসমর্পন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। তুমি সত্বরে কোশলে চল, বশিষ্ঠ দেবের সহিত পরামর্শ করিয়া অচিরে তোমার ক্ষোভ নিবারণ করিব।"

তপোবনে আগমন সময়ে দশরথ নিরন্তরই ভাবিতেছিলেন যদি ঋষি চূড়ামণি অননুকম্প হইয়া, অযোধ্যা গমনে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তবে কি উপায় হইবে? কিন্তু এক্ষণে তাঁহার স্বয়ং আগ্রহ দেখিয়া অপার আনন্দ পারাবারে ভাসমান্ হইয়া সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। সুমন্ত্র রথ সজ্জা করিলে নৃপতি মুনিরে লইয়া রথে আরোহণ করিলেন, অঙ্গেশ্বর তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিকারোহণে স্বভবনে প্রতিগত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অষ্টাহ অতীত হইলে রথ কোশলে আসিয়া উপনীত হইল, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের অযোধ্যাগমন-বার্ত্তা শ্রবণে দেব দর্শনে কৌতুহলী হইয়া প্রকৃতি-দল দলে দলে রাজ ভবনাভিমুখে আসিতে লাগিল। লোক কলরবে, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে ও তুরঙ্গগণের হ্রেষারবে নগর একবারে কোলাহলময় হইয়া উঠিল অসংখ্য-জন-পদ ভরে বোধ হইতে লাগিল যেন ধরাতল রসাগর্ভে নিহিত হইতেছে। ফলতঃ ঋষ্য-শৃঙ্গের আগমনে কি পুরস্থল, কি জন পদ, কি প্রকৃতিভবন সমস্তই এক কালে উৎসবময় হইয়া উঠিল।

রাজ ভবনে আগমনান্তর, নৃপবর মহর্ষিকে লইয়া বিশ্রাম-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং জনৈক পরিচারক দ্বারা বশিষ্ঠ দেব সত্বরে সমাগত হইয়া ঋষ্য-শৃঙ্গের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, বহুবিধ কথোপকথনের পর, ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন' "পুরোধার। আপনার অবিদিত নাই, দশরথ কর্ত্তৃক যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ বিহিত বিধানে সমাহিত হইয়াছে, কেবল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সম্প্রতি কমলা-পতি বৈকুণ্ঠ বাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, বিশুদ্ধ রাঘব কুলে জন্ম পরিগ্রহনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, অতএব উক্ত যজ্ঞ-ক্রিয়াটী বিহিত বিধানে সমাহিত করা আবশ্যক। আহা! ইক্ষ্বাকুকুল এত দিনের পর, দেব কুলে পরিণত হইবেন। যাহাদের আশার উপর ঈশ্বরেচ্ছা নির্ভর করে, তাহাদের দেবত্ব লাভ ত কত সহজ। বশিষ্ঠ দেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মহর্ষে। আমি ও পূর্ব্ব হইতে এ বিষয়ের সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে ভবদীয় অনুশাসনে কৃতার্থম্মণ্য হইলাম, আগত বৎসরেই এ বিষয়ের আয়োজনে যত্নবান্ হইব।"

ঋষ্য-শৃঙ্গের আদেশানুসারে পুত্রেষ্টি মহা যজ্ঞ করণে কৃতসঙ্কল্প নৃপবর বশিষ্ঠ দেবকে কহিলেন, "ভগবন। সরযূ-তটে যথাযোগ্য যজ্ঞ-স্থলী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অচিরে তাবৎ আয়োজনাদি সুসম্পন্ন করুণ'„ দেখিবেন

কোন বিষয়ের অভাব বা অপ্রতুল জন্য যেন পরিণামে আমাকে ক্ষুব্ধ বা অনুতাপিত হইতে না হয়।" তদনুসারে বশিষ্ঠ দেব অবহিত হইয়া ঘর্ঘরা-তটে এক প্রকাণ্ড বেদী নির্ম্মাণ করিয়া অচির কাল মধ্যেই তাবৎ আয়োজনাদি সুসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন।

ক্রমে তপোবনবাসী ঋষিবর্গ যজ্ঞ ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত, এবং অষ্টাহের মধ্যে কি মহর্ষি, কি রাজর্ষি সকলেই কৌশলে সমবেত হইলেন। বশিষ্ঠ দেব ঋষিবরের ও সুমন্ত্র প্রভৃতি অমাত্যবর্গ রাজর্ষিগণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। নবম দিবস পূর্ব্বাহ্ণে মহাসমারোহে যজ্ঞারম্ভ হইল, মুনিগণ বেদীর নানা স্থানে তারস্বরে বেদাধ্যয়নে নিরত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে বেদীর সকল স্থল হোম-হুতাশনে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তৎকালীন যজ্ঞ ক্ষেত্র অবলোকন করিলে, প্রতীয়মান হয় যেন বৈকুণ্ঠধাম মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছে। রাজা দশরথ যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া, একে একে সমস্ত ঋষিচরণে বন্দনা করিয়া কহিলেন, 'মহর্ষিগণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার যাঁহাদের ভ্রূক্ষ মুহুর্ত্তের উপর নির্ভর করে, সর্ব্বদোষাকর বিপথগামী, যাঁহাদের অনুমাত্র কৃপাকটাক্ষে স্বর্গ-সুখ লাভ করিতে পারে তাঁহাদের অসাধ্য কি আছে?" ঋষিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন তিনিও আসীন হইয়া পরমানন্দে যজ্ঞ-ক্রিয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্ত্তিমান অরুণ প্রতিম একটী হোম কুণ্ড অনিবার্য্য রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; ঋষিগণ হবিঃ কুম্ভ সকল কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সংস্থাপন পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রাবীড় কালীন জলধর পটলের ন্যায় জলন্ত অনল-শিখা এক একবার নভোস্থল ভেদ করিয়া উঠিতে উঠিতে বেদ-মন্ত্রপূত সমিধ সংযোগে পুনর্ব্বার মন্দীভূত হইতে লাগিল।

এই রূপ অভূত-পূর্ব্ব অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড সকল সন্দর্শন করিয়া, দর্শন কুতূহল দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে নির্নিমেষ নয়নে এক দৃষ্টে কুণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল সকলেরই নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সৃষ্টি-সংহারক ঋষি চক্র যজ্ঞসূত্র ব্যূহবদ্ধ হইয়া উচ্ছেদ ব্রত অবলম্বন;

পূর্ব্বক কোশলে আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং যজ্ঞ-হোম-ধূপ-দেশে অসংখ্য উল্কা পতনে ইহার ধ্বংসাবশেষে উদ্যত হইয়াছেন, ক্রমে প্রচণ্ড অনল সখা-প্রভঞ্জন সরযূ বারি বিকম্পন করতঃ প্রবল বেগে ধাবমান হইতে লাগিল, যেন কোশলের তৎকালীন অশুভ, সংবাদ বিজ্ঞাপনার্থেই তরঙ্গিনী কল বীচিরবে উচ্চৈঃ ক্রন্দন করিতে করিতে প্রাণপতি বারিধির নিকট গমন করিতেছে, দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হোমধূমে আবৃত হইল, বাষ্প-তিমির অম্বুদাকারে দর্শক জনগণের নেত্রাম্বর আচ্ছন্ন করিল। মধ্যে মধ্যে উদ্গাত অনল শিকর উল্কাপাতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

মরণোল্লাস।

সুখের প্রভাত মোর কবে
হবে বল দুখের অন্তরে।
পুলকে পূরিত প্রাণ হ'তে
হাসি ফুটি' মিশিবে অধরে
অবিরত আঁখি দুটি হ'তে
কবে বল ঝর্ ঝর্ ঝরে—
প্রেমের কিরণ মাখা ধারা
ঝরিবে রে প্রেমময় তরে॥

মৃগজায়া-মনমুগ্ধ আঁখি
চঞ্চলতা দিয়ে বিসর্জ্জন
কবে বল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি
বিভুধ্যানে হবে নিমগন॥

সমানের সমতা বিনাশি
অপানে করিয়া পরাজয়
আমার এ সঙ্কীর্ণ পরাণ
মহাপ্রাণে পাইবেক লয়

ক্ষুদ্র পঙ্ক মহাপঙ্কে মিশি
যাহা ছিল পুনঃ তাই হবে
সূক্ষ্মদেহ করি অধিকার
দিব্য নিকেতনে সুখে রবে।

পবিত্র সে মধুময় ধাম
জরা-মৃত্যু নাহিক সেখানে
নাহিক বিষাদ-গীতি সেথা
নাহি দুঃখ জাগ্রত স্বপনে ॥

নাহি সেথা প্রণয়ে বিচ্ছেদ
অবিচার রাজার আসনে
নাহি সেথা ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বেষ
জাতিভেদ কুটিলতা মনে ॥

নাহি সেথা অশান্তি হুতাশ
মধুমাখা হৃদি ভাঙ্গিবারে
নাহি সেথা মায়া মরিচীকা
জীবের জীবন নাশিবারে ॥

নাহি সেথা প্রেমে অত্যাচার
বিষ হতে অতি খরতর।
নাহি সেথা দুঃখের উচ্ছ্বাস
আঁধার রজনী ভয়ঙ্কর ॥

অম্লান কুসুমরাজি সেথা
অসঙ্কোচে হয় উন্মিষিত।
মধুলোভী ফুলবঁধু সেথা
ক্ষণতরে না হয় বঞ্চিত ॥

চক্রবাক চক্রবাকী দোঁহে
নিশি দিন মধুর মিলনে
ঢালিছে অমিয় ধারা সেথা
পরস্পর জড়িত জীবনে॥

হায়। কবে সে দিন আসিবে
হাসি মুখে যাব সেই ধামে।
লুটাইবে পরাণ আমার
শ্রীরাধায় হেরি শ্যাম বামে॥

ঋষিগণের একই মত।

মহর্ষিগণ প্রণীত শাস্ত্র সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অক্ষম পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রাপ্ত কৃতবিদ্য আর্য্য সন্তানগণের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, আর্য্যমহর্ষিগণের ধর্ম্মমত সকল পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র সকলের মতের কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই, এমন মত নাই যাহা ঋষিদিগের শাস্ত্রে নাই, যিনি যেরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে পরিপোষণ করেন তিনি তদুপযোগী মতও শাস্ত্র হইতে প্রমাণ-স্বরূপ বাহির করিতে পারেন, অনুকূল সকল মতই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ত্তমান, কেহ সাকার উপাসনার প্রবর্ত্তক কেহ তাহা মোক্ষের বিরোধী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ কর্ম্ম কেহ জ্ঞান, কেহ বা ভক্তিকাণ্ডের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি ভক্তগণ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া হিন্দু যবনে মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং কপিলাদি সিদ্ধবর্গ ঈশ্বরের অস্তিত্বই মানেন নাই, অথচ হিন্দু বলিয়া উভয়েই পূজিত, কোথাও স্ত্রীগণকে পূজার্হ ও গৃহের দীপ্তি স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আবার কোথাও বা স্ত্রীগণ ধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে এত বিরুদ্ধমত সকলের সমাবেশ আছে যে তন্মধ্য হইতে সত্য নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ। এরূপ স্থলে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করা ঘোর বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে।

যাঁহারা আর্য্য শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম ভেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া বহির্দৃষ্টিতেই ইহাকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এতৎ সম্বন্ধে অদ্য গুটিকতক কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। হিন্দু-শাস্ত্রের সুগভীর মর্ম্ম সকল আমরা যে সম্যক্ রূপে উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি সেরূপ স্পর্দ্ধা আমরা করি না, তবে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

বাহির দেখিয়া ভিতরের বিচার করা সাধারণ জীবের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমরা এই রূপে বিচার করিতে যাই বলিয়া অনেক সময় প্রতারিত হই। যিনি হিন্দুশাস্ত্র সকল মন্থন করিতে পারিয়াছেন তিনিই অকপটে বলিয়াছেন যে বহির্দৃষ্টিতে শাস্ত্র সকলের মত নানা রূপ বোধ হইলেও ইহার সারভাগ সর্ব্বত্রই এক রূপ এবং সকলে একই কথা বলিয়াছেন ও একই লইয়া নাড়া চাড়া করিয়াছেন, তবে বাহিরে এ রূপ অসামঞ্জস্য হয় কেন?

ঈশ্বর অনন্ত সুতরাং তাঁহার গুণও অনন্ত ভাবও অনন্ত, রূপ ও অনন্ত এবং শক্তি ও অনন্ত। অনন্ত অনন্ত ভাবে অনন্ত রূপে অনন্ত স্থানে বিরাজিত। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালু কণার পরমাণুর অভ্যন্তরেও তিনি, তেজোময় প্রকাণ্ড সবিতার মধ্যেও তিনি, নিহার কণার মধ্যেও তিনি প্রজ্জ্বলিত বহ্নিরাশির ভিতরও তিনি। সুতরাং যাঁহার সকলই অনন্ত তাঁহার বর্ণনা ও যে অনন্ত হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? অনন্ত লোক অনন্ত ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং অনন্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মনে করুন চারিজন ব্যক্তি সূর্য্য সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা করিলেন। একজন প্রভাতের সূর্য্যের বর্ণনা করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি মধ্যাহ্নের তৃতীয় অপরাহ্নের ও চতুর্থ ব্যক্তি অস্তগামী সূর্য্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিলেন। চারি জন একই বিষয় লিখিলেন তথাপি বর্ণনা চারি প্রকার হইল কেন? কাহার ও সহিত কাহার সর্ব্বাংশে মিল নাই অথচ সকলেই সত্য কথা লিখিয়াছেন। অনন্ত ঈশ্বরের সহিত তুলায় বালুকণা সদৃশ সূর্য্য সম্বন্ধে যদি এইরূপ সম্ভব হয় তাহা হইলে অনন্ত সম্বন্ধে বর্ণনা যে বিভিন্ন রূপ হইয়া পড়িবে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে?

ঈশ্বরের বর্ণনা যেখানে সেখানেই এই রূপ। তবে কি মিল কোথাও নাই? তাহাও আছে। অনন্ত রূপে বর্ণনা করিতে করিতে ঋষিরা এমত স্থানে গিয়া পৌছিয়াছেন যেখানে বর্ণনা আর চলে না, যেখানে বাক্য পৌছায় না মন ও যাইতে পারে না। 'বাকমনসি গোচরং' সেই অনির্ব্বচনীয় অবস্থায়, যেখানে অনন্ত বাক্য মনের অগোচর হইয়া গিয়াছে। এবং এই অবস্থা সম্বন্ধে সব ঋষিরাই এক মত। সকলেই এক বাক্যে তাঁহাকে "নিজবোধ রূপং" বলিয়াছেন।

ঈশ্বর অনন্ত বলিয়া তাহার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমাজে ঋষিদিগের ব্যবস্থার মধ্যেও মত ভেদ লক্ষিত হয় কেন? মত ভেদ কিছুই নাই, তবে যিনি যেখানে যাহা বলা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন তিনি সেখানে সেই রূপই বলিয়াছেন কারণ তাঁহাদের ন্যায় ঋষিরা কখন অনাবশ্যক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না সুতরাং অনাবশ্যক কথাও বলিতেন না। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন তখন তাঁহার সেই রূপ ভাবে প্রচারই আবশ্যক হইয়াছিল হিন্দুর মন প্রকৃতি পূর্ব্বেই রোগগ্রস্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সেই রোগকে বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। পুরাণ সকল তাহার সম্যক উপসম করিয়া দিতে পারিল না কাজেই শঙ্করাচার্য্যের উপদেশের প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার সমাজে যখন পশু ভাবের প্রাদুর্ভাব হইল ভক্তির উৎস পরিশুষ্ক হইবার উপক্রম হইল তখনই ভক্তির অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরে হরি ভক্তি প্রচার করিলেন। সমাজের যখন যাহা প্রয়োজন হয় সাধুগণ সমাজে সেই রূপ শিক্ষাই প্রচার করিয়া গিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য উভয়ের উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ সমাজ সংস্কার ও লোক শিক্ষা কিন্তু উপদেশ ভিন্ন রূপ হইয়াছে কারণ সমাজের আভ্যন্তরিণ অবস্থা ও ভিন্ন রূপ ছিল। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে চমকিত করিয়া যশোলাভ করা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। রোগ কাতর জীর্ণ শীর্ণ সমাজকে আরোগ্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সুতরাং যে ঔষধে পীড়ার শান্তি সম্ভব তাহাই ব্যবস্থা

করিয়াছেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য এক, বিশ্বাস এক, উপায় বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিগণের আরোগ্য সম্পাদনের নিমিত্ত সমবিশ্বাসী চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সাধারণ প্রণালীর ঈষৎ ব্যতিক্রম হইলে তাহাদিগকে ভিন্ন মতাবলম্বী বলিতে পারা যায় না।

সাধারণের চক্ষে সাধুদিগের লেখার মধ্যে মত ভেদ হইবার আর এক কারণ এই যে সাধুরা অন্যদিগের হিতার্থে সকল সময় সকল কথা খুলিয়া বলিতেন না। তাহারা শাস্ত্র সকল এ রূপ ভাবে লিখিয়াছেন, যে যেরূপ প্রকৃতির লোক সে যেন সেই রূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য ইহা হইতে গ্রহণ করিতে পারে। যিনি যে রূপ অধিকারী তাঁহার জন্য ব্যবস্থাও তদ্রূপ। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তাঁহার জন্য যে রূপ উপদেশ ও শাসন, যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস ও অস্থির বুদ্ধি এবং ঈশ্বর ভক্তি বিমুখ তাঁহার জন্য সেই রূপ ব্যবস্থা কখন হইতেই পারে না। অতি লঘু আহার জীর্ণ করিবার যাঁহার ক্ষমতা নাই ঘৃত মাখনের উপকারিতা বর্ণনা তাঁহার নিকট না করাই ভাল, কি জানি যদি কখন লোভ পরতন্ত্র হইয়া ঘৃত ভোজন করিয়া বসেন। ক, খ, শিখিতে অভ্যাস করিয়া যেমন যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে কালে বেদ বেদান্তাদিতেও সম্যক পারদর্শিতা লাভ করা যায় তদ্রূপ পূজা ও সাধনার নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিলে কালে যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না এমন কোন কথা নাই। ঋষিরা কোন কথা বলিতেই বাকি রাখেন নাই। শাস্ত্রের মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সংসারের বদ্ধজীবগণ যে নানারূপ অনর্থ ঘটাইবে তাহাও তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতেও বিস্মৃত হন নাই। ঋষিগণ ভূরি ভূরি বলিয়াছেন যে বদ্ধজীবগণ যেন আপনাদের চঞ্চল ও মোহযুক্ত মনের উপর বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিবার বা কোন রূপ সাধন করিবার প্রয়াস না করে। উপদেশ মাত্রেই "গুরুবাক্যেন লভ্যতে" বলিয়াছেন। প্রতি তন্ত্রেই ঐ একই কথা। পাছে জীবগণ ভ্রমের সাহায্যে ভ্রম হইতে মুক্ত হইতে গিয়া আবার ভ্রমে পড়ে সেই জন্য তাঁহাদের হিতার্থই ঐরূপ ঐরূপ বলিয়াছেন। সকল কার্য্যেরই শিক্ষক আবশ্যক একথা সকলে ভাবিয়া দেখেন না।

আমরা স্বয়ং শাস্ত্রের মর্ম্মভেদ করিতে অপারক, কাজেই বিভিন্ন মতের পরস্পর সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারি না। উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে আর উক্ত ভাব হৃদয়ে উদয় হয় না আর উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না একথাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। যিনি তিমির নাশের জন্য চন্দ্র সূর্য্য, ক্ষুধা নিবৃত্তি হেতু অন্ন ও পিপাসা শান্তির জন্য সলিল এবং আমাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখেন তিনি যে ধর্ম্ম-পিপাসিত, জীবগণের উদ্ধারার্থ সংসারে এরূপ শিক্ষক প্রেরণ করেন নাই ইহা কি সম্ভব হয়?

কালের পরিবর্ত্তনের সহিত লোকের মতেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। আর্য্যশাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দেশের পিপাসু ব্যক্তিগণই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, যে সকল পুস্তক কখন চক্ষে দেখি নাই বা স্পর্শ করিব বলিয়া আশা করি নাই আজ তাহা স্থানে স্থানে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্র দেখিবার জন্য, বাইবেল ফেলিয়া ইউরোপের অনেক খৃষ্টানগণও ব্যগ্র হইয়াছেন।

জর্ম্মণি আমেরিকা প্রভৃতি বিজাতীয় দেশে হিন্দু শাস্ত্রের আশাতীত সমাদর হইতেছে।

হে আর্য্য নামধারি হিন্দুগণ। আজ কোথায় তোমরা নিজ শাস্ত্রে সম্যক প্রকারে পারদর্শী হইয়া অজ্ঞ বিজাতীয়দিগকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবে, কোথায় তোমরা আপাত-বিভিন্ন উপদেশবর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের সন্দেহ দূর করিয়া দিবে না তোমরাই সেগুলি হৃদয়ে ধারণ করিতে একেবারে অক্ষম হইয়া বসিয়া আছ। ইহা অপেক্ষা সন্তাপের বিষয় আর কি আছে।

কুমারসম্ভব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রতিসরে বিলোপিত চন্দন লেপন
যেই হারে, ধীরাদেবী ত্যজিল তাহায়।
পয়োধর উচ্চতায় বিগতকুঞ্চন
বালারুণ-চিরবাস, বন্ধনিল হায়।

দ্বিগুণা মঞ্জুমেখলা পরুষ ভীষণ
ধরিলা সুব্রতাদেবী প্রফুল্ল অন্তরে।
রোমঞ্চ বিক্রিয়াযোগে কোমল জঘন
লোহিত বরণ তাই পুলকেতে ধরে।
বিরাগে অধররাগে হইয়া বিরত
পয়োধ-রঞ্জন কন্দুকেতে স্নেহহত
অক্ষমালা প্রেমে কর হৈল হতচিত
কুশাঙ্কুরে করশাখা সদত ব্রণিত।
মহার্হ শয়ানে যেই কুন্তল-বিচুত
কোমল প্রসূনে বহু পাইত যাতনা
সেই এবে ভূমি পরে শয্যা বিরহিত
বাহুলতা-উপাধান করিল কামনা।
নিয়ম সংযতাদেবী তন্বীলতা কুলে
বিলাস বিভ্রম হায় স্থাপিলা যতনে
বিলোল দর্শন পুনঃ, হরিণীসঙ্কুলে
গ্রহণ মানসে স্বীয় ব্রত অবসানে।
ঘট-পযোধর-স্রাবে তরু শিশুগণে
পালিত যতনে দেবী দিবস যামিনী
সে স্নেহ যতন তাঁর, কুমার জননে
ভুলিতে নারিয়াছিলা পাষাণনন্দিনী।
নিবার অঞ্জলিপুষ্ট হরিণ নিচয়
বিশ্বাস করিত তাঁরে আপনার জ্ঞানে।
কুরঙ্গ-নয়নে চাহি সঞ্জাত-বিস্ময়
তুলনায় হেরিতেন আপন নয়নে।
স্নানান্তে হোমাদি ক্রিয়া করি সমাপন
চীরবাসা স্তুতিপাঠে হইত মগন
ঋষিগণ আসিতেন দর্শন আশায়
ধার্ম্মিকের বয়োভেদে কিবা আসে যায়।

সে পাবন তপোবনে যেবী জীবগণ
বৈব পবিহার কবি সদা সুখে রয
ফলদানে শাখী কবে অতিথি সেবন
উটজে অনল সদা প্রজ্জ্বলিত বয।
তখন হইলা দেবী এ হেন আচাবে
ক ঙ্খিত বিষয লাভে বিফল-যতন
উপেক্ষিযে কমনীয মৃদুল শবীবে
উগ্রতব তপাচাবে নিযোজিত মন।
কন্দুক-ক্রীডনে যেই চাহিত বিবাম
সে আজি কঠিন তপে কবিলা প্রবেশ
সুবর্ণ কমলে বিবচিত জীবধাম
মৃদু বটে, কাঠিন্যেব দৃষ্টান্ত বিশেষ।
নিদাঘে সস্মিতাননা ক্ষীণাঙ্গী তাপসী
চতুব অনল মাঝে কবিযা গমন
সবিত প্রখব তেজোগাহি মুখশশী
ববি মুখ চাহি হায কবিত ধাবণ।
ববিব কিবণে তাব বদন কমল
বিকট নলিন সম শোভা প্রকাশিল
কালিমা ধবিল কিন্তু অপাঙ্গ বিমল,
মার্ত্তণ্ড মযূখে আজি কলঙ্ক হইল।
অযাচিত উপনত অম্বুকণা পানে,
তাবাপতি চন্দ্রিমাব অমিয কিবণে
জীবন ধবিলা দেবী মহীরুহ সম
সহিযে যামিনী দিবা যাতনা বিষম।
আদিত্য অনলতাপে ইন্ধন আগুনে
তাপিতা কমলবালা, তাপিতা ধবণী
প্রাবিষে সুসিক্ত দেহ বাবি ববিষণে
ঊর্দ্ধগামী বাষ্পবাজি ত্যজিলা অমনি।

পক্ষ্মরাজি সুশোভন বারি বিন্দু মালা
অধরে পড়িয়ে পুনঃ পয়োধর শিরে
বিচূর্ণিল, বলি মাঝে বিগত শৃঙ্খলা
ধাইল আবার তত দ্রুত নাভি তরে।
নিরন্তর বর্ষাধারা শীত বাত সহি
অনিকেতা শিলাতলে রহিল শয়ান
তড়িত অবলোকনে পুনঃ পুনঃ চাহি
নিশা মহাতপে সাক্ষ্য করিল প্রদান।
অত্যন্ত হিমসময়ে সহাস্য রজনী
যাপিল উদকবাসে সুব্রত ধারিণী।
বিরহি আক্রোশযুত চক্রবাক সঙ্গে
সতত হেরিত দেবী কৃপা অনুরাগে। (ক্রমশঃ)

কাঙ্গলা পাগলা।

আমরা যে সকল ব্যক্তিকে অকর্ম্মণ্য ও অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করি সে সকল ব্যক্তিই সুনিপুণ পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হইলে সময়ে কর্ম্মণ্য ও স্পৃহণীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কাঙ্গলা পাগলাকে পাঠক মহাশয়গণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাহার চরিত্র পাঠে আমার কথায় কিছুমাত্র সত্যতা আছে কি না বিবেচনা করিতে পারিবেন।

কাঙ্গলা জাতিতে গোয়ালা, অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আলয়ে প্রতিপালিত হইতেছিল। যখন তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইল তখন তাহাকে বিকৃতচিত্ত ও কোনরূপ বিষয় কর্ম্মে অনুপযুক্ত অথচ আহারে বিলক্ষণ নিপুণ দেখিয়া তাহার ভাগিনেয়গণ তাহাকে আপনাদের গলার কণ্টক-স্বরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক দিন তাহারা কাঙ্গালাকে আমার খুড়া মহাশয়ের কাছে আনিয়া কহিল "আপনি ইহাকে আপনার বাটীতে রাখুন চারিটী চারিটী

প্রসাদ দিবেন ইহার বায়ুর ছিট আছে বটে ছিট কোনরূপ উপদ্রবকারী নহে মহাশয়ের বাটীতে থাকিলে ফাইফরমাস খাটিবে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।

খুড়া মহাশয়ের তাহাদের কথায় বিশ্বাস ছিল, বিনা বেতনে একটী চাকর পাইতেছেন বলিয়া সম্মত হইলেন। খুড়া মহাশয় পাড়াগাঁয়ের এক জন গণ্য মান্য বুদ্ধিজীবী সম্ভ্রান্ত লোক বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় তাঁহার দখল ছিল এবং সংপরামর্শ প্রদান কালে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিভা ও প্রকাশ পাইত। বল্লালীয় কৌলীন্যেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন না কিন্তু পৈতৃক কিছু ভূমি সম্পত্তি থাকায় এবং সন্তানাদি না থাকায় বিদেশে যাইয়া কোনরূপ বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অথচ তাঁহার টাকা আছে বলিয়া খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল দশ জন কাছে আসিয়াও বসিত. একরূপ সময়ে এক জন ফাইফরমাস খাটিবার লোক নিতান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কাঙ্গালাকে বাটীতে রাখিতে সম্মত হইলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত কাঙ্গলাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার শরীর বলিষ্ঠ, খাটাইয়া লইতে পারিলে একলা চারি জন লোকের কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সে কিছু নির্ব্বোধ "বিয়ে বিয়ে" করিয়া পাগল অলঙ্কার-প্রিয় পরিশ্রমী ও সরল প্রকৃতি তিনি আরও দেখিলেন তাহাকে বিশ্বাস করাও যাইতে পারে।

কাঙ্গালার আহারাদির ভাল মন্দ বিচার ছিল না ভাত ডাল একটা তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাইলেই তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার হইত এবং এক খানা সামান্য মোটা কাপড়ে পরিপাটী পরিচ্ছদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত কিন্তু মাদুলী ও গোট এই দুই অলঙ্কার পরিধানের আশা বড়ই বলবতী ছিল "মাদলা গোট্‌লা ও বিয়ে" এই গুলির দাবী সর্ব্বদাই করিত এবং খুড়া মহাশয় সর্ব্বদা মধুর প্রবোচনা বাক্যে তাহার তৃপ্তিসাধন করিতেন, সেও দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার করণীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। কাঙ্গলা বিয়ে পাগলা ছিল বটে কিন্তু কখন কোন স্ত্রীলোকের প্রতি উচ্চ নয়নে দৃষ্টি পাত করে নাই বরং মধ্যে মধ্যে গোচারণের মাঠে তাহার গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া কোন বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় আশার প্রতিকৃতি

মনে মনে কল্পনা করিয়া সময়ে সময়ে কতই আনন্দিত হইত। সে বৃক্ষ-মূলে উপবেশন পূর্ব্বক কখন নব-পরিণীতা কামিনীকে নববস্ত্র পরিধান করাইতেছে কখন বা তাহাকে স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া আনন্দিত হইতেছে কখন বা উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে। এই সমুদায় কল্পনা কালে সে ভাবাবেশে এমনি বিহ্বল হইয়া যাইত যে সম্মুখে লোক দাঁড়াইয়া শুনিতে থাকিলেও সে তাহা টের পাইত না। আমরা সময়ে কত অদ্ভুত অসম্ভব বিষয় মনে মনে কল্পনা করিয়া কত আনন্দিত হইয়া থাকি তাহা অপর কেহ জানিতে পারে না। কাঙ্গলার মনোভাব অপরে জানিতে পারিত সুতরাং সে পাগল বলিয়া খ্যাত ছিল।

কাঙ্গলা বারম্বার ফরমাইসের প্রতি বড়ই বিরক্ত ছিল, তাহাকে যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা একেবারে বলিয়া দিতে হইবে। খুড়া মহাশয়ও সে বিষয়ে খুব দক্ষ ছিলেন, তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া কাঙ্গালিকে কহিতেন "কাঙ্গালি! তুমি গোয়াল পরিস্কার করিয়া, গরুকে জাব দিয়া, দোকান হইতে অমুক অমুক দ্রব্য আনিয়া দিয়া, খান কতক কাট চেলা করিয়া দেও; তাহার পর অমুক অমুক গ্রামের অমুক অমুক প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া তৈল মাখিয়া চট্ করিয়া স্নান করিয়া আসিয়া ঘড়া লইয়া জল তুলিতে থাক।" কাঙ্গালিও সেই হুকুম মতে দ্বিরুক্তি না করিয়া দৌড়াদৌড়ি হুকুম তামিল করিতে থাকিত। সেই সকল কার্য্য সমাপনের পূর্ব্বে পথি-মধ্যে কেহ তাহাকে বসাইয়া তামাক খাওয়াইতে পারিত না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার ফরমাস করিতে হইলে খুড়া মহাশয়ের পক্ষে কিছু বিভ্রাট উপস্থিত হইত। তাহাকে "মাদলা গোট্‌লা" অথবা বিবাহের কথা উল্লেখের পূর্ব্বে দ্বিতীয় ফরমাইস করিতে সাহস হইত না। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কখন সন্তুষ্ট চিত্তে দ্বিতীয় আদেশ প্রতিপালন করিত। কখনও বা ক্রোধান্বিত হইয়া কহিত "যা যা তুই বড়লোক, ছেলে বেলা থেকে মাদলা গোট্‌লা দিচ্চিস"। খুড়া মহাশয় সে কথায় হাঁসিয়া স্বর্ণকারের দোষ দিয়া কাটাইয়া দিতেন। একদা খুড়া মহাশয়কে বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কয়েকদিন গ্রামান্তরে থাকিতে হইয়াছিল একারণ পাক কার্য্যাদির সাহায্যার্থে

কাঙ্গালিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তথায় তিনি একদিন প্রাতঃকালে কাঙ্গালিকে ডাকিয়া কহিলেন "কাঙ্গালি! একটা দাঁতন ভাঙ্গিয়া আনত।" কাঙ্গালি জানে মনিব মহাশয় 'সেওরার' দাঁতন করিয়া থাকেন সে গ্রামে পথের ধারে 'সেওরাগাছ' দেখিতে না পাইয়া বরাবর দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী মনিব বাটীর নিকটস্থ আম্র বাগান লক্ষ করিয়া ধাবিত হইল। খুড়া মহাশয় খানিক কাঙ্গালির অপেক্ষা করিয়া আপনি একটা দাঁতন ভাঙ্গিয়া দন্ত ধাবন পূর্ব্বক সন্ধ্যা আহ্নিক আহারাদি সমাপন করিয়া কাঙ্গালির অন্ন চৌকি দিতেছেন এমত সময় কাঙ্গালি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দাঁতন হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঙ্গালি কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় কাঙ্গালি বিরক্তভাবে সজোরে উত্তর করিল "কেন দাঁতন আনিতে আপনিত বলিয়াছিলেন, মনে নাই ?" খুড়া মহাশয় হাঁসিয়া কহিলেন বড় পরিশ্রম হইয়াছে শীঘ্র স্নান করিয়া আইস অন্ন শুকাইয়া যাইতেছে। কাঙ্গালি স্নান করিয়া আহার করিল।

কাঙ্গালি চরণের সতর্কতাও খুব ছিল। একদা কতিপয় ভিন্ন গ্রামস্থ প্রজা বাটীতে আসায় রজনীতে তাহাদিগকে আহার করাইবার জন্য বাটীর কর্ত্রী-প্রাঙ্গনে পাতা করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া কাঙ্গালিকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ কাঙ্গালি আমি এই সকল পাতে অন্ন দিয়া তরকারি আনিতে চলিলাম দেখ যেন কুকুরে পাত উচ্ছিষ্ট না করে। কাঙ্গালি তৎক্ষণাৎ 'শজিনারডাল' হাতে করিয়া পাত চৌকি দিতে বসিল এবং নিদ্রাবেশে ঢুলিতে লাগিল। কর্ত্রী অন্ন পরিবেশন করিয়া যেমন অবনত ভাবে ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে যাইবেন অমনি কাঙ্গালি সজোরে 'শজিনার ডাল' দিয়া কর্ত্রীর পৃষ্ঠে আঘাত করায় তিনি থালা ফেলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাঙ্গালিকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাটীর সকলে দৌড়াদৌড়ি আসিয়া ব্যাপার অবগত হইয়া কাঙ্গালিকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করায় কাঙ্গালি কহিল "মা ঠাকরুণ! আমি বলি কুকুরে ভাত খাইয়া যাইতেছে।" আর কি হইবে ব্রাহ্মণের কন্যা সেই রাত্রিতে আবার স্নান করিয়া আসিলেন।

কাঙ্গালি চরণের শোক প্রকাশের ও রকম আছে। কাঙ্গালি কোন

কুটম্বের বাটীতে তত্ত্বাদি লইয়া গেলে যে পয়সা পাইত তাহা গোট গড়াইবার জন্য খুড়া মহাশয়ের কাছে জমা হইত। একসময়ে সে পয়সা জমা না দেওয়ায় খুড়ামহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাঙ্গালি প্রত্যুত্তর করিল "আমি ফেরত আসিবার কালে উমেশ পোদ্দাদের দোকানের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলাম সেখানে শুনিলাম আমার বড়দিদির মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া বড় দুঃখ হইল তাই আট পয়সার মুড়ি মুরকি কিনিয়া খাইয়া ফেলিলাম।

এইত কাঙ্গালির বুদ্ধি বিবেচনার কথা শুনিলেন। খুড়া মহাশয় এ হেন কাঙ্গালিকে স্নেহ প্রকাশ ও সদুপদেশ দান দ্বারা এমন বশীভূত করিয়া ছিলেন এবং তাহাদ্বারা এত কার্য্য করাইয়া লইতেন যে লোকের দেখিয়া ঈর্ষা হইত। কাঙ্গালি 'আবোর' হইলেও কেহ স্নেহ প্রকাশ করিলে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিত। খুড়া মহাশয়ের যত্নে সে এমত বশীভূত হইয়াছিল এবং বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিত যে অনেকে সহস্র চেষ্টা করিয়া ও তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে কিম্বা তাহার বিশ্বস্ততার কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারে নাই।

খুড়া মহাশয় কাঙ্গালিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন কাঙ্গালি বুদ্ধি দোষে ক্ষতি করিলে ও সে দোষ নিজের বিবেচনা করিতেন কারণ কাঙ্গালিকে পূর্ব্বে সতর্ক করিলে সে তাহা কখনই করিত না। কাঙ্গালি পরিশ্রম করিতে কাতর ছিলনা। খুড়া মহাশয়ের কোন কার্য্য করিবার আদেশ করিলে তাহা পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কেহ তাহাকে আহার বিহার আমোদ আহ্লাদ বা অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত করাইতে পারিত না অথচ তাহাকে কার্য্য করাইবার জন্য খুড়া মহাশয়ের কোন পেড়া পীড়ি ছিলনা সে যাহা করে তাহাই তিনি লাভ বিবেচনা করিতেন কিন্তু সে খুড়া মহাশয়ের আদেশ ও উপদেশ দেববাণী স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিত।

আমরা এ পর্য্যন্ত কাঙ্গালিকে পাগল বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তাহার শেষাবস্থার বিবরণ পাঠ করিয়া তাহাকে পাগল বলা উচিত কিনা পাঠক মহাশয় তাহা বিবেচনা করিবেন।' খুড়া মহাশয়ের স্বর্গারোহনের

পর হইতেই কাঙ্গালি বারম্বার পীড়িত হইতে লাগিল। আমি একদিন খুড়া মহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাহার ঐরূপ পীড়িত অবস্থা দেখিয়া কহিলাম "কাঙ্গালি! এখানে রীতি মত চিকিৎসা হইতেছে না, আমার সঙ্গে চল তোমাকে ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য করিব। এখানে এমত অবস্থায় থাকিয়া কি মারা পড়িবে?" তাহার সেই স্থানটীর উপর অতিশয় মায়া জন্মিয়াছিল, সে স্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা ছিলনা। সুতরাং সে উত্তর করিল "যদি আমার 'একসের' থাকে, এখানেই আরোগ্য হইব নচেৎ কোন সেঙ্গাৎ আরোগ্য করিতে পারিবে না।" আমি কাঙ্গালির মন ও মত বুঝিয়া নিরস্ত হইলাম।

তৎপরে কয়েক দিন বাদে আর একদিন সন্ধার সময় তথায় গিয়া দেখিলাম কাঙ্গালি পূজার দালানে শয়ন করিয়া তারস্বরে "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে। তাহার দুর্গা নামের জোর দেখিয়া তাহার পীড়ার কিছুমাত্র আধিক্য অনুভব করিতে পারিনাই এবং ঐরূপ চীৎকার শব্দে রাত্রিতে নিদ্রা হইবেনা বিবেচনা করিয়া আহারান্তে অন্য একটী বাটীতে শয়ন করিতে যাইলাম। কাঙ্গালি তখন ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিল। বাটীর বৃদ্ধকর্ত্রী কহিলেন কাঙ্গালিকে ইতিপূর্ব্বে কখনও ঠাকুর দেবতার নাম করিতে শুনি নাই আজ এত জোড়ে দুর্গা নাম করিতেছে কেন? বোধ করি মনে ভয় উপস্থিত হইয়াছে যে সে মরিবে। এত জোড়ে দুর্গা নাম করিবার শক্তি সত্ত্বে যে সে মরিবে এ কথায় আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না।

প্রথম রাত্রিতে কথাবার্ত্তায় আহারান্তে নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় আমাদের সে রাত্রিতে দ্বিপ্রহর পূর্ব্বে নিদ্রাবেশ উপস্থিত হয় নাই। যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম কাঙ্গালিকে সেই রূপ জোড়ে দুর্গা নাম করিতে শুনিতে পাইলাম। নিশাবসানের সহিত কাঙ্গালির দুর্গা নামের বোধ হয় অবসান হইয়াছিল। প্রভাত কালে জানিলাম কাঙ্গালির প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুরাশিতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। বাটীর জনগণ প্রমুখাৎ শুনিলাম মৃত্যুর অত্যল্প ক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাঙ্গালি সেইরূপ একই জোরের সহিত দুর্গা নাম করিয়াছে শেষে জিহ্বার জড়তার সহিত দুর্গা নাম জড়াইয়া আইসে।

যদি আর্য্যধর্ম্ম সত্য হয় কাঙ্গালি যতই কেন নির্ব্বোধ হউক না, লোকে তাহাকে যতই কেন পাগল বলুক না, আমরা কি তাহাকে পাগল বলিতে পারি ?

দোঁহাবলীর সংস্কৃত ও ভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যো যাকো শরণলিযে, সো রখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছ্লি চলে, বহি যায় গজবাজ॥ ৯

যো যং শরণমাপন্নো, মানং তস্য স রক্ষতি।
প্রবাহাতিক্রমে শক্তা, মীনাঃ কিন্তু ন দন্তিনঃ॥ ৯

যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয তিনি অবশ্যই তাহার মান রক্ষা করেন; দেখ জল শরণাগত মীন সকল অনাযাসে প্রবাহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয কিন্তু দন্তিগণ কখনই সমর্থ হইতে পারে না॥ ৯

তোম্ জ্যায়সা রাম পর, তোম্‌সে ত্যাযসা রাম।
ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায, বামে যাওতো বাম॥ ১০

যথানুরক্তো রামে ত্বং, তথারামস্তবোপরি।
অনুকূলেঽনুকূলঃ স্যাৎ প্রতিকূলে তথৈবচ॥ ১০

তুমি রামের উপর যেমন, রামও তোমার উপর সেই রূপ অর্থাৎ অনুকূল ভাবে ভজনা কর তিনি তোমার প্রতি অনুকূল, প্রতিকূল ভাবে ভজনা কর তিনি তোমার প্রতি প্রতিকূল হইবেন। ১০

এক রাহমে হোতেহৈঁয, তুলসী মূৎ আউর পুৎ।
রাম ভজেতো পুতহিঁ, নহিতো মূংকা মূং॥ ১১

একমার্গাৎ সমুদ্ভূতৌ, মূত্রপুত্রাবুভৌসমৌ।
যো রামং ভজতে পুত্রো,নচেন্মূত্রং বরং ততঃ॥ ১১

এক পথ হইতে মূত্র ও পুত্র বহির্গত হয়-কিন্তু হে তুলসী দাস! যে পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে সেই পুত্র, নচেৎ অধার্ম্মিক পুত্র মূতেরও মূৎ অর্থাৎ মূৎ হইতেও অপকৃষ্ট। ১১

দিন্‌কা মোহিনী রাংকা বাঘিনী, পলকু পলক্ ল হু চোশ্য।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে, ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥ ১২
দিবসে মোহিনী রাত্রৌ ব্যাঘ্রী চূষতি শোণিতং।
মত্তং ভূত্বা জগৎ সর্ব্বং ব্যাঘ্রীং পুষ্যতি বেশ্মনি॥ ১২

দিবসে মোহিনী ও রাত্রে বাঘিনীর স্বরূপ হইয়া যাহারা প্রতি পলে পলে রক্ত চোষণ করে, জগতের লোক সকল পাগল হইয়া ঘরে ঘরে সেই বাঘিনী সকলকে পোষণ করিতেছে। ১২

যো যাকো পেয়ার লগে, সো তাকো করত বাখান।
জ্যায়সে বিষকো বিষমখি, মানত অমৃত সমান॥ ১৩
যদাস্ত প্রিয়বস্তুস্যাং সপ্রশংসন্তি তম্মদা।
যথার্বিষস্ত কীটাদিরমৃতং মন্যতে বিষং॥ ১৩

যে বস্তু যাহার প্রিয় বোধ হয় সে তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে যেমন বিষকে বিষমক্ষিকা অমৃত সমান জ্ঞান করে। ১৩

কাহা কহোঁ বিধি কি গতি, ভূলে পড়ে প্রবীন।
মুরখ্‌কো সম্পতিদেযি, পণ্ডিত সম্পতি হীন। ১৪
কিংবা বিধেঃ কার্য্যমহং প্রবক্ষে, মহাপ্রবীণঃ সময়ে সবিস্মৃতিঃ
মূর্খায় সম্পত্তিমদত্তদাতা প্রাজ্ঞং দরিদ্রং ব্যদধদ্বিধাতা। ১৪

কি কহিব বিধাতার গতি! তিনি প্রবীণ হইয়াও সময়ে বিস্মরণ হইয়া যান্। তাহা না হইলে মূর্খকে ধন সম্পত্তি প্রদান করিয়া পণ্ডিতকে নির্ধন করিবেন কেন। ১৪

তুলসী জগৎমে আইয়ে, সবসে মিলিযা ধায়।
না জানে কোন্ ভেকসে নারায়ণ মিল যায়॥ ১৫
আগত্য ভুবনে সাধুঃ যাতি সর্ব্বৈঃ সমং মিলন্।
ন বেত্তিচ্ছদ্মনা কেন জগদীশো মিলিষ্যতি॥ ১৫

তুলসীদাস জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া চলিতেছেন কারণ ইহা জানেন না যে নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কিরূপে আমায় দর্শন দিবেন। ১৫

নির্গুণ হেয সো পিতা হামাবা, সগুণ হেয় মাইতাবি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো ত্বযোপাল্লা ভাীর॥ ১৬
সগুণা প্রকৃতির্মাতা নির্গুণঃ পুরুষঃ পিতা।
ইমাবেব গুরুদ্বৌমে নিন্দ্যো—বন্দ্যশ্চ কো ময়া॥ ১৬

যিনি নির্গুণ তিনি আমাব পিতা যিনি সগুণ তিনি আমার মাতা অতএব কাহাকেই বা নিন্দা কাহাকেই বা বন্দনা করি, আমাব পক্ষে দুই বলবং হইয়া প্রতিপাদিত হইতেছে॥ ১৬

বাম বাম সবকোই কহে, ঠক্ ঠাকুব ক্যা চোব।
বিনা প্রেমসে রীঝং নহি, তুলসী নন্দকিশোব॥ ১৭
কথ্যতে বাম রামেতি, শঠ চৌবৈশ্চ সাধুভিঃ।
ন তুষ্যতি কদাবামো বিনা প্রেমং ন সংশয়ঃ॥ ১৭

ঠক্ ঠাকুব কি চোব সকলেই বাম্ বাম্ কহিযা থাকে কিন্তু হে তুলসীদাস প্রেম ব্যতিরেকে নন্দকিশোব প্রসন্ন হযেন না। ১৭

কবিরাখাড়ে বাজর্ মে লিযে লুকাটি হাং।
যোঘব ফুঁকে আপ্না চলো হমারে সাথ॥ ১৮
ভবহট্টে কবীবশ্চ, জ্ঞান দীপ কব-স্থিতঃ।
গৃহদাহে সমর্থো যঃ, মযাসার্দ্ধং সগচ্ছতু॥ ১৮

কবীব জ্ঞান দীপ হস্তে করিযা ভববাজারে দণ্ডায়মান্ হইয়া শিষ্যগণকে বলিতেছেন যে আপনাব ঘব দাহ করিয়া ফুঁকিবে অর্থাং সর্ব্ববাসনা পবিত্যাগ কবিবে সে আমার সহিত গমন করুক। ১৮

বাজা করে রাজ্য বশ যোদ্ধা কবে বণজই।
আপনা মনকো বশ করে যো, সবকো সেরা ওই॥ ১৯
বাজা বাজ্যং বশে কুর্য্যাং, যোধারণ জয়ং তথা।
যোজয়েং মানসংস্বস্য সর্ব্বোংকৃষ্টঃ সত্রবহি॥ ১৯

রাজ্যবশ করিলে রাজা বলিয়া, রণজয় করিলে যোদ্ধা বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু আপনার মনকে জয় করিয়া যিনি বশীভূত করেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিযা গণ্য হয়েন। ১৯

দয়া ধরম্‌কি মুল হৈঁয়, নরক্‌ মুল অভিমান্‌।
তুলসী মৎছোড়িযে দয়া, যত্তকণ্ঠাগত জান॥ ২০
দয়া মূলংহি ধর্ম্মস্য, গর্ব্বোহি নরকস্যচ।
মা ত্যজস্বং দয়াং সাধো দেহে জীবোহস্তি যৎক্ষণং॥ ২৫

দয়া ধর্ম্মের মূল এবং নরকের মূল অভিমান্, অতএব হে তুলসী দাস কণ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত দয়া পরিত্যাগ করিও না। ২০

বুঁদ্‌ অঘাৎ সহে গিব্‌ জ্যাযসে।
খল্‌কে বচন সন্ত সহে ত্যাযসে॥ ২১
শিলাবর্ষং যথা শৈলাঃ, সহন্তে নির্ব্বিকারতঃ।
তথৈব সাধবো লোকে সহন্তে খল দুর্ব্বচঃ॥ ২১

প্রবল শিলাবর্ষণ গিরি যেমন নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করে দুঃসহ খলের বাক্য সাধু পুরুষেরাও সেই রূপ অধিকার ভাবে সহ্য করিয়া থাকেন। ২১

হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুন্‌কে দুর্ভাবনহি, যঁও নিন্দে সংসার॥ ২২
বিপণ্যাং চলিতং নাগং দৃষ্টাশ্বানোরুবন্তিচ।
বিকার্তিনহিধীরাণাং নীচলোক-বিকথনৈঃ॥ ২২

যখন কোন বাজার মধ্যে হস্তীগমন করে তাহাকে দেখিয়া অসংখ্য কুকুর শব্দ করিতে করিতে পশ্চাৎ ধাবিত হয় কিন্তু সে যেমন দৃষ্টিপাত না করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে চলিয়া যায় তদ্রূপ সাংসারিক লোকে যদি কোন সাধুকে নিন্দাবাদ করে তিনিও নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিয়া আপন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কালযাপন করেন। ২২

শ্রীমন্তোকো কণ্টক ফুঁকে দরদ্‌ পুছে সব কোই।
দুখিয়া পাহাবসে গীরে বাৎ না পুছে কোই॥ ২৩
কণ্টকাবিদ্ধধনিনং সর্ব্বে পৃচ্ছতি বেদনাং।
নীচঃ পততিচেচ্ছৈলাৎ বার্তাঃ কোহপি ন পৃচ্ছতি॥ ২৩

ধনবান ব্যক্তির যদি এক সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হয় আদরপূর্ব্বক সকলে বেদনা জিজ্ঞাসা করে নিঃসহায গরিব ব্যক্তি যদি পাহাড় হইতে পতিত হয় কোন ব্যক্তি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন না। ২৩

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড) সন ১৩০১ সাল, কার্ত্তিক। (৭ম সংখ্যা

আমি ও আমার।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র পর ব্রহ্মই ছিলেন এবং মহাপ্রলয়ের পর একমাত্র তিনিই থাকিবেন। আদি ও অন্তে একমাত্র তিনিই বিরাজমান। অথচ তিনি আদ্যন্ত বিহীন। তবে আমি আসিলাম কোথা হইতে? কেন আসিলাম কোথায় যাইব কে আনিল? আমি কে, আমারই বা আছে কি? যেমন ঝটিকার পূর্ব্বে তরঙ্গ সকল মহাসাগর বক্ষেই বিলীন থাকে অর্থাৎ বায়ুসঞ্চারের প্রাক্কালে তরঙ্গ সকলের যেমন কোন পৃথক সত্বাই থাকে না এবং বাত্যাবসানে তাহারা যেমন সাগর বক্ষেই বিলীন হইয়া যায় তদ্রূপ আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মাতেই বিলীন ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পর নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই মিশাইয়া যাইব। আমার আদি ও অন্তে সেই অনাদি ও অনন্ত পরব্রহ্ম কিন্তু মধ্যাবস্থায় এই "আমি" রূপ বুদ্বুদের প্রকাশ মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। আমি পরমাত্মারূপ সমুদ্রবক্ষে বায়ু-সৃষ্ট বুদ্বুদের ন্যায় নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছি। সুতরাং আমার আদি অব্যক্ত, অন্তও অব্যক্ত, ব্যক্ত কেবলমাত্র মধ্যাবস্থা। এই মধ্যাবস্থায়ই আমার অজ্ঞানের ও বন্ধের অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, কারণ আমার আদি ও অন্তের প্রতি লক্ষ্য নাই। যিনি আদি ও অন্ত উভয়ই অব্যক্ত দেখিতেছেন, তিনি জ্ঞাননেত্রে মধ্যাবস্থায়ও অব্যক্ত দেখিরা শোক তাপ হইতে মুক্ত হইতেছেন। "যমেতি

বদ্ধতে জগৎ; "আমি ও আমার" এই জ্ঞানেই জগৎ সকল বদ্ধ হইয়াছে। ইহাই রজোগুণের অবস্থা। প্রাণ এই রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এবং রজোগুণের দ্বারা আবৃত। রজোগুণ হইতে আশক্তির উদ্ভব হয় এবং আশক্তি দ্বারাই জগগণ আপনাকে আপনি বদ্ধ করে। আমাকে আমিই বাঁধিয়াছি, স্ত্রী পুত্র বা কামিনী কাঞ্চন আমাকে বাঁধে নাই, বন্ধু বান্ধব আমাকে বাঁধেন নাই, স্বর্গ বা নরকও আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই আমার বাসনাই আমাকে বাঁধিয়াছে, রজগুণ হইতে উদ্ভূত অনাবশ্যক ইচ্ছা সকলই আমাকে বাঁধিয়াছে, আমি গুণ দ্বারা বদ্ধ। নতুবা আমি যা তাই আমি তিনিই সুতরাং সর্ব্বদাই মুক্ত। যদি স্ত্রী বা কন্যা, ঐশ্বর্য্য বা সাম্রাজ্য আমাকে বদ্ধ করিতে পারিত, আমার মৃত্যু সময়ে তাহারা সদলবলে উপস্থিত থাকিলেও আমাকে তখন মর্ত্ত্যলোকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না কেন? সে সময়ে তাহাদের শক্তি কোথায় থাকে? আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে সর্ব্বথা অসমর্থ হইয়া পড়ে কেন? তখন তাহাদের হাহাকারই সার হয়, আমি সকলের মধ্য হইতেই চলিয়া যাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে কামিনী-কাঞ্চনের বন্ধন বন্ধনই নহে, আশক্তির বন্ধনই বন্ধন। এই আশক্তি হইতেই কর্ম্মের সৃষ্টি হয়, এবং সৃষ্ট কর্ম্ম-সূত্র দ্বারা আমাকেই আমি বাঁধিয়া থাকি। এই কর্ম্ম-সূত্র সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই আমি পার্থিব লীলা সম্বরণ করি এবং নূতন কর্ম্ম-সূত্র অবলম্বন পরঃসর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে বা স্বকর্ম্ম সৃষ্ট নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক সময়েই উপনীত হই। এই আশক্তি নির্ম্মিত কর্ম্ম সূত্র অবলম্বন করিয়াই আমি বরাবর যাওয়া আসা করিতেছি এবং যতদিন রজ হইতে সত্তে ও সত্ত্বগুণ হইতে গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে না পারিব, ততদিন এইরূপেই যাওয়া আসা করিতে হইবে। মধ্যাবস্থায় আমি এই গোলযোগে পড়িয়াছি। আমি মরিলে আবার বাঁচি, এবং বাঁচিলে আবার মরি। যদি মরি তো বাঁচিব না এবং যদি বাঁচি তো মরিব না, এরূপ একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণ ক্রমাগতই যাওয়া আসা করিতেছে ভিতর বাহির করিয়া বেড়াইতেছে এবং প্রাণের অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব বলিয়া আমিও তাহার সহিত যাওয়া আসা করিতেছি। প্রাণের যাওয়া আসা বন্ধ হইলে, আমার ও যাওয়া আসা বন্ধ হইবে। নতুবা আর উপায় নাই। প্রাণের ঊর্দ্ধ অধঃ-

গতি বোধ হইলেই প্রাণের মৃত্যু হয়। এবং প্রাণ মরিলে আমার "আমি" ও মরে। এই মরাই প্রকৃত মরা। অর্থাৎ এইরূপ মরার পর আর জন্ম নাই। ইহাই জীবন মুক্তি বা কৈবল্যাবস্থা। বৈষ্ণবগণ ইহা-কেই সহজাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সহজে মিলে বধূ বাই।" প্রাণ যাই মরিলেন অমনি রজগুণও অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন তবে রহিল কি? পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাই রহিল অর্থাৎ আত্মা ছিলেন আত্মাই রহিলেন, অব্যক্ত ভাব ছিল পুনরায় সেই অব্যক্ত ভাব আসিল, মধ্যের যে ব্যক্ত ভাব তাহারই নাশ হইল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ব্যক্ত ভাবই আমি। সুতরাং এ অবস্থায় আমার "আমি" চলিয়া গেল প্রকৃত যা "আমি" অর্থাৎ "আত্মা" তাহাই রহিয়া গেল। ইহারই নাম "নির্ব্বাণ।" নির্ব্বাণ একটা বিভূত কিমাকার বস্তু বা খপুষ্পের ন্যায় একটা কল্পিত জিনিস নহে। বাণ্ শব্দে প্রাণ পঞ্চ বাণ অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, এই প্রাণ যে অবস্থায় স্বতঃই স্থির হইয়া যায় সেই অবস্থাকেই শাস্ত্রদর্শিগণ নির্ব্বাণ কহেন। এ অবস্থায় "আমি আমার" জ্ঞান থাকে না। বুদ্বুদ স্থির বারিতে বারিধি বক্ষেই লয় হইয়া যায়, যে জল সেই জলই থাকিয়া যায়। আমি যাহা ছিলাম, তাহাই হই। এই অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদান কালে।"

আমার এ মধ্যাবস্থা ঘটিল কেন? সাধুরা বলেন জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে বাস্তবিক আমার কোন অবস্থাই ঘটে নাই, তবে আমি রজোগুণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াই এরূপ মহা ভ্রমে উপনীত হইয়াছি। আমার চক্ষের কোন পীড়া না থাকিলেও রঙ্গীন কাচের গৃহে বদ্ধ আছি বলিয়া যে দিকে দৃষ্টি পড়ি-তেছে সেই দিকের বস্তুই ভিন্ন বর্ণযুক্ত দেখিয়া ভ্রান্ত হইতেছি। যদি কৃপা করিয়া এই অবরুদ্ধ গৃহ হইতে আমাকে মুক্ত প্রাঙ্গণে কেহ লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি এ ভ্রান্ত দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইয়া বস্তু মাত্রকেই ঠিক ভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হই। রজোগুণে পড়িয়াই আমি তদ্রূপ সব ভ্রম দেখিতেছি। এই গুণের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলেই ভ্রম শূন্য হইতে পারিব, তখনই আমি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিব যে আমি পূর্ব্বে যে আমার ব্যক্তাবস্থা দেখিতেছিলাম তাহা বাস্তবিক কিছুই

নহে, আমিই ভুল দেখিয়া রজ্জুকে সর্প ভাবিয়া ভীত হইতেছিলাম। এ এক প্রকার ব্যাধি। যেমন বিকারগ্রস্থ রোগী জ্বর কালে কত কি বকে, কিন্তু জ্বর ত্যাগে সুস্থ হইলে, সেরূপ কিছুই করে না, সেইরূপ ভব-ব্যাধি-পীড়িত রজগুণ আচ্ছাদিত আমি বিকারের ঘোরে কত কি দেখিতেছি ও কত কি ভাবিতেছি। মিথ্যা অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক কিছু নহে, তাহাকেই ধ্রুব সত্য জ্ঞানে তাহাকে পাইবার জন্য কত পরিশ্রমই করিতেছি, অথচ যাহা সত্য তাহা একবারও দেখিতেছি না, কেহ দেখাইয়া দিলেও তাহা মিথ্যা ভাবিয়া, তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিতেছি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমি রজোগুণে আসিলাম কেন? এ বিষয়ের মীমাংসা হয় না। ভগবানের অনিচ্ছার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইল— কিন্তু এই অনিচ্ছার ইচ্ছা কেন হইল তাহা কে জানে? এই রজগুণই ব্রহ্মা সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতেই ইনি উদ্ভূত হইয়াছেন। নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন "আমি এক বহু হইব"— এই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল এবং তিনি এক হইয়া রজগুণের মধ্যে নামিয়া বহু হইয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার লীলা। এ লীলা বুঝিবে কে?

বাস্তবিক জগতে গুণ ভিন্ন আর কিছুই নাই— এই গুণে আমরা বদ্ধ সুতরাং ভ্রান্ত। কিন্তু নারায়ণ এই গুণের অতীত সুতরাং অভ্রান্ত। ত্রিগুণে থাকিলেই "আমি ও আমার।" এবং ত্রিগুণের অতীত হইলেই "আমি ও আমার অবসান হয়। যেখানে কোন গুণ নাই সেখানে ভ্রম নাই। কিন্তু এই তিন গুণের মধ্যে রজগুনই জীবকে কর্ম্মে আবদ্ধ করে। জীব সত্ত্ব গুণে উপনীত হইলে ভ্রমের হস্ত হইতে অনেকটা মুক্ত হয় এবং সত্ত্ব গুণের নির্ম্মলত্ব হেতু ভগবান তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন, তখন তিনি আপনাকে অনেকটা চিনিতে পারেন এবং আদি ও অন্তের দিকে নজর পড়াতে মধ্যাবস্থা যে কিছুই নহে, তাহাও অনেকটা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। সুতরাং এ সময় তাঁহার ত্রিতাপের অনেক হ্রাস হয়। কিন্তু তথাপি তিনি মুক্ত নহেন, কারণ তখনও তিনি নিসঙ্গ হইতে পারেন নাই, জ্ঞানসঙ্গ ও সুখ সঙ্গে তখনও তিনি বদ্ধ থাকেন। তিনি তখন জ্ঞান ও পবিত্র সুখের প্রার্থী। কিন্তু তমোগুণের ভাব বিপরীত। তমোগুণে অজ্ঞান ও জড়তা পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য করে। সুতরাং এ অবস্থায় জীব ঘোর অন্ধকার মধ্যে

নিপতিত থাকায সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু রজগুণে অা.-.ক্তি প্রবল থাকায় জীবের "আমি আমার" জ্ঞানটা প্রবল হয়। এ বড় বিষম অবস্থা এ অবস্থা হইতে নিম্নেও নামা যায় এবং উৰ্দ্ধেও উঠা যায়। সুতরাং সাধনার ইহাই উপযুক্ত অবসর। সাধনা শূন্য হইলে ক্রমশ এ অবস্থা হইতে অধোদেশে গমন করিয়া তমোগুণে নিমগ্ন হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং সাধনা দ্বারা উৰ্দ্ধগামী হইয়া জ্ঞানময় সত্বগুণে পৌছিন যাইতে পারে। চঞ্চল অবস্থায় এক স্থানে থাকা অসম্ভব এবং চাঞ্চল্যই এই গুণের প্রধান ধৰ্ম্ম।

এ স্থলে ইহাও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে নিছক খাঁটী একটী গুণ জীবে কখন থাকে না। আমরা যাহাকে রজ বলি তাহার মধ্যেও সত্ব রজ তম আছে। এইরূপ প্রত্যেক গুণের মধ্যেই তিন গুণ আছে এবং তদন্তৰ্গত প্রত্যেক গুণের মধ্যে আবার তিনগুণ বৰ্ত্তমান, এইরূপ কৌটার মধ্যে কৌটা তার মধ্যে কৌটা শেষ নাই সুতরাং অনন্ত। ভগবানের ন্যায় ভগবানের গুণও অনন্ত।

সাধনার দ্বারা এই গুণ সকলকে অতিক্রম করা যায়। তখন আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইয়া যাই। তখনই "দ্রষ্টা" স্বরূপে অবস্থান করেন। এবং সমস্ত দ্বন্দ্বভাব অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বাতীত অনিৰ্ব্বচনীয় অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহারই নাম "যোগ।" এ অবস্থায় "আমি আমার" থাকে না। দুই নাই— আছে মাত্র "এক" কিন্তু সে "এক" দেখিবার বা বলিবার কেহ নাই কারণ "আমি" না থাকিলে সে "এক" দেখে বা বলে কে?

সংগীত।

রাগিণী গারা-ভৈরবী— তাল আড়া।

ত্রিগুণেতে মনটী বাঁধা কিসে তার বাঁধন খুলি,
(মন) আপন জালে আপনি বাধা দুঃখের কথা কারে বলি॥
চোখের মাথা মন খাইয়া অন্ধ আছে চিরকালি,
হাসে কাঁদে নাচে গায় তিনটী গুণের বশে চলি॥

ইন্দ্রিয়ের হইয়ে রাজা তাহারেই লয় পদধূলি,
চিরদিন বিদেশে থেকে ভুলেছে স্বদেশের বুলি ॥
গুরুদত্ত অস্ত্র লয়ে প্রাণের বাঁধন কাটি ফেলি,
মন আমার স্বদেশে চল সোজা মুক্তি পথে চলি ॥
গুরুপদ ভরসা করি দিব্য আঁখি ফেল খুলি,
কৃপা তার হ'লে পরে খসে যায় গো চখের ঠুলি ॥
সহস্রারে ফুটে আছে সহস্রদল কমল-কলি,
তিনটী গ্রন্থী ছিন্ন করি যাও গো মন তথায় চলি ॥
তুমি আমি নাইক তথা দ্বন্দ্বভাব গিয়েছে ভুলি,
করে সে অদ্ভুত দেশে আঁধার আলোয় কোলাকুলি ॥
অবাক ভাষায় নিরব করি লিখে দিব্য ধ্বনি তুলি,
কীটে কীট হবে আমি কেমনে তা ভাষায় বলি ॥

বিষাদ প্রতিমা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবিলম্বে রমার অচৈতন্য দেহ কূলের উপর আনীত হইল, সংগ্রাম সকলে বিবিধ উপায়ে তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রমার হরণ বিবরণ দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, দলে দলে লোক সমূহ নদীর দিকে আসিতেছে, কাহারও হস্তে যষ্টী, কাহারও হস্তে ভল্ল, যে যাহা পাইয়াছে তাহা লইয়াই দ্রুত বেগে নদীর দিকে আগত হইতেছে। ক্রমে নির্ম্মলের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গোদাবরীর তীরে একত্রিত হইল, সকলকারই মুখে এক প্রকার কথা, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কি হইল'? কেহ কহিতেছেন 'জ্ঞান হইয়াছে?' কেহ কহিতেছেন 'জ্ঞানটা যে হইলেই হয়।' স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে কটু কাটব্য প্রযোগ করিতেছে। কেহ বলিতেছেন নির্ম্মলে আর পুরুষ বাস করিবার প্রয়োজন কি যদি শত শত পুরুষের সম্মুখ দিয়া গ্রামের ভিতর হইতে মুসলমানেরা স্ত্রীলোক লইয়া

যাইতে আরম্ভ করিল তবে আর পুরুষ জাতির কোন প্রয়োজন নাই। কেহ কহিল ভাই তাহাদের দোষ কি? শঠতা প্রবঞ্চনার নিকট ত' আর বীর্য্য পৌরুষ খাটে না।—মুসলমানেরা রাত্রি শেষে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, তাহাতে আর পুরুষদের দোষ কি? অপর একজন কহিল "রমার কি ঘরে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না পাপিষ্ঠদের এক এক ঘা আঘাত করিয়ে, আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, রমার মাও কি জানিতে পারে নাই?" সকলে এই প্রকার বলাবলি করিতেছে, এমত সময় সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনের রোল সমুত্থিত হইল। রমার মাতা ও তাহার প্রতিবেশিনীগণ রমার জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সকলকার নয়ন হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল, সকলেই মুসলমানদিগের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামের লোচনদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল তিনি কোন কথা না কহিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে সংগ্রামের অনুচরবর্গ ও অপরাপর সকলে রমার জীবন বায়ুর অবসান হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, সংকারার্থ তাহার দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রমার জননী তাহা বুঝিতে পারিয়া, কন্যার মৃতদেহ নিজ বক্ষোপরি উত্তোলন পূর্ব্বক দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া রহিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার অঙ্ক হইতে প্রাণকুমারীর মৃতদেহ অপহরণ করে। প্রতিবেশিনীরা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না। যে রমা তাঁহার জননীর বিষাদ-সাগরের একমাত্র জুড়াইবার স্থল, আজ কোন প্রাণে তিনি তাঁহাকে চির জনমের মত বিদায় প্রদান করিয়া শূন্য গৃহে একাকিনী ফিরিয়া যাইবেন। রমা! তুমি যে তোমার পিতার বড় আদরের ধন ছিলে, আজ তোমার কোমল হৃদয় সে পিতাই বা কোথায়?—তিনি যে আজ কত বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। রমার মাতা হৃদয়কুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া এইরূপ বহুবিধ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কতক বলে কতক কৌশলে কতক বা প্রতিবেশিনীদিগের সাহায্যে রমার জননীর ক্রোড় হইতে তাহার হৃদয় নিধিকে কাড়িয়া লওয়া হইল।

প্রতিবেশিনীরা অনেক বুঝাইয়া শুঝাইয়া রমার জননীকে বাটী ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। রমার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। জনতার কিয়দংশ রমার মৃতদেহের সহিত শ্মশানের দিকে ও কিয়দংশ রমার মাতার সহিত নগরের দিকে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে সংগ্রাম রাওয়ের অনুচরবর্গেরা সেই অপরিচিতা রমণীকে তাঁহার বাটীতে লইয়া আসিয়াছে, সংগ্রামের জননী এবং সহোদরা তাঁহাকে সাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাহকগণ সংগ্রামের মাতা ঠাকুরাণীকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়াছে। তিনি কন্যাকে রমণীর নিকট ক্ষণকালের নিমিত্ত রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। অবিলম্বে কিঞ্চিৎ আহার ও পানীয় সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এস মা, কাল অবধি জল পর্য্যন্ত পেটে পড়ে নাই, সোনার প্রতিমা আর কত সইবে মা! এস আগে একটু জল খাও তাহার পর কথাবার্ত্তা ক'ও, এখন এস।"

রমণী কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সংগ্রামের মাতা পুনর্ব্বার কহিলেন "কাঁদিস্ কেন মা? আর কিছু খা, আমাদের কাছে খেতে লজ্জা কি?" অনামিকা এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। রমণী ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া তাঁহারও চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল— তিনিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জননীর সহিত তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অপরিচিতা রমণীকে দেখিবা মাত্র অনামিকার হৃদয়ে দয়ার প্রবল স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যই বা কি? যৌবন বয়স্কা অসহায়া রমণীকে বিপন্ন দেখিলে কাহার হৃদয়ে না দয়ার সঞ্চার হয়? তাহাতে আবার অনামিকাও যৌবন বয়সে পদার্পণ করিয়াছে যৌবন সুলভ দয়া ও স্নেহ তাহার হৃদয রাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অনামিকার হৃদয়-কাননে প্রণয়-পারিজাত নব মুকুলিত হইতেছে। নায়কের যত্নে সে পারিজাত পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন নূতন সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে। তাহার হৃদয়ের কোন অংশই অপরিস্ফুট রহিতেছে না। স্নেহ

দয়া, মমতা, স্নেহের নির্ঝর, অবিরত তাহার হৃদয় রাজ্যে বহিয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা সেথায় আবাস স্থান না পাইয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতেছে। পাঠক। এহেন বয়সে সমবয়স্কা অসামান্য রূপবতী রমণী-ললামকে বিপন্ন দেখিয়া অনামিকার হৃদয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় দয়া ও স্নেহ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আপনিই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

অনামিকা আর থাকিতে পারিল না, তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, তিনি ভগ্ন স্বরে আরও দুই একবার অনুরোধ করিলেন কিন্তু অধিকক্ষণ আর পারিলেন না। অনামিকা আমি তোমায় শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তুমিই যথার্থ পরদুঃখে গা ঢালিয়া দিতে পার। আমরাও প্রতিদিন ত কত শত লোমহর্ষণ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিতেছি, কত শত নৃশংস অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিতেছি কই আমাদের কঠিন নয়ন ত তাহা শ্রবণে অশ্রুপাত করে না। আমাদের কঠিন হৃদয় ত সেই সকল বিবরণ শ্রবণে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু কাহাকেও অশ্রু নিক্ষেপ করিতে দেখিলে তোমাদের হৃদয় স্বতঃই বিগলিত হয় তোমাদের কোমল নয়ন স্বতঃই সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে।

অশ্রু কি সংক্রামক। অনামিকা ও রমণীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সংগ্রামের জননীর নয়নেও জল আসিল। রমণীত্রয় এইরূপে ক্ষণকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে সংগ্রাম জননী পুনর্ব্বার কহিলেন "মা আর কাঁদিস্ নে, তোর মুখ দেখে আমি আর স্থির হ'তে পাচ্চি নে মা, কিছু খা—আমি দেখি আমার প্রাণ শীতল হোক।"

সংগ্রাম জননী এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন মাত্র এমত সময়ে সংগ্রাম রাও বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় আরক্ত, বদন গম্ভীর, দৃষ্টি নিম্ন দিকে। তিনি বাটীতে প্রবেশ করিয়াই "মা-মা কোথায় গো" বলিয়া স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন। অগত্যা সংগ্রাম জননীকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। তিনি যাইবার সময় অনামিকাকে বলিয়া গেলেন "অনামিকা ওঁকে কিছু খাওয়াও, কাল অবধি কিছু খাওয়া হয় নাই। সংগ্রাম কেন ডাকলে আমি একবার দেখি।" জননী চলিয়া গেলে অনামিকা পুনরায় বলিলেন 'ভাই কিছু খাও, কাল অবধি কিছু খাও নাই—মা বলে গেলেন,

না খেলে উনি কি মনে করবেন ?”

রমণী উত্তর করিলেন “আপনারা বলিতেছেন বটে, কিন্তু—আমার আহার করিবার কিছু মাত্র ইচ্ছা হইতেছে না, হৃদয়ে যে দারুণ ভাবনা হইতেছে তাহার নিকট আহার পানীয়ের আসিবারও ক্ষমতা নাই। আমার পিতা মাতা কোথায় রহিলেন, তাঁহারা কতই না ভাবিতেছেন। আমি কোথায় আসিলাম, আমার ন্যায় অভাগিনী এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই।” “রমণী এই বলিয়া নিরস্ত হইলে অনামিকা জিজ্ঞাসা করিলেন “ভাই তোমাদের বাটী কোথায় ?” রমণী উত্তর করিলেন “রামগীর।”

অনা। রামগীর কোন দিকে এবং এখান হইতে বা কতদূর ?

রমণী। বলিতে পারি না, আমি উহার কিছুই অবগত নহি।

অনা। তবে হেথায় আসিলে কি প্রকারে ?

রমণী। আসিলাম কি প্রকারে সে অবস্থা মনে পড়িলে আমার সর্ব্ব শরীরের রক্ত শুখাইয়া যায়, আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়া উঠে। ভাই আমার ন্যায় অভাগিনী আর কেহ নাই, শৈশব হইতেই কত বিপদ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। এই কথা বলিতে বলিতে আবার তাহার নয়নে জল দেখা দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে সংগ্রাম আসিয়াই আপনার শয়ন গৃহের শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, ওষ্ঠদ্বয় আকুঞ্চিত হইতেছে, তিনি শয্যায় ছট্ ফট্ করিতেছেন এমত সময় তাঁহার জননী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সংগ্রাম জননীকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন “মা। আর সহ্য হয় না, এতদিন তোমার কথা শুনিয়া নিরস্ত হইয়াছিলাম আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেখ পাপিষ্ঠেরা পুনর্ব্বায় রমাবাইকে লইয়া যাইতেছিল। সেদিন গণপতির বাটীতে কি অত্যাচারই না করিয়াছে। ইহার প্রতিকার না করিলে জাতিকুল রক্ষা হওয়া ভার—দেখ আমরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি চিতোর ছাড়িয়া কোথায় আসিয়া বাস করিতেছি, এখানেও আবার সেই অত্যাচার। প্রতিকার না করাতে দিন দিন অত্যাচারের

বৃদ্ধি হইতেছে তুমি অনুমতি দাও আমি ইহার একটা প্রতিবিধান করি। আমার প্রাণ ধারণ করিয়া ফল কি? আমি জীবিত থাকিতে যদি নির্ম্মলে এই উপদ্রব হইতে লাগিল তবে আমার থাকিয়া আর প্রয়োজন কি? যে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের পিতৃপিতামহগণ স্বদেশ ছাড়িয়া প্রবাস শ্রেয়স্কর মনে করিলেন আমাদের সময়ে রাজপুত বংশে সেই কলঙ্ক র্পিত হইতে লাগিল।"

সংগ্রামের জননী পুত্রের এবম্বিধ বীর-জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন কিন্তু যাহাতে সংগ্রাম ক্রোধবশে সহসা কোন কার্য্য করিয়া না ফেলে সে কারণ তাঁহার তৎসাময়িক ক্রোধ বেগ তিরোহিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন "সংগ্রাম তুমি যাহা বলিলে, সকলই সত্য কিছুই মিথ্যা নহে। মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইহার একটা প্রতিবিধান করা আবশ্যক কিন্তু তাহার সময় হইয়াছে কি? তোমাকে ইতিপূর্ব্বে দুই একবার নিবারণ করিয়াছিলাম বটে সে কেবল ঐ ভাবিয়া। যদি উপযুক্ত সময় আসিয়া থাকে বিবেচনা কর, তাহা হইলেই প্রতিবিধানের আয়োজন করিতে পার নচেৎ অপরিপক্ব সময়ে গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া বিফল মনোরথ হওয়া আমার যুক্তিসিদ্ধ নহে। দেখ! তোমার পিতা পিতামহ তাহারা কেহই কাপুরুষ ছিলেন না তবে তাহারা যে চিতোর ছাড়িয়া হেথায় আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন তাহার কারণ কি?" সংগ্রাম জননীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "মা! এ অপেক্ষা সুযোগ হইবার আর আশা নাই। রমার উপর এই নৃশংস অত্যাচার দেশস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই এক বাক্যে "প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা" করিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। রমাকে যখন মুসলমানেরা লইয়া যায়, সে সময়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক লোক একত্রে সমবেত হইয়াছিল। তাহার পর যখন রমার মৃত দেহ কূলে উত্তোলন করা হয় সে সময়ে সকলেই নিজ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া "নির্য্যাতন নির্য্যাতন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকগণ নির্ম্মলের পুরুষদিগকে নানারূপে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। পুরুষগণ সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল 'যেমন করিয়াই

হউক এ অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইবে।' তাহারা সকলে আমার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা পাইতেছিল। আমি যখন দেখিলাম, নির্ম্মল প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্রপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে তখন বলিলাম পরশ্ব দিবস এ সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য, গণপতির মন্দিরে সভা আহ্বান করা হউক পরশ্ব দিবস ৺গণপতির উৎসব দিন। সেই দিনে এই ও সন্নিহিত নগর সকলের লোকদিগকে একত্র করিয়া এবিষয়ের সিদ্ধান্ত করা যাউক, সকলে একবাক্যে ইহাতে মত প্রদান করিলে আমি লচ্‌মন সিং রাম সিং ও নাথেরজীর হস্তে সভা আহ্বানের ভার ন্যস্ত করিলাম। পরশ্ব দিবসে—এই বিষয়ের ঘোর আন্দোলন হইবে সকল মহারাষ্ট্রগণই সম্ভবতঃ ইহাতে যোগদান করিবে তাই বলিতেছি ইহা অপেক্ষা সুযোগ আর পাওয়া সহজ নহে।" সংগ্রামের মাতা পুত্রের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কহিলেন "আমার উহাতে বিন্দুমাত্র অনভিমত নাই কিন্তু সংগ্রাম আমি পুনর্ব্বার তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে অসময়ে বিপুল আয়োজন করিয়া বিফল মনোরথ হওয়া অপেক্ষা কিছুদিন অপেক্ষা করা ভাল অতএব বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য কর। দেখ সংগ্রাম! মুসলমানদিগের লোক সংখ্যা অনেক। তোমরা কত সৈন্যই বা সমস্থানে একত্র করিতে সমর্থ হইবে? যাহাই হউক বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবে। আর এক কথা যখন তুমি কৃতসংকল্প হইয়াছ তখন আর দুই একটা কথা বলিয়া রাখি। গুজরাটের মহারাষ্ট্রদিগের সহিত একত্রিত হইতে যত্নবান হইও। তাহাদিগের উপর মুসলমানেরা যে নৃশংস আচরণ করিয়াছে তাহা বোধ হয় তাহারা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। দেবগড়েও সংবাদ পাঠাও। দেবলাদেবীর বলপূর্ব্বক হরণ বিবরণ আজিও তাহাদের হৃদয়ে জলন্ত অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে; দেবগড়বাসীরাও সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে, এসময়ে সেখানে সংবাদ পাঠাইলে তাঁহারা অবশ্যই তোমার পক্ষ লইবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এইরূপে জননী কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইলে সংগ্রামের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মাতার চরণ বন্দনা করিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত লচ্‌মন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলে তাঁহার জননী কহিলেন এখন থাক আহারাদির পর লচ্‌মনকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিও কাল অবধি

আহারাদি কিছুই নাই, যাও স্নানাদি করিয়া অগ্রে আহার কর। বিবেচ্য বিষয় পরে বিবেচনা করিও।

অগত্যা সংগ্রামকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নানাদির উদ্যোগ করিতে হইল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কোর্সিকায় গমন করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যখন কোর্সিকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোর্সিকা-দেশানুরাগী পেওলি ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা পাইলেন; তিনি স্বদেশে উপস্থিত হইলে ফ্রান্স দেশীয় সম্রাট ষোড়শ লুই তাঁহাকে সদ্বিবেচক ও সদ্গুণসম্পন্ন দেখিয়া ঐ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা স্বরূপে নিযুক্ত করেন। বৃদ্ধ পেওলি সসম্মানে ঐ পদটি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ইংলণ্ডে বহুদিবস অবস্থান হেতু তদ্দেশীয় শাসন প্রণালী তিনি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন, এবং উহা কোর্সিকার পক্ষে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তদনুসারে স্বহস্তন্যস্ত দ্বীপ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সৎ শাসন প্রণালীতে কোর্সিকাবাসিগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত ছিলেন। কোর্সিকায় প্রত্যাগমনের কিয়ংদিবস পরে তাঁহার চির-পরিচিত মৃত বন্ধু কার্লো বোনাপার্টির পুত্র নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ হওনান্তর নেপোলিয়নকে নিজ পরিবারভুক্ত জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর ও প্রীতি-প্রদর্শন করিতেন। নেপোলিয়নের সহিত একত্র অবস্থান করিয়া কিছুদিন মধ্যেই তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অলৌকিক জ্ঞান, ও অসামান্য বক্তৃতা-শক্তি দেখিয়া তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। পেওলি নেপোলিয়নের সহিত একত্র ভ্রমণার্থ দূরতর প্রদেশে গমন করিতেন, এবং যে স্থানে তিনিও তাঁহার যৎসামান্য সৈন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন। নেপোলিয়নের ঐ সকল শুনিবার উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া পেওলি একসময়ে আদরপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "নেপোলিয়ন।

অধুনাতন জনগণের সহিত তোমার মতভেদ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি, তোমাকে দেখিলেই প্লুটার্ক লিখিত বীর মণ্ডলীর কথা মনে হয়।" *
নেপোলিয়ন পেওলিকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিতেন দেখিয়া ব্রিয়েন দেশস্থিত বিদ্যালয়ে পাঠকালীন তাঁহার কোন শিক্ষক তাঁহাকে রাগান্বিত করিবার নিমিত্ত পেওলির বিষয় অসম্মান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন। একারণ নেপোলিয়ন প্রত্যুত্তর স্বরূপ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন "মহাশয়, পেওলি অতি মহৎভাবাপন্ন লোক তিনি স্বদেশ প্রিয়-ছিলেন, পিতা-মহাশয় কোর্সিকা ফ্রান্স রাজ্যভুক্ত করিবার সম্মতি প্রদান করিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। পেওলির অদৃষ্টের সমভাগী হইয়া তাঁহার সহিত সমদুঃখভাগী হওয়া বরং তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত ছিল।"

কোর্সিকা যাইবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ন ও তাঁহার রেজিমেন্ট লিয়ন্স হইতে আক্সোনে (Auxonne) স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে নেপোলিয়ন কোর্সিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত স্থানে তাঁহার রেজিমেন্ট সহিত মিলিত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুইকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মানসে গণিত শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম লেফটেনেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ভেলেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা পাইলেন। এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর নেপোলিয়ন ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে পুনরায় গমন করিলেন। স্বদেশ প্রত্যাগমনের কিয়দ্দিবস পরেই তিনি আজেসিও সম্মুখস্থিত উপসাগরের গভীরতা নির্ণয় করিতে নিযুক্ত হইলেন এবং বহু যত্ন পূর্ব্বক তিনি সম্যকরূপে উহা স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী অনুসারে স্বীয় দেশ কোর্সিকা শাসন করিয়াছেন ও ইংলণ্ডের হস্তে কোর্সিকা সমর্পণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ

---

* কেহ কেহ কহেন যে উপরোক্ত কথাগুলি নেপোলিয়ন কোনও সময়ে পেওলি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "That he was a man of Plutarch's lives—a man cast in the antique world."

করিয়াছেন, এই প্রকার অভিযোগ সূচক পত্র ফ্রান্সের রাজসভা হইতে পেওলির নিকট আইসে। পেওলি তৎপরে কোর্সিকা ইংরাজরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রকার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার চিরবন্ধু কার্লোর পুত্রকে স্বীয় অভিপ্রায় অবগত করান। কিন্তু অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্বেও তিনি নেপোলিয়নকে স্বীয়-দলভুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। নেপোলিয়ন তাঁহাকে কহিলেন যে ফ্রান্সে অধুনা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হওয়া সত্বেও এই প্রকার বিশৃঙ্খলা চিরদিবসব্যাপী কখনই হইতে পারে না, বরং কোর্সিকাবাসীদিগের উপরে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা থাকা এবং ঐ দেশের দুর্গ ইত্যাদি প্রবল স্থান সকল তাঁহার অধীনস্থ হওয়াতে স্বদেশের শান্তি স্থাপনে তাঁহার যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য, ক্ষণিক অসুবিধার নিমিত্ত কোর্সিকাকে তাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়—কারণ কোর্সিকা রাজনৈতিক নিয়মানুসারে ফ্রান্স কিম্বা ইতালী রাজ্যভুক্ত, কিন্তু সমগ্র ইতালী একরাজ্যভুক্ত না হওয়ায় উহা ফ্রান্স রাজ্যেরই প্রাপ্য। নেপোলিয়নের ঐ সকল বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া পেওলি আর কিছু না কহিয়া, নেপোলিয়নের সমক্ষে ইংলণ্ড হস্তে কোর্সিকা অর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। ফ্রান্স স্বদেশের উৎপীড়ক ও বিশৃঙ্খলার একমাত্র কারণ, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং অকারণ স্বদেশ মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন।

নেপোলিয়নের স্বদেশে অবস্থিতিকালে ফ্রান্সে "ভয়াবহ-রাজত্ব" (Reign of Terror) আরম্ভ হও নেপোলিয়নদ্বয় ঐ প্রকার বিশৃঙ্খলজনক শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া সেলিসেটি (Salicetti) * নামক

* কোনও কোনও গ্রন্থকার কহেন ফ্রান্সে ঐ প্রকার ভয়ানক অত্যাচার ও বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে আজেসিওতে ও প্রায় তদ্রূপ বিপ্লব উপস্থিত হইল। অত্যাচারের আধিক্য নিবারণার্থ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ দেশস্থিত সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ পদে নেপোলিয়নকে নিযুক্ত করা হয়। শান্তিরক্ষা করিবার জন্য বোনাপার্টিকে তদ্দেশবাসিগণের উপর সৈন্যবল প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ঐ বিপ্লব

কোনও শত্রু মিথ্যা অপরাধে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সমীপে তাঁহাকে অভিযুক্ত করে। নেপোলিয়ন সেই নিমিত্ত পারিসে উপস্থিত হয়েন, এবং তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করা হইলে সেই অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পারিসেই কিয়দ্দিবস বাস করেন, এবং তথায় অবস্থান কালীন ঐ বৎসরের (১৭৯২ খৃষ্টাব্দ) জুন মাসের ২০শে, ও আগষ্ট মাসের ১০ই দিবসে যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ১০ই আগষ্টে ফরাসীদেশের উন্মত্ত প্রজাহস্তে হতভাগ্য রাজা ষোড়শ লুই ও তাঁহার রাজ্ঞীর (Marie Autonoittee) মৃত্যু, রাজপ্রসাদের লুণ্ঠন, রাজপক্ষাবলম্বী শত সহস্র নিরীহ নরনারীর অকারণ হত্যা ইত্যাদি অতি ভয়ঙ্কর ও শোকাবহ ঘটনা সকল দর্শন করিয়া রাজবিদ্রোহী জ্যাকোবিন (Jacobin) দিগের উপর তাঁহার হৃদয়ে বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। সমগ্র ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ও গর্হিত কার্য্যাদি দেখিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় কোর্সিকা দেশে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন। প্রজাতান্ত্রিক শাসনানুরক্ত হওয়া বশতঃ সমগ্র ইউরোপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। প্রায় দশলক্ষ বা ততোধিক প্রজাতন্ত্রসম্প্রদায়িক ফরাসীদেশীয় লোক স্বদেশকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ফ্রান্স কর্ত্তৃক বেলজিয়ম (Belgium) পরাজিত, সেভয় (Savoy) আক্রান্ত এবং রণপোতাধ্যক্ষ ট্রুগুয়েট্ (Truguet) এর আজ্ঞাক্রমে টুলোঁ (Tonlon) হইতে কতকগুলি রণজাহাজ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আজেসিও দেশের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্যাংটিটিন্ (St Et enne) দ্বীপ ও তত্রত্য দর্গ ও সার্ডিনিয়া রাজত্বাধীন (Isle de la Maddıne)

খৃষ্টের মৃত্যুদিবসে (Good Friday) উপস্থিত হয়। পেরাল্ডি নামক কোনও বোনাপার্টিবংশের চিরশত্রু "নেপোলিয়ন ঐ বিপ্লব নিবারণে উপযোগী হইবেন বলিয়া অকারণ স্বইচ্ছায় শিবির উপস্থিত করেন" এই অভিযোগে ফ্রান্সে পত্র লেখেন। সেই নিমিত্ত নেপোলিয়ন ফ্রান্সে গমন করিতে বাধ্য হয়েন।

* আক্রমণের ভার নেপোলিয়নের উপর ন্যস্ত হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধপোতগুলি দৈবদুর্বিপাকে অকর্ম্মণ্য হওয়ায় নেপোলিয়ন সসৈন্যে উক্ত স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া বোনিফেসিওতে (Bonifacio) প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ প্রকারে টুগুয়েট্ ও যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বাত্যাবেগ ও অন্যান্য কারণবশতঃ নেপল্স (Naples) সন্নিকটস্থ সৈন্যদলের সহিত সম্মিলনে অসমর্থ হইয়া ক্যাগিলিয়ারি (Cagiliari) নামক কোনও ক্ষুদ্রদ্বীপ জয়ার্থ সৈন্যসহিত তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু বিপক্ষদলস্থ সৈন্য সংখ্যা আত্মপক্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়াতে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে জয়ী হইতে অসমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার যুদ্ধের কৌশলাদি দেখিয়া সৈন্য সকল তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল এবং তিনি তত্রত্য লোকদিগের প্রশংসাপাত্র হইলেন। দ্বীপগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ফ্রান্সে গমন করিলেন।

পেওলি এই ইত্যবসরে শরণাগত ইংরাজ সৈন্য-সাহায্যে কোর্সিকা হইতে ফরাসীদিগকে আজেসিও কর্টি (Corte) ইত্যাদি অপরাপর স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি রাজবিদ্রোহীদিগকে এপ্রকার ঘৃণা করিতেন ও তাহাদিগের প্রতি এরূপ রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে ফ্রান্সের হস্তে কোর্সিকা সমর্পণ করিবার অভিলাষে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়ায় তাহার পরলোকগত বন্ধু কার্লোর সংসারকে অসীম দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া পুত্রকন্যাদির চির আবাস ভূমি আজেসিও পরিত্যাগ করিতে তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন। জোসেফ ও নেপোলিয়ান তখন ফ্রান্সে। লেটিসিয়া তাহার অন্যান্য অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাদি লইয়া সমস্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া দ্বীপবাসী সেনানায়ক কষ্টা (Costa) ও অন্য কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য লোকদিগের সহিত সমুদ্র সন্নিকটস্থ কোনও অরণ্যে দুই

* কথিত আছে ঐ দ্বীপ আক্রমণ কালে নেপোলিয়ন স্বয়ং ঐ দ্বীপে যে বোম নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা ঐ দ্বীপস্থ ধর্ম্মরাজগণ বহুদিবস রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উক্ত "বোনাপার্টবোম" গ্যাসকো নিবাসী কোনও বণিককে বিক্রয় করেন।

দিবস ও রাত্রি অতি কষ্টে যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর জোসেফ্ এবং নেপোলিয়ন একটি ফরাসী দেশীয় পোত আনয়ন করিয়া সকলকে লইয়া ফ্রান্সের সমৃদ্ধিশালী নিস্ নামক নগরে উপস্থিত হয়েন। সেই স্থানে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া মার্‌স্যে নামক বিখ্যাত জনপদে গমন করেন।

প্রাণের হাসি।

"There is nothing like a hearty laugh"

সুবাসিত, সুমধুর, শীত, সুবিমল,
মৃদুমন্দ সমীরণ, অলির গুঞ্জন,
কুলায়ে কূজনে ঘোষে বিহগের দল,
ধরাধামে উষাদেবী করে আগমন।
নিশার আঁধার সাথে নক্ষত্র নিচয়,
একে একে অস্তপথে করিল গমন ;
নভোভালে প্রাণভরা হাসি মধুময়,
শুকতারা হাসি' করে উষা সম্ভাষণ।
সে হাসি হেরিয়া মন মুগ্ধ নহে কার?
প্রাণের হাঁসির সম কিবা আছে আর!
জাগাইয়া প্রকৃতিরে উষা চলি যায়,
ঘোষি যবে সবিতার শুভ আগমন,
পূরবে বিমান পথে বিমল বিভায়,
উজলিয়া দিনমণি দিল দরশন।
বিমল সরসী কোলে সুপ্তা সরোজিনী,
বঁধুয়া মিলনে অবগুণ্ঠন ত্যজিয়া,
সোহাগে গলিয়া ধনি পতি সোহাগিনী
পতিকরে পড়ে ঢলি' হাসিয়া হাসিয়া।
সে প্রাণের হাসি হেরি ধরা হাসিময়,
প্রাণের হাসির সম আছে কি ধরায়।

সে হাসি তরঙ্গে হেরি চারু উপবনে,
পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে, কুসুমের দাম,
মকরন্দ মদে মাতি' হাসে ফুল্ল মনে,
গোলাবিনী, বেলা, যুতি, মল্লিকা সুঠাম।
অলক্ষ্যে সুবাস হরি' পলায় গোপনে,—
সুরসিক সমীরণ অবসর হেরি'
বাস হরি' হরি যথা যমুনা পুলিনে!
কুসুম কামিনী-কুল দেখি' সে চাতুরি,—
প্রাণভরে' হেসে পড়ে সবে সবা গায়,
সে হাসির সমতুল আছে কি ধরায়!

হাসির তরঙ্গে ফিরি' আবাস কুটিরে,
হাসির লহরী পুন পসিল শ্রবণে;—
কমনীয় করে শিশু ধরি' জননীরে,
সোহাগে হাসিছে চারু ইন্দু নিভাননে!
ভাবনা কালিমা নাই বুকের ভিতরে,
স্বর্গভাবে পূর্ণ, আহা, মুখানি তাহার,
অমিয় মাখান হাসি সাদা বিম্বাধরে।
জনকে ফিরিতে দেখি' তুলিয়া লহর,—
প্রাণভরা হাসি হেসে, আসে নেচে নেচে;
সে প্রাণের হাসি সম আর কিবা আছে!
সুরধনী তীরে আসি' দিবা অবসানে,—
খল খলি, হেসে ধায় প্রবাহিনী, হেরি,
সুখের হিল্লোল তুলি পতির সদনে,—
সোনার-বরণ-প্রান্ত নীলাম্বর পরি'!
শুনেছিনু ওই হাসি এই উপকূলে,—
কালের পীড়নে পশি হৃদয় কানন,
মমতা মায়ার লতা সাধের মুকুলে,—
ছিঁড়ি যবে কোলে ও'র দিনু বিসর্জ্জন!

পাষাণী পাষাণ কন্যা ভাবিলাম মনে।
স্বর্গদেবী কিবা হায় দেবী ধরাতলে,
দেবভাবে শোক তাপ পরশে কেমনে?
শিব ব্রতে ব্রতী সদা, দুঃখে নাহি টলে।
স্বর্গপ্রেমে পূর্ণ হাসি হাসিয়া জানায়,—
প্রাণের হাসির সম নাহিক ধরায়।

স্বর্গীয় সে প্রেমভাবে বিমোহিত মনে,
আসিনু আবাসে পুন ফিরিয়া যখন,—
ছাইল গগনে ঘন, ঘন গরজনে—
কাঁপাইয়া মহীতল, ধাঁধিয়া নয়ন—
চমকে চপলা ঘোর গরজে অশনি,
পলকে মেদিনী যেন যায় রসাতল।
কালের করাল মূর্ত্তি দেখি ধ্বংস গণি,
কাতর প্রকৃতি কাঁদে, ভাসে ধরাতল।
প্রশমিল শান্তি, হল প্রশান্ত ধরণী,
বিমল গগনে পুন হাসে শশধর,
চকোর উল্লাসে উড়ে, হাসে কুমুদিনী,
হাসিল প্রকৃতি পুন মধুর, সুন্দর।
সে মধুর হাসি, আহা, মন প্রাণ হরে,
দুখ অন্তে হাসি সম কি আছে সংসারে।

ধরাধাম শোক তাপ-দুখ-নিকেতন,
দুখে সুখ বিজড়িত দুখের সংসারে,
"খেয়ে পিয়ে হেসে" তাই জীবন যাপন,
যদি সেই * সুধামত পারি করিবারে,
নাহি চাই ধন মান ইহ সুখতরে।
সঙ্গীত, প্রাণের হাসি, দেবতার ধন,

* চার্ব্বাক বা Epicurus

কণামাত্র যদি তা'র ধরাতল পায়,
সুখময় হয় তবে স্বর্গের মতন।
প্রাণের হাসিতে স্বর্গ সদা সুখময়,
অবনী দুখের ধাম হাসির অভাবে,
প্রাণের হাসির সম কিছু নাই ভবে।

দিল্লীর বাদসাহ ও সুবে-বাঙ্গলার দেওয়ান।

একদা নিদাঘ কালে দিল্লীর বাদসাহ ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কোন্ অলক্ষিত অসুবিধা প্রজা সাধারণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, অথবা তদীয় কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার নিবন্ধন কোথায় কোন প্রজা কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছে কিনা গোপনে তাহার অনুসন্ধান করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

যাঁহারা মনে করেন যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালীতে রাজ্য-শাসন কালে প্রজাগণের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও অবিচার হইত, তাঁহাদের জানা উচিত যে দুই একটী স্থান ভিন্ন অধিকাংশ স্থানেই প্রজা সাধারণে তৎসময়ে যে প্রকার সুবিচার প্রাপ্ত হইত ও তাহাদের যে প্রকার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী সমূহে সেরূপ হইবার আশা সুদূর পরাহত। যদিও তৎকালে নিয়ম প্রণালীর এতদূর পারিপাট্য ছিলনা, কিন্তু অবিচার হইলে বিচার পতির ও সর্ব্বনাশ হইবার আশঙ্কা নিরন্তর অন্তরে জাগরূক থাকায় অবিচারের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প ছিল, সুবিচার প্রাপ্তির জন্য এখনকার ন্যায় কাহাকেও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না, সময় ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে পারিলে সামান্য ব্যক্তিও সম্রাট সমীপে সুবিচার পাইতে পারিত।

সে যাহা হউক তিনি ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যথেচ্ছাক্রমে এক গোধূমচূর্ণ-বিক্রয়ীর বিপণিতে উপস্থিত হইলেন এবং অভ্যন্তর দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন অন্য প্রকোষ্ঠে এক ভিন্ন প্রদেশীয় যুবা পুরুষ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গোধূম পেষণ করিতেছে। তাঁহার প্রশস্ত ললাট সুবিস্তৃত

বক্ষঃস্থল সুবিশাল নয়ন যুগলের সমুজ্জল জ্যোতিঃ, রমনীয় মুখ কান্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে ভদ্র বংশীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া সহজেই অনুমান করিলেন। আরও তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল এই আকৃতির জনৈক লোককে তিনি যেন দুই একদিন সভা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন।

এই সুন্দর যুবা পুরুষ কি কারণে এই নীচ জনোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেও সেদিন আত্ম প্রকাশ ভয়ে বাদসাহ কোন কথার উল্লেখ করিলেন না এবং সেই যুবকের নিকটস্থও হইলেন না। তথা হইতে বহির্গত হইয়া অভিপ্রেত স্থান সমূহ ভ্রমণ পূর্ব্বক নিজস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। পরদিন যথা নিয়মে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুবা ব্যক্তি রাজসভা গমনোপযোগী ক্ষমতাসাধ্য সুপরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক করযোড়ে সভা সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন।

দিল্লীর বাদসাহগণের ভুবনমোহন সভাভবণ অতি বিস্তৃত; তাহার মধ্যস্থানে মণিমণ্ডিত কনকময় ময়ূরের পৃষ্ঠোপরি মনোহর রত্ন সিংহাসন, বিচিত্র বরণের বিবিধ রত্নরাজির বিমিশ্রণে নানা বর্ণধারী ইন্দ্রধনু অনুকারী সেই মনোহর কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছ সিংহাসনের মনোরম আচ্ছাদন হইয়াছিল; জগতের অতুলনীয় শোভাময় সিংহাসনের বামে ও দক্ষিণে পর পর পদমর্য্যাদানুসারী অমাত্য রাজা, রাজদূত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপবেশনের উপযুক্ত রজতদণ্ড শ্রেণী বেষ্টিত সপ্তস্তবক; তাহার পর সাধারণের দণ্ডায়মান হইবার প্রশস্ত স্থান; কিন্তু প্রতিদিন তথায় এত লোক সমারোহ হইত যে সে স্থানে তাহার কিয়ৎ অংশ লোকের সমাবেশ হইত; অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভা প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সভামণ্ডল নির্ব্বাত মহাসাগরের ন্যায় নিস্তব্ধ; কাহারও বাক্য স্ফুরণ করিবার সাধ্য নাই। বাদসাহের এক একটী বাক্য শ্রবণের জন্য সকলেই সোৎসুক।

বাদসাহ প্রতিদিন গুরুতর রাজকার্য্য সমূহ সমাপনান্তে আগন্তুক জনগণের মুখশ্রী ও মনোভাব অনুধাবন করিয়া দুই এক জনের প্রার্থনা শ্রবণ করিতেন। যুবকের উপর বাদসাহের নয়ন পাত হইলে তিনি তাহার কার্য্য স্থানের দিক অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ বাহু আপন সম্মুখে

ঘূর্ণন করিয়া সঙ্কেতে যুবা পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমিই কি কল্য ঐ দোকানে গোধূম পেষণ করিতেছিলে?" যুবা মস্তক অবনত করিয়া স্বীকার করিয়া লইল। তাহার বিষয় ভাল করিয়া জানিবার ইচ্ছা ও তখন সময় বেশী না থাকা প্রযুক্ত সেদিন বাদসাহ ঐ খানেই নিরস্ত হইলেন; অবশিষ্ট রাজকার্য্য সমাপন করিয়া বাদসাহ সভাভঙ্গ করিলেন।

দুই চারিদিন পরে সেই যুবা পুরুষ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক লক্ষাধিক টাকা মূল্যের উপাদেয় উপহার দ্রব্য সহ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তৎ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দান দৃষ্টে বাদসাহ এতাদৃশ বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন যে তিনি কোন মতে আপন গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এ কি সেই গোধূম পেষণকারী নহে? তবে সেদিন আমার সঙ্কেত বাক্য স্বীকার করিয়া লইল কেন? অথবা আমার সঙ্কেত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারে নাই। আর যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে সেই দরিদ্র ব্যক্তি কিরূপে এত বহুমূল্য সামগ্রী সংগ্রহ করিল?

তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই যুবা ব্যক্তিকে আপন সমক্ষে আহ্বান করাইলেন। যুবক যথা রীতি অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে রক্ষিবর্গকে বিদায় দান পুরঃসর সেই যুবা ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে যুবক সে দিন তুমি কি আমার সঙ্কেত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পার নাই"? যুবক মস্তক অবনত করিয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন "পারিয়াছিলাম"

কি বুঝিয়াছিলে? তুমি কি সেই গোধূম পেষণ কারী?

আজ্ঞা হাঁ।

তোমার এত সম্পত্তি থাকিতে গোধূম পেষণ কর!

আমার কিছুই ছিল না।

তবে এ সমস্ত কোথা হইতে পাইলে?

ভবদীয় কৃপা-দৃষ্টি হইতে।

কৈ আমিত তোমার প্রতি কোনরূপ দয়াপ্রকাশ করি নাই? ভবৎ সদৃশ জনগণের নয়ন পাতই মাদৃশ ব্যক্তি গণের পক্ষে যথেষ্ঠ অনুগ্রহ প্রকাশ।

বাস্তবিকই সে দিনকার সেই অনুগ্রহই অধীনকে সর্ব্ববিধ অভাব হইতে মুক্ত করিয়া এই সমস্ত উপাদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করণে সমর্থ ও যাঁহার সামগ্রী তাঁহার চরণে কিয়দংশ প্রদান পূর্ব্বক হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভাব প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

বাদসাহ কহিলেন "ওহে যুবক! আমি তোমার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না অতএব স্পষ্ট বাক্যে যথাযথ বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল পরিতৃপ্ত কর।"

যুবক কহিলেন "বাদসাহ যদি অভয় দান করেন"

কোন চিন্তা নাই অকুতোভয়ে বর্ণন কর।

যুবক কহিতে লাগিলেন "মহিমার্ণবের সেদিনের সেই কৃপাদৃষ্টির পর সভাবসানে সভাস্থ রাজা রাজ-প্রতিনিধি প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী ভূম্যাধিকারী ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি আমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভবদীয় সঙ্কেত বাক্যের মর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হে অবনীপতে! জগতের যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি তাহাতে নির্ধন ব্যক্তিকে কেহই সমাদর করে না। দরিদ্র ব্যক্তি বিশেষ সারবান প্রস্তাব উপাপন করিলেও, কেহ তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন না। দীনব্যক্তি কাহারও গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহবাসীর অন্তঃকরণে ভয়ের উদয় হয়, ইত্যাদি প্রর্য্যালোচনা করিয়া আমি অকারণ সাধারণ সমক্ষে আমার দৈন্যদশা প্রকাশ করা উচিত বোধ করি নাই এবং আমাদিগের উপর দিল্লীশ্বরের কৃপা দৃষ্টি আছে এই জ্ঞানবোধ জন্মাইতে পারিলে সাধারণ্যে কিছু সমাদৃত হইতে পারিব ভাবিয়া সঙ্কেত বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ;—

'একদিন দিল্লীশ্বর ছদ্মবেশে একাকী নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ; নানা কথা প্রসঙ্গে আমার উপর তাঁহার শুভদৃষ্টি পড়ে। আমার নিবাস বাঙ্গলায় জানিয়া সুবে-বাঙ্গালার রাজস্বের হিসাবের নিতান্ত গোলযোগের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক আমাকে কহেন "তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান দেখিতেছি ; তোমাকে যদি বাঙ্গালার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া দিই তুমি সুবে-বাঙ্গলার রাজস্বের

হিসাব পত্র আমার মুঠার ভিতরে করিয়া দিতে পার কি না?" আমি সম্মত হইলে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করেন এবং অদ্য বাঙ্গালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুষ্টিবদ্ধ বাহু ঘূর্ণন করিয়া তাহাই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন, আমিও মস্তক অবনত করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম।" যুবক যে ভাবে কথাগুলি কহিলেন, বাদসাহ তাহাতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যুবক আবার বলিলেন "আমার কথা শ্রুতি-পরম্পরায় সুবে-বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ভূম্যাধিকারীবর্গের প্রতিনিধি গণের শ্রবণ গোচরে উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিতে লাগিলেন এখন হইতে এ ব্যক্তির সহিত প্রণয় করিয়া রাখিতে পারিলে পরিণামে অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পারিবে এবং তদুদ্দেশে তাঁহারা আমার বাসায় গতিবিধি করিতে লাগিলেন। আমি এখন যেরূপ পদস্থ হইতে চলিলাম তাহাতে আমার আর একরূপ বাসায় থাকা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া অনেকেই পরামর্শ দিতে লাগিল। মদীয় রসনা হইতে অর্থাভাবের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আপনা হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া আমার বাসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে আমার নিকট উপঢৌকন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। দুই চারি দিনের মধ্যে আমি হুজুরকে নজর দিবার জন্য এই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম।"

দিল্লীশ্বর যুবকের এই বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বংশাবলীর সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন "হে যুবক তুমি এরূপ ভদ্রবংশ সম্ভূত ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া কিরূপে এইরূপ নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি কি ইচ্ছা করিলে বাটী হইতে অর্থ সাহায্য অথবা তোমার স্বদেশীয় কোন ব্যক্তির আশ্রয় পাইতে পারিতে না?" যুবক বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "পাইলেও পাইতে পারিতাম কিন্তু আমি সে চেষ্টা করি নাই, আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম আমার যে বয়স হইয়াছে তাহাতে উপার্জ্জন করিয়া নিজের ভরণ পোষণ ও গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া আত্মোদর পরিপূরণ জন্য বারম্বার তাঁহাদিগকে বিরক্ত করা

নিতান্ত অনুচিত; আর স্বদেশীয় আত্মীয় বন্ধুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে চক্ষুলজ্জায় তাঁহারা দুই চারি মাস যদিও মৌখিক কোন কথা না কহেন, মনে মনে নিশ্চয়ই আমাকে গলগ্রহ স্বরূপ বিবেচনা করিবেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম ঈশ্বরদত্ত সুবিশাল হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট হইয়া অধম ও কাপুরুষের ন্যায় গুরুজনের ক্লেশকর আত্মীয় জনের বিরক্তি কর হইব না, যেরূপে পারি নিজ চেষ্টায় আত্মোদর পরিপূরণ করিব। অভিমানের বশীভূত হইয়া শ্রমজনক কার্য্য অবমাননা-কর বিবেচনা করা নিতান্ত মূর্খতা ও অবিবেচনার কার্য্য; ঈশ্বর যখন যাহা দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট ও নিষ্পাপ থাকিয়া অবস্থা মত কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা সকলেরই কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

যুবকের এই সকল কথা শ্রবণে বাদসাহ নিরতিশয় প্রীত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন এই ব্যক্তি যেরূপ সদ্বংশীয়, সুশিক্ষিত, প্রতিভাশালী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত অতএব উঁহাকে উঁহার প্রার্থনীয় পদে নিযুক্ত করিয়া উঁহার অসামান্য গুণরাশির সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিব, এই বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে যুবক আমি তোমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম তোমার কথা কখনই মিথ্যা হইবে না আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমাকে অদ্যই সুবে-বাঙ্গালার দেওয়ানী কাজে নিযুক্ত করিব।" এই বলিয়া প্রধান মন্ত্রীর প্রতি তাহার নিয়োগপত্র প্রদানের আজ্ঞা করিলেন। এখন আর এই যুবক সামান্য গোধূম পেষণকারী নহে, বাঙ্গালার সুবেদারের আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধানকারী অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। পাঠক! এই অসাধারণ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে কি জানিতে চান?

প্রণয়ে-প্রমাদ।

"প্রণয় অমৃত নদী" তা'তেও গরল যদি
হায় বিধি! কেন তবে হেন প্রেম গড়িলি।

হৃদয়ে যাহারে ধর তারেও সন্দেহ কর
হায় মূর্খ! কেন তবে হেন জনে বরিলি॥
ভালবাস যে জনায় সে যে ষোলআনা চায়
ছয়আনা দিয়ে মাত্র দশআনা রাখিলি।
সে কিরে লুকান যায় প্রতি পদে বাহিরায়
শুধুই অন্তর দাহে অন্তরকে দহিলি॥
রূপ ছবি সে জনার বাড়ায় সন্দেহ ভার
রূপের কুহকে আঁখি কেন তবে মজিলি।
সে যদি মধুর হাসে কপট সে ভালবাসে
না জানিয়া হেন কথা কেন তায় বলিলি॥
হৃদয় আবেগ ভরে যদি তার আঁখি ঝরে
কুহকী ভুলাবে মোরে মনে মনে করিলি।
কারে কোন কথা ক'লে হৃদি জ্বলে ঈর্ষানলে
আত্মজনে পর ভাবি কত শত্রু করিলি॥
কল্পনার মোহমন্ত্রে বিকৃত হৃদয় তন্ত্রে
অসংলগ্ন কত কথা স্তরে স্তরে গাঁথিলি।
(নিজ) মন উত্তেজনা শুনি হইলি পরশ মণি
যা দেখিলি যা শুনিলি পরমাণ গণিলি॥
কত ভাব কত ভঙ্গী হইল ইহার সঙ্গী
অমৃতে গরল ভাবি গুণে দোষ ধরিলি।
সন্দেহের বেগ ভরে আঁখি না দেখিল ফিরে
দারুণ কুঠারাঘাত নিজপদে করিলি॥

বাঁকুড়ায় ইন্দ।

ইন্দ কথাটী প্রথমতঃ শুনিলেই মুসলমানদিগের ইদ্ পর্ব্ব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক এটী হিন্দুদিগেরই পর্ব্ব। এই পর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করা হয় এবং ঐ পূজা উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ স্থানে বিশেষতঃ বিষ্ণুপুর সব-ডিভিজনে মহা সমারোহ হইয়া থাকে।

এই পর্ব্ব যে বনবাসী অসভ্য সাঁওতাল দিগের আমোদ আহ্লাদ মাত্র এমত নহে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং বিষ্ণুপুরের রাজ বংশীয়েরা ইহার যথাযথ অনুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রজা-রঞ্জক সকল হিন্দুরাজারই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

এ পর্ব্ব আধুনিক পর্ব্ব নহে বহু কালাবধি ইহা যথা নিয়মে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আমার বোধ হয় পুর্ব্বকালে ভারতে যে ইন্দ্রপূজা প্রচলিত ছিল উহা তাহারই অবশেষ মাত্র। ঋগ্বেদ ও মহা-ভারতে এই প্রকার পর্ব্বানুষ্ঠানের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষিকর্ম্ম পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেরই একটী প্রধান কর্ম্ম। বোধ-হয় পৃথিবীতে এমন জাতি অতি অল্পই আছে যাহারা কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। এই কৃষি কর্ম্ম করিতে হইলে জলের বিশেষ প্রয়োজন হয়, জল না পাইলে কৃষকদিগের এক প্রকার সর্ব্বনাশ হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং সাধারণ প্রজাদিগের অন্নাভাব ঘটে, সমস্ত দেশে দুর্গতির অবধি থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রজা-বৎসল রাজাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্য পুরাকালে প্রায় সকল হিন্দু রাজগণ জল প্রার্থনায় দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিতেন ও অধুনাও অনেক স্থলে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পূজা পদ্ধতি ভিন্ন হইতে পারে। শাস্ত্রে কথিত আছে ইন্দ্রদেব জলের কর্ত্তা, তিনি প্রসন্ন হইলেই ধরাজল পূর্ণ হয়, ও এদিকে ভাদ্র মাস কৃষি কর্ম্মের উৎকৃষ্ট সময়, এই হেতু ভাদ্র মাসে শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে অনেক স্থানে এই পূজা হয় ও সেই উপলক্ষে অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদ হইয়া থাকে।

অধুনা বাঁকুড়া অঞ্চলে যে ইন্দ্র পূজা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্ব প্রথা অনু-সারে বিষ্ণুপুরের রাজবংশীয়দিগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। গত ২৭শে শ্রাবণ ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুপুরে এই পর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রকার সমারোহের সহিত উহা সম্পন্ন হইত এক্ষণে তাহার কিছুই দেখা যায় না। রাজবংশের অধঃপতনের সহিত এই পর্ব্বেরও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তথাপি ইহা একটী দেখিবার জিনিস বটে। এই পর্ব্ব একটি নির্দ্দিষ্ট মাঠে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মাঠের মধ্যে অন্ততঃ একশত

হাত ব্যাসের একটা বৃত্তাকার স্থান, ঘোড়দৌড় ও হাতির নাচের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়, ঐ বৃত্তের কেন্দ্র স্থান উভয় দিকে কিছু দূরে দুইটী বৃহৎ শাল কাষ্ঠ উত্তম বস্ত্রাবৃত করিয়া শায়িত থাকে। ঐ দুই কাষ্ঠকে ইন্দ কাষ্ঠ কহে। সন্ধ্যার অনতি পূর্ব্বেই রাজবাটি হইতে শালগ্রাম শিলা আনাইয়া ঐ দুই কাষ্ঠের পূজা হয়। পূজার পূর্ব্ব হইতেই শত শত সাওতাল পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে থাকে, চতুর্দ্দিকে মাদল, ডঙ্কা, দগড়া, ঝড ঝড়া, বৃহৎ বৃহৎ কাড়ানাক্ড়া প্রভৃতি বাজিতে থাকে ও সাওতালগণ নানা প্রকার বনফুলে ভূষিত হইয়া ও মাদক সেবনে উন্মত্ত প্রায় হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই সময়ে সাঁওতালদিগের মধ্যে অনেক পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে; প্রণয়ী যুগল পরস্পর পরস্পরের বাহু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে থাকে ও অপর সাঁওতাল যুবতীগণ সখীভাবে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য গীত ও উপহাস করিতে থাকে। এই সময় তাহাদের পুরোহিত আসে, কিন্তু রাজার আগমন না হইলে বর তাহার নব বিবাহিতা স্ত্রীর মস্তকে সিন্দুর পরায়ে দেয় না। সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজবংশধর স্বীয় সর্দ্দার সদীয়াল ও ঘাটোয়ালগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে, উৎসবক্ষেত্রে আগমন করেন। ঐ সময় একটী মহানান্দ ধ্বনি উত্থিত হয়, সাঁওতালগণ তাহাদের রাজপুত্রকে প্রগাঢ় রাজভক্তি প্রদর্শন করাইতে ব্যগ্র হয় ও সকলে রাজাকে বেষ্টন করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। রাজাও অশ্বারোহণে সাতবার ঐ বৃত্তাকার স্থান বেষ্টন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার দৌড়, হাতির নাচ ইত্যাদি তামাসা হয়। ঐ সময় ইন্দ কাষ্ঠ পূজা হয় ও ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। পূজা সমাধা হইলেই রাজা রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করেন ও সাঁওতালগণ মহানন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে স্ব স্ব অরণ্যে প্রবেশ করে।

এই সকল আমোদের মধ্যে যদিও কোন বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা যায় না তথাপি তাহাদের সরল ও অকৃত্রিম আমোদ প্রমোদ যে দর্শক বৃন্দের অতীব নয়ন-রঞ্জক ও হৃদয়-গ্রাহী তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

দোঁহাবলীর সংস্কৃত ও ভাষা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বোল্‌না চল্‌না আল্‌বৎ মেল্‌না, বৈট্‌দিলা তুএ কোন্।
উদ্‌যোগ পীছু লছমী ধাওএ, যেসা পাঙ্‌খামে পবন্॥ ২৪।

লোকালয়ং যাহি ধনানি ভিক্ষিতুং
দদাতি নিশ্চেষ্ট জনায় কো ধনং
উদ্‌যোগ পৃষ্ঠে কিল ধাবতি শ্রী
র্যথৈব বায়ুর্ব্যজনান্তবালে॥ ২৪।

লোকের সহিত কথোপকথন কবনার্থ লোকের নিকট গমন কর অবশ্যই অর্থাদি মিলিবে; বসাইয়া কোন্ ব্যক্তি তোমাকে অর্থ প্রদান করিবে? দেখ উদ্যোগেব পশ্চাৎই সম্পদ গমন করিয়া থাকে যেমন পাখায় বায়ু আছে বটে কিন্তু চালন না করিলে পাওয়া যায় না॥ ২৪।

পণ্ডিত ও মশাল্‌চি ইন্‌কি গত্ত কহা না যায়।
পরকো দিয়া দেখায়কে আপ্ আধারে ধায়॥ ২৫।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং স্বভাবো দীপভৃৎ সতোঃ
আলোকং তৌ হি সন্দর্শ্য, স্বয়ং তমসি গচ্ছতঃ॥ ২৫।

পণ্ডিত ও মসালধাবী ইহাদের গতির কথা বলা যায় না, উপদেশ ও অলোক দ্বাবা পবকে পথ দেখাইয়া আপনারা অন্ধকারে গমন করেন॥ ২৫।

বাৎেভক্তি না হোত হের্, ছোড়্ দেহ চতুরায়ি।
কাগাসে হংস না হোত্তৌ হের, দুদ্ধকা মিলায়ি॥ ২৬।

বাঙ্‌মাত্রেণ ন ভক্তিঃস্যাৎ কাপট্যং ত্যজ মানস।
কাকো ন হংসো ভবতি, দুগ্ধযোগে কদাচন॥ ২৬।

কেবল কথা মাত্রে ভক্তি লাভ হইবেনা—চাতুর্য্য পরিত্যাগ কর। দেখ বারম্বার দুগ্ধযোগ করিলে কাক কখন হংস হয় না॥ ২৬।

ওঁছে নর কি পেট্‌মে, রহেনা মোটিবাৎ।
আধ্‌সের কি পাত্র মে, কৈসে সের্ সমাৎ॥ ২৭

নীচস্য জঠরে ক্বাপি, মহদ্বানং ন তিষ্ঠতি
ক্ষুদ্র পাত্র বিশেষেতু সমুদ্রস্ত কথংস্থিতিঃ॥ ২৭॥

সামান্য নরের উদর কখন ভাবপূর্ণ কথা ধারণ করিতে পারে না যেমন অর্দ্ধসেরের পাত্র কখন একসের ধারণ করিতে পারে না ॥ ২৭।

কাহুঁকো ধন ধাম্ হেয়্, কা হুঁকো পবিবার।
তুলসী অ্যায়্সে দীনকো, সীতারাম্ আধার্ ॥ ২৮

কস্যাপি সাধোর্ধন ধামে চাস্তি, কস্যাপি পুত্রঃ পবিবার বর্গঃ।
নিতান্ত দীনস্য ভবান্তকারী মমৈব রামশ্চিরমাশ্রয়োঽস্ত ॥ ২৮

কোন ব্যক্তির ধন ও ধাম আছে কোন ব্যক্তির বা পুত্র পরিবারবর্গ আছে, কিন্তু নিতান্ত নিরাশ্রয় তুলসী দাস সদৃশ দীন জনের কেবল এক সীতারামই আশ্রয় মাত্র ॥ ২৮

যো প্রাণী পরবশ পবো, সো দুখ্ সহত অপার্।
যূথপতি গজ হোই, সহেঁ বন্ধন অঙ্কুশ মার্ ॥ ২৯

পরাধীনশ্চ যো লোকে, সহতে দুঃখমন্বহং।
গজোযূথ—পতির্ব্বদ্ধো, যথৈবাঙ্কুশ তাড়নং ॥ ২৯

যে প্রাণী পরাধীন তাহাকে অপার দুঃখ সহ্য করিতে হয়; দেখ মহা বলবান্ গজরাজ যূথ-পতি হইয়াও পরাধীনে বন্ধন ও অঙ্কুশাঘাৎ সহ্য করে ॥ ২৯

আওনহি আদর নহি, নহি নয়নকা লেশ।
কবীরা কভু ন করো তা কো সীমা পরবেশ্ ॥ ৩০

আহ্বানমাদরশ্চক্ষুরিঙ্গিতং নাস্তি যত্রচ।
ব্রজতে কবীরস্তত্রৈব, মা বিশথং কদাচন ॥ ৩০

যে স্থানে আহ্বান নাই এবং আদর নাই অথবা নয়ন ভঙ্গী দ্বারা সঙ্কেত করা নাই কবীর বলেন কখন তাহার সীমায় প্রবেশ করিও না ॥ ৩০

তুলসী তাহাঁ যাইয়ে, যাহাঁ আদর না করে কোই।
মান্ ঘাটে মন্মরে, রামকো স্মরণ হোই ॥ ৩১

সখে ভবান্ গচ্ছতু তত্রতত্র,
যত্রাদরং কোপি ন চৈব কুর্য্যাৎ।
চেতোঽপমৃত্যুর্যদি মান হানি
র্ভবেত্তদা রাম পদে মতিস্তে ॥ ৩১

হে সখে। হে তুলসীদাস! যে স্থানে কেহ আদর না করে সেই স্থানেই গমন করিবে, কারণ মানের লাঘব জন্য মনের মালিন্য হইলে অবশ্যই রামকে স্মরণ হইবে॥ ৩১

সবেশ্ নিবেশ্ নব্ হোতে হৈঁয্ সময পায় সব্ কোই।
দিনমে হোতা প্রকাশ রবি, চন্দ্র মন্দ-দ্যুতি হোই॥ ৩২

জীবঃ সময়মাসাদ্য, সুত্তমশ্চাধমো ভবেৎ।
অহ্নি প্রকাশতে সূর্য্যশ্চন্দ্রো মন্দ দ্যুতি ভবেৎ॥ ৩২

জীব সকল সময় প্রাপ্ত হইয়া উত্তম অধম হয়, দেখ দিবসে সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছেন ও চন্দ্র-মন্দ দ্যুতি অর্থাৎ হত-প্রভ হইয়া রহিয়াছেন॥ ৩২

সান্ত্বনা।

মানস, কিসের দুঃখ তোর।
কিলাগি শোকের তাপে আছিস্ বিভোর?
কার তরে পেতেছ যাতনা?
কে তোমার আপনার রে মন বলনা?
এত আশা আছিল তোমার,
জলবিম্ব প্রায় এবে বিনাশ তাহার।
স্নেহ-সিন্ধু অপার যে ছিল,
অকাল-তপন তাপে সব শুকাইল!
নিরম্বু নয়ন তব এবে,
সলিল সলিল আর কতদিন রবে?
বর্ষণ নাহিক আর তোর
বর্ষণ লুকায়ে এবে হয়েছিস্ চোর।
আরো কত আছে রে কপালে
ভয় হয় লোকে পাছে আত্মচোর বলে।
কেন আর আছিস ভুলিয়া?
জীবন-তটিনী সদা যাইছে বহিয়া।
সকল সন্তাপ দাও তাঁরে,
প্রশান্ত মুরতি যাঁর দুঃখপারাবারে॥

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

১ম খণ্ড)   সন ১৩০১ সাল, অগ্রহায়ণ।   (৮ম সংখ্যা

সৃষ্টিতত্ত্ব।

সৃষ্টি কথাটী কত মধুর, কত শান্তিপ্রদ, কত ভাব ব্যঞ্জক। মানব হৃদয় যতই পাষণ্ড হউক না সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা কবিলে জীবনেব সুখস্রোত প্রবাহিত হয়, নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, চিত্তে বলেব আবেশ হয়। প্রকৃত কথা এই যখন স্থিব ভাবে চিন্তা কবা যায় জীবন কত সুখেব কে ইহাকে সৃষ্টি কবিল, কাহাব দযাব চিহ্ন হৃদয়েব প্রতিস্তবে খোদিত বহিয়াছে, যখন স্থিব নয়নে শতকোটী তাবকা বিবাজিত অনন্ত নভোমণ্ডলেব দিকে নয়ন প্রসাবিত কবা যায়, যখন এক একটী নক্ষত্রকে অপবিসীম জগৎ বলিয়া ধাবণা হয়, যখন মনে হয় সাগবেব বালুকাকণাবও গণনা হইতে পাবে কিন্তু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিবাজিত বিশ্বেব অন্ত নাই অথচ কেমন সুশৃঙ্খল, কেমন উজ্জ্বল, কেমন অলৌকিক, তখনই হৃদয়াকাশের এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশ্বস্রষ্টার করুণা কটাক্ষে সৌদামিনীব ন্যায় নাচিযা উঠে।

মানবেব জ্ঞান বিজ্ঞান যদি স্পষ্ট স্বরূপ পবমার্থ তত্ত্বে স্রষ্টাব অশেষ গুণ গবিমা অনুভব কবিতে না পারে, যদি স্রষ্টার কার্য্য কৌশল ও শিল্প নৈপুণ্য সন্দর্শনে দৃঢ় ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থাপনে পবাঙ্মুখ হয়, যদি ধর্ম্ম ও মীমাংসা মানবের সামান্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি পরিচা-

লিত হইয়া সেই পূর্ণ ও অসীম জ্ঞান ময় বিভুর বিভূতি নিরাকরণে ভেদবুদ্ধি স্থাপন করে, তাহা হইলে সেই জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্ম ও মীমাংসা নিতান্ত অসার বিকটতম তম ও অবিদ্যা প্রসূত সুতরাং অতি হেয় ও অশ্রদ্ধেয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

অতি আদিম কাল হইতে মহাত্মা মনিষীগণ সৃষ্টি বিষয়ে রীতিমত অনুশীলন করিয়া জগদ্বাসীর হৃদয়ে যে ভক্তিস্রোত ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহারাই পুণ্যবলে আজ আমরা শত পাপে লিপ্ত হইলেও সৃষ্টির দিকে অবলোকন করিবা মাত্র পরম করুণাময় বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে সংস্কার বশে সতই হৃদয়ে অনুভব করিয়া আমাদের অকর্ম্মাদিজনিত পরিণাম স্রোতের তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে সদাই পরিত্রাণের আশায় কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইয়া সুখলাভ করি। কিন্তু সংশয়াম্বিত নাস্তিকেরা অনিবার্য্য ধ্বংস পথের চির পথিক।

যিনি পরাৎপর পরম ও পরমাত্মা, যিনি রূপ বিবর্জ্জিত, যিনি সর্ব্বব্যাপী যিনি মন ও বাক্যের অতীত যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব প্রাদুর্ভূত যাহাতে স্থিত এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্ব-কারণের কারণ বিশ্ব নিয়ন্তা নিত্য পরব্রহ্মই বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে দিক্ কাল, আকাশ, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আলোক, আঁধার, স্থাবর জঙ্গম, সুখদুঃখ, লজ্জা, রোগ শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তবে ছিল কি? কল্পনে! তোমার সাধ্য কি সেই মহামায়ার লয়ভূত পরম পুরুষের সান্নিধ্যে অগ্রসর হও। যে পথে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শত সহস্র দৈব বৎসর নিজ নিজ শক্তি অনুসারে গমনের পর উভয়ে প্রত্যাগত স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মত্ব ও বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়া ছিলেন, সেই সর্ব্বব্যাপী বিভু পরম ব্রহ্ম, ব্রহ্মারূপে নিজ ইচ্ছায় আপনাকে সৃজন, বিষ্ণুরূপে পালন ও রুদ্ররূপে ধ্বংস কার্য্য অনায়াসে সাধন করিতেছেন, তিনিই পাতা ও পাল্য এবং সংহর্ত্তা। তিনিই সৃষ্টিরূপে আপনাকে সাজাইয়া সৃজন, পালন ও ধ্বংস দ্বারা এই লীলা খেলা করিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টি নৈপুণ্য ভাষায় প্রকাশ করা আর মূকের প্রিয়জন সহ কথপো-

কখন উভয় সমান।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নির্গুণ পরমব্রহ্ম বিরাজিত ছিল সৃষ্টির জন্য তিনি সগুণ উপাধি গ্রহণ করেন ইহাই তাঁহার মূল প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ বা কালে অধিষ্ঠান।

মূল প্রকৃতিতে পর ব্রহ্মের অধিষ্ঠান না হইলে জগতের সৃষ্টি হয় না। এই মূল প্রকৃতি পরব্রহ্মের অবস্থা বা ভাব বিশেষ উভয়েই একবস্তু, অভেদ ভাবে বিরাজিত। সৃষ্টির জন্য উভয়ের অভিন্ন সঙ্গ প্রয়োজন, কারণ উভয়ের অভাবে উভয়েই নিষ্ক্রিয়।

এই কলা যুক্ত ব্রহ্মকে অনেকে কর্তৃত্ব যুক্ত অথচ জড়ভাবাপন্ন অপরে কর্তৃত্ব শূন্য অথচ চৈতন্য ময় বলিয়া থাকেন।

তন্ত্রের জগৎ প্রসবিনী প্রকৃতি যিনি শক্তিরূপা সগুণা, সাংখ্যে তিনি জড় ভাবাপন্না নির্গুণা, বেদান্তে তিনি মায়া বলিয়া অভিহিত হয়েন। অপরদিকে সগুণ ব্রহ্ম বেদান্তে পরমেশ্বর সাংখ্যে আত্মা এবং তন্ত্রে শিব বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। আর এই পুরুষ প্রকৃতির অতীত সাংখ্যের পরম পুরুষই নির্গুণ পরম ব্রহ্ম। যদিও ব্রহ্ম ও মূল প্রকৃতির মধ্যে কোনটীই সর্ব্ব-বাদী সম্মত জড় বা চৈতন্য নহে তথাপি উভয়েই অভেদ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব ও চৈতন্য নির্ব্বিঘ্নে বর্ত্তমান থাকায় সৃষ্টির পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। এই প্রকৃতি পুরুষের অভেদ সম্বন্ধ প্রযুক্ত কেহ প্রকৃতি যুক্ত চৈতন্য কেহ চৈতন্য যুক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ কেহ প্রকৃতিকে অপরে পুরুষকে প্রাধান্য প্রদান করেন। কেহ বা এই মিলিত প্রকৃতি পুরুষকে স্ত্রী রূপে কেহ বা পুরুষ রূপে কেহ বা স্ত্রীপুরুষ কেহ বা উভয়েই অতীত সগুণ ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই সগুণ ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি অর্থাৎ যখন প্রকৃতিতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট বা চৈতন্য উপস্থিত এই অবস্থাই যোগীগণের কূটস্থ * চৈতন্য

---

* কূটস্থ কূটবৎ নির্ব্বিকারে স্থিত অর্থাৎ যেমন স্বর্ণ কারের নেহাইয়ের উপর কত গঠন কার্য্য চলিতেছে কিন্তু নেহাই অবিকৃত থাকে। কিম্বা 'কূটে দেহে যিনি নির্ব্বিকার ভাবে স্থিত রহিয়াছেন' সেই অক্ষয় পুরুষের নাম কূটস্থ।

বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শাক্তের শক্তি। ইনি জগতিতলে শ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা কিন্তু জগদ্বাসী কি ভ্রমেই পতিত এ রহস্য না বুঝিয়া ধর্ম্ম জগতে কি বিদ্বেষ বুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে। এমন কি পরস্পরে ভয়ানক ভেদ বুদ্ধির দ্বারা পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেও নিরস্ত হয়েন না। ধন্য মানব, ধন্য তোমার স্বার্থপরতা। আজ স্বার্থপরতা সাধন জন্য যে পথে অগ্রসর যে দিন জানিবে উহা মরীচিকা মত ভ্রমাবেশে ঘটিয়াছে সেই দিন সেই দুর্দ্দিনে তৃষিত পথিকের ন্যায় সাহারার কেন্দ্রগত হই। হা হা রবে ভূতলে পতিত হইতে হইবে।

এখন প্রকৃত কথা এই যে আমরা ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা জ্ঞাত হইলাম, একটী পর ব্রহ্ম বা নির্গুণ অপরটী সগুণ ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ (১) অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাই (২) জগৎ প্রসারের কারণ। বস্তুতঃ পর-ব্রহ্মের সৃষ্টি শক্তির নাম প্রকৃতি। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন 'প্রকৃতি বিশ্বের গর্ভাধান স্থান অর্থাৎ মাতৃ স্থানীয়া আর তিনি বীজপ্রদ পিতা'। (৩)

উক্ত প্রকৃতি তিন গুণের অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম গুণের সাম্যাবস্থা, এই তিন গুণের বৈষম্য অবস্থায় চরাচর জগৎ উৎপন্ন হয়, অতএব এই তিনটী গুণই সৃষ্টির কারণ। শাস্ত্রে সত্ত্ব গুণকে বিষ্ণু রজ ব্রহ্মা এবং তমগুণকে রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উক্ত সাম্য ভাবাপন্ন প্রকৃতি মধ্যে গুণ ত্রয় এরূপ ভাবে লীন থাকে যে কোনটীই অপর দুইটীকে পরাভব করিয়া স্বপ্রকাশ হয় না, এতাবৎ কাল

---

(১) "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"
অর্থাৎ 'আমি সমুদায় জগতের উৎপত্তির হেতু আমা হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়।"—গীতা।

(২) মহর্ষি নচিকেতা আপনার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান কি জন্য এই সংসার সৃষ্টি করিলেন? গুরু উত্তর করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল সৃষ্টি করিলেন ইহা ভিন্ন আর আমরা কিছু জানি না এবং বলিতেও পারি না ইত্যাদি।—মহাভারত।

(৩) মম যোনি মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

*　　*　　*　　*

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥—গীতা।

পর্য্যন্ত উক্ত প্রকৃতি নির্গুণ ভাবাপন্ন বা সাম্যাবস্থাপন। অথচ মূল প্রকৃতি রূপে বিরাজিত ইহাই সৃষ্টির বীজ বা অব্যক্তাবস্থা। ইহার প্রকাশ অবস্থা আমরা বিশ্বমাঝে অনুভব করিতেছি। উক্ত প্রাকৃতিক বিকাশ ও বিবর্ত্তনে ব্রহ্মার প্রজা সৃষ্টি বিষ্ণুর পালন ও কল্পাবসানে মহেশ্বরের ধ্বংস। জগতী-তলে সৃষ্টি স্থিতি নাশ অহোরাত্র চলিতেছে। প্রকৃতির আবির্ভাবে সৃষ্টি ও স্থিতি কার্য্য এবং অন্তর্ধানে নাশকার্য্য বা নিজ অনন্ত শক্তিতে পুনরা-কর্ষণ-দ্বারা দৃশ্যমান চরাচর লুকাইয়া রাখেন। কিন্তু এই সৃষ্টি তত্ত্ব কোন দিন প্রথম আরম্ভ হইয়াছে তাহা মানবের জানিবার উপায় নাই— সেই অতীত ঘটনা অনন্তের ক্রোড়ে বিরাজিত।

সৃষ্টির কারণ মূল প্রকৃতিকে যেমন ব্রহ্মের সহিত একত্রে জড়িত বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার প্রকৃতিতে সত্ত্ব রজ ও তমগুণ সর্ব্বদা গ্রথিত রহিয়াছে। মূল প্রকৃতির কিঞ্চিৎ বিকার উপস্থিত হইলেই গুণত্রয় উৎপন্ন হইয়া কত কৌশলে সৃষ্টি কার্য্য পরিচালনা করিতেছে।

প্রকৃতি তমপ্রধান অবস্থায় স্থূল জগতে রজ প্রধান ভাবে উহার স্রষ্টার ন্যায় সূক্ষ্ম রূপে এবং সাত্ত্বিক ভাবে স্থূল সূক্ষ্মের আধারের ন্যায় বোধ হয়।

প্রকৃতি যখন নাশকার্য্যে তম প্রধান শক্তির আশ্রয়ীভূত হন তখন তিনিই মহারুদ্র বা মাহেশ্বর নাম ধারণ করেন। যখন বিশ্বকর্ম্মা রূপে স্তরে স্তরে অনন্ত লীলা প্রচার করেন, তখনই তিনি লোকগুরু পিতামহ বিধাতা।

আবার যখন সত্ত্ব প্রধান রূপে অতি সূক্ষ্ম ভাবে নিজ শক্তি পরিচালিত করিয়া সৃষ্টিকে ধ্বংসের পথ হইতে অবিরাম রক্ষা করিয়া থাকেন তখন তাঁহা-কেই জগদ্বাসী বিষ্ণু বলিয়া পূজা করেন। সেই একমাত্র চৈতন্য পদার্থ কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু, কখন মহেশ্বর, কখন সত্ত্ব, কখন রজ কখন বা তম রূপে বিশ্ব মাঝে লীলা করিতেছেন। এই তিন গুণ ঠিক আয় ব্যয় ও স্থিতি কার্য্য করিয়া ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছে।

অদৃষ্ট নিবন্ধন জীব প্রবাহের ভোগ কাল উপস্থিত হইলে বা মহা-প্রলয় অবসানে কিম্বা সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি ইচ্ছা হইলে অথবা পরম পুরুষ সান্নিধ্যে প্রকৃতির অবস্থানের জন্য ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশই

ধর্ম্ম। যে কোন জাতি বা জড়েতে কোন রকমেই হউক প্রকৃতির সং-ক্ষোভ বা বিকার ঘটিলে * উপস্থিত হয়।

* ২২৮ পৃঃ ৩ টীকা দেখুন।

শ্রুতি পুরাণ ভাগবত দর্শন ইহারা একবাক্যে প্রকৃতির এই প্রকার ক্ষোভ বা বিকার প্রতিপন্ন করিতেছেন। এই বিকার হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। কিন্তু তন্ত্রে আছে প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হইলে প্রথমতঃ তমোগুণ বা মহাকালের আবির্ভাব হয় পরে উক্ত প্রকৃতি বা চৈতন্য যুক্ত শক্তি বা আদ্যা কালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাহাতে উপগতা হইয়া জগৎকার্য্য প্রসব করেন।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে,—গোলোকে রাধিকার অণ্ড প্রসব এবং উক্ত অণ্ড হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন। উক্ত অণ্ডই মহত্তত্ত্ব এবং রাধারই আদ্যা কালী এবং মহাকালই তমোগুণ এবং তিনিই বৈষ্ণবের 'নবীন-নীরদ-দ্যুতি' শ্রীকৃষ্ণ।

যদিও এখানে তমোগুণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহাতে কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। বিশেষত তন্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তির গুণ ক্ষোভে মহাকাল উৎপন্ন হইলে, তৎসহকারে ত্রিবিধ নাদ উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক মহত্তত্ত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহাই তন্ত্রোক্ত ত্রিবিধ নাদ বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সূক্ষ্মাংশ। পরে ত্রিবিধ নাদ হইতে ত্রিবিধ বিন্দু উৎপন্ন হয়, ইহারাও সাত্ত্বিক রজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক ভাবের বিন্দুকে তন্ত্রে বিন্দু রাজসিক বিন্দুকে নাদ এবং তামসিক বিন্দুকে বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাত্ত্বিকবিন্দু চিন্ময় তামসিক প্রকৃতিময় এবং রজ প্রধান বিন্দু বা নাদ উভয়াত্মক, এই ত্রিবিধ বিন্দু যেন ত্রিবিধ গুণের সহিত ঐক্য বোধ হয়।

সাঃ বিন্দুকে	বিন্দু হইতে	রৌদ্রীশক্তি হইতে	রুদ্রই	জ্ঞানশক্তি	সংহার
রাঃ বিন্দু "	নাদ "	জ্যেষ্ঠা "	" ব্রহ্মা	ইচ্ছাশক্তি	সৃষ্টি
তাঃ বিন্দু "	বীজ "	বামা "	" বিষ্ণু	ক্রিয়াশক্তি	পোষণ

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য এস্থলে রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ নাই তবে তাঁহারা নিজ নিজ শক্তিতে তদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন আগে কথিত আছে রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণু গৌরী ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবীশক্তি ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে পারেন না। নিজ নিজ শক্তি ব্যতিরেকে তাঁহারা শব মাত্র। বিশেষ

প্রকৃতির এই বিকারকে মহত্তত্ত্ব বলে।

সাংখ্যের জড় প্রকৃতি চৈতন্যময় পরমপুরুষ সান্নিধ্যে অবস্থানের জন্য, চুম্বক প্রস্তর ঘর্ষিত লৌহে চুম্বকের গুণ ধারণ করে সেই প্রকার প্রকৃতি যে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাই মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ চৈতন্যময় পরম পুরুষ যখন প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয় সেই অনুপ্রবিষ্ট পুরুষকে মহত্তত্ত্ব বলে। আর প্রকৃতিতে চৈতন্য প্রবেশ করিলে যে কর্তৃত্ব উৎপন্ন হয় তাহার নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কার সৃষ্টির প্রথমে এবং ধ্বংসাবসান পর্য্যন্ত স্থায়ী অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে আমি ছিলাম অপর কিছুই ছিল না প্রলয়ের পর আমি মাত্র অবশিষ্ট থাকিব এই 'সোঽহং' ভাব সামান্য জীবের নহে। উক্ত আমি সেই অব্যক্ত আত্মা, চরাচর বিশ্ব তাঁহার কার্য্য। (ক্রমশঃ।)

কুমার সম্ভব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তুষার পতনে যেই তামরস গণ,
সরসী শীত সলিলে হারা'ত জীবন,

কথা সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র কখন নিরাকার ভাবে কখন সাকার কোথাও সাক্ষী স্বরূপে কোথাও বীজের অবস্থায় কোথাও সূক্ষ্ম এবং কোথাও বা স্থূল ভাবে কোথাও বা বিরাট মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকায় পরস্পর হইতে পরস্পরের উৎপত্তি কথিত আছে সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কোন সূক্ষ্মাংশ লইয়া মহাকালের সহিত ঐক্য করা হইয়াছে। সার কথা সকল অবস্থায় সকল মূর্ত্তির সকল গুণের সত্ত্ব সমষ্টিকে বিষ্ণু, ঐ প্রকার রজ সমষ্টিকে ব্রহ্মা এবং তম সমষ্টিকে রুদ্র বলা হইয়াছে।

আর একটা কথা যখন সগুণ ব্রহ্মকে কেহ কর্তৃত্বযুক্ত জড় কেহ বা কর্তৃত্ব শূন্য- অথচ চৈতন্যময় এ প্রকার বিবেচনা করেন আবার যখন তন্ত্রের শক্তি স্বরূপিনী প্রকৃতিকে সাংখ্যে জড় ভাবা বলে তখন সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় সূক্ষ্মাংশ বা কোন বিশেষাবস্থাপন্ন শ্রীকৃষ্ণকে তন্ত্রের মহাকাল বা তৎকালীন তমোগুণ বলিলে বিরোধ হইতে পারে না।

বেগমান সুপক্ব বদন-কমলে
নাশিলেন সে অভাব 'উদবাস' * ছলে।
বিশীর্ণ পর্ণ আহারে ধরিয়া জীবন
নিদারুণ তপাচার কৈলা সুভাষিণী।
পর্ণভোজ অবশেষে করিয়া বর্জ্জন
অপর্ণা, সত্যাভিধানে কথিতা জননী।
মৃণাল পেলব সম কোমল শরীরে,
এ হেন দুরন্ত তাপে করিয়া পীড়ন
সুকঠিন-দেহ তাপসিক মুনিবরে
জিনিলেন ক্ষীণ বালা, ধন্য রে সাধন।
অজিন-আষাঢ়-ধারী প্রগল্ভ বচনে
ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান, দীর্ঘ জটাধর
প্রবেশিল একজন গৌরীতপোবনে
'প্রথম' আশ্রম বুঝি হৈল দেহধর।
আতিথেয়ী শৈলসুতা অতি সমাদরে
তাপসে অর্চ্চিল বহু সুসম্মান দানে
জনাভেদে, তুল্যজনে বিশেষ বিচারে
পূজনিলে, মানহানি হইবে কেমনে?
বিবিধ সৎকারে শ্রম হইলে বিগত,
সরল নয়নে সেই চাহিয়া উমারে,
অতি সুশৃঙ্খলে, সসম্ভ্রমে যথোচিত,
কহিল বচন এরে সম্বোধি তাঁহারে,
"সুলভ ত কুশ কাশ হোমাদি কারণ?
সুলভ, স্নান সাধক সলিল সম্ভার?
তপোহেতু হয় না ত দেহের পীড়ন?
শরীর রক্ষণ জানি সাধনের সার।

* "উদবাস" অর্থাৎ জলমধ্যে অবস্থান তপস্যার একটী প্রত্যঙ্গ।

"তব অভিষেক-বারি সঞ্জাত বল্লরী
অরুণ পল্লব বুঝি করয়ে ধারণ?
স্বভাব-অরুণ তব অধরমাধুরী
শুভ রাগ পত্র লবে করিল অর্পণ।
"কর-স্থিত কুশাহারী কুরঙ্গ সকল
সদত তোমার কৃপা করে আস্বাদন,
বিশাল লোচন তব নিয়ত চঞ্চল,
সুসৌষ্ঠবে জিনিয়াছে হরিণ-নয়ন।
"সুরূপে পাপ আচার কভু নাহি রয়
এ কথন সত্য আজি জানিনু নিশ্চয়
সুনীত চরিত তব উদার-দর্শনে
সুমহত শিক্ষা দেয় তাপসিক গণে।
"মহর্ষি পুষ্পোপহারে শুভ্রা সুরধনী
স্বর্গীয় সলিলে হিমাচলে পাবনিল,
কিন্তু তব সুচরিতে সুধাংশু বরণী
বংশাবলী সহ সেই পাবিত হইল।
"ত্রিবর্গ প্রধান ধর্ম্ম আজি দিব্য ভাতি
হেরিতেছি শুভাশয়ে তোমার কল্যাণে,
তেয়াগি অর্থ কামনা এক ধর্ম্মনীতি
সেবিতেছ ধর্ম্মপদ পরম ললনে।
"বিবিধ সংকারে বহু করিয়া সম্মান
মোরে পর ভাবা তব সমুচিত নয়,
সাধুসমাগম সদা কল্যাণ আদান
বুধগণ সপ্ত পদে এ বচন কয়।
"এ সখ্য বন্ধন হেতু অয়ি তপোধনে
(দ্বিজাতি স্বভাবে আমি অতীব চপল)
সুধাব কিঞ্চিত কথা আজি তব স্থানে
মিটাও সদয়ে মম প্রশ্ন কুতূহল।

"হিমাচল কুলে শুভ জনম তোমার
ত্রিলোক সৌন্দর্য্যে তব বপু বিরচিত
স্বাগত সম্পদ সুখ, বয়ঃ সুকুমার
কি ধন আশয়ে তবে মানস চিন্তিত?
"ভর্ত্তাদি পীড়িত ক্ষীণ চিত্ত নারীগণে
এ হেন তপস্যা সদা গৌরব কারণ
বিচার করিয়া কিন্তু দেখিলে মননে
কভু নাহি হেরি তব বিবাহ লক্ষণ।
"দুঃখশোকে অলাঞ্ছিত তোমার আকৃতি
বিমাননা পিত্রালয়ে সম্ভব ত নয়
তোমার ধর্ষণে কার হইবে দুর্ম্মতি
কে, ফণি-মণি শলাকে কর প্রসারয়?

(ক্রমশঃ)

দশরথ বিলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[illegible] সময়ে সুবর্ণবর্ণসম্পন্ন এক যোগী পুরুষ সহসা যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে [illegible]লেন এবং চরু পূর্ণ প্রকাণ্ড কমণ্ডলু করে যজ্ঞ ভূমিতে আবির্ভূত [illegible] তাঁহার কোটীদেশে বল্কল বাস, পৃষ্ঠদেশে পীত বসন, শিরে [illegible]স্নত জটা জাল, দিব্য লাবণ্য কলেবরে তাদৃশ ঋষি-চিহ্ন সকল [illegible] ক্ষণ করিয়া, সকলে তাঁহাকে দেবর্ষি বলিয়া অনুমান করিলেন। [illegible] প্রথমতঃ স্তব্ধ বদনে বেদীর একান্তে উপবিষ্ট ছিলেন, হটাৎ [illegible] ইয়া পদবিচরণ করিতে লাগিলেন, পদভরে যজ্ঞস্থল যেন [illegible]ত লাগিল, তদ্দর্শনে সকলে আতঙ্কে চিত্রার্পিত প্রায় উপবিষ্ট [illegible] শৃঙ্গ দেবর্ষির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অভিবাদন করিবা [illegible] শারদীয় মেঘ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তপোধন! দুরন্ত নৈক- [illegible]চারে সুরলোকে দেবগণ ও মর্ত্ত্যে তাপস ও নৃপতিগণ [illegible]নায়মান হইয়াছেন এজন্য তদীয় উচ্ছেদ সাধনে ভগবান

কমলাপতি কৌশল্যার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তুমি অচিরে এই সুচারু চরু দশরথের বণিতাদিগকে ভক্ষণ করাইবে, আমি চলিলাম। এই বলিয়া দেব পুরুষ অনল-কুণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া সহসা অন্তর্ধান হইলেন। হোমাগ্নি ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

ভগবান্ ঋষ্য-শৃঙ্গ, দেবর্ষিদত্ত দেবান্ন লইয়া সাদরে দশরথের বণিতা দিগকে ভক্ষণ করাইয়া কহিলেন, "বৎসে! তোমরা অচিরে দেব প্রসবিনী হও, অমর-বীরত্বে কোশল দেশ সসাগরা ধরার অগ্রগণ্য ও সমস্ত নৃপতি গণের পরাক্রম কোশলে প্রতিহত হউক।" সর্ব্বতোভাবে কাকুৎস্থ কুলের শুভগর্ভ আশীর্ব্বচন পরম্পরা বিজ্ঞাপনান্তর সমাগত রাজর্ষির সহিত চতুর্থাশ্রমী যতি বৃন্দ অযোধ্যা হইতে প্রতিগত হইলেন। রঘুকুলের ভাবী আশা, যজ্ঞোৎসবে কল্পতরুরূপে দশরথের চিত্ত-ভূমি আশ্রয় করিল, সুতরাং মনোবেদনা অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়া সগু-বেদন হইল। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার মনোগত বাসনা সকল সর্ব্বতোভাবে ফল প্রসূত দেখিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

কালক্রমে কোশলেশ্বরের সকল দুঃখের অবসান হইল, শুভলগ্নে রাজমহিষিগণ যথা কালে চারি সুকুমার কুমার-রত্ন প্রসব করিলেন। অযোধ্যাবাসী-গণের আনন্দের আর সীমা রহিল না, সকলেই রাজ কুমার দর্শনে রাজ ভবনে সমাগত হইতে লাগিলেন।

দিনে দিনে রাজপুরী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল, সুদূর প্রদেশ হইতে অনেক নৃপতি ও মহর্ষি ক্রমে ক্রমে কোশলে আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলেরই প্রতীতি হইল, কমলাপতি অঙ্গ চতুষ্টয়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজা দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই নাম চতুষ্টয়ে কুমার গণের নাম সংস্করণ করিলেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমে রাম রূপে সমস্ত কোশল দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোশলবাসী জনগণের হৃদয়ে রাম রূপের স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রপাতিত হওয়ায়, সকলেরই অন্তর দিন দিন পবিত্র হইয়া উঠিল। কুমারগণ নিমেষ কাল নয়নের অন্তরালবর্ত্তী হইলে, মণি বিরহিত ফণির ন্যায়, বিবর্ণ সুবর্ণের ন্যায় মলিন হইয়া, কৃতান্ত-দলিত-হৃদয়ের ন্যায় তাহাদের জনক জননীর স্নেহ-

মম হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। দশরথ যথাকালে কুমার গণের চূড়াকর্ম্ম ও উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিলেন।

কুমারেরা অচির কাল মধ্যে বিবিধ ভাষায় ও পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ধনুর্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, তাহারা প্রতিদিন পিতৃ সহবাসে রাজাসনে আসীন হইয়া রাজ-বিচার পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তি-বিবরণ সকল অহংরহঃ শ্রবণ করিতেন তাঁহাদের অসামান্য গুণগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়', সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আহা! যশ শশধরের আধার-স্বরূপ রঘুভাগ্য কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যময় পদার্থে সংঘঠিত! নর-ভাগ্যে এতাদৃশ দেব-দুর্লভ রত্ন, জন্মান্তরীণ পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার বলিতে হইবে। বোধ হয় বিধাতা একাধারে সর্ব্ব শক্তির উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বিরলে বসিয়া রাম রূপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।" লোক মুখে শিশুসন্তানগণের প্রশংসনীয় গুণগ্রাম শ্রবণ করিলে, নৃপ ও নৃপ বণিতাগণের স্নেহ-নয়নে দর দর আনন্দাশ্রু শত ধারায় বিগলিত হইত। ফলতঃ রামাবির্ভাবে জগতে এমন কোন পদার্থই রহিল না যাহারা তদীয় রূপ বা গুণের সমকক্ষ হইতে পারে। পরিণামে দৃষ্ট হইবে, বিশুদ্ধ রাজ-ধর্ম্ম ও পবিত্র দাম্পত্য-ধর্ম্মে তুল্য দীক্ষিত হইয়া কোন মহাত্মাই রামের ন্যায় স্বীয় আয়ুষ্কাল সচ্ছন্দ ভাবে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিবসনাথ বাসন্তিক বাসরে প্রবিষ্ট হইলে একদা নৃপবর রাজাসনে আসীন হইয়া, অবহিত চিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ যৌবনাদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, লোহিতাভ জটাজাল মণ্ডিত ও বিমল কর্ব্বুর ভাতি সম্পন্ন যোগীবর বিশ্বামিত্র দ্বার দেশে দণ্ডায়মান, তদীয় রূপ সৌন্দর্য্যে সমস্ত কোশল পুরী আলোকময় হইয়াছে, বল্কলাবৃত কোটি তটে আরক্তিম জটাভার প্রাপতিত হইয়া পরাশরী মূর্ত্তি বিশদীকৃত করিয়াছে, কমলিনীর হৃদয়ানন্দ-দায়ী ভগবান্ সরোজবন্ধু অস্ত শিখরাসীন হইলে পশ্চিম গগন বিরাজিত নবেন্দু-রেখার ন্যায় পবিত্র যজ্ঞোপবীত তদীয় বক্ষঃস্থলের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, কলেবরের অদ্ভুত কিরণোজ্জ্বলে ও তদীয়

গাম্ভীর্য্য-জালে রাজ ভবন যেন ঘন ঘন কম্পমান্ হইতেছে।

রাজ কুলের কাল স্বরূপ বিশ্বামিত্রের অযোধ্যাগমন বার্ত্তা শুনিয়া অনতিক্রমনীয় ঋষিবাক্য মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া, রাজা একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন, চকিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে শত শত কৃতান্ত-মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু যতিবাক্যের অবহেলন-অভিসম্পাতরূপ কালকুঠারে জীবন তরুচ্ছেদের একমাত্র নিদান জানিয়া অশ্রু ভারাক্রান্ত নেত্রে কহিলেন, "প্রতিহারি। ত্বরায় মহর্ষিকে লইয়া আইস, প্রতিহারী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর বেদ বিদ্যা বিশারদ ব্রহ্মবাদী বিশ্বামিত্র দেব, পুরুষোত্তম দশরথের অনুজ্ঞাবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে সভাস্থলে উপনীত হইলেন। নৃপবর একাধারে শূলপাণি ও চক্রপাণির ন্যায় ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মতেজ সঞ্জাত যতিবরকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, গল-লগ্ন-বসনে তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। যোগীবর পরিতুষ্ট হইয়া, "বৎস। চির-জীবী হও" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র-বিক্রম রাজ-সত্তম অতীব বিনীত বাক্যে কহিলেন, "ব্রহ্মন। পূর্ণেন্দু-তামসী সংযোগে যেমন নীরধিনী সমুচ্ছলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভবদীয় দিব্য-লাবণ্য কলেবরে অযোধ্যার আনন্দ-সিন্ধু শত মুখে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, মহর্ষির কোন অনুশাসনে আজ অযোধ্যাপুরী চির পবিত্র হইবে, দেব। জানিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন। অভিপর নরবাগণ, নর শোণিতে আমাদের আরব্ধ যজ্ঞের মহানিষ্ট সাধন করিতেছে, সুতরাং মাদৃশ ব্রহ্মপরায়ণ পরাশরী গণের মুক্তিময় ব্রহ্ম তত্ত্বের অর্জ্জন পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে, আরব্ধ যজ্ঞানুষ্ঠানে বারম্বার অন্তরায় ঘটিলে, কোথায় অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে? মহারাজ! বলিব কি, গার্হস্থ্য সুখ-সৌন্দর্য্য অনেককাল আমার হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হয় না। যে দিন মায়াময় মেদিনীর মোহ-জালে জলাঞ্জলি দিয়া যতি ধর্ম্মাবলম্বনে ঐশ্বরিক তত্ত্ব চিন্তনে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই দিন হইতে সংসারের যাবতীয় সুখ আমার চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হইয়াছে। বিষাক্ত বিশিখ অথবা কাল

কূটোপম লোক-কলরব আর যে আমার অন্তঃক্ষেত্র কলুষিত করিবে, স্বপ্নের অগোচর। রাজন! নর-নাশিনী প্রাণীগণের উৎপীড়নে আর যে আমি ঈশ্বর চিন্তায় কৃতকর্ম্মা হইব ও লোকালয় সংস্পর্শ জনিত বিপুল কলুষজাল আর যে আমার হৃদয় হইতে অবনীত হইবে তাহাতে ত আর ভরসা নাই। তুমি পরম পবিত্র ইক্ষ্বাকু কুলে উদ্ভূত হইয়াছ, ক্ষত্রিয় কুলের ভূষণ স্বরূপ বীরত্ব ভাস্কর নিরন্তর তদ্বংশের সেবা করিয়া আসিতেছেন, অতিথি সংকার, মুক্তিময় যাগ যজ্ঞ, প্রজা পালন রূপ সুনির্ম্মল কীর্ত্তি এবং গুরুজন সম্বন্ধীয় আদেশ প্রতিপালন ইক্ষ্বাকু-কুলের পরম ধন। সগর, মান্ধাতা প্রভৃতি নরপতিগণ এই দুর্ব্বল ভার সকল অকাতরে বহন করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, আপনার দ্বারা আজিও ইহার একটী ও অসম্পাদিত নাই। মহারাজ। আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিতে যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমাদের আরব্ধ যজ্ঞের অন্তরায় পক্ষে কোন আশঙ্কাই থাকে না। যদি আমাদের অভিসম্পাত রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র মহতী যজ্ঞ ক্রিয়ার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী না হইত, তাহা হইলে সুরলোক-প্রতিম যজ্ঞ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে আসিয়া দেহক্ষেত্র অপবিত্র করিতাম না। কল্পনা পথ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলাভ লালসায় যখন অযোধ্যা আসিয়াছি, তখন তত্ত্বজ্ঞান আর যে আমার হৃদয় কন্দরে উদ্ভাসিত হইবে না ও কুদর্শন বল্কল বসন যে বিফল ভার বহনে পর্য্যবসিত হইবে স্বপ্নের অগোচর। আপনি প্রাণপ্রতিম অপত্য-মায়ার বশীভূত হইয়া আমাদের মহা-যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইবেন না, এবং কল্পিত শোক ও মোহে অভিভূত হইয়া, অতিথি প্রত্যাখ্যান রূপ প্রত্যবায় পক্ষে রঘু কুল কলঙ্কিত করিবেন না।

অশোক সংবরণ অতুলর সম্পন্ন, গাম্ভীর্য্য গুণের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, সুররাজ প্রতিম বিক্রমশালী, যক্ষ রক্ষ-বিদারণ-ক্ষম দেব-নির্ব্বিশেষ রামচন্দ্রকে কিছু কালের জন্য আমাকে প্রদান করিতে হইবে। রঘু-কুল ধুরন্ধর রামচন্দ্র, যে অপ্রতিহত প্রভাবে তমঃ বিহারিণী তাড়কার উচ্ছেদ করিবেন, তাহা ঋষিগণের তপস্তিমিত জ্ঞান-নেত্রে অভ্রান্তরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। বৎস! করিকুম্ভ বিদারণ কারী কেশরী সমাপে কুরঙ্গ-কদম্ব কোথায় জীবন সহবাসে

বসতি করিতে পারে? প্রাবৃটকালীন জলধর-পটলের অনর্গল ধারার ন্যায় কালকূটোপম রাম-শরকে কখন কি পার্থিব জীবের প্রাণরক্ষা হইতে পারে? বস্তুতঃ নবনীত নির্ম্মিত কমল-লোচন রামের অশুভ সাধন, কখন মাদৃশ ঈশ্বর পরায়ণ তপোধনের স্নেহ-বিকসিত কোমল হৃদয়ের কার্য্য নয়। আপনি প্রশান্ত চিত্তে, বশিষ্ঠদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে আমার হস্তে সমর্পন করুন্। যে যজ্ঞে অরিন্দম রামচন্দ্র, তাড়কা রূপ কাল রাত্রির প্রভাত স্বরূপ হইবেন, অচির কাল মধ্যে তাহা সমাহিত হইবে, ব্রহ্ম-মন্ত্র পূত শত শত ধনুর্ব্বাণ রাম-বাহুর অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিবে।"

রাজা দশরথ মহর্ষি-মুখে এই সকল নিদারুণ বাক্য শুনিয়া একে বারে ম্রিয়মান হইলেন, এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎকাল অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মনোবেদনা অন্তরে উদ্বেল হইয়া একেবারে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, আয়ত নয়ন যুগলে দর দর অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল, কান্তিময়ী রাজ মূর্ত্তি অচিরে মলিন বর্ণে পরিণত হইল, মোহবিষ আশীবিষের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতে হইতে যখন চরম সীমার উত্তীর্ণ হইল, তখন "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া অকস্মাৎ সভাতলে নিপতিত হইলেন। অতি কষ্টে চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন যে, নির্ব্বন্ধ সম্পন্ন মুনিবর প্রশান্ত বদনে আপন আসনে আসীন রহিয়াছেন, সজল নয়নে ভক্তি সম্ভাষণে বিনয়-পূর্ণ কাতর বচনে কহিলেন, "দেব! কৌশল্যার প্রাণ সর্ব্বস্ব জীবনের জীবন রাম আমার অষ্টম বর্ষীয় শিশু, আমি কত দেব দেবীর আরাধনা করিয়া শেষ দশায় অন্ধের নয়ন তারকা স্বরূপ চারিটী কুমার-রত্ন লাভ করিয়াছি, আজ কোন প্রাণে গুণমণি রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ-কৃতান্ত মুখে নিক্ষেপ করিব। ভগবান! নবনীত বিনির্ম্মিত কমনীয় পদার্থ কি জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপের যোগ্য? যাঁহারা কটাক্ষ মাত্রে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতে পারেন, সামান্য নিশাচরীর অত্যাচারে তাঁহাদের মহাযজ্ঞের অন্তরায় সাধন স্বপ্নের অগোচর, মহাভাগ! আমি চতুরঙ্গিনী সেনায় পরিবৃত হইয়া এক দণ্ডেই তপোবনের বিঘ্ন নিবারণ করিতেছি, আপনি রাম-গ্রহণ লালসা পরিত্যাগ করুন, নয়নাভিরাম বিরহ আমার জীবন-বায়ুর কতদূর বিঘ্নকর। ব্রহ্মন্! যদি আন্তরিক বৃত্তি-

গুলি স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সমস্তই ভবদীয় জ্ঞান নয়নের পুরবর্ত্তী করিতাম। ইতর প্রাণীগণ বিন্দুমাত্র উপকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা সত্ত্বে, ও যখন ঐশিক নিয়মে অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তখন রঘুকুল সম্ভূত দশরথ অপত্যস্নেহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কি ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারে? আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, অল্পদিন হইল সুখের প্রতিবিম্ব মাত্র আমার অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছে, অতএব সুখের পুর্ব্বলক্ষণ সময়ে এরূপ মনক্ষুন্ন করা কি করুণাময় ঋষিগণের তপোবৃত্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম? আমি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি; আপনি রাম-গ্রহণ-লালসা পরিত্যাগ করুন্। রাম বিরহে আমি ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে পারিব না।

ভগবন। অনলের উজ্জ্বলতা, চন্দ্রমার চন্দ্রিকা কমলের কমনীয়তা ও সুবর্ণের সুবর্ণতা অন্তর্হিত হইয়া তাহারা যে রূপ বিবর্ণ হয়, রাম-বিরহে আমার তাদৃশী দশা সমুৎপন্ন হইয়া শুক-বিহঙ্গ-পলায়িত-পিঞ্জরের ন্যায় এ দেহ রাজ পুরেই নিপতিত রহিবে। যদি দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ আজ নিতান্তই, প্রাণাধিক রাম চন্দ্রকে নির্ম্মম তাড়কা সমরে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমি সরযূজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব,। প্রাণসত্ত্বে বৎসকে নয়নের অন্তরালবর্ত্তী করিতে পারিব না।”

এত দিনের পর বিমল রঘু কুলে ঋষি-বাক্য প্রতিহত দেখিয়া বীর বিক্রম বিশ্বামিত্র ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, আরক্তিম নেত্রে নিতান্ত কঠিন বাক্যে কহিলেন, “দশরথ। রঘু কুলের উপর যে বিপুল বাৎসল্য সলিল ঋষিবর্গের হৃদয় কুম্ভে সঞ্চিত ছিল, আজ তুমি বাক্য-লঙ্ঘন-রূপ কুতরন্ধ্রে তাহা বিনির্গত করিতে উদ্যত হইলে; তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, অতএব কুল-কেশরীর সামান্য সারমেয়ের ন্যায় বিক্রম প্রদর্শন করা কি উচিত? যদি রাম-চন্দ্রকে কিছু কালের নিমিত্ত আমার হস্তে প্রদান করিতে তোমার গুরুতর যন্ত্রণা বলিয়াই বোধ হয় তবে আমি চলিলাম, অদ্য হইতে তুমি কুরস কুসুম সেবিত মধুকরের ন্যায় কোশলে অবস্থান কর।” এই বলিয়া মহামুনি লক্ষ ভ্রষ্ট সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; বিশ্বামিত্রের

ভীষণাকার সন্দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যেন বসুন্ধরা দেবী কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় অভিসম্পাত ভয়ে কম্পিতা হইতেছেন।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আসিয়া জগন্মিত্র বিশ্বামিত্রকে ক্রোধভরে অভিভূত এবং পুত্রবৎসল দশরথের তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রত্যক্ষ করিয়া, জ্ঞান নয়নে রঘুকুলের পরিণাম ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, তিনি দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস দশরথ! এ সংসারে ধর্ম্মের ন্যায় প্রিয় সুহৃদ্ ও চির-সহচর মনুষ্যের আর দ্বিতীয় নাই, ধর্ম্মই পারলৌকিক সুখের একমাত্র নিদান। দেবের দেবত্বই হউক, আর পুরুষের পুরুষত্বই হউক, সকলই ধর্ম্ম সম্ভূত, বিশ্ব-সংহারী শমন, যখন জীবন বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া, দেহ-বাস হইতে বিযোজিত করিয়া আত্মাকে লোকান্তরে উপনীত করিবে, তখন আপনার অনুকূল এমন কোন পদার্থই সঙ্গে যাইবে না, যাহারা তৎকালে আরাম বা শান্তিসুখ প্রদানে সমর্থ হয়, তৎকালীন মনোবেদনা, প্রাণাধিক পুত্রই হউন বা প্রিয়তমা পত্নীই হউন অথবা অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ সুবিশাল সাম্রাজ্যই হউক, ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই অপনীত বা বিচলিত হইবার নহে, অতএব আপনি বিশ্বামিত্রের প্রার্থিত-সিদ্ধি বিষয়ে আর প্রতিবাদ করিবেন না, বিশ্বামিত্র দেব ধর্ম্মের ভাণ্ডার ও বীরত্বের আকর; ইনি কৌশিক-কুল-সম্ভূত ভগবান্ গাধিরাজের তনয়, যখন বিমল রাজ ধর্ম্ম ইহার জ্ঞান-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তখন ভগবান্ ভবানী-পতি অনুরক্ত হইয়া, ধন, প্রাণ, যশঃ ও মান সমস্তই অব্যাঘাতে রক্ষার জন্য কৃশাশ্বসম্ভূত ভূরি ভূরি অস্ত্র সকল ইঁহারে প্রদান করিয়াছিলেন, উপস্থিত মহা-যজ্ঞে সেই মহাস্ত্র সকল পরিচারকের ন্যায় রামের পরিচর্য্যা করিবেক; বিশেষতঃ রামানুজ সুমিত্রা-সুত রামের সহচর হইলে রামের প্রাণাত্যয় পক্ষে আর অণুমাত্র ও সন্দেহ থাকিবেক না। আপনি প্রশান্তচিত্তে রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের পবিত্র হস্তে সমর্পন করিয়া তদীয় কোপাগ্নি নির্ব্বাণ করুন, নতুবা ইক্ষ্বাকু-কুল তদীয় কোপানলের আহুতি স্বরূপ হইবে।"

(ক্রমশঃ)

কবিরাজের পুঁথি।

আমি বহুদিন ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রমতে চিকিৎসা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, তৎসহযোগে কয়েকটি দুঃখপূর্ণ ঘটনা, আমার দৈনিক ঘটনাবলীর পুস্তকে সন্নিবেশিত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি নাই। এক্ষণে উহাদিগকে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিবেচনা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, পাঠক বৃন্দ একবার কৃপা দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমি একদা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর আমার নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসালয়ে উপবিষ্ট আছি, পূর্ব্ব দিবসের কয়েকটী রোগী দেখিতে যাইব এরূপ মানস করিতেছি, গাড়ী বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান, এরূপ সময় একটী ইতর শ্রেণীস্থ লোক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার চিকিৎসালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আস্তে ব্যস্তে প্রণাম করণান্তর একখানি ক্ষুদ্র পত্র আমার হস্তে দিয়া কহিল "মহাশয় শীঘ্র আসুন আমাদের বাবুর বড় ব্যারাম মেজবাবু বড় কাতর হইয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন", এই বলিয়া হাঁপ ছাড়িতে লাগিল।' আমি চিটি খানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম তাহাতে নিম্নলিখিত ভাবে লেখা ছিল,—

বসন্তপুর,
২৪শে শ্রাবণ।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং।—

মহাশয় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষম উন্মাদ রোগগ্রস্থ হইয়া একেবারে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছেন, কোন প্রকার নিবারণ মানিতেছেন না, কি প্রকারে ইঁহাকে শান্ত করিব বুঝিতে পারিতেছি না; আপনার আগমন একান্ত প্রার্থনীয়, সত্বর আসিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ————

পত্র পঠনান্তর আমি কিছু উৎকণ্ঠিত হইলাম; কেননা যে ব্যক্তির পীড়ার বিষয় পত্র মধ্যে লিখিত হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি সবিশেষ জানি-

তাম ইনি আমার এক জন পরম আত্মীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহা-দের বাটীতে আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক বার গমনাগমন করিয়াছি। ——বাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ ও যত্ন করিতেন, ইনি বসন্তপুরের একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ---অনেক বিষয়; কোম্পানির কাগজ ও বিস্তর আছে। বাবুর বয়স ২৫।২৬ বৎসর দেখিতে সুশ্রী পুরুষ শিক্ষিত ও সরল স্বভাব, সুতরাং গ্রামস্থ সকলেই ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ইনি আজ দুই বৎসর পিতৃহীন হইয়াছেন; —— বাবুর পর লোক গমনের পর হইতে সমুদয় বিষয় কার্য্যের ভার ইঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে। আমি এতাদৃশ ব্যক্তির এরূপ অভাবনীয় পীড়ার কথা অবগত হইয়া, সাতিশয় ব্যথিত হইলাম, আগন্তুক ভৃত্যকে "আমি অনতি বিলম্বে যাইতেছি তুমি অগ্রসর হও" এই রূপ কহিয়া বিদায় করিলাম।

বসন্তপুর আমার আবাস হইতে তিন ক্রোশ পথ, যাতায়াতে অন্যূন ৩ ঘণ্টা সময় লাগিবে, সুতরাং নিকটস্থ দুই একটী রোগী দেখিয়া তৎপরে——বাবুর বাটীতে যাইব স্থির করিলাম, অনন্তর আমার অপরাপর চিকিৎসা কার্য্য সমাপিত হইলে, বসন্তপুর উদ্দেশে যাত্রা করিয়া, বেলা আন্দাজ আটটার সময়——বাবুর বাটীতে গিয়া উপনীত হইলাম। আমার গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া ——বাবুর ভ্রাতা বহির্দ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন "মহাশয় আমাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত দাদা মহাশয় গতকল্য রাত্রি হইতে হটাৎ বায়ু রোগগ্রস্থ হইয়া একেবারে অস্থির হইয়াছেন, তাঁহার সে প্রসন্ন মূর্ত্তি আর নাই; আহা, আমাদিগকে দেখিয়া তিনি কত আনন্দ ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন, আমাদিগের প্রতি তাঁহার কতদূর যত্ন ছিল তাহা আপনার অবিদিত নাই, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে অদ্য আমরা অনাথ।"——বাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা দেখিয়া আমারও চক্ষে জল আসিল, কোন রূপে মানসিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম "মহাশয় স্থির হউন, এত কাতর হইলে চলিবে না, বিধাতা যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটাইবেন তাহার প্রতিরোধ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে, এক্ষণে শান্ত হইয়া

আমাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলুন, দেখা যাউক যদ্যপি কোন রূপ প্রতিকার সম্ভব যোগ্য হয়। আচ্ছা আপনি কি ইহার উন্মত্ততার কোনরূপ পূর্ব্ব-লক্ষণ কখন দেখিয়া ছিলেন ?"

আজ্ঞে, তা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। তবে আজ ৩। ৪ মাস হইতে দাদা যেন সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিতেন, কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, যেন কি একটা চিন্তা উহাকে আক্রমণ করিয়া ছিল।"

"এ বিমর্ষের কারণ কি তাহা কি আপনারা কোন রূপে জানিতে পারিয়া ছিলেন ?"

"না, আমি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই।

এই বলিয়া——বাবু মৌনাবলম্বন করিলেন কিয়ংক্ষণ পরে সহসা বলিয়া উঠিলেন "হাঁ, মহাশয, বড় একটা কথা মনে পড়েচে, আজ প্রায় ৪ মাস পূর্ব্বে দাদা ডাক যোগে একখানা পত্র পান সেই চিঠি-খানা পাওয়া অবধি ইনি যেন কি এক রকম হইয়া গিযাছেন।"

"সে চিঠি-খানায কি লিখিত ছিল আপনি পড়িযা ছিলেন ?"

"না, দাদা পত্র খানি পড়িয়াই আগুনে পুড়াইযা ফেলেন——কাহাকেও দেখিতে দেন নাই, তবে যে খামের ভিতর ঐ পত্র আসিয়াছিল সেখানা বোধ হয দাদার ঘরের টেবিলের উপর আছে, আমি যেন একদিন দেখিয়া ছিলাম।"

"আচ্ছা সে কথা পরে হইবে এক্ষণে চলুন রোগীকে দেখিয়া আসি;"

"যে আজ্ঞা" বলিযা মেজ বাবু আমাকে লইযা অগ্রসর হইলেন। দুই চারিপা যাইতে না যাইতেই একটা বিষম চীৎকার ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণেই নিস্তব্ধতা সম্যক অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বেই বিষম হাস্য রোল আমার দেহ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল।—বাবু অমনি চমকিত হইয়া কহিলেন "মহাশয় শুনিতেছেন ত, কিরূপ বিভীষিকাময় ব্যাপার বুঝিয়া দেখুন।" এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমরা রোগীর দ্বার দেশে উপস্থিত হইলাম। উন্মত্ত ব্যক্তি বোধ হয় এই সময় একটু শান্ত মূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছিল, কারণ এক্ষণে আব কোনরূপ হাস্ত বা ক্রন্দনেব ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল না। অতএব যাহাতে বোগী কোনরূপ উত্তেজিত না হয় এরূপ মানস কবিযা আমি——বাবুকে সঙ্কেতে দ্বাবদেশে থাকিতে অনুবোধ করিলাম এবং ধীবে ধীবে দ্বাব উন্মুক্ত কবিযা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

গৃহমধ্যে যাহা দেখিলাম, সহৃদয় পাঠক সত্য কহিতেছি, তাহা এ জন্মে কখনই বিস্মৃত হইতে পাবিব না। সেই প্রচণ্ড উগ্রমূর্ত্তি আমাব জীবনের শেষ দিবসাবধি আমাব স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। আমি চিকিৎসাসূত্রে অনেক স্থলে নানা প্রকাবেব উন্মাদ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিযাছি, কিন্তু এ প্রকাব আকৃতি ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই। গৃহেব এক কোনে মেজের উপর মস্তক বাখিযা, উন্মাদ, উর্দ্ধপদ হইযা রহিযাছে পদদ্বয দেওয়াল অবলম্বনে উর্দ্ধগতি হইয়াও স্থিব ভাবে আছে। প্রায় কটিদেশে বসন নাই বলিলেই হয়। রক্তের গতি অধোদিক আশ্রয় কবাতে চক্ষু ফুটিয়া যেন রক্ত বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। দন্তে দন্তে বিষম ঘর্ষনে দাঁত গুলা বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল! এ আবাব কি। বোগী সজোরে পদদ্বয ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া সহসা দাঁড়াইযা উঠিল, এবং মুখব্যাদান কবিয়া শনৈঃ শনৈঃ আমাব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি উন্মত্তেব তদ্রূপ আচরণ দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলাম; কামড়াবে নাকি? তথাপি সাহস ভিন্ন উপায়ান্তর না দেখিযা রোগীব দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। উন্মাদ যে দিকে চাহে আমিও তাহার চক্ষের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, রোগী দৃষ্টি ফিরাইযা লয আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিবর্ত্তিত করি, এই প্রকাব পদ্ধতি অবলম্বন করাতে রোগী যেন নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল কেননা সে কিছুক্ষণ পরেই হস্ত দ্বারা আপনার চক্ষুদ্বয় আবরিত করিল। আমি মনে করিলাম বোগী এক্ষণে একটু প্রশান্ত ভাব ধারণ করিবেক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় দ্বারের দিকে একটা শব্দ হইল, তাহাতে উন্মাদ সহসা চমকিত হইয়া চক্ষু হইতে হস্তদ্বয় অপসারিত করিল, এবং আমার দিকে তীব্র কটাক্ষ করিয়া উচ্চৈস্বরে কহিল "কবিরাজ! কবিরাজ! কবিরাজ! হা! হা! হা!" কি বিভীষিকাময় হাস্য; নয়নের উগ্রভাব কি ভীষণ উন্মত্ততার পরিচায়ক! যাহা হউক আমি

রোগীকে কথঞ্চিত শান্ত করিবার নিমিত্ত মৃদুস্বরে কহিলাম—"বাবু, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?" কিন্তু আমাকে অধিক কথা কহিবার অবসর না দিয়া উন্মাদ চীৎকার করিয়া কহিল, "বিজলি! বিজলি! অন্ধকার! দারুণ, দারুণ" ইত্যাদি, তৎপর ক্ষণেই আবার পো,-পো,-ফু,-ফা পি,-পি, ইত্যাকার অর্থহীন কতক গুলা শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। আহা, বাবুর ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া বাস্তবিক আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল, এরূপ লোকের এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। তথাপি বিধিনির্ব্বন্ধ খণ্ডন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে আমি উন্মাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম, এবং মেজ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বকীয় আবাসে চলিয়া আসিলাম। ঐ দিবসের বিষাদময় ঘটনা পরম্পরায় আমার মন এরূপ অস্থির হইয়াছিল, যে বাটী আসিয়া আমার কিছুই ভাল লাগিল না, সমস্ত দিবস কেবল ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। বাবুদের বাটী হইতে আসিবার সময় মেজ বাবু আমার হস্তে একখানি খাম দিয়াছিলেন, এই খামের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে। এক্ষণে উহা হস্তে লইয়া আমি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। খামের উপর বিল্লগ্রাম ডাকঘরের মুদ্রাঙ্কণ রহিয়াছে এবং তদুপরি—বাবুর নাম সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। লেখাটি যেন স্ত্রীহস্তের। যাহাহউক খাম খানি কিয়ৎকাল এদিক ওদিক করিয়া দেখিয়া আমার জামার জেবের মধ্যে রাখিয়া দিলাম; এই চিঠির ভিতর এমন কি লিখন ছিল যাহাতে——বাবুর মস্তিস্কের বিকৃতি উপস্থিত হইতে পারে? কোন দুঃসহ বিষাদময় ঘটনার চিত্র, অথবা কোনরূপ পূর্ব্ব দুষ্কৃতির স্মৃতি-চিহ্ন.—বাবুর চরিত্র আমার সুন্দর রূপে জানা ছিল একারণে কোন রূপ অস্বাভাবিক পাপকার্য্য যে তদ্দারা সম্পাদিত হয় নাই তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কি কারণে এরূপ মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হইল? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া আমি এ বিষয় মানস হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি এক্ষণে——বাবুর বাটীতে

প্রত্যহ দুইবার করিয়া যাইতে লাগিলাম। নানা প্রকার শীতল প্রলেপ তৈল মর্দ্দন ও ঔষধ প্রয়োগে ও রোগীর অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। রোগশান্তি অসাধ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এক্ষণে বলা কর্ত্তব্য যে—বাবু এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই কিছু দিবস পূর্ব্বে বাবুর পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায়, দুই তিন স্থানে ইহাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছিল, কিন্তু——বাবু বিবাহে আদৌ সম্মতি প্রদর্শন করেন নাই, এবং শেষবার ইহাঁর মাতা-ঠাকুরাণী নিতান্ত জেদ করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করাতে,—বাবু নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্ব দিবসে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যান, বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রায় এক মাস পরে বাবুর উদ্দেশ পাওয়া যায়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেই অবধি—বাবুর বিবাহ জন্য আর কোনরূপ আয়োজন করা হয় নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর বাবুর মাতা পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য একদিন অনুরোধ করেন, তাহাতে—বাবু উত্তর করেন "মা, আপনি বৃথা উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমি বিবাহ করিব না, একথা কোন দিন বলি নাই সময় হইলেই করিব।" কিন্তু বাবুর সময় আজিও হয় নাই। যাহাহউক —বাবু যে বিবাহ করেন নাই ইহা আমি, তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয় গণের পরম মঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলাম। বিবাহিত পত্নী স্বামীর একরূপ উন্মত্ততা—একরূপ শোচনীয় অবস্থা কেমন করিয়া, হৃদয় ধরিয়া, দর্শন করিতে সমর্থ হইত? আহা, বাবুর আধুনিক ও পূর্ব্বতম সময়ের অবস্থা পার্থক্য মনোমধ্যে চিন্তা করিলে আমার চক্ষে জল আইসে, পতিপ্রেম-সোহাগিনী রমণী-হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হইত তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমি একদা স্বকীয় কক্ষে বসিয়া উপরোক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছি, ঈদৃশ সময়ে ডাক হরকরা একখানি পত্র আমার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। পত্র খানি খুলিয়া দেখিলাম বিল্ল গ্রাম নিবাসী আমার জনৈক আত্মীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এবং আমাকে তাঁহার বাটীতে যাইতে পত্র মধ্যে একরূপ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, যে আমি তৎপর দিবসেই বিল্লগ্রাম যাত্রা করিব স্থির করিয়া রাখিলাম। অনন্তর পর দিবস প্রাতে আমার অন্যান্য দুই একটী

রোগী দেখিয়া আমি বসন্তপুর যাত্রা করিলাম এবং বিল্বগ্রাম যাইবার পূর্ব্বে একবার—বাবুকে দেখিয়া যাইব মনে করিয়া—বাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাবুর অবস্থা পূর্ব্বেও যেরূপ এখনও তদ্রূপ বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিলেও চলে। "বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমায় বিল্বগ্রামে যাইতে হইতেছে, বোধ হয় দুই এক দিন বিলম্ব হইতে পারে" আমি এই কয়েকটী কথা —বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম। "বিল্বগ্রাম" শব্দ আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবা মাত্র রোগী সহসা চমকিত হইয়া উঠিল, এবং নেত্রদ্বয় সম্যক উন্মিলিত করিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। যাহা হউক আমি মেজ বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলাম এবং আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করণান্তর বিল্বগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমি যে দিবস বিল্বগ্রামে গিয়া উপনীত হইলাম, তাহার পরবর্ত্তী দিবস প্রাতঃকালে, আমার আত্মীয়ের বহির্বাটীতে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছি, এমত সময়ে বাটীর মধ্যে একটা গোলমাল উঠিল, বিবাহ বাটীতে এরূপ গোল অসম্ভব নহে মনে করিয়া আমি নিরুদ্বেগে ধূমপান ব্যাপারে নিযুক্ত আছি, এমত সময় আমার আত্মীয়ের পুত্র (যাহার বিবাহ উপস্থিত) সহসা বাহিরে আসিয়া সোৎকণ্ঠ স্বরে কহিল, "জেঠা মহাশয়। শীঘ্র একবার বাটীর ভিতর আসুন, সরলা পিসি ভির্মি গিয়াছেন, অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় আছেন কিছুতেই তাঁহার জ্ঞান হইতেছে না।" আমি এই কথা শুনিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত পদ ঈষৎ সঞ্চালন এবং ক্রন্দনের সহিত এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিতেছে। কতকগুলি অল্প বয়স্কা ও পরিণত বয়স্কা স্ত্রীলোক ও বাটীর দুই একজন পুরুষ মূর্চ্ছিতের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া বসিয়া আছে, এবং বায়ু গমনাগমনের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রোগীকে অধিকতর ক্লিষ্ট করিতেছে। আমি পার্শ্বস্থ জনতা অনিষ্ট কর বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে তথা হইতে সরাইয়া দিলাম এবং এক প্রকার তীব্র নাস রোগীর নাসাতে ধরিবা মাত্র স্ত্রীলোকটীর সংজ্ঞালাভ হইল। তথাপি শরীর

নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ করিয়া সরলা কিয়ৎকাল মৃত্তিকায় শায়িত রহিল। মূর্চ্ছিত স্ত্রীলোকটীর নাম সরলা পাঠকমহাশয় বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। সরলা আমার আত্মীয়ের (যাঁহার বাটীতে আমি অভ্যাগত) প্রতিবেশিণী কন্যা, এবং ইহাঁকে ও আমাকে দাদা বলিয়া থাকে বয়স বিংশতি অধিক হইবেক না, সুন্দরী, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেই ইহার বিবাহ হইয়াছে একমাত্র পুত্র রত্নের প্রসূতি, ঐ যে বালকটী মায়ের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে। আমি সস্নেহে বালকটীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। একি ছেলেটীর হাতে কি, একখানি ছেঁড়া খাম, কি আশ্চর্য্য আমি যে খামখানি বসন্তপুরের—বাবুদের বাটীতে পাইয়া ছিলাম। কেমন করিয়া সে খাম এখানে আসিল! সামান্য চিন্তার পরই আবার প্রতীতি হইল যে সম্ভবতঃ, খাম খানা আমার জামার পকেটে ছিল কোন গতিকে পকেট হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবে এবং বালকটী ইহা মৃত্তিকায় পতিত দেখিয়া হাতে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। আমি এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট আছি এমন সময় সরলা সহসা কাঁদিয়া উঠিল "বিন্দু, দিদিমণি আমার কোথায় আছিস বোন? মাগো ইত্যাদি" আমি সরলাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত কহিলাম, ভগ্নি ক্ষান্ত হও, অকারণ এরূপ ব্যাকুল হইতেছ কেন? তোমার শরীরের অবস্থা এক্ষণে বড় খারাপ, এ সময় মন এরূপ কাতর হইলে বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। বিন্দু কে? আমাদের বিন্দুবাসিনী? কেন তাহার কি হইয়াছে? এই কথা শুনিয়া সরলা পুনর্ব্বার রোদন করিয়া উঠিল এবং সে খাম খানা হস্তে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল। আমি বহু চেষ্টায় সরলাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বিন্দুবাসিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বিন্দুবাসিনী সরলার মামাত ভগিনী, সরলাদের বাটীতেই বাল্য কাল হইতে প্রতিপালিতা। গতবার যখন আমি বিল্বগ্রামে, আমি তখন বিন্দুবাসিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে শুনিয়া গিয়াছিলাম। সে আজ প্রায় ছয় মাস হইল, তাহার পর আর কোন সংবাদ পাই নাই। বিন্দু বড় ভাল মেয়ে সরলা ও বিন্দু উভয়েই আমাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, বিশেষতঃ আমি বিন্দুবাসিনীর সরলতা পূর্ণ কথা গুলি শুনিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিতাম। বিন্দু পরমা সুন্দরী এ জন্য নানা স্থান হইতে তাহার বিবাহের

সম্বন্ধ আসিতেছিল। কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে কিনা তাহা আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। এক্ষণে ঐ কথা সরলাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি এমন সময় সরলা বলিয়া উঠিল, "দাদা, বিন্দু আর পৃথিবীতে নাই, আজ পাঁচ মাস হইল আমরা তাহাকে হারাইয়াছি" সরলা আর বলিতে পারিল না তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, এবং চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুরাশি পতিত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিল "আহা, অভাগিনী আত্মহত্যা করিয়া যাতনার হস্ত হইতে এড়াইয়াছে, তার মত দুঃখের কপাল যেন কারো না হয়।" আমি সরলার মুখে বিন্দুবাসিনীর ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে নিস্পন্দ হইলাম। কি শুনিতেছি, ইহা কি যথার্থ না স্বপ্ন? সেই কোমলপ্রাণা, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার কমনীয় মূর্ত্তি এখনো আমার নেত্র পথে সুস্পষ্ট ভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে এ বাল কুসুমের একরূপ পরিণাম কেন হইল। বিধাতার একি বিড়ম্বনা। যাহা হউক বিন্দুবাসিনীর অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া অবধি আমার মন এরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল যে ইহার গুপ্ত রহস্য জানিবার নিমিত্ত আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম, কিন্তু অধুনা সরলার শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া আমি সে দিনের জন্য স্বকীয় কৌতুহল বৃত্তিকে বহুকষ্টে নিরাকৃত করিয়া রাখিলাম। পরদিবস সরলাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বিবেচনা করিয়া আমি তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া, বিন্দুবাসিনী সম্বন্ধীয় আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলাম। সরলা প্রথমে আমাকে সকল কথা বলিতে অস্বীকৃত হইল, কিন্তু আমি নানা প্রকার কারণ প্রদর্শনান্তর বিষয়টী অপ্রকাশিত রাখিব এরূপ প্রতিশ্রুত হওয়াতে আমাকে সকল কথা বলিল। সরলা বলিল "আপনি বোধ হয় জানেন বিন্দু যখন দশ বৎসরের সেই সময় মাতুল মহাশয় বসন্তপুরের জমীদার বাবুদের বাটীতে কর্ম্ম করিতেন, এবং তদুপলক্ষে বিন্দুবাসিনীকে দুই তিন বৎসর বাবুদের বাটীতে রাখেন। মেয়েটী দেখিতে বড় ভাল ছিল এবং বড় মিষ্টভাষিণী বলিয়া বাড়ীর সকলেই উহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিত। কিন্তু সকলের অপেক্ষা বাবু (অধুনা উন্মাদ)

উহাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতেও সর্ব্বদা উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসিতেন। বিন্দুবাসিনী তাঁহার নিকটে না থাকিলে তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না। ক্রমে ক্রমে—বাবু উহার প্রতি এরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, যে মাতুল মহাশয় একদিন আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন "দেখ আমার বিন্দু রাজরাণী হবে। আহা মাতুল মহাশয়ের সেই কথা গুলি স্মরণ করিয়া এক্ষণে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।" যাহা হউক বিন্দুবাসিনী ক্রমে বয়স্কা হইয়া উঠিল, ইতিমধ্যে নানা স্থান হইতে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে হটাৎ একদিন বিন্দুর পিতা বিন্দুকে বিল্বগ্রামে আমাদের বাটীতে রাখিয়া যান, ঐ দিবস আমি মাতুল মহাশয়কে অতিশয় চিন্তাযুক্ত দেখিয়াছিলাম, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে "না কিছুই নয় শরীর ভাল নাই" এইরূপ বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক আমি দুই এক দিন পরে ইহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিন্দু আমাদের বাটী আসিবার এক দিন পরে, আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীতে গা ধুইতে যাই পুকুরের পাড়ের নিকট আমরা উপস্থিত হইতে না হইতেই আমরা, গ্রামস্থ দুইটী স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "তা ভাই পয়সাতে কি না হয়, ভাল আর কত দিন ভাল থাকে বল ?"

অপর স্ত্রীলোকটী কহিল "কিন্তু যাই বল বিন্দুবাসিনীর উপর আমার সন্দেহ হয় না" প্রথম স্ত্রীলোকটী কহিল "তুমি বল কি ? বিন্দুবাসিনী বসন্তপুরের—বাবুর সঙ্গে এ কথা কে না জানে" ঐ সময়ে স্ত্রীলোকদ্বয় হটাৎ আমাদিগকে দেখিতে পাইল এবং আর কথাবার্ত্তা না কহিয়া একেবারে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি স্ত্রীলোক দুইটীর এই প্রকার কথোপকথন শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। বিন্দুবাসিনীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব শরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। আমি যদ্যপি ঐ সময়ে বিন্দুকে না ধরিতাম তাহা হইলে সে নিশ্চই ঐ স্থানে পড়িয়া যাইত। যাহা হউক তাহাকে লইয়া আমি বহু কষ্টে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং শয্যার

উপক ধীবে ধীবে শাসিত কবিযা দিলাম। আহা বিন্দুবাসিনীব সেই মলিন মুখ আমার হৃদযে এখনো জাগিতেছে। অনন্তর আমি তাহাকে শান্ত করিবাব নিমিত্ত নানা প্রকাবে বুঝাইতে লাগিলাম। দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের কুৎসা, পরনিন্দা, কলঙ্কাপবাদ জাতীয স্বভাব ইত্যাদি অনেক কথা বলিলাম। বিন্দু কোন কথাব উত্তব দিল না এবং তাহাব চক্ষে এক বিন্দুও জল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহাব মুখেব অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দেখিযা আমার মনে বড ভয় হইল। যাহা হউক বাত্রি উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে লইযা আমাব কক্ষে শযন কবিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিযা বিন্দুকে আমাব বিছানাব উপর দেখিতে না পাইযা আমি অতিশয় শঙ্কিত হইলাম এবং বাটীব সকলকে এই বিষয সত্বর বিজ্ঞাপিত কবিলাম। চাবি দিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল কিন্তু বিন্দুকে কোথাও পাওযা গেল না, কিযৎকাল পবে শুনা গেল "যম-পুষ্করিণীতে" কাহাদেব মেযে ডুবিযা মবিযাছে এবং দেহ পবীক্ষান্তব জানা গেল হতভাগিনী বিন্দুবাসিনী ইহলোক পবিত্যাগ কবিযা গিযাছে। হতভাগিনীব পবিণাম এই রূপে হইল। তৎপব দিবস আমি আমাব বাক্স খুলিয়া কোন দ্রব্য বাহিব কবিবাব উপক্রম কবিতেছি এরূপ সমব দুই খানা খাম আমাব চক্ষে পডিল। একখানাব উপব বসন্তপুবেব—বাবুব নাম ও ঠিকানা এবং আব এক খানাব উপব আমাব নাম দেখিতে পাইলাম। আমাব চিঠিখানায বিন্দু নানা প্রকাব অনুনয ও দুঃখ প্রকাশ করিযা আমাকে তাহাব আত্মহত্যা রূপ গর্হিত আচবণ মার্জ্জনা করিতে লিখিযাছে। "লোকে কুলটা বলিবে এ অপমান অপেক্ষা কি মবণ শ্রেয়স্কর নয? আমি বাপ মাযেব মুখ হেঁট কবিতে বসিযাছি, এই বেলা ইহলোক হইতে বিদায লওযাই ভাল "এই প্রকাব দুই চাবি পংক্তি দেখিতে পাইলাম। শেষে কয ছত্রে দ্বিতীয খাম খানি আমাকে ডাকযোগে জমীদার বাবুদেব বাটীতে পাঠাইযা দিতে অনুবোধ কবিযাছে। আমি অভাগিনীর জন্য অনেক ক্রন্দন কবিলাম এবং তাহাব ইচ্ছানুযাযী পত্র খানি ডাকঘরে পাঠাইযা দিলাম। এই দেখুন সেই খাম খানা" এই বলিযা সবলা তাহার শিশু পুত্রেব হস্ত হইতে সেই ছেঁড়া খাম খানা লইয়া আমার হস্তে দিল।

কি আশ্চর্য্য সেই খাম! মেজ বাবু এই খানাই আমাকে দিয়া ছিলেন। আমি এক্ষণে উন্মাদের সমুদায় ইতিবৃত্ত জানিতে পারিলাম, সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া একেবারে বসন্তপুর উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম, বিল্বগ্রামের বিবাহ আর আমার ভাল লাগিল না। অনন্তর ২।৩ ঘণ্টার পর—বাবুদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মেজ বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলাম। মেজ বাবু এতশীঘ্র আমাকে বসন্তপুরে প্রত্যাগত দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি বিশেষ কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া রোগীকে দেখিতে চাহিলাম। তদনুসারে মেজ বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া রোগী সমীপে উপনীত হইলেন। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া উন্মাদের কোনরূপ ভাবান্তর দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর কিঞ্চিৎ সমীপবর্ত্তী হইয়া উচ্চকণ্ঠে "বিল্বগ্রাম" এই কথা দুই তিন বার বলিলাম। আমার প্রত্যেক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদ চমকিত হইতে লাগিল এবং নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। অনন্তর আমি বিন্দুবাসিনীর নাম উচ্চারণ করিব কিনা চিন্তা করিতে লাগিলাম। এরূপ করিলে ইষ্টানিষ্ট কোন প্রকার ফলোৎপত্তি হইতে পারে এই প্রকার চিন্তা আমার মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উচ্চৈস্বরে "বিন্দুবাসিনী, বিন্দুবাসিনী" বলিয়া, রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। "বিন্দু" এই বাক্যাদ্ধ আমার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতেই রোগীর মুখমণ্ডল এক প্রকার বিবর্ণতা ধারণ করিল, এবং সমুদায় দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে একটা বিকট শব্দ করিয়া রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। অতঃপর আমরা মূর্চ্ছাপনোদন জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া অনেক প্রকার চিকিৎসা কৌশল প্রয়োগ করিয়াও রোগীকে সজ্ঞান করিতে সমর্থ হইলাম না। রোগী এক্ষণে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট, উন্মত্ততা ও তদানুসঙ্গিক বিশৃঙ্খলা কিছুমাত্র দৃষ্ট হইতেছে না। কেবলমাত্র বক্ষস্থলের ঊর্দ্ধাধঃগমনে জীবনী শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে। যাহা হউক আমি আরও কিয়ৎকাল নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া রোগীর মূর্চ্ছাভঙ্গে অকৃতকার্য্য হইয়া নিতান্ত

উদ্বিগ্নান্তঃকরণে স্বকীয় আবাসে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মেজ বাবুকে "মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে আমার নিকট সম্বাদ পাঠাইবেন" এই কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম। অপরাহ্লে মেজ বাবু একজন ভৃত্যমুখে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, ৩।৪ ঘন্টা অজ্ঞানাবস্থার পর রোগীর সামান্য জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই আবার অচৈতন্য হয়েন এবং এক্ষণেও সেইরূপ অবস্থায় আছেন। তৎপর দিবস প্রাতে আমি—বাবুদের বাটীতে যাই-লাম, রোগী এখনও অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনোমধ্যে নিতান্ত শঙ্কিত হইলাম। সমুদয় রাত্রির মধ্যে রোগীর এক বারও জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই, রোগী কেবল মধ্যে মধ্যে মুখ বিকৃতি ও এক প্রকার অপরিস্ফুট শব্দ করিয়াছে। আমার সহকারী আর একজন চিকিৎসক—বাবুর চিকিৎসার্থ পূর্ব্বদিনে আহুত হইয়া ছিলেন, তিনিও এক্ষণে উপস্থিত; আমরা উভয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ প্রতিকার সাধনে সমর্থ হইলাম না। মৃত্যু অদূরবর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হইল। মেজ বাবু আমাদের বাক্যানুসারে সাশ্রুনয়নে মাতৃ দেবীকে রোগীর সমীপে আনীত করিবেন। পাঠক এরূপ হৃদয় ভেদী শোচনীয় ব্যাপার যদ্যপি কখন দেখিয়া থাকেন ত বুঝিয়া লউন, বাক্য বিন্যাস এরূপ চিত্রের অঙ্কনে অধিকাংশ স্থলেই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

অল্পক্ষণ পরেই রোগী অল্পে অল্পে চক্ষুদ্বয় উন্মিলিত করিল।—দেবী (রোগীর মাতা) ও মেজ বাবু রোগীর ঐরূপ সুলক্ষণ দেখিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন আমাদেরও মনে যেন একটু ভরসা হইল। কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল—দেবী মুমূর্ষু পুত্রের মস্তক স্বকীয় অঙ্কে রাখিয়া শতবার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুদিয়া অবিরল ধারায়, অশ্রুরাশি বিগলিত হইতে লাগিল "বাবা আমার"——তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল। রোগীর নয়নে ও জল ধারা বহিতে লাগিল। আম-রাও যে শুষ্ক চক্ষে ছিলাম একথা বলিতে পারি না কিয়ৎ ক্ষণ পরে রোগীর

ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, অতিশয় ক্ষীণ স্বরে "মা মা" এই শব্দ দ্বয় উচ্চারিত হইল।——দেবী পুত্রের মুখের উপর পড়িয়া "বাবা সোনার চাঁদ, কি বলছিস বাপ্ আমার" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন মুমূর্ষু, "মা,— বিন্দু?" এই দুই বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

আমরা অধিকক্ষণ ঐরূপ শোচনীয় ব্যাপার দেখিতে পারিলাম না। জলপূর্ণ চক্ষে মেজ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। কিছু ক্ষণ পরেই ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল।

*　　*　　*　　*

পাঠক! আজ বিদায়, এই আমার পুঁথির প্রথম দুঃখ কাহিনী, যদি শুনিতে ইচ্ছা হয় বলিবেন, আরো অনেক আছে।

বৃন্দাবনে চন্দ্র দর্শনে।

(১)

যাও যাও শশধর! উঠিও না আর
ভারত আকাশে আসি,　　উজলিয়া দশ দিশি,
বিতর কৌমুদী রাশি কেন বার বার!
যদি এ ভারত ক্ষেত্রে,　　না চাহিছ দেব নেত্রে,
এ শ্মশান মাঝে কেন কৌমুদী বিস্তার
ফিরি যাও নিশাপতি! উঠিও না আর।

(২)

আর তবে আসা কেন ভারত মাঝারে
যদি না দেখিলে শশি!　　বিষাদ কালিমা রাশি
ব্যাপিয়াছে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে,
দারিদ্র্য দুঃখেতে ভরা,　　চেয়ে দেখ বসুন্ধরা,
হাহাকার আর্ত্তনাদ ছাইছে অম্বরে
মরের বেদনা কি হে বুঝে না অমরে?

(৩)

আর কেন গগণেতে উদয় তোমার?
যে দিন এমনি করি,　　দশ দিক আলো করি
দেখেছিলে সে রহস্য সেই অভিসার,
শ্যাম বংশীরব শুনে　　যাইতে নিকুঞ্জ বনে

করেছিল তোমা পানে ভ্রূকুটী সঞ্চার,
গোপকুল বালা যত উন্মোচিয়া দ্বার,

(৪)

গিয়াছে সে দিন চলি নাহি সে সময়
সেই দেখ বৃন্দাবন, সেই সে নিকুঞ্জ বন,
সেই সে যমুনা আজ ক্ষীণভাবে বয়।
কোথা সে বেণুর রব, কোথা গোপীকুল সব
কোথা সেই শুক শারী পাইল বিলয়
দেখ সে যমুনা আজি উজান না বয়।

(৫)

সে সুখ যে অস্তমিত চিরদিন তরে
সে বাঁশী মধুর বাজে বাধা নাহি দেয় কাজে
অনমনা করেনা কো কোন গোপীকারে
তেয়াগি শতেক কাজ করিয়া শতেক ব্যাজ
আর নাহি যায় কেহ যমুনার তীরে
আর সে বাজে না বাঁশী যমুনার পারে।

(৬)

তাই বলি উঠনা হে যাও অস্তাচলে
আর কেন কররাশি, বিতরিয়া দশদিশি
উজলিছ এ ভারত শূন্যমরু স্থলে
তোমারে হেরিয়া শশি মনে জাগে সেই নিশি
সেই সে নিকুঞ্জবন সেই নীপমূলে
উঠিওনা আর দেব যাও অস্তাচলে।

(৭)

কিম্বা তুমি উঠ আজ দেব সুধাকর
এ কথা জগতীতলে চিরকাল লোকে বলে
সুধানিধি হও তুমি সুধার আকর
তা' যদি হও হে শশি বিতর সে সুধা রাশি
বাঁচুক ভারতবাসী দগধ অন্তর
লভুক ভারতবাসী সুখ নিরন্তর।

(৮)

সত্য কি হে এই কথা তুমি সুধাময় ?
বল শশি কোন কালে কারে সুধা বিতরিলে
সুধা কভু ছিল কি হে তোমার আলয় ?
তব বংশধর যারা ভস্ম শেষ হল তারা
সবংশে পাইল লয় ইন্দ্র প্রস্থালয়ে
সুধাকর দেখে কভু নিজ কুল ক্ষয়ে ?

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড) সন ১৩০১ সাল, পৌষ। (৯ম সংখ্যা

বৃন্দাবনে চন্দ্র দর্শনে।

(৯)

যে দিন সন্ততি নাশ দেখিলে নয়নে
সেই দিন ওহে ইন্দু বিতরিয়া সুধাবিন্দু
কেন নাহি জিয়াযিলে আপন সন্তানে ?
যেই খানে নিজ বংশ, সমূলে হইল ধ্বংশ
সেই স্থান আলোকিত করিছ কিরণে,
কেন তবে না জিয়াও সুধা বরিষণে ?

(১০)

তাই বলি শশধর কেন উঠ আর
নিজ বংশ ক্ষয় করি, দেখা দাও নভোপরি,
কলঙ্কী নিলাজ হব বুঝিলাম সার
তোমারে কলঙ্কী বলি দিইতেছে গালাগালি,
কোন মুখে তবু এস ভারত মাঝার
তোমা হতে ভারতের নাহি উপকার।

(১১)

ভারত আকাশ মাঝে উঠিও না আর
তোমার কৌমুদীধন নাহি আর প্রয়োজন
ইহা হ'তে ভাল ওহে অমা অন্ধকার
ধিক্ ধিক্ তোমা শশি। আবার গগণে আসি,
কেমনে নিশঙ্ক চিতে হাস বার বার
সুধা শূন্য সুধাকর হেস নাকো আর।

বিষাদ-প্রতিমা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংগ্রাম স্নানাদি করিতে যাইলে তাঁহার মাতা পুনরায় পূর্ব্বকথিত রমণী ও অনামিকা যে কক্ষে বসিয়াছিল সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন অনমিকা ও রমণী তখনও গল্প করিতেছেন। অনামিকা জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার পর ?"

রমণী উত্তর করিল "তা'র পর কোথা হইতে পিতৃব্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাপিষ্ঠেরা আমাকে ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। আমি আর বসিতে পারিলাম না, আমার শরীর কেমন করিয়া উঠিল—— আমি শুইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইয়াছে আমি কিছু জানি না। তৎপরে জ্ঞান হইলে দেখি আমি জনৈক যুবা পুরুষের অঙ্কোপরি মস্তক রাখিয়া শুইয়া রহিয়াছি। এই সমস্ত আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল।" রমণী এই কথা বলিলে সংগ্রামের জননী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অনামিকা কই এখনও ত কিছু খাওয়াও নাই শুধু গল্পই করিতেছ, গল্প করিবার কি আর সময় পাইবে না।"

পরে রমণীকে সম্বোধন করিয়া আবার কহিলেন "মা। এখনও খাও নাই কিছু খাও না।" এই সময়ে অনামিকাও মাতার সহিত যোগ দিল। রমণী আর কথা এড়াইতে পারিলেন না। রমণী কিছু জলযোগ করিলে পর সংগ্রামের জননী পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিতে চলিয়া গেলেন।

সংগ্রাম আহারাদি করিয়া পূর্ব্ব কল্পনানুসারে লক্ষণ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার জননী দাসী-মুখে, অনামিকা ও সেই রমণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সুতরাং তাহাদের আর তখন গল্প করা হইল না। অনামিকা, রমণী ও তাহার মাতা একত্রে আহারে বসিলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত অনামিকার গল্প বন্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু এইবার তিনি তাহার দ্বিগুণ প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। নানা কার্য্যোপলক্ষে সংগ্রামের জননী এতক্ষণ কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই, এখন সময় পাইয়া তিনি নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; এ কথার পর সে কথা, ক্রমে কথা বাড়িয়া উঠিল।

সংগ্রামের জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মা তোমাদের বাটী কোথায়?" রমণী উত্তর করিলেন "রামগীর।" কথাটা তাহার কর্ণে যেন কেমন কেমন লাগিল. তিনি [illegible] দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রামগীরে তোম[illegible] কতদিন বাস করিতেছ? বরাবরই কি রামগীরে, বাস করিতেছ?"

রমণী উত্তর করিল "প্রায় তিন বৎসর হইবে, ইহার পূর্ব্বে আমরা বহু স্থানে বাস করিয়াছি। আমি মাতার মুখে শুনিয়াছি আমাদের আদিম বাটী চিতোরে। মুসলমানগণ সেখানে আমাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে আমার পিতা এবং দুই পিতৃব্য আমাদের লইয়া চিতোর হইতে প্রস্থান করেন। মুসলমানেরা আমাদের পলায়ন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া আমাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং পথিমধ্যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করে। সেদিন যে আমরা কি কষ্ট পাইয়া অব্যাহতি পাই তাহা দেব দেব মহাদেবই জানেন। "জননী প্রায়ই বলিতেন যে চিতোর পরিত্যাগের প্রায় তিনমাস পরে এক-দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা পদব্রজে একটী নির্জ্জন পথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিতেছেন। আমাকে আমাদের বহুদিনের দাসী মন্থরা লইয়া আসিতে ছিল। এমত সময়ে নয় দশ জন বিকটাকার মুসলমান দূরে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। পিতা ভাবিয়া আকুল হইলেন সঙ্গে মাতা ঠাকুরাণী রহিয়াছেন, মুসলমানেরা নয় দশ জন উত্তমরূপে সজ্জিত। সে বিপদে মন্থরা এবং আমার কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয়ের কৌশলে আমরা অব্যাহতি পাই।

আমার কনিষ্ঠ পিতৃব্যের বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর তাহার আকৃতি অতিশয় কমনীয়, স্ত্রীলোকের বেশ ভূষা পরাইলে কেহ সহজে তাহাকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিত না। মন্থরা অল্পক্ষণের মধ্যে মাতা ঠাকুরাণীকে কনিষ্ঠ পিতৃব্যের বেশ ভূষা এবং কনিষ্ঠ পিতৃব্যকে মাতাঠাকুরাণীর পরিধেয় পরাইয়া দিল এবং আমাকে উলঙ্গ করিয়া দিল, আমার তখন বয়স তিন বৎসর।" অনামিকা কহিলেন "তার পর ?"

"মুসলমানেরা আমাদের সমীপে আসিবাই কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। উভয পক্ষে যুদ্ধ হইল, জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মাতাঠাকুরাণী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচেতন্য হইলেন। মুসলমানদিগেরও চার পাঁচ জন নিহত হইল, অবশিষ্ট লোকেরা মন্থরা এবং কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয়কে লইয়া পলায়ন করিল। পিতা ঠাকুর মহাশয় একা হইলেন, তিনি অতিকষ্টে জননীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া আমাদিগকে লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা এক অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সে রাত্রি তথায় যাপন করিলাম, পরদিন প্রত্যূষে আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করি। এই প্রকারে বহুদিনের পর দেবগড়ে আসিয়া উপস্থিত হই। সেখানে আমরা ৭।৮ বৎসর বাস করিয়াছি সেখানেও মধ্যে মধ্যে আমাদের নানা অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। যখন আমরা দেবগড়ে থাকি তখন একদিন পিতৃব্য মহাশয় ও মন্থরা তথায় আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাহার পর আর তাঁহাদের কোন সংবাদ পাই নাই। দেবগড়ে অত্যাচারের আধিক্য হওয়াতে পিতাঠাকুর মহাশয় সে স্থান ছাড়িয়া রামগীরে গিয়া বাস করেন। রামগীরে আজ প্রায় তিন বৎসর বাস করিতেছিলাম। রামগীর চতুর্দ্দিক বনদ্বারা আবৃত, সেখানে লোকের বাস নাই বলিলেই হয়। এ কারণে পিতাঠাকুর রামগীরে গিয়া বাস করেন। আজ দিন কয়েক হইল মন্থরা দাসী অনুসন্ধান করিয়া রামগীরে লোক পাঠাইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণীর মুখে শুনিলাম যে সে গুজরাটের রাজকুমারী দেবলা দেবীর পরিচারিকা হইয়া দিল্লীর রাজপ্রাসাদে বাস করিতেছে। তাহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে।"

সংগ্রামের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমার পিতার নাম কি ?"

রমণী। সমর সিংহ।

"তোমার পিতৃব্যের নাম ?"

রমণী। অজীৎ সিংহ।

অনামিকা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নামটী কি ভাই, ভুলিয়া গেলাম

রমণী উত্তর করিল "আমার নাম ইন্দিরা।"

অনামিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা ভাই ইন্দিরা! তোমারত বয়স হইয়াছে দেখিতেছি, তুমিত যৌবন বয়সে পদার্পণ করিয়াছ, কিন্তু তোমারত বিবাহের কোন চিহ্ন দেখিতেছি না, তোমার কি বিবাহ হইয়াছে ?" ইন্দিরা কোন উত্তর প্রদান করিল না, বদনমণ্ডল ঈষৎ অবনত করিয়া বসিয়া রহিল কিন্তু তাহার আকারের একটু পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিল —চক্ষুদ্বয় যেন ঈষৎ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। অনামিকা ভাবিলেন মাতার সমক্ষে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি ভাল করি নাই। লজ্জায় ইন্দিরা ইহার কিছু উত্তর দিতে পারিতেছে না। যাহা হউক" অনামিকা এ সময়ে আর উহাকে বিবাহের কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, অন্যসময়ে যখন মাতা ঠাকুরাণী উপস্থিত থাকিবেন না তখন সুযোগ মত জিজ্ঞাসা করিব।

কিন্তু ইন্দিরা যে শুদ্ধ লজ্জা বশতঃই অনামিকার কথায় উত্তর প্রদান করেন নাই তাহা নহে। বিবাহের কথা স্মরণ করিয়া দিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠিয়াছিল সংগ্রামের জননী ইহা লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু সরল বুদ্ধি অনমিকা ইহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক সে সময়ে সংগ্রামের মাতাও অধিক কিছু না বলিয়া নিবস্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইহার নিকট হইতে যে সকল কথা শুনিলাম তাহাতে সংগ্রামের অনেক উপকার সম্ভাবনা। কিন্তু সে ভাব আর প্রকাশ করিলেন না। এই প্রকারে নানা প্রকার কথা কহিতে কহিতে এবং গল্প করিতে করিতে আহারাদি সমাপন করিয়া আপনাদিগের কক্ষে আসিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্দিরা, অনামিকা ও তাহার মাতার যত্নে এতদূর বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে তিনি যেন কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। ইন্দিরা

এই প্রকারে সংগ্রামের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, অনামিকার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য হইল, ইন্দিরা তাহার বিষম কষ্টের মধ্যে দিন কতকের জন্য একটু জুড়াইবার স্থল পাইলেন।

কবিরাজের পুঁথি।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত ঘটনার এক বৎসর পরে, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কিয়ৎকাল কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে হয়, ঐ সময়ে আমার চিকিৎসা কার্য্যের পারদর্শিতা প্রদর্শনার্থ আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বিবিধ প্রকার রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে রোগ হস্ত হইতে বিমুক্ত করি, কিন্ত একটী নিতান্ত শোকাবহ ঘটনা আমার নয়ন পথে পতিত হয়; আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও উহার প্রতিকার সাধন করিতে সমর্থ হই নাই। এতৎ সম্বন্ধীয় চিত্র আমার মনোমধ্যে এরূপ সুন্দররূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে উহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারি না; এক্ষণে পাঠকবৃন্দের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া এ বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমি কলিকাতার যে অংশে আমার চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছিলাম তাহার সন্নিকটেই ব্রজেন্দ্রকুমার নামক একটী ভদ্র লোক একটী সামান্য ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেন। ব্রজেন্দ্রকুমার জাতিতে কায়স্থ, হুগলী জেলার অন্তর্গত "ইলছোবা" নামক গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি; ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই কলিকাতায় আসিয়া পাঠ কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, আমি যৎকালীন কলিকাতায় আসিয়া বাসা গ্রহণ করি ঐ সময়ে ব্রজেন্দ্রকুমার একটী সওদাগরী আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করিতেন; লোকটী দেখিতে শুনিতে বা কথা বার্ত্তায় বড় মন্দ ছিলেন না বরং সময়ে সময়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন। ব্রজেন্দ্রের বাসায় তাহার বিবাহিত পত্নী এবং গ্রামস্থ একটী "বিশ্বাসী" দাসী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ব্রজেন্দ্র যে অল্প বেতন পাইতেন তাহাতে কলিকাতায় সপরিবারে

থাকিয়া সুশৃঙ্খলায় সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করা কিরূপ দুরূহ তাহা পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু আমি তাহাকেও কোন দিন সাংসারিক কোন প্রকার অশান্তিতে ক্লিষ্ট হইতে দেখি নাই। ব্রজেন্দ্র অবকাশ পাইলেই মাঝে মাঝে আমার ঔষধালয়ে আসিয়া বসিত এবং আগন্তুক ব্যক্তি বর্গের সহিত নানা প্রকার কথা বার্ত্তা ও আমোদ করিত। ফলতঃ আমি তাহাকে এক জন নিরীহ শান্তি প্রিয় মনুষ্য বলিয়া জানিতাম। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল, ইহার মধ্যে আমাকে দুই একবার মফঃস্বলে রোগী দেখিতে যাইতে হইয়াছিল এবং এতদুপলক্ষে ৫। ৭ দিন অন্যত্র অবস্থান করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া প্রায় মাসাবধি আর ব্রজেন্দ্রকে দেখিতে পাই নাই, মনে করিলাম হয় ত ব্রজেন্দ্র এ বাসা পরিত্যাগ করিয়া কোন নূতন বাসায় উঠিয়া গিয়া থাকিবেক। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হইবে তাহার বাটীর দাসীকে সেদিন তাহার পুরাতন বাসা হইতে বাহির হইতে দেখিলাম। তবে কি ব্রজেন্দ্র কুমার আমার প্রতি কোনরূপে অসন্তুষ্ট হইয়াছে? এ প্রকার চিন্তাযুক্ত হইয়া আমি এক দিবস ব্রজেন্দ্রের দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে দাসী আমাকে যাহা উত্তর করিল তাহা শুনিয়া আমি কিয়ৎ কাল অবাক হইয়া রহিলাম। দাসী কহিল "আমাদের বাবু আজ কাল বড় একটা বাড়ীতে থাকেন না, আপিস থেকে এসেই হাত পা ধুতে অবসোর পান না, কিছু মুকে দিয়ে একটু জল খেয়েই কোথায় বেরোন, রাত দশটা এগারটা, কোন দিন বারটা, কোন দিন একটার সময় এসে ডাকাডাকি কর্‌তে থাকেন,—মদখেতে শিকেচেন, আরো কি করেন ভগবানই জানেন। আমার দিদিমণিত ভেবে ভেবে দিন দিন পাত হয়ে যাচ্চেন আহা অমন সতী লক্ষ্মী আজকের কালে কোতাও দেকা যায় না।"

আমি ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধে এই প্রকার ইতিবৃত্ত শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইলাম। ব্রজেন্দ্র কুমারের সহিত আমার অতি অল্প দিনের আলাপ, তথাপি লোকটীর উপর আমার কেমন একটা মমতা জন্মিয়া গিয়াছিল সুতরাং তাহার এবম্প্রকার অসৎ প্রবৃত্তি দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক এখনও সময় আছে, চেষ্টা করিলে তাহার চরিত্র সংশো

থিত হইলেও হইতে পারে, ব্রজেন্দ্র লোক মন্দ নয়, ইত্যাকার চিন্তা দ্বারা মনকে বুঝাইয়া আমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মাদিতে অভিনিবিষ্ট হইলাম। তৎপর দিবস সায়াহ্নে আমার দৈনিক চিকিৎসা কার্য্য সমাধা করিয়া আমি স্বকীয় আবাসে ফিরিয়া আসিতেছি এরূপ সময় ব্রজেন্দ্রের সহিত পথিমধ্যে আমার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইলাম। ব্রজেন্দ্র আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ একটু চমকিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই মত্ততা জনিত প্রফুল্লভাব ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল "কেও কইরাজ মশাই। প্রাতঃ প্রণাম প্রাতঃপ্রণাম, সব ভা-ল-ত? এ ত দিন কো-ও-তা ছিলে বাবা?" আমি তাহার বাক্যের কোন প্রকার প্রত্যুত্তর না দিয়া কহিলাম "ব্রজেন্দ্রবাবু আপনার সহিত আজ অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হইল বড় সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু আজ আপনার নূতন মূর্ত্তি দেখিতেছি, এরূপ———"

"তা, বাবা এখন এই রকম মূর্ত্তি দেখতে পাবে," অনন্তর মস্তক সঞ্চালন করতঃ "হরেক রমক দেকবে বাবা, হরেক রকম দেখবে তবু এখনো 'ভেটারণ' হতে পারিনি ইয়ার মহলে সবাই আমায় 'কাঁচি' বলে।" আমি ব্রজেন্দ্রের ঐ রূপ বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করতঃ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কিয়ৎকাল স্বস্থানে অবস্থিতি করিলাম অনন্তর, মাতালের সহিত বাক্যালাপ নিরর্থক এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমি সত্বর স্বকীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। ব্রজেন্দ্রও টলিতে টলিতে এবং নানাপ্রকার শ্রুতিপ্রিয় ও শ্রুতিকটু শব্দ বিন্যাস করিতে করিতে আপন গন্তব্য প্রদেশে প্রস্থিত হইল। ঐ দিবসের কাণ্ড দেখিয়া ব্রজেন্দ্রের চরিত্র সংশোধন সম্বন্ধে সঞ্চিত যৎসামান্য আশা আমার মানস হইতে সমূলে নির্ম্মূলিত হইল। একেবারে এতদূর হইয়া উঠিবে আমি তাহা অনুমান করিতে পারি নাই কিন্তু তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া একেবারে স্থির নিশ্চয় হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে হটাৎ এক দিবস প্রাতে ব্রজেন্দ্রের দাসী রোদন করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিল তাহার বাবু আজ দুইদিন বাড়ী আসেন নাই, প্রথম রাত্রি না আসাতে তাহারা মনে করিয়াছিল বাবু নিমন্ত্রণ উপলক্ষে

কোথাও অবস্থিতি করিতেছেন কিন্তু পরদিন প্রাতে সংবাদ আসিল যে তাহার বাবু আত্যন্তিক মত্ততাদোষে ভূতলশায়ী হওয়াতে পুলিস কর্ম্মচারিগণের স্কন্ধারোহণ করতঃ মুচিপাড়া থানা ভবনে আনীত হইয়া তত্র অবস্থান করিতেছেন। তাহার দিদিমণি আজ দুইদিন অনবরত রোদন করিতেছেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নিতান্ত চিন্তাকুল মানসে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন। আমি দাসীর প্রমুখাৎ ঐরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। অনন্তর "আমি ব্রজেন্দ্রকে পুলিস হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতেছি, তুমি তোমার দিদিমণিকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা কর" দাসীকে এইরূপ কহিয়া আমি মুচিপাড়া থানা উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম। তত্রত্য একজন পুলিস কর্ম্মচারী আমার নিকট বিশেষরূপে উপকৃত ছিলেন। ঐ ব্যক্তির সাহায্যে আমি এ যাত্রায় ব্রজেন্দ্রকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলাম। অনন্তর ব্রজেন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি স্বকীয় আবাসাভিমুখে চলিয়া আসিলাম। পথিমধ্যে দুই চারিটী মিষ্ট তিরস্কার না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। ব্রজেন্দ্র যেন অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনার গর্হিতাচরণ স্বীকার করতঃ আমার নিকট ক্ষমা চাহিল এবং কহিল এরূপ কার্য্য তদ্দ্বারা আর কখন সাধিত হইবে না। যাহা হউক আমি সে দিনের মত ব্রজেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া আপন আবাসে চলিয়া আসিলাম, ব্রজেন্দ্র ও তাহার বাসায় গমন করিল। প্রায় মাসাবধি আমি আর ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধে কোন রূপ অন্যায়াচরণ শ্রুতিগোচর করি নাই। কিন্তু তৎপরে এক দিবস ব্রজেন্দ্রের দাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবু আপনাকে একবার আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে, আমার দিদিমণির বড় অসুখ।" "কেন তাঁর কি অসুখ হয়েচে? ব্রজেন্দ্র বাবু কোথায়?"

দাসী। তাঁকে আবার রোগে ধরেছে, আজ কদিন থেকে তিনি আর বড় একটা বাড়ীতে থাকেন না, বাইরে বাইরেই রাত কাটান।

আমি। ব্রজেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর হটাৎ কি অসুখ হইল? কতদিন হইয়াছে?

দাসী। অনেকদিন থেকে তাঁর শরীর খারাপ হয়েচে, তবে তিনি একথা কাকেও জানতে দেন নাই, আহা ভেবে ভেবেই দেহটা মাটী হ'ল।

আমি। ব্রজেন্দ্র বাবু কি তাঁহার পরিবারের পীড়ার বৃত্তান্ত অবগত নহেন? কই তিনি ত একথা আমাকে একদিন ও বলেন নাই?

দাসী। তাঁর ত ভেবে রাত্রে ঘুম হয় না, আহা তাঁর ব্যাভার যদি জান্‌তেন তা'হলে আর একথা বল্‌তেন না।

আমি। কেন ঝি, ব্রজেন্দ্র কি তাঁহার পত্নীর প্রতি অসৎ ব্যবহার করেন?

দাসী। অসৎ? সৎ আর কোনখানটা, এরচেয়ে অসৎ আর কি হতে পারে।

এই কথা কহিয়া দাসী মৃদুস্বরে ব্রজেন্দ্রের দাম্পত্য সম্বন্ধীয় কয়েকটী অত্যাচারের কথা কহিল, পাঠক, সেকথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই, সে কথা জন সমাজে উল্লেখ যোগ্য নহে। সুরাপায়ী নরপিশাচ ভিন্ন সে কার্য্য অন্যের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। আমি ব্রজেন্দ্রের এই সকল অসদাচরণ শ্রবণ করতঃ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলাম, লোকটাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিলাম এবং উহার পত্নীর সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা সূচক ঘটনাবলী শ্রবণ গোচর করিয়া তাঁহাকে অসামান্যা রমণী বলিয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তথাপি স্বামীর অসাক্ষাতে ও অনুমতি ভিন্ন একাকিনী রমণীর নিকট উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া আমি দাসীকে কহিলাম "দাসী, তোমার বাবু বাটীতে আসিলে আমি তোমার দিদিমণিকে দেখিতে যাইব, এক্ষণে আমার সময় নাই তাহাতে দাসী কহিল "না মশাই আমি যোড়হাত করিয়া বল্‌তেছি আপনাকে এখনি যাইতে হইবে, আমার বাবুর আশায় থাকিলে আমার দিদিমণি মারা যাইবে। আমি আপনাকে ডাকতে আসিয়াছি একথা আমার দিদি মণিও জানেন না।"

"সেকি, তবে কি তুমি আপন ইচ্ছায় আমাকে লইতে আসিয়াছ? তোমার দিদির অনুমতি লও নাই?"

"আজ্ঞে, না, তাঁর চেহারা দেখে আমার বড় ভয় হয়েছে, বেশীদিন বাঁচবেন বলে বোধ হয় না, তাই আমি তাঁকে না জিজ্ঞাসা করেই আপনার কাছে এসেছি।"

"নানা, সেটা ভাল হব না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

আমার কথা শুনিয়া দাসী তাহাদের বাসায় ফিরিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, "বাবু আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে আমার দিদিমণির আজ্ঞা পেয়েচি আপনি এখন আসুন।" আমি তদনুসারে দাসী সমভিব্যাহারে ব্রজেন্দ্রের বাসা বাটীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবিষ্ট হইলাম। ব্রজেন্দ্রের বাটীতে আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আসি নাই, এক্ষণে বাটী প্রবেশ করিয়া, প্রাঙ্গণও গৃহ সমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থা এবং দ্রব্য সমূহের সুসজ্জিতভাবে বিন্যাস দৃষ্টিগোচর করতঃ অতীব বিস্মিত হইলাম। এরূপ সামান্য অর্থ সম্পন্ন ব্যক্তির সংসার এরূপ সুন্দর রূপে পরিচালিত হইতে পারে এরূপ ধারণা আমার ইতি পূর্ব্বে ছিল না। যাহাহউক আমি তৎপরে ব্রজেন্দ্রের শয়ন কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দেখিয়া ব্রজেন্দ্রের পত্নী অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং সর্ব্বশরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গৃহের এক কোণে সরিয়া গেলেন। আমি তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া কহিলাম "দেখুন আপনি আমার মা আমি আপনার ছেলে, আমার নিকট আপনার এরূপ লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই, আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি, দাসী মুখে যেরূপ কথা শুনিলাম তাহাতে আপনার পীড়া সহজ নহে বলিয়া অনুমিত হইতেছে এক্ষণে কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া আপনি আমাকে আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বলুন"। আমার কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী (ব্রজেন্দ্রের পত্নীর নাম) কিঞ্চিৎ সাহস পাইলেন এবং লজ্জাবশতঃ যদিও প্রথমতঃ তাঁহার বাক্যস্ফুরণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল তথাপি ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইলে, তিনি অল্পে অল্পে আপন পীড়ার কারণ ও উৎপত্তি বিষয়ক সমুদায় বিবরণ বর্ণনা করিলেন। মানসিক সন্তাপই হিরণ্ময়ীর ব্যাধির আদিকারণ ইহা বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। তথাপি তাঁহার বাক্যাবলীর মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমারের নিন্দাসূচক একটা কথাও শুনিতে পাইলাম না। শত সহস্র অপরাধে অপরাধী ব্রজেন্দ্র হিরণ্ময়ী সমীপে নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগৃহীত রহিল।

ধন্য, রমণী-হৃদয়! ধন্য, পতি-প্রেম-শীলতা। (ক্রমশঃ।)

অনন্ত প্রেম।

খণ্ডে খণ্ডে মেঘ, ঢলিয়া পড়িছে
পশ্চিম গগন পানে।
সুদূর গগনে, আতাপী ভাসিয়া
চলেছে আপন মনে।
সেফালিকা ফুল, ঝরিছে নীরবে
বিমোহিত দগ-গানে
ক্ষণ জীবনের, সুখ দুখ লয়ে
শুকাইছে নিজ প্রাণে।
পাষাণ হৃদয়, গলো গলো গলো
প্রেমের প্রবাহ ঢাল'
বহুক প্রবাহ, ভেসে যাক্ সব
ঢাল' ঢাল' ঢাল' ঢাল'।
জগতের দুঃখ, ভাসিয়া বহুক
অনন্ত-প্রেমের ধারা
সংসার-যাতনা, সেলুক নিভায়ে
ভুলে যাক্ শোক তারা।
শিশিরের মত, বিন্দু বিন্দু করি
পাষাণ হৃদয় ঝর'
বাতাসের সনে, উড়িয়া উড়িয়া
সকল ভুবন ভর'।
মাতাও সকলে, মরম-নিঝরে
উঠুক প্রেমের নীর
উচু নীচু হ'য়ে চলুক বহিয়া
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তীর।
জাগ জাগ জাগ জাগ রে পাষাণ
নীরস থেক' না আর

কাঁদ কাঁদ কাঁদ, কাঁদরে পরাণ
নীরব থেক' না আর'।
জড়তা কি তোর এতই গভীর
নাহি কিরে কোন আশা ?
পারি না বলিয়া, পড়িয়া রহিলে
কে নিভাবে তোর তৃষা।

—— * * * ——

দোঁহাবলীর সংস্কৃত ও ভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সব্ হি ঘট্‌মে হরি বসে যেও গিরিস্থতমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চক্‌মক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি॥ ৩৩

হরির্বসতি সর্ব্বত্র যথা দৃশদিপাবকঃ।
গুরুজ্ঞানে বিনা রামো বিনাযোঽগ্নি কথং স্ফুরেৎ॥ ৩৩

সকল জীবের দেহতেই হরি আত্মারূপে বাস করিতেছেন। যেমন প্রস্তর খণ্ড মাত্রেই অগ্নি বাস করে, কিন্তু লোহের আঘাত ভিন্ন সেই অগ্নি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও গুরূপদেশরূপ চক্‌মকি ভিন্ন কি প্রকারে সেই আত্মা প্রকাশ পাইতে পারেন॥ ৩৩

সব্ বন্ তুলসী ভেযো, সব্ পাহাড়্ শালগেরাম্।
সব্ পানী গঙ্গা ভেযো, যেস্ ঘট্‌মে বিরাজে রাম॥ ৩৪

শালগ্রামঃশিলাঃ সর্ব্বাঃ বনঞ্চ তুলসী সমং।
সর্ব্বং জলং তত্র গাঙ্গং যত্র রামো বিরাজতে॥ ৩৪

ভেদজ্ঞান খণ্ডন করিয়া যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত রহিয়াছেন তাহার পক্ষে সকল বনই তুলসী বন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম ও সকল জলই গঙ্গা জল, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা নয়॥ ৩৪

চল্‌না ভাল্‌না ক্রোশ ভোর দুহিতা ভাল্‌না এক্।
মাঙ্‌না ভাল্‌না বাপ্‌সে রাম খণ্ড রাখে টেক্॥ ৩৫

নৈক ক্রোশ গতির্ভদ্রা কন্থাচৈকাপি নোত্তম.।
প্রার্থনা জনকান্নাপি রামশ্চেন্মানরক্ষকঃ ॥৩৫

যদি কৃপা করিয়া শ্রীরাম মান রক্ষা করেন তবে এক ক্রোশও গমন করা ভাল নয়, সংসার সুখার্থ একমাত্রও চুহিতা ভাল নয় আর ভোগ বিলাসার্থ পিতার নিকট প্রার্থনাও উচিত নহে ॥ ৩৫

অগম পন্থ হৈঁয প্রেমকো যাঁহ ঠাকুরায়ি নাহি।
গোপীনকে পাছেঁ ফিরে ত্রিভুবন-পতি বনমাহি ॥ ৩৬

অগম্যোঽসৌ প্রেমপথশ্চাতুর্য্য-পরিবর্জ্জিতঃ।
পশ্চাদ্ভ্রমতি গোপীনাং প্রেমবদ্ধো জগৎপতিঃ॥ ৩৬

ঠাকুরালি পরিবর্জ্জিত প্রেমের পথ এরূপ অগম্য, যে প্রেমে বদ্ধ হইয়া ত্রিভুবনপতি বনমালীও গোপীগণের পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৩৬

অজগর না করে চাকরি পঞ্ছী না করে কাম।
দাস মালিকা কহ গয়ে সবকো দাতা রাম ॥ ৩৭

কার্য্যং নাজগরঃ কিঞ্চিৎ কুরুতে পক্ষিসঞ্চয়াঃ।
নার্জ্জয়ন্তি ধনং কাপি দাতা রামো হি সর্ব্বতঃ॥ ৩৭

অজগর কাহারও নিকট চাকরি করে না এবং পক্ষিগণও ব্যবসাদি কোন কার্য্য করে না অথচ তাহাদের উদর পূরণের অভাব থাকে না, শ্রীরামই সকলের আহার প্রদান করেন ॥ ৩৭

এক্ঘড়ি আধি ঘড়ি আধিহমে আধ।
তুলসী সঙ্গৎ সন্তকি হরে কোটি অপরাধ ॥ ৩৮

ঘটিকার্দ্ধং তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধংবেতি বামন।
সঙ্গমং কুরু শান্তেন সর্ব্বদোষঃ হরেৎ স বৈ ॥ ৩৮

হে তুলসিদাস এক মুহূর্ত্ত অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অথবা অর্দ্ধার্দ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য যিনি সাধুসঙ্গ করেন, তিনি কোটি কোটি অপরাধ হরণ করেন ॥ ৩৮

শোতে শোতে ক্যা করো ভাই, ওঠ্ ভজো মুরার।
অ্যাসে দিন্ আতে হৈঁয লম্বা পা সার ॥ ৩৯

কিং কার্য্যং শয়নে ভ্রাতর্ভজ কৃষ্ণ পদাম্বুজং।
আগচ্ছতি দিনং তস্মৈ যত্র দেহঃ পতিষ্যতি ॥ ৩৯

হে ভ্রাতঃ শয়ন করিয়া কি কর, উঠ কৃষ্ণ ভজন কর কারণ অগ্রে তোমার এমন দিন আ[illegible]তেছে যে, পদদ্বয় প্রস[illegible]বণ করিয়া শয়ন করিতে হইবে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে প[illegible]তিত হইবার সময় বৃথা যাপন করিও না। ৩৯

তুলসী মিঠে বচন সেঁ[illegible] সুখ উ[illegible]তে চঁহু ওব[illegible]।
বশীকরণ মন্ত্র হৈঁয পরিহর বচন কঠোর॥ ৪০।

সুমিষ্ট বচনাৎ সাধো সর্ব্ব-সৌখ্য-করং পরং।
বশীকরণ মন্ত্রোঽসৌ ত্যজত্বং কঠিনং বচঃ॥ ৪০

হে তুল[illegible]দাস সুমিষ্ট বচন হইতেই সুখ উৎপন্ন হয় এবং ঐ রূপ বচনই বশীকরণ মন্ত্র, অতএব কঠোর বচন পরিহার করা সর্ব্বতো[illegible]ভাবে বিধেয॥ ৪০

তুলসী পর ঘর যাযকে দুঃখ না কহিও বোয্।
আপনা ভরম্ গমায কো বাঁট্না লেহে কোই॥ ৪১

কদাপি সাধো সদনে পরস্য গত্বা [illegible]দন মা কথয স্বদুঃখং।
কোঽপি স্বমানং লঘয়ন কদাপি বিভজ্য দুঃখং ভবনাদদীত॥ ৪১

হে তুলসিদাস পরের গৃহে গমন করিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক দুঃখের কথা কহিও না আপনার সম্ভ্রম লাঘব করিয়া কোন ব্যক্তি তোমার দুঃখ বিভাগ করিয়া লইবে না॥ ৪১

তুলসী ইয়ে সংসার[illegible] পাঁচো রতন হেয সার।
সাধুসঙ্গ হরিকথা দয়া দীন উপকার্॥ ৪২

সংসারার্ণব মধ্যেঽস্মিন প্রশস্তং রত্নপঞ্চকং।
সাধুসঙ্গোহরিকথা দয়া-দৈন্যোপকারিতাঃ॥ ৪২

হে তুলসিদাস এই জগত সংসারে পাঁচটী বস্তুই সার (১) সাধু সঙ্গ করা (২) হরি কথা বলা ও শ্রবণ করা (৩) প্রাণিগণের উপর দয়া করা (৪) দীন ভাবাবলম্বন করা ও (৫) পরোপকার করা। ৪২

তুলসী ইয়ে সংসারমে কাহাসো ভক্তি ভেট্।
তিন বাতসে লট্‌পটী হৈঁয় দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট্॥ ৪২

বত সংসার মধ্যেঽস্মিন কেন ভক্তি প্রজায়তে।
শিশ্নোদর ধনৈরত্র ক্লিশ্যন্তে সর্ব্বমানবাঃ॥ ৪৩

হে তুলসিদাস এই সংসারে কিরূপে ভক্তির সহিত সাক্ষাৎকার হইবে?

অর্থ শিশ্ন ও উদর এই তিনের কথা লইযাই জীব সকল নিরন্তর ছুট্‌ ফট্‌ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ৪৩

সংসার ও সাধনা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

কর্ম্মণা জাযতে জন্তুঃ কর্ম্মনৈব বিলীযতে।
সুখং দুঃখং ভযং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভি পদ্যতে॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কঃ ২৪ অঃ ১৩ শ্লোঃ ।

কর্ম্মদ্বারা জীব উৎপন্ন হয এবং কর্ম্ম দ্বারা লয় হয সুখ দুঃখ ভয এবং মঙ্গল এ সকল কর্ম্ম দ্বারাই প্রাপ্ত হয॥

সংসার যে সাধনার অন্তরায নহে ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিশদ রূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রযাস পাইযাছি। ফল অসময়ে বৃন্তচ্যুত হইলে যেমন তাহার স্বাভাবিক মধুরতা বিনষ্ট হয, সাধক অপক্ব অবস্থায সংসার ত্যাগ করিলে, তাহারও সেই দুর্দ্দশা ঘটে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ৮ম উল্লাসে মহাদেব স্পষ্টই বলিযাছেনঃ—

"বিহায বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাং।
ত্যক্ত্বা সমর্থান বন্ধূংশ্চ প্রব্রজেন্নারকী ভবেৎ॥"

অর্থাৎ যিনি বৃদ্ধ পিতা মাতা পতিব্রতা ভার্য্যা শিশু পুত্রকন্যা এবং অসমর্থ বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিযা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনি নরকভাগী হন। কিন্তু শাস্ত্রের নিষেধ বিধি আজ কাল আর শুনে কে? সকলেই অহংভাবে বিমোহিত, সুতরাং প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিযা স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইযাছেন। আমরা স্ত্রী পুত্র ও ধন রত্নাদিকে বন্ধের কারণ ভাবিযা ভ্রান্ত হই। জীবকে বদ্ধ করিযা বাধিবার শক্তি বাস্তবিক যদি তাহাদের থাকিত তাহা হইলে জীবের দেহত্যাগ কালে তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গমনোন্মুখ জীবকে সংসারে আট্‌কাইযা বাধিতে পারে না কেন? জীব বাস্তবিক কামিনী বা কাঞ্চনের দ্বারা সংসারে বদ্ধ নহে।

জীব স্বকীয় কর্ম্মসূত্রে আপনাকেই আপনি বাঁধিয়াছে। বাসনার বিরাম ব্যতীত এ বন্ধন শিথিল হইবার নহে। আমরা ভ্রান্তিবশে কামিনী কাঞ্চনকে "আমার" মনে করিয়া তাহাদের সহিত আমাকে বাঁধিয়াছে। যেখানে "আমি আমার" জ্ঞান নাই সেখানে কোন বন্ধনও নাই। এই "আমি আমার" জ্ঞানের অন্যতর নাম আশক্তি। সুতরাং আশক্তিই বন্ধন তবে আমরা আমাদেব নিজের দোষে অন্ধ বলিয়া আমাদের দোষ অপরের স্কন্ধে আরোপ কবিয়া থাকি এবং কেহ সাধনার নাম করিলেই বলিয়া উঠি যে কামিনী কাঞ্চনের গন্ধ থাকিতে সাধনা অসম্ভব, কামিনী কাঞ্চন হইতে দূরে থাকা আবশ্যক। কিন্তু দবে থাকিলেও যে আশক্তির হস্ত অতিক্রম কবা যায় না এ কথা আদৌ ভাবিয়া দেখি না; ভরত রাজা সংসার হইতে দূবে থাকিয়াও হরিণ শিশুর প্রতি মমতা প্রযুক্ত মরণান্তে হরিণ যোনী প্রাপ্ত হইযাছিলেন এ কথা মনেও করি না—মনে করি আমরা সাধু আব যত কিছু দোষ সব কামিনী আর কাঞ্চনের এবং এই ভ্রম প্রযুক্ত প্রকৃত প্রস্তাবে কামিনী কাঞ্চন হইতে দূবে না থাকিয়া সাধনা হইতেই বহু দূরে অবস্থান করিতেছি। কারণ আমবা বড়ই অলস আমবা বাক্য বিশারদ কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষম নহি। এ সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে আর বেশী কিছু বলিবার নাই কারণ প্রথম প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি।

সাধনা কিরূপ ও সাধনার আবশ্যক কি এ সম্বন্ধে স্বীয় বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

চঞ্চল মনকে সুস্থির করিবার যে উপায় তাহারই নাম সাধনা। সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সুতরাং যিনি সাধক তিনি সাধনার প্রারম্ভে নির্দোষ হইতে পারেন না। তিনি সাধনার দ্বারা সর্ব্বদোষ অতিক্রম করিয়া নির্ম্মল ও পবিত্র হন। আমার দোষ অনেক সুতরাং আমারই সাধনা আবশ্যক কারণ সাধনা ব্যতীত আমি আর কি উপায়ে দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারি? বায়ুর বিকার হইলে যেমন শরীর অসুস্থ হয়, তেমনি বায়ুর বিকারে মনেরও বিকার হইয়া থাকে। এই জন্যই ঋষিগণ বেদ ও উপনিষদে বায়ুকেই প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে লিখিত

জাছে, "নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।" অন্য স্থানে আছে "বায়ুরায়ুর্বলংবায়ুর্ব্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাং। বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ু প্রত্যক্ষ দেবতা॥" বায়ুর বিকারে মনের বিকার। এখন মনকে সুস্থ করিতে হইলে বায়ুকেও প্রকৃতিস্থ করা আবশ্যক। কারণ মন যদি অসুস্থ ও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভগবানকে ডাকিবে কে, পূজা করিবে কে ও ধ্যান করিবেই বা কে? কর্ত্তা অশক্ত হইয়া পড়িলে কাজ করিবে কে? কর্ম্ম সকল মনের দ্বারাই কৃত হয় সুতরাং পূজা ধ্যান বা ঈশ্বরারাধনার পূর্ব্বে মনকে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম করা চাই। এই জন্য বায়ুর সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, বিকৃত বায়ু থাকিলে বিকৃত মন থাকিবে এবং বিকৃত মন দ্বারা কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এই বায়ুর বিকার তবে যায় কিসে?

প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুর বিকার নষ্ট হইয়া দেহ মন সুস্থ হয়, আর্য্যদিগের সর্ব্বশাস্ত্রেই এ কথা দেখিতে পাই। এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ও সর্ব্বজন হিতৈষী ঋষিগণ পূজা ও সন্ধ্যা বন্দনাদি সকল কার্য্যের সহিতই প্রাণায়ামের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাণায়াম ব্যতীত যেন কোনরূপ ধর্ম্ম কার্য্য হিন্দুদিগের করিতে নাই। প্রাণায়াম দ্বারাই মন সুস্থ, সবল ও সর্ব্বদোষ শূন্য হয়, প্রাণায়াম দ্বারাই দেহ ব্যাধিমুক্ত ও পবিত্র হইয়া থাকে এবং প্রাণায়াম ব্যতিরেকে মন কখনই ভগবানের ধ্যান করিতে সমর্থ হয় না। কারণ ধ্যান করিবে কে? মন। সেই মন যদি দশটা বিষয়ে বিচরণ করে তাহা হইলে সে ধ্যান করে কখন? এই জন্যই যোগ শাস্ত্রে আসন ও প্রাণায়ামের পর ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সাধুগণও অগ্রে "প্রাণসংরোধের" ব্যবস্থা করিয়া পরে "প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যানের" ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাস্তবিক স্থিরভাবে দেখিতে গেলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে মন যদি সর্ব্বদাই অস্থির থাকে তাহা হইলে একান্ত মনে সমাহিত হইয়া ধ্যান পূজাদি করিবে কে? ভগবান ভবানীপতি রুদ্র যামলে প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

"প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্য সারোহি পাপরাশি তূলানলঃ॥

অন্যস্থলে লিখিয়াছেনঃ—

"প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্।"

উপনিষদে আছে "প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্।" হঠ প্রদীপিকা বলেন এই প্রাণায়াম করিবার অধিকার সকলের আছে অর্থাৎ মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেই ইহার অনুসন্ধান করিতে পারেন।

"যুবা বৃদ্ধোঽতি বৃদ্ধোবা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোপি বা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্ব যোগেষতন্দ্রিতঃ।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃস্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ॥"

যুবা, বৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত বা দুর্ব্বল ইহারাও অনলস হইয়া অভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ করে, ক্রিয়া করিলে সিদ্ধি হয়, না করিলে কি রূপে হইবে?

প্রমাণের অভাব নাই। রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কারণ সকল শাস্ত্রে ঐ একই কথা। চিন্তাশীল অহিন্দু ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা বায়ুসাধন সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই এখন কতকটা আলোচনা করা যাউক।

"Harbinger of Health" নামক গ্রন্থে আমেরিকার Andrew Jacson Davis সাহেব লিখিয়াছেন-"The mind can not expand and improve morally or intellectually unless the lungs be large full and constantly and plentifully supplied with air fresh from the vintage of immensity. No high and magnificent conceptions can be obtained in a confined atmosphere." পুনরায় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন, "If you wish to acquire absolute strength of body, if you desire a clear and well balanced brain, if you want a large mind and a more noble character then Breathe, Breathe, Breathe the Breath of life and become a living soul.

প্রাণায়ামের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অনেক কথা বলিলাম। আর না বলিয়াই বা করি কি? কারণ প্রাণায়াম কিছুই নহে বা প্রাণায়াম করিলে অকাল মৃত্যু হইবে বা রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়িব, বা মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে ইত্যাদি ভ্রম পূর্ণ বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলে প্রাণায়ামের

নাম শুনিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। এই রূপ কুসংস্কার আমাদের মনে নানা কারণে বদ্ধমূল হওয়াতে আমরা প্রকৃত কর্ম্মকার্য্য হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছি। যাহা আমাদের নিত্যকার্য্য ও অবশ্য করণীয় তাহাকেই যমের মতন দেখিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি এবং আমাদের অপেক্ষাও অজ্ঞ লোকেরা কিছু না জানিয়া "পণ্ডিত" ও কিছু না করিয়া "কর্ম্মী" হওয়াতে আমাদের অন্তরে জুজুর ভয় আরও বদ্ধমূল করিয়া দিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী ও শাস্ত্রদর্শী তাঁহারা বলেন যে ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই প্রাণায়াম অনায়াসেই করিতে পারেন। তবে পথটা প্রকৃত প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এ পথের পথিক নহেন তিনি ভুল রাস্তা ধরাইয়া দিতে পারেন এবং বিপথে গমন করিলে বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই জন্যই যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে "জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরু বাক্যেন লভ্যতে।"

প্রকৃত পথে প্রাণবায়ুর বিস্তারের নাম প্রাণায়াম। আমাদের গুহ্যদেশে যে বায়ু আছে তাহার নাম অপান এবং হৃদয়স্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, এই প্রাণ বায়ুকে বিস্তার করিয়া অপান বায়ুতে যোগ করা ও অপানকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রাণের সহিত সংমিশ্রনের কৌশল তাহাই প্রাণায়াম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অঃ ২৯ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন। উপনিষদে প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত আছে :—

"যথৈবোৎপলনালেন, তোয়মাকর্ষয়েৎ পুনঃ।
তথৈবোৎকর্ষয়েৎ বায়ুং, যোগী যোগপদে স্থিতঃ॥"

শাস্ত্রে সকল কথাই আছে। কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝে কে? গর্দ্দভের ন্যায় আমরা চন্দনের ভার বহন করি মাত্র, বস্তুতঃ চন্দনের সৌগন্ধ অনুভব করিতে সক্ষম হই না; আমরা চিনির বলদ মাত্র। শাস্ত্রের সার যোগীরাই গ্রহণ করেন এবং সাধারণ পণ্ডিতগণের জন্য তক্রই পড়িয়া থাকে। বাস্তবিক, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া না দিলে শাস্ত্রে দেখিবার জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় না এবং প্রকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানী যিনি তিনি বুঝাইয়া না দিলেও কিছুই সুন্দররূপে বুঝা যায় না। অজ্ঞব্যক্তি কেবল মাত্র শাস্ত্রপাঠ

করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অচিরে দেহ মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে—প্রকৃত কার্য্য কিছুই হয় না। কর্ম্মের বিষয় জানিতে হইলে, কর্ম্মীর নিকট যাওয়া আবশ্যক। তিনিই প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতে সক্ষম। সাধুরা বলেন প্রাণায়ামই সেই প্রকৃত পথ। ইহাই কর্ম্মের রাজপথ, কারণ সকলেরই এ পথে যাইবার অধিকার আছে।

প্রাণায়াম ব্যতীত মন স্থির করিবার যে আর উপায় নাই এ কথা কিন্তু অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর যখন অনন্ত, তাঁহাকে লাভ করিবার পথও যে অনন্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রাণায়াম অভ্যাস না করিয়াও সামান্যা গণিকাপ্রেমে মত্ত হইয়া তাহাতে তন্ময়তা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পরে গণিকা পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন; তবে প্রাণায়ামের আবশ্যক কি? আর যখন যোগশাস্ত্রে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ইহাও লেখা আছে তখন প্রাণায়ামই যে মনস্থিরের এক মাত্র উপায় কেন বলিব?

এ সকল যুক্তির দৃঢ়তা নাই সুতরাং বিচারের মুখে ভাসিয়া যায়। ঈশ্বর অনন্ত, সত্য; কিন্তু তা বলিয়া কি তিনি বহু? তিনি এক মাত্র তিনি বহু নহেন। জ্ঞানীর পক্ষে তিনি এক, অজ্ঞানী তাঁহাকে বহু মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। তিনি অনন্ত হইয়াও এক। ইহা যদি ঠিক হয় তবে তাঁহাকে পাইবার পথ বহু হইবে কেন? তিনি এক সুতরাং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও এক। প্রাণায়ামই সেই পথ। তবে রাস্তা বহুদূর প্রসারিণী হইতে পারে সেই হিসাবে ঈশ্বরের ন্যায় ঈশ্বরকে লাভ করিবার পথ অনন্ত বলিতে হয় বল তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু অনন্ত বলিয়া বহু নহে। পথ এক মাত্র। জীবিত থাকিতে হইলে যেমন দেহ প্রাণের বিদ্যমানতা নিতান্তই আবশ্যক, সেইরূপ মুক্ত হইতে হইলে প্রাণায়ামের আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে—উপায়ান্তর নাই। এই জন্যই সকলে ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক মনে প্রাণে না ডাকিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাণের সহিত ডাকিতে হইলে প্রাণায়াম আবশ্যক।

বিল্বমঙ্গল মোহে অভিভূত হইয়া বেশ্যার আসক্ত হইয়াছিলেন। ইহার নাম রূপজ মোহ। যে রূপজ মোহে মুগ্ধ হয় তাহার চক্ষে প্রেতিনীও অপ্সরী। আফিংখোরের নেশার ন্যায় ইহা একটা তীব্র নেশা মাত্র। ইহাতে শান্তি নাই। বিল্বমঙ্গল ও শান্তি পান নাই। ইহাই মায়া। নেশা-খোরের দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, বিল্বমঙ্গলের তাহাই হইয়াছিল। তার পর বেশ্যার তিরস্কার বাক্যে যখন তাঁহার নেশা ছুটিল তখন তিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বেশ্যা ত্যাগ করিয়াই তিনি ভগবানকে পান নাই। তিনি পরে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে স্ত্রীলোকের প্রতি আশক্তিই তাঁহার ধর্ম্ম পথের বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছে সুন্দরী দেখিলেই মুগ্ধ হন, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া নেত্র উৎপাটন করিলেন। তিনি অন্ধ হই-লেন। পরে গুরূপদিষ্ট সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। এই ত ইতিহাস। ইতিহাস পাঠে জানা গেল যে গণিকার প্রতি আশক্তিই তাঁহার ভগবৎ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল এবং গুরূপদিষ্ট সাধনা দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণ লাভ কবিযাছিলেন। এখানে সাধনাই তাঁহার ভগবান লাভেব উপায়, বেশ্যাশক্তি অন্তরায় এবং বেশ্যার তিরস্কার ভগবৎ প্রাপ্তির গৌণ কারণ স্বরূপ হইয়াছিল মাত্র। তিনি সাধনা বলে ভগবানকে লাভ করেন—স্ত্রীলোকে তন্ময় হইয়া ভগবান লাভে তাঁহাব শক্তি থাকিলে তিনি অমূল্য চক্ষুদ্বয় স্বেচ্ছা-ক্রমে উৎপাটন করিবেন কেন? সুতবাং সাধনা চাই। এবং প্রাণায়াম প্রকৃত সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ।

তৃতীয় আপত্তিটী সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। ভগবান পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু আমাদের ন্যায় ব্যক্তির, যখন ঈশ্বরস্বরূপ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই তখন বাক্যমনের অগোচর অতীন্দ্রিয় পুরুষ দুর্ব্বল ও চঞ্চল চিত্ত কি রূপে সংযুক্ত করি? সমাধির পূর্ব্বে ধ্যান ও ধারণা আবশ্যক। ধ্যান ধারণা অভ্যস্ত হইলে তখন ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধি লাভ হইতে পারে। কিন্তু প্রাণায়াম ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে যে ধ্যান ধারণা অসম্ভব সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা মন শান্ত ও নির্ব্বাত ও নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইলে তবে অরূপ, অনন্ত

অস্পর্শ, ও অচিন্ত ঈশ্বরে প্রণিধান করিবার তাহার সামর্থ্য জন্মে। এই জন্য পতঞ্জলি ঠাকুর তৎপ্রণীত যোগ শাস্ত্রের সাধন পাদে (এবং সমাধি পাদেও) প্রাণায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" এ কথা তিনি সমাধিপাদে; সমাধিলাভ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ঈশ্বর প্রণিধান কি ছেলে খেলা?

সংগীত।

হে বায়ু তুমিই সকল,
প্রাণরূপে ব্যাপ্ত আছ অবনী মণ্ডল।
জীবের তুমিই বায়ু! বল বুদ্ধি পরমায়ু
তুমিই প্রত্যক্ষদেব আরামের স্থল।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তব অসীম প্রবল॥
জীব দেহে হয়ে প্রাণ, আছ সদা বিদ্যমান,
না জেনে তোমারে জীব সতত চঞ্চল।
তোমারে যে সেবে তার কোথা অমঙ্গল॥
সেবায় হইয়ে তুষ্ট ঘুচাও জীবের কষ্ট
শান্তিসুখ দিয়ে কর হৃদয় নির্ম্মল।
কুপিত হইলে সব দাও রসাতল॥
রত্নাকর তোমা সেবি হইলেন আদি কবি
যশের সৌরভে যাঁর ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল।
ক্রূরও সেবিয়া তোমা হয় গো সরল॥
প্রণমি তোমার পায় মহাপাপী তরে যায়,
অগতির গতি তুমি জীবের সম্বল।
মণি মন্ত্র * মহৌষধি তুমিই সকল॥

---

* "নিশ্বাসশ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে" তন্ত্র-শিব বাক্য।

কত আর কাঁদাইবি নিঠুর সংসার।

১

কত আর কাঁদাইবি নিঠুর সংসার!
বলিতে হৃদয় ফাটে,
বুকের বাঁধন কাটে,
বহিতেছে শতধারে তপ্ত অশ্রুধার,
বিশ্বময় ভালবাসা,
সুখ, সাধ, শত আশা,
সকলি অনন্ত কোলে ডুবেছে আমার.
হৃদয় অতলস্তরে,
ঢালিছে সহস্র ধারে,
বিদারি সতত পাপ, জ্বলন্ত অঙ্গার,
কত আর কাঁদাইবি নিঠুর সংসার!

২

নিঠুর সংসার আর কাঁদাইবি কত?
শতবাজে ভাঙ্গা বুক,
নাই শান্তি একটুক,
এ অনন্ত বিশ্ব মোর মহামরু মত,
কে চায় আমার পানে,
কারো না পরাণ টানে,
একাকী··শোকাশ্রুধারে ভাসি'ছি সতত,
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রাণে,
ঘুরিতেছি একা বনে;—
প্রজ্জ্বলিত পাপানলে—পতঙ্গের মত—
নাহি ধন, নাহি জন,
নাহি প্রাণ নাহি মন,
কেমনে সাধিব বল জীবনের ব্রত,

আঁধার আঁধার তম,
হতেছে জীবন মম,
হৃদয়ে শ্মশান মম জ্বলিতেছে শত,
নিঠুর সংসার আর কাঁদাইবি কত?

৩

নিঠুর সংসার আর কত কাঁদাইবি?
শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বাস,
তাই লয়ে বারমাস,
যাপিছি জীবন মম—কেহ কি দেখিবি?
জীবনের ছিন্নতারে,
অস্ফুট ভগন স্বরে,
"আহা" "উহু" রব দুটী কত শুনাইবি,
অধম বালাই বলে,
বিষাক্ত আদর ঢেলে,
ক্ষুদ্রতম প্রাণটুকু কত পোড়াইবি,
স্মবিযে অধম জনে,
সবল উদার প্রাণে,
আমার "আপনা" তোরা কেউ কি গো হবি,
নিঠুর সংসার আর কত কাঁদাইবি?

৪

কত আর কাঁদাইবি নিঠুর সংসার।
কি আর বলিব ছাই,
সকলি যে ভুলে যাই,
চিন্তার জ্বলন্তানলে সব (ই) ছারখার,
দয়া, ধর্ম্ম, বিশ্ব-প্রীতি,
যাহার ভিখারী নিতি,
দেও হে——অনন্ত ব্রত সাধিব আত্মার,
তোমারি আশীষ লয়ে,

মধুমাখা নাম গেয়ে,
ছুটিব যথায় সেই শান্তির আগা'র,
যাহার বাতাস পেলে,
মরণ দরেতে চলে,
নীরবে হৃদয়ে ছোটে শান্তি পারাবার.
দূরে যায় দুখ পাপ,
জ্বলন্ত শোকের তাপ,
অমর অমৃত হৃদে ঝরে অনিবার,
লভিব অনন্ত সুখ
তোমারি পবিত্র মুখ
আঁকিযে যতন ক'রে হৃদযে আমার,
দেও প্রাণে শান্তি ছায়া নিঠুর সংসার।

ব্রহ্মোপাখ্যান।

ব্রহ্মদেশ একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। যদিও তাহার ভৌগলিক বিবরণ সবিস্তারে বর্ণনা করা এ আখ্যায়িকার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তথাপি তাহার বিবরণ লিখিতে হইলে পাঠকগণকে তাহার মোটামুটি অবস্থা ও বিবরণ প্রথমে জ্ঞাত করা লেখকের একান্ত কর্ত্তব্য।

চীন সম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে, হিমালয়ের যে সমস্ত শাখা পর্ব্বতমালা স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্তত বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিতি করিয়া চীন দেশের কিয়দংশের সীমা নিরূপন করিতেছে তাহাদের পাদদেশ চুম্বন করিয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে যে ভূমিখণ্ড বঙ্গোপসাগরের হৃদয় ভেদ করিয়া ভারত মহাসাগরের দিকে বিস্তৃত এবং শ্যামরাজ্যের পশ্চিম সীমা যাহার পূর্ব্ব সীমা নিরূপিত হইয়া ক্রমে আসিয়া বাঙ্গালা ও আসামের পূর্ব্ব সীমার সহিত মিলিত হইয়াছে, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডের নাম ব্রহ্মদেশ। ইহার দৈর্ঘ্য

প্রায় ৮ শত মাইল ও প্রস্থ প্রায় ৫ শত মাইল হইবে। ব্রহ্মদেশ দুই ভাগে বিভক্ত উত্তর ব্রহ্ম ও নিম্ন ব্রহ্ম। নিম্ন ব্রহ্ম চারিটি বিভাগে বিভক্ত যথা আরাকান, পেগু, ইরাবতী ও টেনাসেরিম। এই বিভাগগুলি আবার অনেক গুলি জেলায় বিভক্ত, — প্রথম, আরাকান বিভাগে চারিটী জেলা যথাক্রমে একিএব, পর্ব্বত্য প্রদেশ বা উত্তর আরাকান, কায়েকপিও ও সেণ্ডওয়ে। পেগু বিভাগে, রেঙ্গুন সহর হেন্থোয়াডি, পেগু, থারাওয়াড্ডি প্রোম। ইরাবতী বিভাগে আঙ্গেয়া বেসিন, হেন সাদা, মিয়াঙ্গাই। টেনাসেরিম বিভাগে এম হার্ষ্ট, ট্যাভয়, মারগুই, টঙ্গু, সুইজিন ও সেলুইন। এই সকল জেলার মধ্যে অনেকগুলি সবডিভিসন ও স্থানীয় নিম্ন আদালত আছে। তাহাদের সহিত এ উপাখ্যানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় তাহাদের নাম এখানে দেওয়া গেল না। যদি কখন কাহারও সঙ্গে পরে কোন সম্বন্ধ আইসে তাহার বিষয় সেই সময় একটু বিশেষ করিয়া লিখিলেই চলিতে পারিবে। আপাততঃ উত্তর ব্রহ্মের বিভাগ ও জেলা সকল লিখিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। উত্তর ব্রহ্মও চারিটি বিভাগে বিভক্ত, তাহারা যথাক্রমে দক্ষিণ, উত্তর মধ্য ও পূর্ব্ব বা মিক্টিলাবিভাগ নামে অভিহিত। ইহার প্রথম বা দক্ষিণ বিভাগে আত্রিটমিত্ত পোকাকো, মিম্বু, মেড্ডুই এই কয়টি জেলায় বিভক্ত, প্রত্যেকের মধ্যে যথাক্রমে অনেকগুলি সবডিভিসন ও স্থানীয় নিম্ন আদালত আছে (অবশ্য এই সকল আদালত ইংরাজের আসিবার পূর্ব্বে ছিল না।) ইহাদের অনেকের সহিত আমাদের উপাখ্যানের সম্বন্ধ থাকায় তাহাদের নাম গুলি উল্লেখ করিয়া রাখা উচিত বিবেচনায় তাহা দেওয়া গেল। পোকোকোর মধ্যে পোকোকো; এখানে সেনা নিবাস আছে। এখানে মিম্বুর মধ্যে মিম্বুতেও সেনানিবাস আছে; উত্তর বিভাগে মেণ্ডেলে, ভামো, কাথা করিমাহন ও শোয়েবো, এই কয়টী বিভাগের সকল স্থানগুলিই প্রায় প্রয়োজনীয়। মেণ্ডেলে জেলার মধ্যে মেণ্ডেলে সহর, ইহাই ব্রহ্মরাজার রাজধানী এটী অতি প্রাচীন ও অতি বিস্তৃত ইহা ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত, এই মেণ্ডেলেই শেষ ব্রহ্মরাজ থিবোর লীলাভূমি। এই সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটি দূর্গ আছে, ও

প্রায় মধ্যস্থলে ফায়াজী অর্থাৎ বুদ্ধদেবের একটী সুবৃহৎ মন্দির। সহরের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকা দারু নির্ম্মিত, এমন কি ব্রহ্মের রাজপ্রসাদও দারু নির্ম্মিত। তাহা হইলেও তাহা অতি সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত দুর্গের মধ্যে। আবার এই দুর্গ প্রাচিরের চারিদিকে অতি গভীর অপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দুর্গটি এক বর্গ মাইল হইবে। যাহা হউক এখন আর ইহার বিস্তারিত বিবরণে প্রয়োজন নাই যথা সময়ে আবার পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব। অমরপুর মেণ্ডেলের অতি নিকট ইহা মেণ্ডেলে জেলারই অন্তর্গত, ও একটি মহকুমা। অমরপুর এক সময়ে ব্রহ্মের অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, ও অতি প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত ব্রহ্মরাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব্বগৌরবের প্রমাণ স্বরূপ পুরাতন ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ প্রাকার সকল এখনও ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও তাহার নিম্নে অতি গভীর দীর্ঘ জলপূর্ণ অপরিষ্কৃত পরিখা সকল যেন দুর্গের পূর্ব্ববলের পরিচয় দিতেছে। আবার প্রাচীন জীর্ণ বুদ্ধদেবের মন্দির সকল যেন পুরাতন রাজাদিগের ধর্ম্ম প্রাণতার সাক্ষ দিবার নিমিত্ত আজিও অতি কষ্টে নিজ নিজ অস্থিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। ইহার অতি নিকটে, অতি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট আভা সহর এটী মেণ্ডেলের অতি নিকট হইলেও ইরাবতীর অপর পরস্থিত সেগাইং জেলার অন্তর্গত। এই আভাও এক সময়ে ব্রহ্মের শীর্ষ স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এখন আর ইহার সেরূপ অবস্থা নাই তথাপি তাহার পূর্ব্ব গৌরাবের চিহ্ন সকল এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই স্থানে ইরাবতী নদীর পশ্চিম পারে রাজার একটি প্রাচীন দুর্গ আছে, তাহার পূর্ব্বসীমা ভাগীরথী বক্ষ ভেদ করিয়া জলমধ্য হইতে উঠিয়াছে অপর তিন দিকের অনুন্নত প্রাচীর গাত্র সংলগ্ন মৃত্তিকাস্তুপ, ক্রমে ক্রমে অবনত হইয়া বহুদূরে আসিয়া সমতল ভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কৃষি-তত্ত্ব।

(মূলা)

সকলেই মূলা ভক্ষণ করেন, কিন্তু কয় জন উহা কিরূপে বপন করিতে হয় এবং কিরূপে উহার বীজ রক্ষা করিতে হয় জানেন? আমার বোধ হয় শত করা নিরানব্বুই জন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেক ভদ্র লোক আপন আপন উদ্যানে প্রতি বৎসরই মূলা বপন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদিগরে মধ্যে অনেকেই মূলার পরিবর্ত্তে উহার শাক ভক্ষণ করিতে বাধ্য হন এবং সকলেই প্রতি বৎসর বীজ ক্রয় করিয়া বপন করেন।

আজকাল বঙ্গবাসীগণ 'কৃষিকার্য্য' 'কৃষিকার্য্য' করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাহারা এমন সাধারণ এবং অল্প আয়াস লব্ধ মূলার বিষয় কিছুই জানেনা তবে তাঁহারা কৃষিকার্য্য কিরূপে করিবেন। তাই বলি সুধু বক্তৃতায় গগণ বিদীর্ণ করিলে হয় না* যদি বিনা শিক্ষায় কৃষিকার্য্য করা যাইত তাহা হইলে শস্যশ্যামলা ভারতের চারিদিকেই সুধু কৃষিকার্য্য দেখিতাম এবং কখন ত দুর্ভিক্ষের কথা শুনিতে পাইতাম না।

আমি আজ সামান্য মূলার বিষয় আরম্ভ করিলাম যদি ইহার দ্বারা সাধারণের কোন উপকার হয় তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

১। মূলাবপনোযোগী ভূমি কিরূপ হইবে?

মূলার ভূমি দোয়াঁসি (মাটি এবং বালি মিশ্রিত) হওয়া উচিত। পরে ঐ দোয়াঁস ভূমিকে অনেক কর্ষণ করিয়া ধূলার মতন করিতে হইবে, কথায় বলে "শতেক চাষে মূলা তা'র অর্দ্ধেক তুলা"। কোনরূপ সার দিবার আবশ্যক নাই, তবে যদি ভূমি তত উর্ব্বরা না হয় তাহা হইলে বিঘা প্রতি ৬০ মন (৩ গাড়ী) গোবরসার দিলেই হইবে। সার কর্ষণের একমাস পূর্ব্বে দিতে হইবে।

---

*"Keen agicnlturist" বলিয়া সংবাদ পত্রে নাম জাহির করিয়া ভূমি-শূন্য রাজার মত খাতির জমকাইলেই হয় না—রীতিমত শিক্ষা আবশ্যক।

২। মূলা কয়বার হয় এবং কোন কোন সময়ে ?

মূলা বৎসরে দুইবার হয় বর্ষাকালে এবং হেমন্তকালে ; বর্ষাকালের মূলাকে 'আশু' বা আউসে এবং হেমন্তকালের মূলাকে হৈমন্তিক বা জোড়ো বলা হয়। আউসে মূলা বপনের সময় জ্যৈষ্ঠমাস এবং জেড়ো মূলা বপনের সময় আশ্বিনমাস।

৩। বীজ বপন করিবার পরিমাণ কিরূপ ?

ভূমি উত্তম রূপ কর্ষিত হইলে পর বীজ বপন করিতে হইবে বীজের পরিমান বিঘা প্রতি অর্দ্ধ সের।

৪। জল সিঞ্চনের নিয়ম কি ?

যদি বীজ সুপক্ক হয় তাহা হইলে বপনান্তর ৩ কিম্বা ৪ দিন পরে উহা অঙ্কুরিত হইবে। (শাকের মত হইলে যে যে স্থানে ঘন বলিয়া বোধ হইবে, তথাকার সমস্ত তুলিয়া শাকের ন্যায় তুলিয়া ফেলিতে হইবে। পাতলা হইলে মূলা বড় হইবে) ভূমীর নীরসতা অনুযায়ী ২ কিম্বা ৩ বার পর্য্যন্ত জল সিঞ্চন করা যাইতে পারে। যখন গাছ কিছু বড় হইয়াছে অর্থাৎ যখন সরু সরু মূলার দুই এক ইঞ্চি দেখা যাইবে অথচ ভূমী নীরস তখন জল সিঞ্চন করিতে হইবে। একবার মূলার গোড়া খুবিয়া দেওয়া চাই।

৫। বীজ কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে !

ক্ষেত্রের মধ্যস্থ যে সকল মূলা প্রথমেই বড় এবং তেজী হইবে তাহাদিগকে বীজ মূলা বলিয়া কোন রূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। মূলার শিষ উঠিবার সময় বীজ মূলা রোপন করিবার জন্য খানিকটা ভূমী পচা খোলসার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। শিষ দুই আঙ্গুল পরিমানে দেখা যাইলে, মূলা পাস আঙ্গুল পরিমান কাটীয়া পাঁস ফুরিয়া বা পাঁস সমেত, সারদ্বারা প্রস্তুত ভূমীতে ৪ আঙ্গল আন্দাজ প্রোথিত করিবে। মূলার ফুল শুটীতে পরিণত হইল, ২।৩ রকম পোকা উহাতে থাকিবার সম্ভাবনা। যদি পোকা লাগিয়া থাকে তাহা হইলে দুই তিন দিন প্রত্যুষে হলুদজলের ঝাপ্‌টা দিলেই পোকা সকল মরিয়া যাইবে।

গুটী সুপক্ক হইলে, উহা হইতে বীজ ঝাড়িয়া দুই তিন দিন সকাল বেলায় ১০টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুকাইয়া বোতলের ভিতর "কর্ক" দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে এবং ১৫।২০ দিন অন্তর ২। ১ ঘটা রৌদ্রে দিবে নচেৎ পোকা লাগিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সংক্ষিপ্ত সমালোন।

সৎসঙ্গ—মাসিক পত্রিকা বহরমপুর গোরা বাজার হইতে শ্রীযুক্ত সাত কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। পত্র খানি দেখিতে ক্ষুদ্রাকার হইলেও বিশেষ উপদেশপ্রদ। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গের দিন দিন যে কি প্রকার অবনতি হইতেছে সম্পাদক মহাশয় তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যান্য প্রকার উদ্দেশ্য বিহীন উপন্যাস নবেল না পড়িয়া সৎসঙ্গের "বিদ্যুল্লতা" পাঠ করিলে বঙ্গের পাঠক পাঠিকাবর্গের অধিকতর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। রাজস্থানের "ত্রিশক্তি" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ভাবুকতার বিশেষ পরিচায়ক। আমরা সকলকেই "সৎসঙ্গের" সঙ্গী হইতে উপদেশ দিই।

দারোগার দপ্তর,——প্রমদা, বাঃ গ্রন্থকার, দুই দারোগা। ইহাদের নূতন করিয়া আর কি পরিচয় দিব। স্বনামখ্যাত প্রিয়নাথ বাবু বঙ্গীয় পাঠক বর্গের মনাকর্ষণে কিরূপ সমর্থ হইয়াছেন দারোগার দপ্তরের সমাদর দেখিলেই তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। প্রমদার ন্যায় কুলটা রমণীগণ কর্ত্তৃক সমাজের কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে প্রমদায় তাহার জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের সমস্ত লোক নবকুমারের পক্ষীয় ও হরির বিপক্ষ হইলেও প্রমদার চরিত্রের কথা কোনরূপে পুলিসের কর্ণগোচর না হয় কেন যে তাঁহারা তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সকলে প্রমদাকে কলঙ্কিনী জানিলেও

বাণীবাম প্রমদাকে কুলটা বলায় কেন তাঁহারা বাণীবামের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন তাহা বুঝিতে পাবা গেল না।

সুপাবিসেব চাকবির পবিণাম দুই দাবোগায় বেশ দেখান হইয়াছে।

ঠগী কাহিনী ১ম ও ২য় খণ্ড দাবোগার দপ্তরের পত্র গুলি প্রণেতা শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। আমিব আলি নামক একজন প্রসিদ্ধ ঠগ সর্দ্দার ধৃত ও ক্ষমা পাইবাব আশ্বাস প্রাপ্ত হইযা ইংবাজ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক আপন সম ব্যাবসায়ী অন্যতম অনেক ঠগকে ধবাইয়া দিয়া আপনি অব্যাহতি পায। সেই সময়ে সে, কর্ণেলমেডোস টেলর সি, আই, ই সাহেবেব নিকট আপনাদিগের অনুষ্ঠিত যে সকল ভীষণ, বীভৎস দুঃসাহসিক নর ইত্যাদি কার্য্য বর্ণনা কবে তাহাই লিপি বদ্ধ হইযা ইংরাজিতে Confession of a Thug নামক পুস্তক রচিত হইযাছে। তদবলম্বনে এই ঠগীকাহিনী লিখিত। ইহাব ভাষা সবল ও বচনা চাতুর্য্য পূর্ণ হইলেও ইহার পাঠ উৎকৃষ্ট উপাখ্যানাদিব ন্যায অসম্পূর্ণ অবস্থায রাখিবাব ইচ্ছা হয় না। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা ঠগীদিগের বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে জানিতে পাবিবেন। সেই কুহকী জাতির কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় সকলেরই জানিয়া বাখা কর্ত্তব্য, কে বলিতে পারে তাহার সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হইয়াছে?

পঞ্চস্তোত্র অর্থাৎ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বিরচিত নিরঞ্জনাষ্টক, অন্নপূর্ণা, হরি, শিব ও যমুনাষ্টক—এই পাঁচটি স্তোত্র। বাণীবাবু এই পুস্তকখানি পুনঃ প্রকাশ করিযা সাধারণেব বড়ই উপকার করিয়াছেন। শঙ্কর জীবনী ও গ্রন্থানুবাদ বেশ হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্বীকার।

চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ, জ্যোতিঃ, ভারতী, সংসঙ্গ, দারোগার দপ্তর, তৃপ্তি, বিদ্যোদয় (সংস্কৃত) সুকথা, হিন্দু পত্রিকা, বীণাপাণি, পূর্ণিমা; এডুকেশন গেজেট, চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, বাঁকুড়া দর্পণ, কালীপুর নিবাসী, শিক্ষা দর্শক, ঠগী কাহিনী, পঞ্চস্তোত্র, মনোরমা ও হীরা।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড | সন ১৩০১ সাল, মাঘ। | ১০ম সংখ্যা

ব্রহ্মোপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহার দৃশ্য অতিশয় সুন্দর, পার্শ্বে চারিদিকে বিস্তৃত সুশ্যামল প্রাঙ্গণ ও ধান্য ক্ষেত্র। অভ্যন্তরে ইষ্টকনির্ম্মিত, অট্টালিকা সকল সারি সারি, পরিপাটি রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু আপাততঃ যদিও তাহার সেরূপ পারিপাট্য নাই তথাপি দেখিলেই বোঝা যায় যে এক কালে সে সকলের অতি সুবন্দোবস্ত ছিল আপাততঃ পরিত্যক্ত হওয়ায় এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর ভামো জেলা, এই জেলার সীমার সহিত ব্রহ্মের উত্তর সীমার শেষ হইয়াছে, ভামো একটি ইংরাজ স্থাপিত সহর, এখানে সেনানিবাস আছে। ভামোর মধ্যে মোগং ও মিকচিনা মহকুমা, এই দুইটির মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মোগং, মোগংনদীর তীরে অবস্থিত। মিকচিনা প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর। এই স্থানটি একবারে, ব্রহ্মও চিনের মধ্যস্থলে ইহার নিকটে উভয় পক্ষীয় সীমা সংরক্ষনের নিমিত্ত অনেক গুলি গিরি দুর্গ সংস্থাপিত। মিকচিনার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। রুবিমাহন জেলায় মোগক, টেগং, সিংমিট। এই জেলাটি রত্ন-প্রসূ বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যে সকল "রুবি" মানবের ব্যবহারের নিমিত্ত রহিয়াছে ও আজিও উৎপন্ন হইতেছে তাহার অধিকাংশই প্রায় এই দেশ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। কাথা জেলার মধ্যে (আধু)

কউুলিন ' এখানে এ প্রদেশেব সাবাযা ক্লিপ, এট একটি ক্ষুদ্র সান্ রাজ্য ব্রহ্মের অধীন। তার পর মানলি, মউলু, টিজাইন, মানসি, সোত্রবোও একটি বিখ্যাত স্থান এখানে উপস্থিত ইংরাজ বাজেব রীতিমত ক্যান্টনমেণ্ট আছে ও অনেক সেনা আছে। প্রাচীনকালে এখানেও এক সময় রাজ-ভবনাদি ও দুর্গ ছিল, বোধ হয এক সময়ে বাজধানীও ছিল, ইহার অধীনে টেণ্টাবিন ও মিডু, এই মিডুই একটি পুবাতন মুসলমান স্থাপিত সহর। আওবাংজিবের দুর্ব্ব্যবহার সময়ে তদীয় ভ্রাতা মুরাদ প্রাণ ভয়ে স্থল পথে পলায়ন কবিয়া এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লযেন ও পরে ক্রমে নগব স্থাপন কবেন, এক্ষণে তাহাদের বংশধবগণ জেববাদি নামে অভিহিত। মধ্য বিভাগ, ইউ, সেগাইং নিম্ন টিন্দুইন্, উত্তর চিডুইন্ পূর্ব্ব বিভাগে চাউসে, মিকুটিলা, ইমেথিন মিলজান এই কয় জেলায় বিভক্ত। ব্রহ্মেব বিশেষতঃ নিম্ন ব্রহ্মেব ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। ইরাবতী চিডুইন, বেঙ্গুণ, সেঙ্গ্এন্, মু, মোগং, ও আরও শত শত ক্ষুদ্র নদী থাকায তাহাদেব উপত্যকা সকলে উর্ব্বরতা দানে সমর্থ হইয়াছে। ইবাবতী, মু ও সেঙ্গ্এন্ নদীব উত্থান পতন বিষয়ে বোধ হয় পাঠকগণকে বলিতে হইবে না, ইহাবা সকলেই ভূগোলে বিখ্যাত। তবে রেঙ্গুন মধ্যব্রহ্মেব কোন ভূধব হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে আসিযা সাগ-রের অতি নিকটে ইবাবতী নদীর সহিত মিলিত হইযাছে। এই সঙ্গম স্থানেই অধুনাতন ইংরাজ রাজেব প্রধান নগব, সদম্ভে আপন গৌবব প্রকাশ করি-তেছে। চিন্ডুইন হিমাচলেব বিশৃঙ্খল শাখাচয়ের কোন একটির মধ্য হইতে উদ্ভূত হইযা কত দেশ অতিক্রম করিয়া কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে বঙ্গোপসাগবে মিলিত হইয়াছে। মু নদী ও হিমালয শাখা হইতে নিসৃত হইয়া, বহু দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কত পর্ব্বতের পাদদেশ চুম্বন কবিতে কবিতে শেষে আসিয়া, ইরাবতী নদীর সহিত মিলিত হইযাছে। আরও কত শত ক্ষুদ্র নদী আছে তাহাদের সকলের বিষয লেখা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয না। ব্রহ্মদেশ এক প্রকাব পর্ব্বতে সমাচ্ছন্ন, বিশেষতঃ উত্তর ব্রহ্মে এমন স্থান অতি অল্পই দৃষ্টিগোচব হইবে যাহার আট দশ মাইলের মধ্যে পর্ব্বত নাই। নিম্ন

ব্রহ্মে বেঙ্গুনের অতি নিকট হইতে অধোদেশে এক একটি পর্ব্বতও শাখাসহ একেবারে উত্তর ব্রহ্মের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত তবে মধ্যে স্থানে স্থানে ইরাবতী নদীর জলস্রোত যেন তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেস্থান সকল অতি চমৎকার। গিরিবর যেন আদরিণী দুহিতার স্বামী উদ্দেশে গমনের পথ আপনি সাবধানে ও সযত্নে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নতুবা অতি-উচ্চ, সুমহান্ পর্ব্বত যে এতদূর সতেজে মস্তক উত্তোলন করিয়া আসিয়াছে তাহা একেবারে কল্লোলিনী তীরে আসিয়াই সেই উন্নত মস্তক, ইরাবতী জলে মজ্জিত করিয়াছে, আবার অপর পারে গিয়া সেই মস্তক উত্তোলন করিয়াছে কেন, গিরিবর দুহিতার স্নেহ ও পতি ভক্তি দেখিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে আর স্রোতস্বিনী ভক্তিভরে পিতার চরণ বন্দনা করিতেছে। এইরূপ পর্ব্বত সকল শাখাসহ ইতস্ততঃ প্রধাবিত রহিয়াছে। উত্তর ব্রহ্মে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্ব্বত কোথাও অতি গর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া কোথাও যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে নানা জাতীয় শাখী লতা ও জীব কুলে সমাবৃত হইয়া অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথায় বা পর্ব্বত গাত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আপন মনে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে, যেন গিরিবর রবিতাপে নিতান্ত উত্তপ্ত হওয়ায় অবিরল স্বেদ জলে সিক্ত হইতেছেন। কোথাও পর্ব্বত গাত্রে সুদীর্ঘ অপ্রশস্ত পথ সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে একগাছি যজ্ঞোপবীত গিরিবরের স্কন্ধোপরি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের শিখরদেশে বৌদ্ধ দেবের শুভ্রবর্ণ প্রাচীন মন্দির সকল অবস্থিত থাকায় বোধ হইতেছে যেন, গিরি মস্তকে রাজ মুকুট পরিধান করিয়াছেন। এই সকল পর্ব্বত যদিও বিন্ধ্য বা হিমগিরির ন্যায় উন্নত নহে তথাপি তাহাদের দৃশ্য অতিশয় নয়ন রঞ্জন। ঐ পর্ব্বত সকল হইতে চূর্ণ প্রস্তর, শ্বেত প্রস্তর ও মূল্যবান জেড প্রস্তর সকল উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের আদর ও সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বর্দ্ধিত করিয়াছে। আবার এই সকল পর্ব্বতের স্থানে স্থানে সংসারত্যাগী ব্রহ্মদেশীয় মুমুক্ষুগণের আশ্রয় স্থান থাকায় তাহার পবিত্রতা কিরূপ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা হিন্দু পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে পর্ব্বত সকল কাটিয়া

সমতল করা হইয়াছে, কোথায় বা জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে, কোথায় সেই সকল স্থানে নানা জাতীয় ফলফুলের বৃক্ষ সকল আরোপিত হওয়ায় উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। কোথায় পুঙ্গি অর্থাৎ সংসারত্যাগীগণের বাসোপযোগী গৃহ সকল নির্ম্মিত, কোথায় বৌদ্ধদেবের মন্দির। এই রূপে স্থানে স্থানে পুঙ্গি দিগের আশ্রম থাকায় তাহাদের কমনীয়তা ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়াছে। সে সকল স্থানের হৃদয়গ্রাহী কমনীয়তা ও পবিত্রতার বিষয় জ্ঞাত করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমি কোথায় পাইব। কোন জনসমাগম শূন্য নিবীড় নিভৃত পর্ব্বত গাত্রে মুমুক্ষুগণের আশ্রম কি পবিত্র, পাঠক পাঠিকা তাহা আপনারা অনুগ্রহ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবেন, আমি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। ব্রহ্মের অরণ্য সকল অতিশয় মূল্যবান, তাহা শাল সেগুন প্রভৃতি আবশ্যকীয় ও মূল্যবান বৃক্ষ সকলে সমাকীর্ণ। এতদ্ভিন্ন এ সকল বনশোভা অতিশয় মনোহর ও বর্ণনাতীত। কি বলিয়া যে তাহা ব্যক্ত করিব তাহা আমি নিজেই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। তবে মহাভারতে উক্ত মহারণ্য সকলের যে অতুলনীয় শোভার বিষয় পাঠ ও শ্রবণ করিয়া হৃদয় ভক্তি ও আবেগে পূর্ণ হয়, মুনিগণের আশ্রম নিচয় যেমন গভীর পরিপাটি ও মনোনয়নের তৃপ্তিপ্রদ ও ভক্তি উদ্দীপক, উত্তর ব্রহ্মের এ মহারণ্য সকল ও কোন অংশে তাহাদের অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন বলিয়া বোধ হয় না অথবা রামায়ণের দণ্ডকারণ্য যাহাতে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার শোভা ও পবিত্রতার বিষয় কবিগুরু বাল্মিকীর ভাবপূর্ণ গভীর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় এই সকল বনশোভাও যদি কোন ভাবুক লেখকের দ্বারা লিখিত হইয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইত তাহা হইলে ইহারা সম্পূর্ণ না হইলেও কতক পরিমাণে ও হৃদয় উচ্ছ্বাসিত করিতে সমর্থ হইত তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার এই সকল নিবীড় কাননের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত রাজি এবম্বিধ হইয়া যেন আরও কি এক অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশের সেই ক্রমোন্নত ভূমির উপর বিবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাদপ রাজী যেন অতি যত্নে রোপিত হইয়া প্রকৃতির মনোরম উপবনের ন্যায়, অপূর্ব্ব শোভা

সম্পাদন করিতেছে। সেগুণ, শাল, অশ্বত্থ, বট, দারুচিনি, গর্জ্জন, হরিতকী আমালকী অম্র, পলাশ, কেতকী, কদম্ব এবং ইঙ্গপিঙ্গাডু প্রভৃতি আরও কত প্রকার নূতন জাতীয় মহীরুহ সকল শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে নিজ নিজ বিপুল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, যেন নিদাঘের প্রচণ্ড রবিতাপ হইতে জীবগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, শাখা ও পত্র দ্বারা নিবীড় সুনীল চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মরীচিমালী ও ক্রোধান্ধ হইয়া পৃথিবী দগ্ধ করিবার উদ্দেশে সাধ্যমত খরতর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন কিন্তু কোন মতেই তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আবার এই অরণ্য মধ্যে সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া লতা ও কুসুমের সহিত ক্রীড়া করিতেছে তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে ধূর্জ্জটির নয়নাগ্নিতে পঞ্চশর দগ্ধ হওয়ায় আজি অনল সখাও যেন দিবাকর করে ভস্ম হইবার ভয়ে আসিয়া এই মহারাণ্য আশ্রয় করিয়াছে। এই অরণ্যের মহীরুহ সকলে সুকোমল বিবিধ প্রকার লতা সকল ঘন ঘন শাখা সমাবেশ করিয়া স্থানে স্থানে যেন এক একটি কুঞ্জবনের ন্যায় করিয়াছে। তাহাতে নানা জাতীয় বিহঙ্গম সকল সদাই সুমধুর তানে প্রকৃতিদেবীর গুণগানে ও তাহার সহিত সর্ব্বস্রষ্টাও নিরন্তা পরমেশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনে বনভূমি সজীব করিয়া রাখিয়াছে। (এই প্রকৃতির সুগায়কগণের কণ্ঠস্বর এই অরণ্যের ভীষণতার পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যই বৃদ্ধি করিয়াছে।) যেন তাহারা লোকালয়ে দিন দিন পাপ স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও সেখানে থাকিলে পরম পিতার প্রাণানন্দদায়িনী গুণগানের ব্যাঘাত হয় ভাবিয়াই এই সমস্ত নির্জ্জন বিপিনে আসিয়া বাস করিতেছে। কোথাও হরিণ প্রভৃতি, বনচর জন্তুগণ রবিকর ভয়ে আসিয়া শীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কেহ বা আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে যুথপতিসহ বনহস্তি সকল ইতস্ততঃ আপনাপন মনে বিচরণ করিতেছে। কোথায় আবার ভূমি ক্রমশঃ অবনত হইয়া আবার উন্নত ভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে, কোথায় আবার সেই সমস্ত নিম্ন ভূমির উপর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী অতি বেগে কল কল নাদে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্রোতস্বিনী সমূহের স্রোতবেগের সুমধুর ধ্বনি কলকণ্ঠবিহগগণের কণ্ঠস্বরের সহিত একত্র মিশ্রিত হইয়া অতিশয় শ্রুতিমধুর একতান বাদনের সহিত সঙ্গীতের ন্যায় অবিচ্ছেদে

বনভূমি কম্পিত ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে ও সহসাগত আগন্তুক ও পথিকগণের হৃদয় আনন্দ ভক্তি ও পবিত্রতায় পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আনন্দ আমরাও একদিন উপভোগ করিয়াছি, ও সেই সময়ের নিমিত্ত মুগ্ধ ও ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়াছি কিন্তু আমরা সংসারের নিতান্ত জড়িত অপদার্থ জীব, তাহার স্থায়ী সুখ অনুভব করি এমন সৌভাগ্য আমাদের কোথায়। সে নির্ম্মল পবিত্র ভাব অধিকক্ষণ ধারণা করিয়া রাখিতে পারি এমন হৃদয় ও মস্তিষ্ক কোথায় পাইব, তাহা যে উপস্থিত সময়ানুযায়ী কুশিক্ষায় ও কুভাবে পূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-বিধবা।

১

স্বরগের দেবী ও কে এ মর ধরায়!
প্রশান্ত বিমল চিতে,
হৃদয়ের পাতে পাতে,
কি যেন অনন্ত প্রেম হরষে খেলায়,
আকাঙ্ক্ষা বাসনা যত,
সকলি করিয়া হত,
পূজিছে হৃদয়ে কারে প্রেমাশ্রু ধারায়,
যেন বিশ্ব-ধন-জনে,
নাহি কিছু সাধ মনে,
পরাণ ডুবানো শুধু ধ্যেয় দেবতায়,
স্বরগের দেবী ও কে এমর ধরায়!

২

স্বরগের বালা ও কে এমর-ধরায়!
সুপবিত্র শুভ্র বেশ,
কিছুই ভাবেনা ক্লেশ,

স্বেচ্ছায় মগনা স্বীয় মহা সাধনায়,
অতুল সৌন্দর্য্যরাশি,
হৃদয়ে উঠিছে ভাসি,
কি লাগি রেখেছে বেঁধে, কার সাধনায়,
বসন্তের পূর্ণশশী,
প্রকৃতি মধুর হাসি,
কোকিলের কলকণ্ঠ কিছুই না চায়,
নাহি জানে দিবানিশি,
চাঁদিমা-তপন-হাসি,
ধ্যায়ছে সতত কারে জীবন-বীণায়,
ত্রিদিব-অনন্ত-আশা,
অপার্থিব ভালবাসা,
হৃদয় কাহার তরে হরষে খেলায়,
কে ও গো স্বরগ দেবী এ মর ধরায়।

৩

তুমি গো স্বরগদেবী এ মর ধরায়,
দেবতা-শোণিত ধারে,
গঠিত করেছে তোরে,
বহিছে অমর-রক্ত শিরায় শিরায়,
সপ্তসিন্ধু শতধারে,
যে ধরা রয়েছে বেড়ে,
যাদের অতুল কীর্ত্তি বিরাজে তথায়,
সেই পূত আর্য্যকুলে,
অনন্ত বসুধা কোলে,
জনম তোমার দেবী! নব জ্যোছনায়,
স্বামী স্নেহে ভরা বুক,
তোমা সেই মহাসুখ,
পলে পলে স্বামী স্নেহে জীবনী জাগায়,

নিরমল স্নেহ মেখে,
স্বামীর কথা ল'যে সুখে,
সুধীরে মলয় বায় হৃদয়ে দোলায়,
তুমি যে মরতে দেবী,
অমর দেবতা ছবি,
জীবন-দেবতা সদা পরাণে খেলায়,
অনন্ত "বৈধব্য" ব্রত,
করেছে তোমায় পূত,
অনন্ত হইতে বিশ্ব তোমা যশঃ গায,
দূরতর দূরান্তরে,
অলকা অমরাপুরে,
যাও চলি দেবগণ বিরাজে যথায়,
স্বরগের দেবী তুমি স্বরগ-শোভায়।

অশাস্ত্রীয় সামাজিক কুপ্রথা।

আজ কাল আর্য্য সমাজ ক্ষেত্রে কতকগুলি অশাস্ত্রীয় কুব্যবহাররূপ বিষবৃক্ষ এরূপর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক সমাজ ক্ষেত্র পরিষ্কার করা সহজ ব্যাপার নহে।

ঐ সমস্ত কুব্যবহার ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিবাক্য ও স্মার্ত্ত শূলপাণি প্রভৃতি মীমাংসক বাক্য এমন কি সাক্ষাৎ বেদবাক্য পর্য্যন্ত ও পরাভূত করিয়া তুলিয়াছে।

চিরাগত দাসীভূত সামাজিক প্রাচীন কতকগুলি লোক বিশেষতঃ শাস্ত্রানভিজ্ঞা প্রাচীনা স্ত্রী সকল সাক্ষাৎ বিধাতৃবাক্য পর্য্যন্তও গ্রাহ্য করেন না। ঐ সকল অশাস্ত্রীয় কদাচার প্রতিপালন করাই এক মাত্র মহত্কর্ম্ম বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা কিছুতেই ইহা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহাদিগের ঐ অন্যায় অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রভাবে সমাজের কত দূর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

সমাজে অনেক প্রকার কুপ্রথাই প্রচলিত আছে তন্মধ্যে স্ত্রীদিগের সন্তান প্রসব সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে যে একটি অশাস্ত্রীয় কুটীরাবস্থানরূপ কষ্টকর ও অনিষ্টকর কুপ্রথা চলিয়া আসিতেছে, আমি তৎসম্বন্ধেই প্রথমে গুটিকতক কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

হিন্দু মহিলাগণ সন্তান প্রসব করিয়া, অতি সঙ্কীর্ণতম তমোবৃত প্রাঙ্গণ ভূমিস্থ আর্দ্র যথাকথঞ্চিৎ বিনির্ম্মিত তার্ণ কুটীরে, দশাহ পর্য্যন্ত নিতান্ত কষ্টে কাল যাপন করিয়া থাকেন। গবাক্ষাদি বিযুক্ত, বায়ু নির্গমনের পথ শূন্য, পূর্ব্বোক্ত প্রকার কুটীর মধ্যে দিবা নিশি কুণ্ড বিদ্যমান থাকায়, অতিশয় গরম হইয়া উঠে। তাহাতে যে কেবল প্রসূতির কষ্ট মাত্রই ফল তাহা নহে, সদ্যোজাত শিশুর জীবনানিষ্টও উৎপন্ন করিয়া থাকে। এক দিকে প্রাঙ্গণ ভূমির আর্দ্র ও স্নিগ্ধ মৃত্তিকা, আর দিকে অগ্নি-কুণ্ডের উত্তাপ, এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বয় সমাবেশ প্রযুক্ত সর্দ্দি ও সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি বহুল দোষ ঘটিয়া, শিশু দুগ্ধপান পরিত্যাগ করতঃ লীলা সম্বরণ করে। হতভাগ্য ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না, কুটীরে পেঁচোয় পাইয়া বালক মরে এই মাত্র তাহাদের দৃঢ় সংস্কার।

সদ্যোজাত বালকের কোন ক্রমে সর্দ্দি উৎপন্ন হইলেই রক্ষা পাওয়া নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার, তৎপর সর্দ্দিগর্ম্মি প্রভৃতি গুরুতর দোষ উৎপন্ন হইলে ত রক্ষা পাওয়ার কোন কথাই নাই। পূর্ব্বোক্ত কুটীরের একে ত একটী মাত্র দ্বার, তাহাও দেশীয় সংস্কার প্রভাবে অহর্নিশি এক প্রকার অবরুদ্ধই থাকিয়া যায়, সুতরাং তদ্দারা কোনই ফল হয় না। নানাবিধ কুৎসিৎ আবর্জ্জনা জনিত কুটীর মধ্যস্থ অস্বাস্থ্যকর গ্যাস বহির্গত হইতে পায় না, এবং বাহিরের নাতিশীতোষ্ণ স্বাস্থ্যকর বায়ু কুটীরে প্রবেশ করিতে পারে না। এ কারণ নিরাপদে ঐ অস্বাস্থ্যকর কুটীর হইতে বালকের বাহির হওয়া অস্মদ্দেশে এক প্রকার দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি আক্ষেপের বিষয়, আমি নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি না, ঐ দোষে কত বালকের জীবন ধ্বংশ হইতেছে। ঐ যে কথায় বলে "যত কিছু পাপং নরোত্তমে চাপং" ঠিক তাই।

নিজেদের শৈথিল্যে এবং নানা অনিয়মে বালকের জীবন নাশ হয়, তাহা

মানেই বা কে, শোনেই বা কে। দোষ যত পেঁচোর।

পূর্ব্বোক্ত রূপ তার্ণ কুটীরে সূতিকার কষ্টের বিষয় আর অধিক কি লিখিব, শীতকালে লেপ কাঁথা প্রভৃতি শীত বস্ত্রের নষ্টাশঙ্কা প্রযুক্ত প্রসূতির তাহাতে অধিকার নাই; সুতরাং জানু ও কৃশানু দ্বারাই যাহা কিছু শীত নিবারিত হয়। কবিকঙ্কন লিখিয়াছেন,—"জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ" হতভাগ্যা হিন্দু কুলাঙ্গনাদিগের সূতিকা কুটীরে তাহাও সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয় না। কারণ ভানুর সহিত ঐ কালে প্রসূতির এক রূপ ভর্ত্ত শ্বশুর সম্পর্ক। গ্রীষ্মকালে বায়ুর সহিত ও ঐ প্রকার সম্পর্ক প্রযুক্ত নিদাঘ যন্ত্রনার সীমা থাকে না।

ফলতঃ সূতিকা কুটীরে সূতিকার কষ্ট ও অনিষ্ট বিশিষ্ট প্রকারে লিখিতে গেলে বৃহৎ এক খণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। বিশেষ উহা সকলেই অবগত আছেন, লিখিয়া জানানই অতিরিক্ত, তবে যে কিছু লিখিলাম তাহা তাঁহাদিগের স্মরণার্থ। দশাহ অথবা সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই অনিষ্টকর কুটীর বাসের একমাত্র কারণ এই যে, সূতিকা যে গৃহে প্রসব করে বা বাস করে সে গৃহ অস্পৃশ্য ও ত্যাজ্য, এমন কি তাহার একটী তৃণ পর্য্যন্ত যদি কোন পীড়িত শিশু ও দৈবাৎ ঘোর নিশীথে স্পর্শ করে, তবে তাহার স্নান না করিলে শুদ্ধির উপায় নাই। কাহারা [illegible] কোন কথা বলিতে পারে।

অপর [illegible] শিশুর সতর্কতার কিঞ্চিত মাত্র শৈথিল্যে প্রথমতঃ প্রসূতি ও শিশুর জীবনে হানি ক্রিয়া, অনন্তর পাড়া ও গ্রাম পর্য্যন্ত ও দগ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় তত্রাচ তৎ পিত্রাদি অদৃষ্টের প্রতি দোষ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, এই কুপ্রথা নিবারণের কোন উপায় করেন না। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, ঐ বেদ বিধির অপ্রতিপালনে তাহাদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে।

আর ঐ সকল কষ্টকর নিয়ম শাস্ত্রসম্মত হইলে উহা প্রতি পালনে তত কষ্টের কারণ ছিল না। কিন্তু স্মার্ত্ত, শূলপাণি প্রভৃতি কোন মীমাংসক কোন ও একটী আর্ষ বাক্য দ্বারা ঐ সকল নিয়ম প্রতিপাল্য বলিয়া যান নাই, কেবল মাত্র অমূলক ব্যবহারাধীন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু ঐ সকল ব্যবহার চিরন্তন বলিয়া ও গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ অনেক প্রাচীন প্রাচীনা দিগের মুখে শুনা যায়, পূর্ব্বে গৃহেই সন্তান প্রসব হইত এবং

তাহাতে গৃহ ও নষ্ট হইত না, এরূপ তাঁহারা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন।

সূতিকার অঙ্গ অস্পৃশ্য বলিয়াই যে সে গৃহে বাস করিবে তাহাও অস্পৃশ্য ও ত্যজ্য এরূপ কল্পনা করা নিতান্ত অশ্রদ্ধার বিষয়।

পূর্ব্বে যে এখনকার ন্যায় কুটীরে প্রসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না ইহা ঋষিবাক্য পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়।

আর্য্যবাক্য দেখুন:—

দত্তানারী পিতুর্গেহে সূয়তে ম্রিয়তে যথা।
স্বমশৌচং চরেৎ সম্যক পৃথক স্থানে ব্যবস্থিতা॥

তদ্বন্ধুবর্গ স্ত্বেকেন শুদ্ধ্যেৎ জনক স্ত্রিভি রিত্যাদি স্মার্ত্ত কৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যার্থ:—

দত্তাকন্যা যদ্যপি, শয়ন ভোজনাদি গৃহ ভিন্ন পিতার গৃহে প্রসূতা হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যার জননী প্রভৃতি নিজের যেরূপ অশৌচ হইতে হয় তাহা হইবে, ভ্রাত্রাদির ও পিত্রাদির পৃথক ব্যবস্থা প্রযুক্ত একত্র শয়নোপবেশন ভোজনাদি সূতিকা সংসর্গ না হওয়ায় একাহ ও ত্র্যহাশৌচ হইবে। অর্থাৎ যদি শয়নোপবেশন ভোজনাদি বিশিষ্ট প্রধান গৃহে প্রসূতা হয়, তাহা হইলে ঐ সূতিকার সহিত মাত্রাদি বন্ধুবর্গের একত্র শয়নোপবেশন ভোজনাদি সূতিকা সংসর্গ হওয়ায় তাদৃশ সূতিকা শৌচ হইয়া থাকে।

অপর মুনি বাক্যেও উক্ত হইয়াছে:—

দত্তানারী পিতুর্গেহে প্রধানে সূয়তে যদি।
ম্রিয়তে বা তদা তস্যাঃ পিতা শুধ্যে ত্রিভির্দিনৈঃ

ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনের সহিত এক বাক্যতা মূলে গেহে প্রধানে এই স্থানে গেহেহ প্রধানে অকার প্রশ্লেষ মানিতে হইবে, সুতরাং দত্তাকন্যা যদি পিতার অপ্রধান গেহে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শয়নাদি গৃহ ভিন্ন গৃহে প্রসূতা হয়, তাহা হইলে ঐ সূতিকার সহিত তাহার পিতা মাতা প্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপ সংসর্গ না থাকায়, সূতিকা তুল্যাশৌচ না হইয়া স্বল্প ত্র্যহাশৌচ হইবে, এই পূর্ব্ব বচনের সমানার্থই প্রতিপন্ন হইল।

ফল কথা প্রধান গৃহে অপ্রধান গৃহে ব্যবস্থার কোন বিশেষ হইবে না, উহা উপলক্ষণ মাত্র সূতিকার সহিত মাত্রাদির প্রাগুক্ত একত্র শয়নাদিরূপ সংসর্গ

করা না করাই দোষাদোষ ইহা মুনি বচনান্তরে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে।

যথাঃ—যস্তৈঃ সহাসনং কুর্য্যাচ্ছয়নাদীনি চৈব হি

বান্ধবো বা পরোবাপি স দশাহেন শুদ্ধতি।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, স্নান কৃত অশৌচী ব্যক্তির সহিত, একত্র শয়নোপবেশন ভোজনাদি সংসর্গ ব্যবস্থার আচরণ করিবে তাহার তত্তুল্য অশৌচ হইবে। আদি পদে আলিঙ্গনাদি সম্বাহনাদি পরিগ্রহ। অন্যান্য বচনের সহিত একবাক্যতা মূলে, এতদ্বচনস্থ দশাহ পদ তত্তুল্যাশৌচের উপলক্ষণ ইয়াছে এ কারণ তত্তুল্যাশৌচ হয় বলিয়া মীমাংসিত অর্থই লেখা হইল।

উক্ত সকল বচন ও তদীয় উক্ত প্রকার স্মার্ত্তাদিকৃত ব্যাখ্যা ও মীমাংসা দ্বারা ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বকালে কুটীরে প্রসব হইত না, বরং প্রধান গৃহেও প্রসব হইত এবং সূতিকার সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ শয়নোপবেশনাদি সংসর্গ না করিলে কোন দোষের কারণ ও হইত না এবং হইতেও পারে না। ঐ প্রসবগৃহ নষ্ট হইবার ও কোন কারণ দেখা যায় না।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "চতুর্থেমাসি নিষ্ক্রমঃ" অর্থাৎ চতুর্থ মাসে সন্তানকে গৃহ হইতে প্রাথমিক নিষ্ক্রমনরূপ নিষ্ক্রমন সংস্কারযুক্ত করিবে। মনে করুন একবার কুটীরে সন্তান হইল, অনন্তর দশাহ তথায় বাস করিয়া পরে অন্য গৃহে যাওয়ায় সন্তানকে বাহির করিতে হইল, ইহা কতদূর পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সঙ্গত সুবুদ্ধি পাঠক মহাশয়গণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ ব্যবস্থা হওয়ায় সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে, যে পূর্ব্বে এইরূপ ব্যবহার ছিল কুটীরে সন্তান হইত না, কোন একটী সুপ্রশস্ত গৃহে সন্তান হইত এবং তিনমাস পর্য্যন্ত সন্তানকে বাহিরে আনা হইত না, চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ কার্য্য হইত। সুতরাং জাতিকর্ম্ম, ষষ্ঠিপূজা, নাম করণাদি, দৈব কার্য্য, পূজা হোমাদি, ঐ গৃহেই সমাধা হইত, গৃহ অপবিত্র হইলে কি এমত হইতে পারে? আরও দেখুন "সুতকেতুমুখং দৃষ্ট্বা জাতস্য জনকস্ততঃ কৃত্বা সচেল স্নানন্তু শুদ্ধোভবতি তৎক্ষণাৎ। অস্যাশ্চ মাতরস্তদ্বৎ তদ্গেহং ন ব্রজন্তি চেৎ।"

স্ত্রী প্রসূতা হইলে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া স্নানান্তর পিতার "অস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্তি, ও প্রসূতির দশাহ অস্পৃশ্যত্ব হয়। অন্য সূতিকা সপত্নী সকল-যদি সূতিকা

গৃহে না যায় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ সূতিকা সংসর্গ না করে তাহা হইলে তাহাদেরও স্নানে "অস্পৃশ্যত্ব নিবৃত্তি," কিন্তু সাক্ষাৎ স্পর্শাদি সংসর্গে [অস্পৃশ্যত্বযুক্ত তত্তুল্যাশৌচ হইবে। এ স্থানেও গৃহগমন উপলক্ষ হওয়ায় সূতিকার সাক্ষাৎ সংসর্গ ভিন্ন গৃহগমন মাত্রে কোন দোষ প্রতিপন্ন হয় নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যই লিখিয়াছেন "গৃহগমনং স্পর্শোপলক্ষণং ইতি গৃহ-গমনেপি স্পর্শাভাবে নাস্পৃশ্যত্বমিতি চ।"

অপিচ গৃহমধ্যে স্বজাতি মরণ হইলেও ঐ গৃহ পরিত্যাগের বিধান নাই, কেবলমাত্র শাস্ত্রে সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং গৃহ মধ্যে প্রসব হইলে ঐ গৃহ পরিত্যাগের ব্যবস্থা নিতান্তই বিষয় অশিষ্ট ও মূর্খ কল্পিত। বরঞ্চ কুসংস্কার বশতঃ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি লাঘব হইলে মরণোক্ত প্রকার গৃহ সংস্কার করিলেও ক্ষতি নাই যথা—"দ্বিজস্য মরণে বেশ্ম বিশুদ্ধতি দিনত্রয়াৎ।" গৃহ মধ্যে দ্বিজাতি মরণে তিন দিনের পর সংস্কার করিলে ঐ গৃহ শুদ্ধ হয়; "মাসাচ্ছূদ্রে ভবেৎ শুচিঃ" শূদ্র, মরিলে মাসের পর ঐ প্রকার সংস্কারে গৃহের শুদ্ধি হয়, দ্বৌমাসৌ পতিতে গেহমন্ত্যে মাস চতুষ্টয়াৎ"; পতিত ব্যক্তি মরিলে দুই মাসের পর অন্ত্যপদ বাচ্য; ম্লেচ্ছ মরিলে চারি মাসের পর গৃহের শুদ্ধি হইবে কিন্তু সৰ্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্তরূপ সংস্কার করিতে হইবে। পাঠক মহাশয়গণ দেখুন ম্লেচ্ছ মরিলেও গৃহত্যাগের ব্যবস্থা হইল না, তখন সূতিকাবাস গৃহ কি প্রকারে ত্যাজ্য হইতে পারে।

গৃহ সংস্কার যথা "গৃহ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তঃস্থ শব দূষিতে প্রোৎসৃজ্য মৃন্ময়ং ভাণ্ডং" ইত্যাদি গোময়েনোপলিপ্যাথ ছাগেন ঘ্রাপয়েদ্বুধঃ। ব্রাহ্মণৈ র্ম্মন্ত্রপূতৈশ্চ হিরণ্যকুশবারিভিঃ সর্ব্বমভ্যুক্ষয়েদ্বেশ্ম ততঃ শুদ্ধত্যসংশয়ং। মন্ত্রানাদেশে গায়ত্রীতি স্মার্ত্তাঃ।

গৃহস্থ মৃন্ময় পাকভাণ্ড ও পক্কান্ন পরিত্যাগ করিয়া গোময় দ্বারা লেপন পূর্ব্বক ছাগ দ্বারা ঘ্রাণ লওয়াইবে, অনন্তর গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত হিরণ্য ও কুশযুক্ত জল দিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা সমস্ত গৃহমধ্য অভ্যুক্ষিত করাইবে, ইহাতে শব দূষিত গৃহ শুদ্ধ হইবে।

অমেধ্যা ভূমিশোধন বিষয়ে উক্ত হইয়াছে :—

"দহনং খননং ভূমেরুপলেপন বাপনে পর্য্যন্তবর্ষণকাপি শৌচং পঞ্চ বিধং

স্মৃতং।" বাপনং মৃদন্তরেণ পূরণমিতি স্মার্ত্তাঃ।

দহন খনন, মৃত্তিকান্তর দ্বারা পূরণ, উপলেপন, পর্য্যন্য বর্ষণ, এই পাঁচ প্রকার অমেধ্য ভূমির সংস্কার। গৃহ মধ্যে পর্য্যন্য বর্ষণ সম্ভব নাই এ কারণ সে স্থানে অপর চারিপ্রকারেই যথেষ্ট শুদ্ধি হইবে যথা

পঞ্চধা বা চতুর্দ্ধা বা ভূরমেধ্যা বিশুদ্ধ্যতি। অর্থাৎ দহনাদি চারি প্রকার বা পাঁচ প্রকার সংস্কারে অমেধ্যা ভূমি শুদ্ধ হয়।

ফলতঃ গৃহ মধ্যে যে স্থানে সন্তান প্রসূত হয় ঐ ভূমিখণ্ডের উক্ত সম্ভব পর চারি প্রকার সংস্কার করা শাস্ত্রার্থ বটে, অমেধ্যা ভূমিলক্ষণে উক্ত হইয়াছে "সূয়তে গর্ভিণী যত্র ম্রিয়তে যত্র মানুষঃ।"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেশীয় কুপ্রথানুসারে সূতিকা গৃহের একটী তৃণ পর্য্যন্তও অস্পৃশ্য সুতরাং সেই গৃহে প্রসূতির শুশ্রূষার্থ আত্মীয় মধ্যে কেহ থাকিতে পারিবে না। থাকিলে তাহাকে এক প্রকার জাতিচ্যুত হইতে হয়। তৎ প্রতি পঞ্চমহাপাতকনাশিনী গঙ্গাস্নান ব্যবস্থা। এইত দশা। যদি ইতর জনৈক স্ত্রীকে ঐ কার্য্যের জন্য ডাকা যায় তবে অর্দ্ধসংসার পাইলেও সন্তোষ সহকারে ঐ কার্য্যে সম্মত হয় না, ইহাতে মধ্যবিধ ভদ্রের ঐ কার্য্যের জন্য একটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ কতদূর সহজ, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বেশ বুঝিতে পারেন। বিশেষ আত্মীয়াপেক্ষা ইতর নিঃসম্বন্ধা স্ত্রী দ্বারা মূল উদ্দেশ্যও সুন্দর সম্পন্ন হয় না, অধিকন্তু ইতর জাতি স্পর্শে সূতিকার প্রায়শ্চিত্তই উক্ত হইয়াছে যথাঃ—

উদক্যা সূতিকাবাপি অন্ত্যজং সংস্পৃশেদ্যদি।
ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যেত ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ।

এক্ষণে বিবেচনা করুন প্রসূতির সেবা শুশ্রূষাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত মেয়ে মানুষ যদি কেহ সংসারে থাকে তবে তাহারই ঐ কার্য্য কর্ত্তব্য ইহাতে শুশ্রূষাও সুন্দর রূপ চলিতে পারে। ঐ কার্য্য উপযুক্ত শূদ্রাদি স্পৃশ্য মেয়ে মানুষের অসদ্ভাব প্রযুক্ত এবং অস্পৃশ্য জাতি স্ত্রীলোকস্পর্শে সূতিকার পাপোৎপত্তি হেতু অনধিকার প্রযুক্ত অগত্যা কর্ত্তব্য পালনানুরোধে পরিবারস্থ কোন মেয়ে মানুষ ঐ সূতিকা শুশ্রূষাদি কার্য্য করিলে তাহার 'সূতিকা তুল্য অশৌচ পালন মাত্র ব্যতীত কামকৃত নিত্যক্রিয়া

বাধা জন্য প্রত্যবায় হইতে পারে না, বরঞ্চ পুণ্য হয় ইহাই যুক্তি সঙ্গত। তবে পরিবারের মধ্যে ঐ প্রকার মেয়ে মানুষ না থাকিলে অগত্যা স্পৃশ্য মেয়ে মানুষের অসদ্ভাব প্রযুক্ত অস্পৃশ্য মেয়ে মানুষকেই নিযুক্ত করিতে হইবে, কেননা অভাবেই অনাচার।

অধুনা সামাজিক প্রাজ্ঞপ্রবর মহোদয়গণের প্রতি আমি এই ভিক্ষা প্রার্থনা। পূর্ব্বক বিরত হইতেছি যে তাঁহারা যেন স্বীয় ভার্য্যা ভগিন্যাদি আত্মীয় যোষিংগণের প্রসব জন্য প্রাঙ্গণ ভূমিস্থ আর্দ্র সঙ্কীর্ণ অস্বাস্থ্যকর যৎসামান্য কুটীর গৃহ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার না করেন। সুপ্রশস্ত, সুপরিস্কৃত, পরিশুষ্ক, ও নাতিশীতোষ্ণ, স্বাস্থ্যকর, বায়ুচলাচল জন্য উপযুক্ত গবাক্ষাদিযুক্ত, উৎকৃষ্ট গৃহে প্রসবের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে কোন প্রত্যবায় বা ঐ গৃহ নষ্ট হইবার আশঙ্কা করিবেন না। প্রসূতির ও শিশুর শয়ন জন্য উপযুক্ত মঞ্চপর্য্যঙ্কাদির সুব্যবস্থা করিবেন; ঐ পর্য্যাকাদিরও নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা নাই। দশাহান্তে ঐ সমস্ত প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইবে। শীতকালে শীত নিবারণোপযুক্ত কম্বলাদি ব্যবস্থা করিবেন তাহা নষ্ট হইবে না। যথা

"বেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি" ইত্যাদি উষ্ণাপেক্ষা সদ্যোজাত বালকের পক্ষে শীতল গৃহাদি বিশেষ অনিষ্টকারী সুতরাং সুপ্রশস্ত গৃহে সন্তান হইলেও কাল দেশানুসারে উপযুক্ত মত অগ্নিকুণ্ড গৃহে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যথা;—

"দশবৈদ্য সমোবহ্নি" আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র।

প্রসূতির ও জাত বালকের শুশ্রূষাদি কার্য্য পরিবারস্থ উপযুক্ত কোন মেয়ে মানুষের কর্ত্তব্য তাহাতে যে দোষ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি অভাবপক্ষে অপরাস্ত্রী নিযুক্ত থাকিলে ও রাত্রিকালে স্বামী প্রভৃতি জনৈক আত্মীয় ব্যক্তির ঐগৃহের এক পার্শ্বে বিশেষ সতর্কতার সহিত বাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহার কারণ এই যে সূতিকা স্ত্রীর আকস্মিক অনেক মারাত্মক উপসর্গ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, সূতিকা স্ত্রীকে এক প্রকার বিকার গ্রস্তাই মনে করা উচিত, সুতরাং সামান্য একটী স্ত্রীলোকের ভরসায় রাখিয়া তৎ পিত্রাদি বা শ্বশুরাদির নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত বিরুদ্ধ। মোটামুটী যে

কয়টী কথা লিখিলাম ইহাই প্রতিপালন করিয়া চলিলেই অনেক শিশু পেঁচোর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।

আমাদিগের দেশে অধিকন্তু বালক দশাহ অতীব হইলেই কি তৎ পূর্ব্বেই কুটীর মধ্যে পেঁচোয় পাইয়া মারা যায় তাহা কেবল কুটীবাদি কু প্রথা বশতই হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। কুটীর হইতে নিরাপদে বাহির হইলেই বালকের এক মহারিষ্টি অতীত হইয়া যায়।

দৈব বাণী।

পূর্ণিমার শশি গগনের গায়,
কিরণ অমিয়ে ধরা ভেসে যায়,
দ্বিজ দিবা ভ্রমে নীড় ছাড়ি ধায়,
সেজেছে অবনী রজত সাজে।
সুপ্ত বসুন্ধরা সুখ সুনিদ্রায়,
বহিছে মৃদুল বসন্তের বায়,
এ হেন সময়ে কিও শুনা যায়।
ভীম রবে ভেরী কোথায় বাজে?॥
এ গহণ মাঝে কেবা কোথা রয়,
অকস্মাৎ কেন তূর্য্য ধ্বনি হয়,
সঘনে দুলিছে পর্ব্বত নিচয়,
হেন বিপর্য্যয় কেন রে হয়।।
ভীম রবে ভেরী বাজিল আবার,
আতঙ্কে কাঁপিছে হৃদয় আগার,
শিরে জটাভার বিরাট আকার,
শিখর উপরে দাঁড়ায়ে রয়!॥
পরিধানে শোভে গৈরিক বসন,
করেতে ত্রিশুল যেন ত্রিলোচন,
শ্বেত শশ্রু রাজি বদন শোভন,
বিপুল পতাকে "ভারত জয়"।

ভাবিনু জিজ্ঞাসি কেন আগমন,
হেন তূর্য্যনাদ হ'ল কি কারণ,
"মেঘ বিনির্ম্মুক্ত ভারত গগণ,"
ঘোষিছ তাই কি জগত ময় ? ॥

সরিল না বাণী চিত্রার্পিত প্রায়,
রহিনু দাঁড়ায়ে পর্ব্বতের গায়,
মুহূর্ত্তেকে তূর্য্য ধ্বনিল গুহায়,
ক্ষণেকে সে ধ্বনি পাইল লয়।

পরক্ষণে ঋষি জলদ গম্ভীরে,
গাহিতে লাগিল অতি ধীরে ধীরে,
"হে ভারতবাসি! নয়নের নীরে,
শুধু কি হে দেহ পাইবে ক্ষয় ?

বৃথা আর্ত্তনাদ বৃথা হাহাকার,
ভাবিয়াছ শুধু সাধনের সার,
বাক্য, আড়ম্বরে জগত সংসার
দেখেছ কোথাও উঠেছে ভবে ?

আলস্যেতে ডুবি যাপিতেছ দিন,
বিলাসিতা মাঝে হইতেছ ক্ষীণ,
সার প্রাণ পণে ঘুচিবে দুর্দ্দিন,
বসিয়া থাকিলে কি কাজ হবে ? ॥

কোটী কোটী নর করিতেছে বাস,
পরিধানে কেন বিলাতী কার্পাস ?
ছুরি কাঁচি তরে কেন পর দাস ?
একেও ভারত উন্নত হবে।

সাঙ্খ্য পাতঞ্জল ছিল পাঠাভ্যাস,
"ফিলজফি" তরে বিদেশের দাস,
আপনার শাস্ত্রে আপনি হতাশ,
একেও ভারতে উন্নতি হবে ?"

ফুরাইল গীত নিনাদিল ভেরী,
নাহি ঋষিবর শিখর উপরি,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে আসে সারি সারি,
গগণের পথে কতেক বীর।
প্রথমে প্রতাপ চিতোর কেশরী,
করে তরবাল প্রিয় অশ্বোপরি,
মহারাষ্ট্র-দীপ তাঁরে অনুসরি,
পাছে রণজীত সমরে ধীর॥
ধাইছে পশ্চাতে সেনা অগনন,
হুঙ্কারে ফাটিছে হিমাদ্রি গগণ,
"আজিও ভারত ঘুমে অচেতন?
দেখিছে না চেয়ে" মুখেতে বলে
গেল বীর দল, পাইনু চেতন,
ভাবিনু হৃদয়ে কারা সৈন্যগণ,
কেবা ঋষিবর। হেথা কি কারণ?
রণবেশে এরা কোথায় চলে?

কবিরাজের পুঁথি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হিরণ্ময়ীর আকৃতি ও বাহ্য লক্ষণাদি দেখিয়া এবং নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আমার, রোগটা নিতান্ত আশঙ্কা জনক বলিয়া বোধ হইল। ইহা সামান্য পীড়া নহে, জীবন শোষক কাশরোগ বহুদিন পূর্ব্বে সঞ্চিত হইয়া অল্পে অল্পে দেহাভ্যন্তরে ক্ষয়প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হিরণ্ময়ী স্বভাব সুন্দরী বলিলে অত্যুক্তি হয়না, এতাদৃশ পীড়ন হস্তে পতিত হইয়াও স্বাভাবিক কমনীয়তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই, দেবীমূর্ত্তি দেবতারূপে প্রতিভাসমানা। যাহাহউক আমি তৎকালোপযোগী ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া

দেয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া আপন আবাসে চলিয়া আসিলাম। ব্রজেন্দ্রের পত্নীর আরোগ্য সম্বন্ধে আমার সামান্যই ভরসা ছিল। অতি শীঘ্র না হউক দুইদিন পরে তাঁহাকে যে অকালে কালহস্তে পতিত হইতে হইবে তদ্বিষয়ে আমার অনুমাত্র সংশয় রহিল না। এ সময়ে ব্রজেন্দ্র কোথায়, স্বীয় ধর্ম্মপত্নীর এতাদৃশ সংকট পীড়া উপস্থিত দেখিয়া ব্রজেন্দ্র কি কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন না?—পাঠক শুনিবেন কি? সর্ব্বকর্ত্তব্যজ্ঞান-হারিণী নৃশংসরূপিণী সুরারাক্ষসী অদ্য ব্রজেন্দ্রকে পিশাচরূপে পরিণত করিয়াছে, ব্রজেন্দ্র আজ সুরা মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়াছে, এবং সদলবলে উন্মত্ত প্রায় বিলাসিনী বারবনিতা ভবনে আমোদ প্রমোদে সময়াতিপাত করিতেছে। আমি যে দিবস হিরণ্ময়ীকে দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার দুই এক দিন পরে পুনর্ব্বার আমাকে ঝি ডাকিয়া লইয়া যায়। আমি হিরণ্ময়ী সমীপে উপস্থীত হইয়া "কেমন আছ মা" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তদুত্তরে হিরণ্ময়ী "ভাল আছি" এই শব্দদ্বয় প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু ইত্যবসরে এক বিন্দু অশ্রু স্বকীয় ভার বহনে অসমর্থ হইয়া অলক্ষে ভূমিতলে নিপতিত হইল। আমি সেদিন আর অধিক কথা না কহিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ঔষধাদির পুনঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিবার সময় সঙ্কেতে ঝিকে আমার পশ্চাৎগামী হইতে কহিলাম "ঝি আজ তোমার দিদিমণিকে এরূপ কাতর দেখিতেছি কেন? তাহাতে দাসী কহিল গত রাত্রে আমাদের বাবু, দিদিমণিকে বড় মেরেছেন আস্ত জুতা সুদ্ধ লাথী। এই কাহিল শরীরে আর কত সইবে মশাই? অপরাধের মধ্যে দিদি, বাবুকে রাত্রে অন্য কোথাও থাকৃতে মানা করেছিলেন, তা বাবু বল্লেন মেয়েমানুষের অত খোঁজে কাজকি? আমার যেখানে খুসী থাকব? তার পর কি কথা হ'ল, হয়েই প্রহার, আমার ত গলায় দড়ী দিয়ে মরতে ইচ্ছা করে" এই বলিয়া দাসী বিরত হইল। উপরোক্ত ঘটনার ছয় সাতদিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর দাসী কাঁদিতে ২ দৌড়াইয়া আমার নিকট আসিল এবং কহিল "বাবু সর্ব্বনাশ উপস্থিত আমার দিদিমণির কি হয়েছে আপনি একবার শীঘ্র আসুন" আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অতি দ্রুতপদ সঞ্চালনে ব্রজে-

ন্দের বাটীর ভিতর গিয়া হিরন্ময়ীকে ভূমিতলে পতিত দেখিলাম। কিছুমাত্র সংজ্ঞা নাই, হস্তপদ ও অন্যান্য অবয়বাদি একেবারে চেষ্টা বিরহিত "দাতি" লাগিয়াছে কেবলমাত্র অল্পে অল্পে নিশ্বাস বহিতেছে, আমি দাসী সাহায্য হিরন্ময়ীকে তথা হইতে উঠাইয়া তাহার গৃহ মধ্যস্থ শয্যোপরি শায়িত করিলাম। অনন্তর দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম হঠাৎ এরূপ হইল কেন?

দাসীর প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইলাম তাহার মর্ম্মার্থ এই যে অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নৃশংস ব্রজেন্দ্র কুমার একটা বেশ্যা লইয়া তাহার বাটির ভিতর আসিয়াছিল। হিরন্ময়ী ঐ সময়ে সায়াহ্নোচিত জপাদি ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্রজেন্দ্র হিরন্ময়ীর অপমানার্থে সেই আগন্তুক বারবণিতা সমীপে নানা প্রকার তিরস্কার ও নিন্দা জনক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সময় বুঝিয়া সেই দুশ্চরিত্রা বারবনিতাও বিদ্রূপচ্ছলে দেবীপ্রতিমা হিরন্ময়ীকে নানা বাক্যে অবমানিত করিতে লাগিল। হিরন্ময়ী কোন কথা কহেন নাই, কিন্তু তাহার বিষাদ পূর্ণ লোচন যুগল ও মুখের কাতর ভাব দৃষ্টি গোচর করিয়া দুর্বৃত্ত ব্রজেন্দ্র ক্ষণ কালের জন্য যেন হৃদয়ে অনুতপ্ত হইল, কেননা সে অনতি বিলম্বে সেই বেশ্যাটাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটী হইতে চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই হিরন্ময়ী অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া দাসী আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। যাহা হউক আমি অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে হিরন্ময়ীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলাম। অনন্তর উষ্ণদুগ্ধাদি কোন বল কারক পদার্থ সেবন করাইবার নিমিত্ত ঝিকে আদেশ করিয়া আমি শীঘ্র বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঐ দিবস হইতে হিরন্ময়ী দিন দিন অধিকতর অবসন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ঐ দিবসের দারুণ আঘাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিমথিত হইয়াছিল, ঐ দিবসের অসদাচরণ তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া বেদনা জন্মাইয়াছিল! হায়! হায়! হতভাগ্য ব্রজেন্দ্র কি সর্ব্বনাশ ঘটাইল। বানরের কণ্ঠে মুক্তার মালা আজি বুঝি ছিন্ন ভিন্ন হইল। পূর্ব্বোলিখিত ঘটনার কয়েক দিবস পরে আমি এক দিন স্বেচ্ছাক্রমে হিরন্ময়ীকে দেখিতে যাই। ভাগ্যক্রমে ঐ দিবস আমি ব্রজেন্দ্র কুমারকে হিরন্ময়ীর শয্যা তলে উপবিষ্ট দেখিলাম।

দেখিলাম ব্রজেন্দ্র হিরন্ময়ীর পাদমূলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। বোধহয় এত দিনের পর নির্ব্বোধ আপনার গর্হিতাচরণের বিষময় ফল পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মনে মনে নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হায় আর সময় নাই;—ব্রজেন্দ্র। উপযুক্ত সময়ে তোমার মোহনিদ্রার ভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং যে অমূল্য রত্ন হস্তে পাইয়াও হস্ত-চ্যুত করিয়াছিলে তাহার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? রত্ন সম্ভোগ কি সর্ব্বদা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? তোমার কিঞ্চিৎ পুণ্য ফল ছিল সেই কারণেই একটী স্বর্গীয় পদার্থ এত দিন আপন অধি-কারে পাইয়াছিলে। কিন্তু তুমি সেই অমূল্য বস্তুর অপব্যবহার করিয়াছ এক্ষণে বৃথা কাঁদিলে আর কি হইবে বল? অনন্তর ব্রজেন্দ্র আমার আগ-মন উপলব্ধি করিয়া সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার হস্ত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া এবং হিরন্ময়ীর মুমূর্ষু অবস্থা সমুপস্থিত বুঝিতে পারিয়া আমার চক্ষুদিয়া অজস্র অশ্রুরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর হিরন্ময়ী সহসা হস্ত সঞ্চালন করিয়া আমাদিগকে সুস্থির হইতে কহিলেন এবং ব্রজেন্দ্রকে স্বীয় পার্শ্বে আহ্বান করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিলেন "দেখ, মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুতে আমি একটী বিষয় পাইয়াছিলাম তুমি বোধ হয় তা জান না, এক্ষণে উহার কাগজ পত্র বুঝিয়া লও আমার আর বেশী দেরী নাই" তদনন্তর আমার দিকে ফিরিয়া "আপনি আমার পিতা, আপনার ঋণ এজন্মে"—অধিক কথা সেই স্বর্গীয় মুখ মণ্ডলে স্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইল না, আমরা সময় সন্নিকট বুঝিয়া ধরাধরি করিয়া সেই ক্ষীণ দেহ প্রতিমা উপর হইতে নীচে নামাইলাম। অনন্তর তুলসীমূলে হিরন্ময়ীর পবিত্র প্রাণ বায়ু তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিমান মার্গে প্রস্থিত হইল। আমরাও শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে মৃত দেহের সৎকারার্থ আয়োজন করিতে অগ্রসর হইলাম।

অন্তর্ব্যাকরণ নাটক ও সংস্কৃত ভাষা।

এই পৃথিবীতে ভাষার ও অভাব নাই বিদ্যার ও অভাব নাই। যে দিকে ইচ্ছা চাহিয়া দেখ দেশ কাল ভেদে কত শত ভাষার জন্ম হইয়াছে। সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গালা, পার্সি, হিন্দি, উর্দ্দু, জর্ম্মাণ, স্প্যানিস, ফ্রেঞ্চ, বার্ম্মিজ, উড়িয়্যায়, আর কত নাম করিব নাম করিয়া শেষ করিতে পারিব না।

এই সকল ভাষা প্রচলিত হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত এক ভাবে নাই তাহাও নিশ্চয়। সময়ের আবর্ত্তনের সহিত উহারা পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত এবং ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে প্রত্যেক ভাষায় কত সুন্দর সুন্দর কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উত্তম, উত্তম, পুস্তক সকল ভাষাতেই আছে কিন্তু বুধগণ সংস্কৃত ভাষায় যে এক অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা বোধ হয় অন্য কোন জাতীয় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অন্য কোন ভাষায় প্রদর্শিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায়, হৃদয় আকর্ষণ কারিণী, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা বোধহয় অন্য কোন ভাষায় নাই। রৌদ্র মাধুর্য্য, বীর-শৃঙ্গার, বৈরূপ্য-সৌন্দর্য্য, কাঠিন্য-কোমলতা, বর্ষা-বসন্ত, শিশির ঘর্ম্মের একত্র সমাবেশ শুধু সংস্কৃতেই দেখিতে পাওয়া যায়। "ভীষণ ভস্মচ্ছুরিতজটাজুটঘটিতসরসকুসুমস্তবকশোভিধম্মিল্ল শোভোদ্ভাবিতং ভয়ঙ্করাশীবিষঘটিতার্দ্ধমৌক্তিকসরসমুজ্জ্বলং সদ্যঃকৃত্ত শোনিতাক্ত শার্দ্দুল কৃত্তিসা মিঘটিত বিমলমাঙ্গল্য ক্ষৌমাচ্ছাদিতাবয়ব অর্দ্ধনারীশ্বররূপং" শুধু সংস্কৃতেই সম্ভব। এই রূপ বিরুদ্ধ ভাব সকলের যুগপৎ সমাবেশই সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট, এই কারণেই এই ভাষাকে "দৈবী" ভাষা কহিয়া থাকে। এই সংস্কৃত ভাষাই কেবল নরকঙ্কাল ধারিণী, গাঢ়, কৃষ্ণাঙ্গী, রুধিরাক্তাম্বরা কৃতান্ত, 'সহচরী ভয়ঙ্করা তাড়কা এবং অভিনব কুসুমদাম বিভূষিতা সুরভিচন্দন চর্চ্চিতা ক্ষীণমধ্যা

অপরূপ সুন্দরী, কামিনীকুল ললামভূতা, যৌবনবয়স্কা, রমণীকে একাধারে দর্শাইতে পারে, এই সংস্কৃত ভাষাই শুধু রাঘব এবং পাণ্ডবদিগের চরিত্র একত্র সমাবেশ করিতে সক্ষম হয়, এই সংস্কৃত ভাষাই শুধু এক শ্লোকে নৃপকুমারী বিদ্যা এবং আদি শক্তি মহাবিদ্যার স্তুতি গান করিতে সক্ষম হয়। সংস্কৃত ভাষার এইরূপ অলৌকিকী শক্তি আছে বলিয়াই পণ্ডিতগণ এই অসামান্যভাষায় ভীষণাকৃতি বিশাল শব্দ সমুদ্রকে কমনীয় রমণীরূপে দেখাইতে পারিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই দুরন্ত ব্যাকরণের ভ্রুকুটি ভ্রুভঙ্গি, পুস্তক ললামভূত নাটকের কোমল স্পর্শে প্রশমিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভাষার অভিধান যেরূপ কর্কশ সংস্কৃত ভাষার অভিধান পদ্যে রচিত হওয়াতে সে কঠোরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহা অনেকে জানেন, কিন্তু ভীষণমূর্ত্তী ব্যাকরণ যে নাটকে বিলীন হইয়া কি অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা অনেকে অবগত নহেন। নবদ্বীপাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে তদীয় সভাপণ্ডিত মহাকবি শ্রীকৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ একখানি নাটক প্রণীত হইয়াছিল। তাঁহার নাম অন্তর্ব্যাকরণ নাটক। সেই নাটক খানির আদ্যোপান্ত দ্ব্যর্থ-বোধক বাক্যে পরিপূর্ণ। উহার এক অর্থে নাটকের অর্থ-বোধ এবং অপর অর্থে উদাহরণ সমেত ব্যাকরণের নিয়ম সকল প্রতিপন্ন হয়। ব্যাকরণাংশ সমস্তই মুগ্ধবোধ অবলম্বন করিয়া বিরচিত।

মুগ্ধবোধের নিয়ম, পরিভাষা সকলই ইহার ভিতর সন্নিবেশিত আছে। পাঠক! অন্য কোন ভাষায় এ প্রকার অদ্ভুত গ্রন্থের বিবরণ শুনিয়াছেন কি? অন্য কোন দেশে এ প্রকার ভাষার উন্নতি দেখিয়াছেন কি? অন্য দেশে অভিধান দেখিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন দেশে পদ্য অভিধান, এবং তাহারই ভিতর কোন শব্দ কোন লিঙ্গ, কোন শব্দ কোন বচনান্ত, তাহা সন্নিবেশিত দেখিয়াছেন কি? অন্য দেশে নাটক দেখিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন দেশে নাটকের ভিতর নাটকের ভাব এবং অর্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ন্যায় একখানি ব্যাকরণ অন্তর্লীন কৃত দেখিয়াছেন কি?

আমরা মূর্খ, অননুসন্ধিৎসু, তাই এহেন সংস্কৃতভাষা ছাড়িয়া পরদেশীয়

ভাষা পড়িয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি।

পাঠক মহোদয়গণের মনস্তুষ্টির জন্য উক্ত পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছিঃ—

শতজি নামক জনৈক নরপতি নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষ্যমান বালক বৃন্দের পরীক্ষার্থ আগমন করিতেছেন, সূত্রধার এই প্রস্তাবনা করিয়া গেলে পর, রাজা প্রবেশ পূর্ব্বক, পাঠশালা বালক শূন্য দেখিয়া পুরুপালকে আহ্বান করিয়া কহিলেন পুরুপাল। শ্রীনিবাস ভট্টকে ছাত্রদিগের সহিত এই খানে ডাকিয়া আন।

"যে আজ্ঞা মহারাজ" এই বলিয়া পুরুপাল নিষ্ক্রমণ করিল। অনন্তর শ্রীনিবাস ভট্ট "জয়তি জয়তি দেব" এই কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। শ্রীনিবাস উপবেশন করিলে রাজা কহিলেন অদ্য পড়াইতেছেন না কেন? আজ কি নগরে কোন উৎসব হইয়াছে? কেহ পড়িতেছেনা ইহার কারণ কি? ভট্ট উত্তর করিলেন দেব। ইহাদের পড়া শুনায় কিছুমাত্র মন নাই।

রাজা। বিরাগের কারণ কি?

ভট্ট। দেব। বালকদিগের আচরণের কথা শ্রবণ করুণ। এই যে বালকগণ দেখিতেছেন, ইহারা আমার কোন কথা শুনে না, আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, নীরস পাঠসকল বহুক্ষণ অভ্যাস করিয়াও তাহাদের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া বড়ই বিষাদিত হয়। ইহারা বলে যে দন্তাগ্র, কপীন্দ্র প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্রের আমরা কিছুই রস অনুভব করিতে পারি না। এই বলিয়া আপনারাও পড়ে না এবং অপর বালকদিগকেও পড়িতে দেয় না। পরন্তু ইহাদের কাব্য-ইতিহাসে বিশেষ অনুরক্তি। ইহাতে আর কি হইবে।

রাজা। তাহা যদি হয় তবে উহারা কাব্যই পড়ুক না কেন?

ভট্ট। সে চেষ্টা বৃথা

অন্ধ ব্যক্তি অঙ্গস্পর্শদ্বারা স্ত্রীলোক নিকটে রহিয়াছে জানিতে পারিলেও কি তাহার পদবিন্যাস এবং অলঙ্কার পরিধানের জন্য যে মাধুরী হয় তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হয়? ব্যাকরণ অন্য শাস্ত্র জ্ঞানের উপায় স্বরূপ এবং প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত

উত্তোলিত হইয়াছে তাহাই- কাব্য। অতএব ব্যাকরণ ব্যতিরেকে তাহারা কি প্রকারে কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে? তবে যদি কোন কৃত-বিদ্য ব্যক্তি এই কাব্য, ইতিহাসানুরক্ত বালকবৃন্দকে কাব্য ইতিহাসের মতন করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে পারেন তাহা হইলেই তাহাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ হইতে পারে, নচেৎ নহে।

রাজা। এ প্রকার কোন ব্যক্তি আছেন কি?

ভট্ট। আজ্ঞা হাঁ, বিষ্ণুশর্ম্মা নামক একজন এবম্বিধ ক্ষমতাশালী পণ্ডিত আছেন।

অতঃপর রাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা প্রবেশ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত প্রকারে বালকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

পুরস্কৃতো গুরুর্যেন নাশোকস্তস্য জায়তে।
সমানস্যার্থ-নিবহান্ সাধয়ত্যঞ্জসাত্মনঃ॥

ইহার অর্থঃ——

[(১) যেন জনেন গুরুঃ পিত্রাদিঃ পুরস্কৃতঃ পূজিতঃ তস্য জনস্য শোকো দুঃখং ন জায়তে ন ভবতি। স জনঃ আত্মনঃ মানস্যান মনোগতান অর্থ নিবহান অঞ্জসা ঝটিতি সাধয়তি সম্পাদয়তি। গুরু ভক্তো হি জনঃ সফল মানোরথো ভবতীতি ভাবঃ।]

(১) যে ব্যক্তি গুরু এবং পিত্রাদির পূজা করে সে কোন প্রকার শোক দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। তাহার মনোরথ সকল শীঘ্রই সফল হয়।

[(২) যেন (অকা) গুরু (দীর্ঘবর্ণে) পুরস্কৃতঃ (অগ্রেকৃতঃ) সমানস্য একস্থানোক্তবিত্তস্য তস্য অকঃ (অ, ই, উ, ঋ, ৯, ইতি প্রত্যাহাররূপস্য) নাশঃ লোপ ভবতীতি শেষঃ

অর্থনিবহ + আন = অর্থ নিবহান্
অঞ্জসা + আত্মনঃ = অঞ্জসাত্মনঃ।]

(২) অ, ই, উ, ঋ, ৯, এই কয় প্রত্যাহারের পর যদি দীর্ঘস্বর থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বস্থিত প্রত্যাহারের লোপ হয়। যথা—অর্থ নিবহ + আন্ অঞ্জসা + আত্মনঃ।

বালকগণ এই প্রকার অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে

বিষ্ণুশর্ম্মা আবার বলিতে লাগিলেনঃ——

প্রারাধ্যাধীশ্বরীশ্বাচাং প্রয়াতি গুরুতাং লঘুঃ।
সদৃক পরাকা সহজানূর্ব্ব্যাং নৃদ্ধিঃ সুবিদ্যয়া॥

ইহার অর্থ :——

(১) বাচামধীশ্বরীং প্রকর্ষেণ আরাধ্য (সেবিত্বা) লঘুরপি পুরুষা গুরুতাং উপদেশ দান যোগ্যতাং, গৌরবং বা প্রয়াতি প্রাপ্নোতি। সু ভোঃ, সহজা ভ্রাতরঃ উর্ব্ব্যাং সুবিদ্যয়া সদৃক পরা অন্যানৃদ্ধিঃ মনুষ্যসম্পত্তিঃ কা? ন কাপীতি শেষঃ বিদ্যাধনাৎ পরং কিপ্যুৎকৃষ্টং ধনং নাস্তীতি ভাবঃ।

সরস্বতীর আরাধনা করিয়া সামান্য মনুষ্য পর্য্যন্ত মহত্ব প্রাপ্ত হয়। হে ভ্রাতাগণ! এ অবনীতে বিদ্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কি আছে?

[(২) পরাকা পরগতেন অকা সহ অচাং সদৃক সমানো লঘুবক্ গুরুতাং দীর্ঘতাং প্রয়াতি অথবা সদৃক পরাকা সহ (সমানেন পরগতেন অকা সহ) অচাং লঘুগুরুতাং প্রয়াতি। প্র+আরাধ্য; অধি+ঈশ্বরী, সু+উর্ব্ব্যাং নৃ+ঋদ্ধিঃ ইত্যুদাহরণানি। অকঃসবর্ণে দীর্ঘঃ ইতি পাং। "সহর্ণেদ্ঘঃ" ইতি মু]

(২) সমান প্রত্যাহার পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত লঘু প্রত্যাহার সকল পরবর্ত্তী প্রত্যাহারের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয়। যথা অধি+ঈশ্বরী, নৃ+ঋদ্ধিঃ

বিদ্যাদিকো গুণঃ কেনোত্তমর্দ্ধির্নেষ্যতে ভুবি।
বশী করোতি যা বিশ্বং ব্যয়াদেব বিবর্দ্ধতে॥

[(১) বিদ্যাদিকঃ বিদ্যাপ্রমুখো গুণঃ উত্তমর্দ্ধিঃ উত্তমসম্পৎ কেন জনেন ন ইষ্যতে অপিতু সর্ব্বৈরিষ্যতে। যা বিদ্যা বিশ্বং বশী করোতি ব্যয়াদেব বিবর্দ্ধতে।]

(১) এই পৃথিবীতে বিদ্যাদি উত্তম সম্পদ কে না পাইতে ইচ্ছা করে? বিদ্যা সমস্ত জগতকে বশ করিতে সক্ষম এবং উহা যত দান করা যায় ততই বর্দ্ধিত হয়।

[(২) হে বিদ্য আদিকো গুণঃ আৎ (অবর্ণাৎ) পরস্য ইকো (- ই, উ, ঋ, ৯, ইতি প্রত্যাহারস্য গুণো ভবতীতি শেষঃ। ক+ইন, উত্তম+ঋদ্ধিঃ,

ন+ইয্যতে ইত্যুদাহরণানি। আদিকোগুণ ইতি পাণিনীয় সূত্রম্।]

(২) অকারের পর ই, উ, ঋ, ৯, প্রভৃতি স্বরবর্ণ থাকিলে উহাদের গুণ হইয়া থাকে; যথা ক+ইন, ন+ইয্যতে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

বহুদিনের পর নূতন তেজে আবার হিন্দু ধর্ম্ম আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষার্থ আন্দোলনাদি করিতেছেন। এদৃশ্য হিন্দু মাত্রেরই নয়নানন্দদায়ক। ভারতে ইংরাজ আগমনের কিছুদিন পরে হেথায় খ্রীষ্ট এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল হিন্দু-ধর্ম্ম আপন তেজে তাহা প্রশমিত করিয়া স্বীয় অন্তর্বলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। অধুনা হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশার্থ কত শত পুস্তক রচিত হইতেছে কত শত সংবাদ এবং মাসিক পত্রের আবির্ভাব হইতেছে; কত সভা সমিতি গঠিত হইতেছে। যাহাতে অহিন্দু আচার ব্যবহার সমাজে প্রবেশ করিতে না পায় তাহার কত চেষ্টা হইতেছে। হিন্দু ধর্ম্ম আবার অদম্য তেজ ধারণ করিতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ভীত হইতেছেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বীরা ছট্‌ফট্ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে আমরা কাহারও ভীত বা ব্যথিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। যদি কিছু মানবকে সৎপথে প্রণোদিত করিতে পারে তবে তাহা ধর্ম্ম। অতএব ভারতবাসী পুনরায় আপন ধর্ম্মে স্থির বিশ্বাস হইতেছেন ও আস্থা প্রদর্শন করিতেছেন ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ভীতির কারণ থাকিতে পারে না। ধর্ম্মে আস্থা হইলে মানুষ সৎপথ ব্যতীত অসৎ পথে যাইবে না, ইহাতে আর ভয়ের কারণ কি? যদি বলেন ইহাতে ভারতবাসীর সামাজিক উন্নতি হইবে এবং সামাজিক উন্নতি হইলেই তাহাদের জাতীয় বল বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? হিন্দুগণ যতই ধার্ম্মিক হইবেন তাঁহাদের রাজ ভক্তি ততই প্রগাঢ় হইবে রাজ ভক্তি হিন্দু ধর্ম্মের একটী অঙ্গস্বরূপ, অতএব তাঁহাদের জাতীয় বল

যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক না কেন উহা রাজার উপকার ব্যতীত অপকারে কদাচিৎ ব্যয়িত হইবে না। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে শাসন কর্ত্তাদিগের আনন্দ ব্যতীত ভীত হইবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু সকল শাসন কর্ত্তাদিগেরই শাসিত ব্যক্তিবর্গের জাতীয় বল বৃদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারে না হিন্দুরা চিরকাল এই প্রকার অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে। অতএব তাহারা কালক্রমে স্বাধীন হইলে যাহাতে সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে সযত্ন হওয়া উচিত। নৈ না করুন, কাল যদি ইংরাজেরা এদেশ হইতে চলিয়া যান তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইবে, তাহা শাসন কর্ত্তাদের ভাবিয়া দেখা উচিত।

আর এক কথা ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদিগের জন্য। তাহাদিগের ভয় কিসের? আর কেহ ব্রাহ্ম হইবে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সেরূপ জোর থাকিবে না। না থাকিলে কি করিব? একটী শৃগাল লাঙ্গুলহীন হইয়াছে বলিয়াই ত সমস্ত শৃগাল হইতে পারে না। দুই চারিটা ভুলিয়াছিল কিন্তু সকলে ভুলিবে কেন?

তোমরা দেখিলে না, শুনিলে না, হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিলে না, হঠকারিতাবশে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে। সকলে তাহা করিবে কেন? সকলকে জিজ্ঞাসা কর, যাহারা হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে তাহাদের মত লও দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে কেন সুদূর সাগর পারস্থিত বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা কর হিন্দু ধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ কি না যদি বল হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে ঠিক, উন্নতি হইয়াছে ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ব্রাহ্মণদিগকে মানিব কেন? আমি বলি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তোমাদের এত রাগ কিসের? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কথা ত এতদিন শুনি নাই, এই নূতন শুনিতেছি। হিন্দু ধর্ম্ম কাহাদের? উহা কি ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম নহে? হিন্দু ধর্ম্মের মূল কি? বেদ কাহাদের? আর এক কথা ব্রাহ্মণেরা করিয়াছে কি? উহারা চিরকাল সংসার পরিত্যাগ করতঃ হিন্দু ধর্ম্মকে জগতের শ্রেষ্ঠ করিয়াছে—হিন্দুর ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শনকে জগতের শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। সেই নিমিত্তই কি তোমাদের এত রাগ এত ঈর্ষা? তোমরা

ও কেন উন্নতি করনা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ত কুণ্ঠিত নহেন। তবে তোমাদের এত ভয়, এত লাফালাফি করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা কেন?

যাহা হউক এই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এই পুনরুত্থান সময়ে আমি হিন্দুদিগকে গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সকলেই জানেন হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা পুরাতন। বহুদিন হইতে নানা কারণে, নানা প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। বিলাসিতার কারণেই হউক আর ধর্ম্ম রক্ষার শৈথিল্যেই হউক বিদেশীয়দিগের অনুকরণেই হউক আর লোকাচারেই হউক হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ অনেক আচার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যাহা ধর্ম্মাশয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমার বিনীত প্রার্থনা এই ধর্ম্মোন্নতি সময়ে হিন্দুগণ যেন সেই সকল ধর্ম্মবিরোধী আচার ব্যবহার গুলির উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হয়েন।

আমি কোনটিরই নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না কারণ ঐ গুলি বাছিয়া লইতে যে কাহারও কোনরূপ কষ্ট হইবে এরূপ আমার বোধ হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই, হিন্দুধর্ম্মের দিকে মুখে আসক্তি দেখাইতেছেন বটে অনেকেই মুখে বলিতেছেন হিন্দু ধর্ম্ম বড় পবিত্র ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্ম পুস্তকাদির, মত ধর্ম্ম পুস্তক কোন দেশে নাই ইহাদের আচার ব্যবহার যে রূপ, অন্য কোন দেশে সেরূপ আচার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহাদের দৈনিক ক্রিয়াকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তাঁহারা সেই আচার ব্যবহার পদদলিত করিয়া বৈদেশিক আচার ব্যবহারে উন্মত্ত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা কর আপনারা এরূপ করিতেছেন কেন? তাঁহারা উত্তর দিবেন, সকলে যখন করিতেছে তখন আমরা আর না করিয়া করি কি? পাঠক! এরূপ উত্তর আপনি প্রায়ই শুনিতে পাইবেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সকলেরা কা'রা? প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি বলিতে লাগিলেন 'সকলে করিতেছে আর আমরা না করিয়া করি কি?' তাহা হইলে আর করিবে কে? ভাল আপনারা ত আর উপায় দেখিতেছেন না, আমার একটা কথা শুনুন

দেখি (আপনারা প্রত্যেকে সকলে ছাড়িয়া দিয়া একবার নিজে নিজে হিন্দু মতে চলুন দেখি, প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার চেষ্টায় আপনাকে প্রকৃত হিন্দু বলিয়া প্রমাণ করুন, দেখি তাহাতে যদি সুফল না ফলে তখন না হয় যাহা করিতেছেন করিবেন।)

(তৃতীয় কথা এই যে আমাদের কোন বিষয়ে আদৌ বিশ্বাস হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস হইবার কথা ত নাই, কারণ বাল্য কাল হইতে আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা পাই না, যা, কিছু শিক্ষা পাই তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এই অবিশ্বাস হেতু আমাদের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। কোন বিষয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা তাহাও আমাদের শীঘ্র হয় না।) কোন প্রবীণ ব্যক্তি কোন উপদেশাদি প্রদান করিলে তাহা ত আমরা 'আমলে'ও আনি না, সেত 'রাবিস্' আছেই, তা ছাড়া দেশীয় লোকে, বাঙ্গালা কাগজে, বাঙ্গালা পুস্তকে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে, তাল পাতার পুঁথিতে, যাহা কিছু আছে, তাহা আর জানিব কি, শুনিব কি, শিখিব কি! এ ধারণা অনেকেরই আছে দেখিতে পাই। গঙ্গায় স্নান করিলে পাপক্ষয় হয় একথা বলিলে "পাপ ক্ষয় হয় না ছাই হয়" এ উত্তর ত সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। পাপক্ষয় হয় কি না হয় সে কথা লইয়া তর্ক করিবার সময় ইহা নহে। কিন্তু এই মাত্র বলিতে পারি বিশ্বাস, ভক্তি এবং শ্রদ্ধাই সকল ধর্ম্মের মূল। যে ধর্ম্মেই যাও উহা ব্যতীত কিছুই হইবে না। শুদ্ধ পৌরাণিক পুস্তকে লিখিত আছে একদিন মহাদেব এবং দুর্গা গগন মার্গে ভ্রমণ করিতে ছিলেন এমত সময়ে দুর্গা হঠাৎ নিম্নের দিকে দৃষ্টি করাতে দেখিতে পাইলেন বহু সংখ্যক লোক জাহ্নবী জলে স্নান করিতেছেন। মহামায়া মহাদেবকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহাদেব উত্তর করিলেন অদ্য যোগ আছে, সেই কারণে সকলে মুক্তির আশায় গঙ্গা স্নানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতঃপর মহামায়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! দেখিতেছি ত বহু সংখ্যক ব্যক্তি জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিতেছে ইহারা সকলেই কি মুক্তি পাইবে।" মহাদেব উত্তর করিলেন "প্রিয়ে তাহা কি হইতে পারে? তবে কে কে উহার মধ্যে মুক্তি পাইবে তাহা যদি জানিতে চাও দেখাইতে পারি।" শঙ্করী আগ্রহ প্রকাশ করিলে মহাদেব কহিলেন "তবে

এক কর্ম্ম কর"। তুমি মায়াবলে এক সুন্দরী কামিনী-মূর্ত্তি ধারণ কর, আর আমি শবরূপ ধারণ করিতেছি। ঐ যে ঘাটে লোক সকল স্নান করিতেছে উহার অনতিদূরে আমি শবদেহ ধারণ পূর্ব্বক মৃত্তিকোপরি শয়ন করিব, আর তুমি আমায় জলে নামাইবার চেষ্টা করিবে, এরূপ ভাব দেখাইবে যে বহু কষ্ট করিয়াও মনোরথ পূরণে সফল হইতেছ না। অনন্তর এই মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডকিরণে তোমাকে এই প্রকারে ক্লিষ্ট দেখিয়া যদি কেহ তোমায় সাহায্য করিবার অভিলাষ প্রকাশ করে তাহা হইলে তুমি কহিবে "যদি তোমার দেহ পাপশূন্য হয় তাহা হইলে আমায় সাহায্য করিতে পার, আর যদি তোমার দেহে পাপ থাকে তাহা হইলে আমার স্বামীকে স্পর্শ করিবা মাত্র ভস্ম হইয়া যাইবে"। এই প্রকার স্বীকৃত হইলে শূলপানি শবরূপ ধারণ করিয়া উক্ত ঘাটের অনতিদূরে পতিত রহিলেন এবং মহামায়া বিবিধ আয়াসে তাঁহাকে জাহ্নবীজলে নামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘাটে বহু সংখ্যক লোক যাতায়াত করিতে ছিল। ব্রাহ্মণ শূদ্র, বৈশ্য সকলেই স্নান করিতে ছিল। কেহ বা স্নানান্তে উচ্চৈস্বরে দেব পূজা করিতে ছিল। কেহ বা গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা কাটিতে ছিল। বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বড় বড় বিদ্বান্ বড় বড় ধনী প্রভৃতিতে ঘাট পরিপূর্ণ ছিল। এমত সময়ে সহসা দুই চারিজন লোকের দৃষ্টি উক্ত কামিনীর উপর পতিত হইল। কামিনী অসামান্যা সুন্দরী ঐ-প্রকার সৌন্দর্য্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; এই রৌদ্রে কাহার মৃতদেহ জলে নামাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তাঁহারা সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া দেখাইলেন, ক্রমে ইহা ঘাটময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

দলে দলে লোক তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিল। কেহ কহিল "মা ধরিব কি?" কেহ কহিল "তাইত বড় রৌদ্র, একাকী জলে নামাইতে পারিবেন কি? যদি আজ্ঞা করেন যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারি।" এই প্রকারে সকলেই সাহায্য করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে কামিনী রূপিনী ভগবতী উত্তর করিলেন "বাছা সকল সাহায্য করিতে পার তাহাতে কিছু আপত্তি নাই, তবে একটী কথা আছে, আমার স্বামী নিষ্পাপ, যদি

তোমরা নিষ্পাপ হও সাহায্য কর, কিন্তু যদি তোমাদের শরীরে পাপ থাকে তাহা হইলে উহাঁকে স্পর্শ করিবামাত্র ভস্ম হইয়া যাইবে।" কেহ স্নান করিয়া, কেহ স্নান না করিয়াই সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবতীর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পশ্চাৎপাদ হইতে লাগিলেন। 'তাইত! দেহ কি নিষ্পাপ? কখন কি কোন পাপ করি নাই? এমত কথাত শপথ করিয়া বলিতে পারি না। কাজ নাই।' এই প্রকার বলিতে বলিতে সকলেই চলিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই স্থান লোক শূন্য হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে জনৈক সুরাপায়ী টলিতে টলিতে সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিল। সেও ঐ প্রকার এক রমণীকে বিপদগ্রস্থ দেখিয়া ভগবতী সমীপে গমন পূর্ব্বক সাহায্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে ভগবতী পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর করিলেন—"বাপু যদি তোমার শরীর নিষ্পাপ হয়, তাহা হইলে সাহায্য করিতে পার, নচেৎ ভস্ম হইয়া যাইবে।" এই কথা শুনিয়া সুরাপায়ী কহিল—"বটে মা, বটে!" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গায় একটি ডুব দিয়াই মৃতদেহ ধারণ করিল। উভয়ে মৃতদেহ জলে নামাইয়া ফেলিলেন। সুরাপায়ী মৃতদেহ নামাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতঃপর মহেশ্বর কহিলেন—"প্রিয়ে! কে গঙ্গাস্নানের ফল পাইল?" পাঠক যেন মনে করিবেন না যে, আমি মদ্যপায়ীর প্রসংশা করিতেছি। কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস যে ধর্ম্মের মূল তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

আর এক কথা হৃদয়ের সরলতা এবং বিশুদ্ধতাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা! যতই ফোঁটা কাট না, যতই আড়ম্বর কর না, যতক্ষণ না মনকে বিশুদ্ধ করিতে পারিতেছ, যতক্ষণ না হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি কলুষিত বৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ ধার্ম্মিক হইতে পারিতেছ না।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড } সন ১৩০১ সাল, ফাল্গুন। { একাদশ সংখ্যা।

রূপের দরবার।

একদিন পিতামহ বসেছেন যোগাসনে,
বেড়িয়াছে দেবগণ চারি দিকে ক্ষুণ্ণ মনে।
সুন্দ উপসুন্দ বধ তিলোত্তমা শক্তি কত;
নববাজ্য জয়কথা হইতেছে অবিরত।
হেনকালে মর্ত্ত হইতে আসি তথা উপনীত,
হরিণী, মাতঙ্গ, পিক, তিলফুল অগণিত।
রোষ, অভিমান, ব্যথা যা'র যত মনে ছিল;
পিতামহ পাদপদ্মে একে একে নিবেদিল:—
"কি হেতু সৃজিলা দেব বিশ্বমাঝে আমা' সবে;
থাকিতে না পাই স্থান না জানি কি গতি হ'বে!"
কথা শুনি পিতামহ 'কেন' 'কেন' বলি উঠে,
'কি কারণে বিশ্বে স্থান তোমা সবে নাহি জুটে?'
বিনয়ে হরিণী কয়, 'কেন শুন পদ্মাসন
ঘোর নিন্দা অপমান সহে বল কোন্ জন?'
'সৃজিয়াছ কত শত রমণী সংসার মাঝে,
দিয়েছ যতেক রূপ তাহারি মঞ্জুল সাজে।'

'হেরে সে মোহিনী ঠাম অতুলনা সবে কহে,
আমা সবে নিন্দে তারা অপমানে হৃদি দহে।'
'কত বা লুকায়ে রব আর জ্বালা নাহি সয়,
ঘুচাও এ লোকনিন্দা নহে মাগি মৃত্যু হয়।'
'সৃজিয়া মদনে তুমি দিলে ফুল পঞ্চবাণ;
জিনিল সে ত্রিভুবন দিয়ে মাত্র তিন বাণ।'
'শেষ আর দুই শর কামদেব সভয়েতে,
রাখিলেন লুকাইয়া রমণীর নয়নেতে।'
'সেই অভিমানে নারী গরবে অপাঙ্গে চাহি;
জিনেছে রসিক জনে প্রেম রঙ্গে অঙ্গ দাহি।'
'চঞ্চল কোমল তা'র সুন্দর নয়ন ভয়ে,
বনে মাঠে ছুটে যাই লোক লাজে দগ্ধ হয়ে।'
'অই দেখ গজপতি তাহারি গতির ভয়ে,
বনে বনে ভ্রমি শেষে এসেছে আকুল হয়ে।'
'চামরী কবরী ভয়ে কোথায় যে লুকায়েছে;
আর না দেখাবে মুখ কত কেঁদে বলে গেছে।'
'কোকিল সুকণ্ঠ বড় ছিল জ্ঞান সবাকার,
শুনিয়া রামার কণ্ঠ সে ভ্রম ত নাহি আর।
'উহু উহু করি তাই পিকরাজ মনোদুঃখে,
সদাই বেড়ান উড়ি ডাকেন বা কোন্ মুখে?'
'এখন সাহস করি পারে না কহিতে কথা,
কেঁদে কেঁদে রক্ত-চক্ষু-কাল-সহি ঘোর ব্যথা।'
'শুক পক্ষী চঞ্চু জিনি অপূর্ব্ব সে নাশা ভয়ে,
এসেছেন তিল ফুল অতি সঙ্কুচিত হয়ে।'
'আর আছে কত জনা কে কোথায় পলায়েছে,
হয় ত বিষম লাজে এতক্ষণ মরে গেছে।'
'কি করি এ পোড়া প্রাণ কিছুতে যাবার নয়,
এসেছি এখানে তাই কর যাহা ভাল হয়।

'হরিণীর কথা শুনি পিতামহ হেসে ক'ন,
ত্যজ তাপ কেন সবে ভাব আর অকারণ।'
'বিশ্বাসী জনেক চর দেখি আগে পাঠাইয়ে,
যা কহিলা সত্য কি না দেখিবে সে মিলাইয়ে।'
'এত বলি সুধাকরে বলিলেন কাছে ডেকে,
একবার যাও এই সত্য কি না এস দেখে।'
'তোমা বিনা পাঠাইব বলনা কাহারে আর,
নারীরূপ নিরূপণ সদা সে তোমার ভার।'
শুনিয়া ব্রহ্মার কথা চলিলেন শশধর,
পথে যেতে মেঘ আসি বলিলেন 'বন্ধুবর!'
'লজ্জিত হইতে আজ কেন বা যাইছ সেথা,
আমি জানি সত্য বটে হরিণীর সব কথা।'
'রমণীর এলায়িত নিবিড় কুন্তল দেখে,
ধারাসারে মাঝে মাঝে কাঁদি আমি দূরে থেকে।'
'আমারি দুর্গতি এই অন্য পরে কোন কথা,
কি করিব চেপে রাখি ক্লেশে মরমের ব্যথা।'
শুনিয়া ব্যরিদ কথা উত্তরিল সুধাকর,
'ব্রহ্মার দারুণ আজ্ঞা কি করিব বন্ধুবর।'
এত বলি দ্রুতগতি চলে যায় শশধর,
পেছু পেছু যায় ধীরে পিকরাজ গজবর।

(ক্রমশঃ।)

ব্রহ্মোপাখ্যান।

ব্রহ্মদেশের জলবায়ু মধ্যবিৎ, অনেকটা আমাদের দেশের অর্থাৎ বঙ্গদেশের মত। নিম্ন ব্রহ্মের অধিকাংশ স্থলের জল বায়ু অতি উত্তম, উত্তর ব্রহ্মে ও এমন অনেক স্থান আছে যাহাদের জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর;

তবে অস্বাস্থ্যকর স্থান যে নাই এমত নহে। আর ভাল মন্দ সকল দেশেই আছে তাহা না হইলে পাঞ্জাবে গত বৎসর অত লোক মেলেরিয়ার জ্বরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইত না। যে সকল স্থানগুলি অস্বাস্থ্যকর তাহা ভূমির অস্বাভাবিক নিম্নতা প্রযুক্তই হইয়াছে বা পর্ব্বত বেষ্টিত স্থান ও নিবিড় তম অরণ্যের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ যেখানে সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, ও যে সকল স্থানে পরিষ্কার বায়ু প্রবাহের কোন উপায় নাই সুতরাং সেখানকার দূষিত বায়ু পরিষ্কার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই! সকল স্বাস্থ্যকর দেশ সমূহেও উক্তরূপ স্থান সকলও প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশ ভারত বর্ষ হইতে কোন মতেই হীন নহে। এখানেও সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, কার্পাস, আলু, গোধূম, ইক্ষু, তিল, সর্ষপ, মটর, মুসুর, অরহর, কলাই, মুগ, ছোলা প্রভৃতি সকল প্রকার দাল ও সকল প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয়। বলিতে কি এখানকার উর্ব্বরতা সম্বন্ধে "সুজলাং, সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য শ্যামলাং" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে অধুনাতন ব্রহ্মের লোকের আচার ব্যবহার ও আহার্য্য এতই বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে বিনা আয়াসে আহার্য্য সংগ্রহ হয় বলিয়া তাহারা প্রায়ই পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের খাদ্য এত হেয় হইয়া পরিয়াছে যে সামান্য অরণ্যজাত বৃক্ষপত্র ও চউাল পাইলেই এক প্রকার চলিয়া যায় কাজেই পরিশ্রম করিতে চাহে না। কৃষি কার্য্যে ইহাদের তত শিল্প নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, তবে নিম্ন ব্রহ্মে আজ কালি কতক পরিমাণে উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

নিম্ন ব্রহ্মের অনেক স্থান এমন উর্ব্বরা যে, তাহাতে বৎসরের সকল সময়ে ধান্য জন্মিয়া থাকে, কাজেই সে সকল স্থান কখনই পতিত বা শস্য শূন্য থাকে না। একবার উৎপন্ন শস্য কাটিয়া লইয়া আবার সেই ক্ষেত্রেই বীজ রোপন করিতে পারা যায়, এইরূপে বৎসরে দুই তিন কখন কখন বা চারিবারও শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; বোধ হয় এরূপ স্থান ভারতে অতি অল্পই নয়নগোচর হইবে। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই সমস্ত সমতল ভূমী খণ্ডের উপর দিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত থাকায় কৃষি কর্ম্মের প্রধান অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে।

এখানে প্রকৃতি দেবী যেন ব্রহ্মবাসীদিগের উপর সদয়া হইয়া কৃষি কর্ম্মে তাহাদিগকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত নিজ সহচরীদিগকে তাহাদিগের অভাব পূরণের জন্য নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এখানকার লোকের আচার ব্যবহার এতই বিকৃত হইয়াছে যে তাহারা ম্লেচ্ছেরও অধম হইয়া গিয়াছে। বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর্য্য ক্ষত্রিয় গণের বংশধর হইয়া না জানি কেমন করিয়া ইহাদের সমাজ ও রীতি নীতি এরূপ নীচ ও ঘৃণার্হ হইল! আর্য্য শোণিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের খাদ্য কেন এত হেয় কুক্কুর শৃগালের খাদ্যে পরিণত হইল? কেন যে ইহাদের প্রবৃত্তি এত ইতর জনোচিত হইয়াছে এবং কোন সময় হইতেই বা তাহাদের হীনাবস্থা হইয়াছে তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। ইহাদের আধুনিক ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের অপভ্রংশ মাত্র. যদিও আপাততঃ তাহার সহিত পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছে তথাপি তাহারা এক মাত্র বুদ্ধ দেবের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে না। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও তাহার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও তাহার সহিত হিন্দু ধর্ম্মের অনেক ভাব মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সামাজিকও সাংসারিক আচার ব্যবহার কোনটিই হিন্দুর মত নাই অথচ তাহার সহিত হিন্দু ভাবের অনেক আভাস পাওয়া যায়। বোধ হয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবিধ বিপ্লবেই এই সকল মিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক ইহাদের আচার ব্যবহারের বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমত নিত্য প্রয়োজনীয় ভক্ষ্য পানীয়ের কথা লিখিলেই অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ব্রহ্মবাসীরা জীব হিংসা করে না অবশ্য আজ কালিকার ইংরাজি শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী মহাশয় দিগের কথা বলিতেছি না তাহারা সকল দেশে এমন কি ভারতবর্ষে সনাতন আর্য্য হিন্দু কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও সামান্য ইংরাজি শিক্ষা করিয়াই নিজ নিজ মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারেন না; তাহারা নিজ নিজ মস্তিষ্ক তেজে কিম্বা বিকারে আপনাপন পূর্ব্ব পুরুষগণের সমাজ আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম, যাহা তাহাদের গুরু কুলেও অর্থাৎ সেই ম্লেচ্ছ কুলেও অনেক মহা মহা পণ্ডিত অতিশয় সারবান ও

অদ্বিতীয় ভাবিয়া সম্মান করিয়া থাকেন ও নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাগ্রহে হিন্দুর ন্যায় আচার ব্যবহার পরিগ্রহ করিতেছেন, ঘৃণা করিয়া থাকেন ও সময়ে সময়ে গালি পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, এবং অবলীলাক্রমে সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অখাদ্য ভোজন ও অন্যান্য বিবিধ অনাচারে প্রবৃত্ত হয়েন। এমন কি সময়ে সময়ে নিজ গর্ভ ধারিণীর বৈধব্য দশা দেখিয়া হৃদয় বেদনা উপভোগ করিয়া, সুপুত্রের ন্যায় তাহা মোচন করিতে ও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এবং নিজ সহধর্ম্মিনীকে বারবিলাসিনীর ন্যায় সাজাইতে ও তাহাকে পর পুরুষের সহিত সাবেগ হস্ত মর্দ্দন কখন বা বাহুপাশ পরশে পরম পরিতোষ উপভোগ করিতে করিতে যথা ইচ্ছা ভ্রমণ ও বিহার করিতে দেখিয়া আপনাকে সভ্য ও সুখী মনে করিয়া থাকেন। নিজ পিতৃ কুলকে গর্দ্দভ বংশসম্ভূত ও আপনকে কীর্ত্তিস্তম্ভ ভাবিয়া দম্ভে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া থাকেন, তখন আর এই অসভ্য আচার ব্যবহার সম্পন্ন দেশের লোকে, শিক্ষাদোষে যে সহজেই পৈত্রিক নিয়মাদি ত্যাগ করিবে তাহার আর বিচিত্র কি। তবে সাধারণ লোকে হিংসা না করিলেও সৃষ্টির মধ্যে এমন জীব কদাচই কাহার নয়ন গোচর হইবে যাহার দেহান্তর প্রাপ্তির পর এই ব্রহ্মবাসী দিগকে মুখ কমলে প্রবিষ্ট হইয়া উদরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র নিজ দেহ অর্থাৎ মনুষ্য দেহই এই স্থানটি দ্বিতীয়বার অধিকার করিতে পারে না। তাহাও যে কেন হয় না তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না, বোধ হয় একবার উদর হইতে প্রসবিত হইয়াছে বলিয়াই দ্বিতীয়বার ইহাকে সে স্থানে প্রেরণ করিতে আর প্রবৃত্তি থাকে না।

"ঙাপ্পি" ইহা মৎস্য ইহাতে প্রস্তুত হয়, মাছের উদর চিরিয়া সমস্ত ময়লাদি ফেলিয়া দিয়া লবণের সহিত পচাইয়া রাখা হইয়া থাকে। তাহা আমাদের দেশের লোণামাছের মত নহে, তাহা কলিচুন প্রস্তুতের ন্যায় একটি পাত্রে ফেলিয়া কুটিতে থাকে ও ক্রমে কর্দ্দমের ন্যায় হইলে রাখিয়া দেওয়া হয় পরে পচিয়া উঠিলে তাহাই তাহাদের এক প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইল। আমাদের দেশে ব্যঞ্জন রন্ধনের সময় যেরূপ মসলা ও ঘৃত ব্যবহৃত হয় ইহারাও ঙাপ্পি প্রায় সেই প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার এত সুগন্ধ যে ইহার আঘ্রাণে অন্ন প্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। ইহাই ইহাদের

উপাদেয় খাদ্য। ইহারা ঘৃত ও চাউলের আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারেন না। তবে নিম্ন ব্রহ্মে আজকাল অনেকেই ঘৃতাদি ব্যবহার করিতে ও দুগ্ধ পান করিতে শিখিয়াছে ও অনেকেই ঘৃতাদি প্রস্তুতও করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা গোদোহন ও দুগ্ধ সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল। কতদিন যে এভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা দিগের সময়ে যে গোদোহন দুগ্ধ ঘৃতাদির ব্যবহার ছিল না, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সময়ে নানা প্রকার বিপ্লবে ও সংঘর্ষণে যে এই সকল বিকৃতি জন্মিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাই হউক আর ও ৩।৪ প্রকার ঙপ্পি ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। শুষ্ক মাংস মৎস ও বিবিধ কীট তাহাদের ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমাদের দেশে চলিত কথায় যাহাকে ঘুরঘুরে, গাং ফড়িং, উচ্চিংড়ে বলে তাহাও উপাদেয় খাদ্য রূপে সাধারণ বাজারে বিক্রীত হয়। এক কথায় ইহাদের খাদ্য বলিলে যত ঘৃণার্হ বস্তুই মনে হয় ও প্রকৃতই যে তাহাই তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইহারা শৌচে যাইয়া কখন জল গ্রহণ করে না—এ দিকে ম্লেচ্ছেরও অধম, কিন্তু ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র অতি সৌখিন রেসম জাত, বেশ বিন্যাসে ইহারা অত্যন্ত সৌখিন, বাহ্য দৃশ্যে কেহ তাহাদের অসভ্য বলিতে পারিবে না; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। কদর্য্য ভাবে প্রাণ সদাই সিহরিয়া উঠে পিশাচের ন্যায় খাদ্যাদি দেখিলে একেবারে ঘৃণায় প্রাণ ভরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অলঙ্কার ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেও হয়। তাহারা এক মাত্র কর্ণে নেড়োস্ত পরিয়া থাকে, তাহা অবস্থা ভেদে স্বর্ণ রৌপ্য বা অন্যান্য ধাতু বা কাচের হইয়া থাকে। তবে আজ কাল, সভ্য হইয়া ও দেখিয়া শুনিয়া নিম্ন ব্রহ্মও মেগুলের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের লোক অনেকেই বলয় পরিতে শিখিয়াছে, সে শিক্ষা ভারত বাসী দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের জাতীয় পরিধেয় বিচিত্র বিপরীত, আমাদের দেশে ও অধুনাতন অন্যান্য সভ্যদেশে স্ত্রীলোকের পরিধেয়ের প্রতিই অধিক সাবধানতা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ও হওয়াই উচিত; অথচ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অবরোধ মধ্যে রক্ষিতা, তাহারা কদাচ পুরুষের সম্মুখে বাহির হইয়া থাকে।

বিবাহ। ব্রহ্মবাসীদিগের বিবাহ প্রায় পাশ্চাত্য বিবাহের ন্যায়। তাহার সহিত কোন ধর্ম্মভাব নাই। ইহা কেবলই, পাশব বিবাহ; বিবাহে পিতা-মাতার মতামত প্রয়োজন হয় না, ইহারা আপন আপন ইচ্ছামত আহার বিহার ও বিচরণ করে তবে যতদিন সক্ষম না হয় ততদিন পিতামাতার সহিত একত্রে বাস করে। বিবাহের দিবস জন কএক লোক একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে পরস্পর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করিল উভয়েই স্বীকার করিয়া লইল তাহার পর উভয়ে একত্রে (লক্ষে) চা পান করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আর আগন্তুকদিগকে একটি বৃহদাকার সেলাই অর্থাৎ চুরট দেওয়া হয়। তাহার পর তাহারা ধূমপান করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে। এই সকল বিবাহের পূর্ব্বে আর একটু রহস্য আছে যখন পাত্র ও পাত্রির মধ্যে প্রণয় স্থাপিত হয় তাহার পর তাহারা ইংরাজি মতে পূর্ব্ব সহবাস যেমন প্রচলিত আছে, ইহাদের মধ্যেও সেই রূপ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার পর যখন ইহাদের প্রণয় গাঢ় হইল তখন বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব হইল; ইতি মধ্যে পাত্র পাত্রী লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল ইহা সকলেই অজ্ঞাতে, তাহারা কোন গ্রামে কিছুদিন লুকাইয়া থাকিয়া তাহার পর আবার দেশে ফিরিল, তাহার পর তাহাদিগের পূর্ব্বলিখিত মতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে স্ত্রী স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত তাহা বিবাহ ব্যাপার দেখিলেই বা শুনিলেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এখানকার বিবাহ ব্যাপারে পাশ্চাত্য ও পাশব ভাব যেমন পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে তাহার পরিণাম ফল ও তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, কারণ বিবাহে যেরূপ স্বাধীন ভাব ও পাশব নীতি, বিবাহ বিচ্ছেদেও আবার ঠিক সেই রূপ তৎপর ও অতি সহজ, আমি উহাকে চাহিনা বলিলেই যথেষ্ট আর একটু চা পান করিলেই সমস্ত বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইল অধিক কি সময়ে সময়ে সন্তান সন্ততি সম্পন্ন দম্পতি যুগলের মধ্যেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত এখানে বিরল নহে। এ বিষয়ে ইহারা পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতেও বোধ হয় অধিক অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান সকল এক বিষয়ে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহাদের সাংসারিক নিয়ম। বিবাহের পর প্রায় পৃথিবী

সকল জাতি মধ্যেই স্ত্রীকে স্বামীর সহিত বাস করিতে হয় ও সেই কারণে স্বামী-গৃহে আসিতে হয় ও সেই খানে স্বামীর সংসার নিজের জানিয়া থাকিতে হয়। হিন্দুর ত কথাই নাই, বিবাহের এই নিয়মে সমস্ত যবন ও আধুনিক পাশ্চাত্য দেশ সমূহ মধ্যেও এই একই নিয়ম-অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে, কোন দেশেই তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রহ্মে বিবাহের পর পাত্রী আপন পিত্রালয়েই বাস করিয়া থাকে ও পাত্র আপন পিত্রালয় ও পিতৃ-কুল ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া থাকে। যদিও এ নিয়ম সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে, তথাপি এইরূপ ঘটনাই অধিকাংশ সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘটনা পাত্র ও পাত্রীর প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ সময়েই পাত্র পাত্রীর প্রবৃত্তি উপরিলিখিত বিষয়ই আকৃষ্ট হয়। ইহা পাত্রের প্রবৃত্তির যত সাপেক্ষ হউক আর নাই হউক, পাত্রীর প্রবৃত্তির যেরূপ গতি কার্য্যতঃ অধিক সময় সেই দিকেই প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার একমাত্র কারণ অধিকতর স্ত্রৈণতা। উল্লিখিত বিবাহ প্রথা কেবল উত্তর ব্রহ্মেই প্রচলিত, নিম্ন ব্রহ্মে, যথা আরাকান প্রভৃতি স্থানে অনেকটা আমাদিগের হিন্দুমতের ন্যায় বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়।

সেখানে পিতা মাতা সন্তানের জন্য সুপাত্র ও সুপাত্রী দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির করেন ও বিবাহের পর স্ত্রী স্বামী গৃহে আসিয়া বাস করিয়া থাকে ও তাহাতে সংসারে পরম সুখ অনুভব করে। নিম্ন ব্রহ্মে সংসারের শৃঙ্খলা ও শান্তি অনেক পরিমাণে বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায় ও ইহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদও কদাচ শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে। যাহাই হউক ইহাদের আচার ব্যবহার ও বিবাহাদি সম্বন্ধে মোটা মুটি একটা ভাব পাঠক মহাশয়দিগের জ্ঞাতার্থ দেওয়া গেল, বলিতে পারি না তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট কি বিরক্ত হইবেন।

আপাততঃ অন্যান্য বিষয় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের রাজ বংশের উৎপত্তি ও প্রথম হইতে ক্রমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যথাক্রমে যথা সাধ্য প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠকগণ নিজনিজ উদারতায় তাহার দোষাদি মার্জ্জনা করিয়া নিজগুণে প্রীতি প্রকাশ করিলেই পরম কৃতার্থ হইব ও পরি-

শ্রম সফল মনে করিব।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্মদেশ একটি অসভ্যজাতির আদিম নিবাস ছিল। তাহারা সাধারণত ইরাবতীর উভয় পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমী সকলে বাস করিত, ক্রমে সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত তাহাদেরও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাহারা ক্রমে একত্রিত হইয়া একটি জাতি গঠিত করিল। তাহা মঙ্গল হড়জাতি বলিয়া অভিহিত। অদ্যাবধি তাহাদের বংশধরগণ সেই পূর্ব্ব পুরুষদের স্থাপিত পৈত্রিক স্থান সকলে বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের তৎকালীন উপাসনাদি আজ কালিকার অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি নিচয়ের ন্যায় 'নাথের' উদ্দেশেই প্রদত্ত হইত। তাহাদের এই ধারণা ছিল, 'নাথ' নিরাকার রূপে অরণ্য পর্ব্বত নদ নদী সকলের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, এবং তাহাদের জীবনকে তাহাদের দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত ও শিকারাদিতে পরিচালন ও রক্ষা করে। তাঁহার কোন অপরাধ করিলে রোগ, কার্য্য হানি ও অন্যান্য নানাবিধ কষ্টে ফেলিয়া শাসিত করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইহাদিগের জাতীয় সম্মিলন অতি অল্পে অল্পে ভারত বর্ষের গঙ্গাতীর নিবাসী আর্য্য বংশসম্ভূত আগন্তুক ক্ষত্রিয়গণের দ্বারাই তাহাদের আধিপত্যাধীনে সংসাধিত হইয়াছিল। জাতীয় জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে ভারতাগত ক্ষত্রিয়গণ দ্বারাই প্রথমতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বীজ অল্পে অল্পে রোপিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ চরকা দ্বারা সূত্রাদি প্রস্তুতও বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি অতি সহজ সহজ শিল্প সকল (যাহা কৃষিকর্ম্মের পরই সংসারের অতি প্রয়োজনীয়) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা অধুনাতন সকল অসভ্য স্বাধীন জাতির মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত কার্পাস উৎপন্নের নিয়মাদি শিক্ষা দিয়া ছিলেন। পুরাতন অসভ্য জাতি সকলের প্রাচীন নাম কদাচ ২।১ টী মাত্র শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু ভারতাগত ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের 'ব্রহ্ম' নাম দান করিয়াছিলেন সেই অবধিই ইহারা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মবাসিরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যে সকল বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইতিহাস অথবা প্রচলিত কোন উপাখ্যানাদিতে যদি ও পাওয়া যায় না, তথাপি ব্রহ্মের উত্তর প্রদেশ নিবাসী অসভ্য জাতি সকলের সহিত আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ও ভাষার ঐক্য এক

প্রকার প্রমাণরূপে গৃহিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্রহ্ম দেশে অতি অল্পে অল্পে ও মৃদু ভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তাহাদের বংশধর গণকে তাহাদের প্রথম শিক্ষকের অর্থাৎ শাক্য মুনির ও তাহার অনুচরগণের বংশ সম্ভূত বলিয়া প্রচলিত করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

আমার মাষ্টারি।

কিশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে প্রাণে যে নতনত্বের ভাব প্রবেশ করে সেই ভাবের আঘাতে কত হৃদয় চূর্ণ হইয়া যায়—যেন একটা কারণ বিহীন ঔদাসীন্য আসিয়া পড়ে—যেন কাহাকে স্নেহের ছায়ায় ঢাকিযা রাখিতে ইচ্ছা করে। স্নেহ পিপাসায় প্রাণ অস্থির হইযা উঠে। পুরাতনের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হইয়া নূতনত্বের অন্বেষণে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমি যে বৎসর 'এলে' পরীক্ষা দিই, সে বৎসর আমার প্রাণে এই উদাস ভাব উদিত হয়। পরীক্ষার পরে কোলাহল পূর্ণ পুরাতন কলিকাতা আমার বড় অতিষ্ঠ বলিয়া মনে হইল, তাই একবার পশ্চিমে যাইবার মনস্থ করিলাম। অনেক কষ্টে আমার কোনও বন্ধুর পিতার নিকট হইতে একখানা Introductory letter সংগ্রহ করিয়া আগ্রায় বসন্ত বাবু নামে তাঁহার এক বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের স্নেহ অধিকার করিলাম। আগ্রা আমার বড় ভাল লাগিত। সারাদিন সহর ঘুরিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া বাসায় আসিতাম তখন নবম বর্ষীয়া বালিকা সুরলতা আমার পাশে আসিয়া বাতাস করিত এবং অনেক ক্ষুদ্র প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। সুরলতা বসন্ত বাবুর দুহিতা; বড় আদুরে মেয়ে। যখন পিতা মাতার প্রতি অভি-মান হইত তখন সে আমার কাছে আসিয়া তাহার সরল প্রাণের সরল কথাগুলি বলিয়া দুঃখ ভার কমাইত। তাহার সেই কথাগুলি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি আনমনে শুনিতাম। কিছুদিন পরে আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইল। শেষ বিদায়ের দিনে সুরলতা আমার কাছে আসিয়া বসিল। যাহাদের পূর্ব্বে কোন দিন চিনিতাম না, কিছুদিনের

মধ্যেই তাহাদিগকে আপনার করিয়া তুলিয়াছিলাম। তাহাদের স্নেহ মমতা ছিন্ন করিয়া আসিতে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। সুরলতার সরল স্নেহপূর্ণ মুখখানা মনে করিয়া বাস্তবিকই অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। সুরলতা জিজ্ঞাসা করিল "কাঁদ কেন?" আমি সুরলতার মুখপানে তাকাইয়া কথা বলিতে পারিলাম না। সে আমার কান্না দেখিয়া মুখখানা নত করিল। তাহারও গণ্ড দিয়া যেন দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমি উন্মত্তের ন্যায় ক্ষুদ্র মুখখানা বুকের ভিতর টানিয়া সাদরে চুম্বন করিলাম। এই রূপে বিদায় গ্রহণ শেষ হইল।

আমি কলিকাতায় আসিলাম। দুই বৎসর কলেজে পড়িয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিলাম। রাজসাহী জেলার একটি এণ্ট্রেন্স স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। হেড্ মাষ্টারের বাসায় আমার থাকিবার স্থান হইল। যখন খাইতে বসির তখন ঘরের ভিতর হইতে একখানা অর্দ্ধ ঘোমটাবৃত মুখ দেখা দিল। আমার হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া গেল—বুকের ভিতর ধড়াশ্ ধড়াশ্ করিতে লাগিল। যখন সুরলতা আমাকে ভাত দিবে, মাছের বাটী নামাইতে হাত কাঁপিয়া বাটী পড়িয়া গেল। নিরপরাধা বালিকা স্বামী কর্তৃক ভৎর্সিতা হইল। দুই চারি দিন সে বাসায় থাকিতেই আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। হেড্ মাষ্টার আমাকে পর মনে করিত, কিন্তু ভগবান জানেন আমি সুরলতার কাছে নিকটতর কিনা?

শুনিতে পাইলাম সুরলতার ভারি অরুচি হইয়াছে এবং অনেক সময় অকারণ তাহার চোক দিয়া জল পড়ে। আমি ছল করিয়া হেড্মাষ্টারের সহিত অসদ্ভাব করিলাম। সে বাসা হইতে অন্য বাসায় গেলাম। কিন্তু হেড্মাষ্টারের অনুকম্পায় শীঘ্রই আমাকে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল। নিরুপায় নিঃসহায় হইয়া এখন বসিয়া আছি। ভগবান আমার দুঃখ বুঝেন। হেড্মাষ্টার বুঝে নাই। জগৎ বুঝে কি?

দশরথ বিলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বশিষ্ঠদেবের মৃদু মধুর মোহন বাক্যে, দশরথের পূর্ব্ব ভাব সকল তিরোহিত ও মনোবেদনা অনেকাংশে লাঘব হইল; তিনি বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন,

"তপোধন! অনুসৃজনীয় ঋষি-বাক্য যখন সূর্য্যবংশের কাল স্বরূপ হইয়া কোশলে আবির্ভূত হইয়াছে, তখন রাম চন্দ্রলোকে আর যে আমার হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত হইবে, তাহাতেও আর ভরসা নাই; তবে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়াই বা কি হইবে, যজ্ঞ-সম্ভূত-বস্তু নয় যজ্ঞেই বিলীন হইবেন? হায়! আমি যে জীবন-ভ্রমে জীবন-নাশিনী মরীচিকার আশ্রয় লইয়া ছিলাম, ইহা স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। মহর্ষে! অল্পক্ষণ হইল রাম লক্ষ্মণ বিশ্রাম সুখ সেবার্থ অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া, কখনত বিদায় দিতে পারিব না; পুত্রকে আহ্বান করিয়া কল্যাণ কামনা স্থলে, কিরূপে তদীয় নিধন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিব। আপনি অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া বিশ্বামিত্রের কোপানল নির্ব্বাণ করুন।"

বশিষ্ঠদেব রঘুকুলের পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতে ছিলেন, এক্ষণে রামাবির্ভাবের কারণ ও তদীয় স্বাভাবিক বীরপণা এবং পুত্র-বৎসল দশরথের সম্পূর্ণ ভ্রম-জ্ঞান মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া, জ্ঞান-নয়নে রঘুকুলের ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, যদিও তিনি অন্ধক মুনির অভিসম্পাতে বাক্যের প্রকৃত পরিণাম জ্ঞান-নয়নে অবলোকন করিতে ছিলেন, কিন্তু এতাবৎকাল মধ্যে রাম বীরত্বে ও তদীয় গুণগ্রামে কোশলের যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, তাহাও মহর্ষির তপস্থিমিত জ্ঞানময় নেত্রে অভ্রান্তরূপে প্রতিভাসিত হইতে ছিল; অতএব তিনি দশরথের বাক্যে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে আনয়নার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

কুমারেরা বশিষ্ঠমুখে বিশ্বামিত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয় শুনিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, রামের বীরত্ব পূরিত হৃদয় সলিল শত মুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রাণ-প্রিয়তর লক্ষ্মণের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! আর বিলম্ব কেন? তপোবনে নরবা-কুলের কালরূপ রণভেরী নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, যজ্ঞ-স্থলীর বিজয় পতাকার মূলীভূত ভয়ঙ্কর বিজয়রব, অহরহঃ আমার উৎসাহ কর্ণে অমিয়-বর্ষণ করিতেছে। ভাইরে! অতি পরা তাড়কার কালদণ্ডের প্রভূত অত্যাচারে তপোবনে বিঘ্ন-বিনাশিনী ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ পর্য্যন্ত অস্তমিত হইয়াছে, রাম লক্ষ্মণের করকলম্ব শর-জালে ব্রহ্ম-ভাস্করের অমিত

তেজঃপুঞ্জ যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইবে। ব্রহ্মপদ নব-করে নবখাকুলের উচ্ছেদ সাধনে ঋষিগণের অন্তঃকরণ পবিত্র করিবে; বৎস! চল, উৎসাহ ডমরুর বিজয়রব শুনিয়া বীরত্ব বিষধরের আর কি হৃদয়-বিবরে বিলীন থাকা উচিত?”

লক্ষ্মণ কহিলেন, “অগ্রজ! মহেন্দ্র-বিক্রমে যখন দানব-বিক্রম চিরপরাহত, আপনার কৃত-হস্তের অমোঘ-সন্ধান অস্ত্র সকল লক্ষ লক্ষ নরবা মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া, রক্ষকুল সমূলে নির্মূল করিবে; আর্য্য! সত্বর চলুন, কোপ প্রদীপ্ত বিশ্বামিত্রের কোপানলে অস্মদীয় কুল ভস্মীভূত হইতে না হইতেই, আমরা পিতৃ দেবের চরণ-পদ্ম হইতে বিদায় হইয়া যজ্ঞ-স্থলে গমন করি। মহর্ষি এখনও তুষ্ণীম্ভাবে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার আকার প্রকার শুনিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ঋষিমুখে আজ বুঝি রঘুকুল সমূলে নির্মূল হইবে? তাঁহার অভিসম্পাত রূপ বাড়ব অত্যাচার ভয়ে সূর্য্যকুলের যশশ্চন্দ্রাবসান হইয়াছেন। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ গভীর গর্জ্জনে জীবের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, সেইরূপ তাপসগণের কোপ-সম্ভূত অভিসম্পাত বাক্য রঘুকুলে আরোপিত হইলে, তাহার ধ্রুব বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইবে, অতএব ইচ্ছা করিয়া মহর্ষির ইষ্ট-লব্ধ হোম-হুতাশনে ইক্ষ্বাকুকুল আহুতি প্রদান করা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ।”

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের তথাবিধ উৎসাহ পূর্ণ মধুময় বাক্যে, আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, “ভাই লক্ষ্মণ! তোমার অমৃতময় বাক্য যে মুহূর্ত্তে আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সর্ব্ব শরীর যেন অমৃত হিল্লোলে অবশ হইয়া উঠে। তোমার মুখ-মণ্ডল হইতে যে এতাদৃশ বিজ্ঞতম বাক্য অকাতরে বিনির্গত হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া অরিন্দম সুখ-সচ্ছন্দ নিরন্তর সম্ভোগ কর, ইক্ষ্বাকুকুল লক্ষ্মী তোমার মঙ্গল করুন্। আমি তোমার জীবনের সহচর হইলাম তোমার চিত্ত রঞ্জনার্থ যদি আমাকে সমস্ত গার্হস্থ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, পরিণামে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ ও আশ্রয় করিতে হয়, তাহা আমার স্বর্গ সুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।” এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণের করাকর্ষণ করিয়া উভয়ে বশিষ্ঠ দেবের সহিত তৃতীয় প্রহর অবসান সময়ে সভাস্থলে আসিয়া

উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন মহারাজ মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট আছেন, নীহারাচ্ছন্ন জলদের ন্যায় তদীয় মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, কুমারগণের প্রসন্ন হৃদয়-একেবারে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল, যদিও তাঁহারা জানিতেন উপস্থিত মহাযজ্ঞে সূর্য্যকুলের সৌভাগ্য সূর্য্য কোশলেই প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু বাৎসল্য রসের প্রভূত সঞ্চারে জনকের তাদৃশ কঠোর যন্ত্রণা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অপার চিন্তা তরঙ্গে ভাসমান হইলেন। তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন, যদি অপত্য স্নেহশীল পিতৃদেব সন্তানের প্রাণাত্যয় ভয়ে আমাদের নিশাচর সমর লালসা চরিতার্থ করিতে অসম্মত হইয়া, মহর্ষির মহাযজ্ঞের অন্তরায় সাধন করেন, তাহা হইলে সুনির্ম্মল রঘুবংশ অদ্যই তদীয় কোপানলের আহুতি স্বরূপ হইবে; এই ভাবিয়া তাঁহারা পিতার মোহ-নিদ্রার অপগম করিতে যত্নবান হইলেন। রামের উন্মুক্ত কণ্ঠ বিনিস্সৃত বচন সকল দশরথের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল; প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "তাতঃ! রঘুকুলের গুণ গরিমা ঋষিকুলের তপস্তিমিত জ্ঞানময় নেত্রে অভ্রান্ত রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে, ঋষিগণ গার্হস্থ্য সুখ সকল পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় সমস্ত আয়ুষ্কাল সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, রঘুবংশ তাঁহাদের অভিপ্রেত সিদ্ধির আদর্শ-স্বরূপ, বোধ হয়, বিধাতা ঋষি-বাসনা সাধনের জন্যই এই নির্ম্মল বংশের বিধান করিয়াছেন। ভগবন্! বিধি বাসনা কোথায় জীবের প্রাণ সংহারিণী হইয়া থাকে? পুণ্য-প্রভব, যে ধর্ম্ম পদার্থ হইতে হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর ব্রহ্ম পদার্থের সত্তা-জ্ঞানে উপযোগী হইয়া যে চিত্ত নিরন্তর ধর্ম্ম পথে বিচরণ করে, পার্থিব প্রাণীর অশিব সাধন কখনই সে চিত্তের অভিপ্রেত কার্য্য নহে; অতএব ঋষি বাসনা কখন রাম লক্ষ্মণের অশুভ সাধনের কারণ নহে; শরদন্ত কালীন উত্তরীয় সমীরণ যেমন শীতের উত্তেজক, সেইরূপ মহর্ষি কুলের অভিসম্পাত বাক্য অশিব বর্দ্ধনের এক মাত্র নিদান, অতএব আপনি বিশ্বামিত্রের প্রার্থিত-সিদ্ধি বিষয়ে আর প্রতিবাদ করিবেন না; প্রসন্ন চিত্তে আমাদিগকে বিদায় দান করুন। আমরা অনতি বিলম্বে মহর্ষির যজ্ঞ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, দেবদ্রোহী সুন্দাসুর বণিতাকে সবংশে ধ্বংশ করিয়া পরমার্থ পরায়ণ ঋষিগণের

অভিপ্রেত সিদ্ধি করিব। আবার অযোধ্যায় আসিয়া শত শত শতদলে ভবদীয় চরণ যুগল সুশোভিত করিব। পুত্র বিরহ বারংবার স্মরণ-করিয়া আর অন্তরাত্মাকে কলুষিত করিবেন না।"

রামচন্দ্রের আশ্বাস-বাক্যে আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া দশরথ কহিলেন, "বৎস রাম! বৎস লক্ষ্মণ। তোমাদিগকে বিদায় দান করিতে আর আমার আশঙ্কা নাই, তোমরা অবিলম্বে যজ্ঞ-স্থলে গমন করিয়া ঋষি-বাসনা পূর্ণ কর। বৎস। যজ্ঞ-স্থলের বিভীষিকা ঘটনা সকল শ্রবণাবধি তাড়কার বিক্রম-মূর্ত্তি আমার অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিল, ভাবিতে লাগিলাম, কমলোপম রাম-বাহু তাদৃশ প্রতি পক্ষ অবলম্বন করিলে বলবানের সহিত শিশুর উপমিতি যে নিতান্ত অসম্ভব তাহার বিদ্যমনতা থাকে কৈ? কিন্তু তুমি যেরূপ বীর মদে প্রমত্ত হইয়া আমাকে যে রূপ আশ্বাসিত করিলে, ইহাতে আমার সকল আশঙ্কার উচ্ছেদ হইল; পক্ষান্তরে হিংসা দ্বেষ রহিত ঋষি বাসনা তোমাদের বীরত্ব পক্ষ সমর্থন করিতেছে; তখন তোমরা যে সেই সুন্দাসুর বণিতাকে ধ্বংস করিবে তাহাতে সংশয় নাই; তোমরা স্বচ্ছন্দে যজ্ঞ ক্ষেত্রে গমন কর, কিন্তু বৎস! এই করিও, যজ্ঞ-সম্ভূত রত্ন-হারা হইয়া যেন আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়।"

রাম লক্ষ্মণ পিতৃ-চরণ হইতে বিদায় হইয়া, মাতৃ-ভবনে উপনীত হইলেন, এবং তদীয় চরণে প্রণিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিলেন, কৌশল্যা দেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। শুষ্ক মুখে ও বিকৃত স্বরে কহিলেন, "বৎস রাম। বৎস লক্ষ্মণ! তোমাদের বদন-সুধাকর যে মুহূর্ত্তেই সন্দর্শন করি, সেই মুহূর্ত্তে সকল ক্ষোভ, সকল দুঃখ অপনীত হইয়া অন্তঃকরণে অভূত-পূর্ব্ব আনন্দোদয় হয় ও সর্ব্ব শরীর যেন আনন্দ-হিল্লোলে অবশ হইয়া উঠে, আজ্ কি করিয়া তাদৃশ সুধাসিক্ত কলেবরে হলাহল লেপন করিব? বৎস! যে অভ্যাহিত হইবার তাহা হইল, যে নিদারুণ দুর্দ্দৈব ঘটিবার তাহা ত ঘটিল; কিন্তু দেখিও অভাগিনী জননীর উপর সন্তানের যে নৈসর্গিক স্নেহ ও মমতা থাকে তাহা যেন অপসারিত হইয়া বসুন্ধরার বিপত্তি সাধন না করে।"

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন

করিলেন। রাম-বিরহ শোকে কোশলবাসী জনগণের নয়ন-সলিলে অযোধ্যাপুরী ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এমন কি অবাম অযোধ্যাপুরীর তদানীন্তন ভাব দর্শনে স্থাবর জঙ্গম প্রাণী পর্য্যন্ত প্রভূত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিযাছিল। এ দিকে দিবাশেষ হইয়া উঠিল, ভগবান সরোজ-বন্ধু স্বীয় কুলের ঈদৃশ শোচনীয় দশা সন্দর্শনে অসহমান হইয়া যেন পাণ্ডুর বর্ণে অস্তাচলে আরোহন করিলেন, কুলায়-ভ্রষ্ট বিহগ কুল কাকলি স্থলে স্ব স্ব নীড়ে আসিয়া নীরবে নিশা যাপন করিতে লাগিল, আহা। তাহারাও যেন রাম বিরহ শোকে কাতর হইয়া বিষাদে মৌনাবলম্বন করিল। রামের পুনরাগমন পর্য্যন্ত অযোধ্যাবাসী জন, জীবন সত্ত্বে যেন ম্রিয়মান হইয়া রহিল। রাজ্যস্থ আরোগ্য-বস্তু, আনন্দোৎসব, সভাভঙ্গ কালীন বাদ্যধ্বনি কিছুই আর কাহারও অন্তরের বিষাদ বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারিল না। পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ তখন পর্য্যন্ত কাননে কি ভবনে, আবাসে কি প্রবাসে, জীবনে কি মরণে কালাতিপাত করিয়াছিল বুঝিতে পারেন নাই, ফলতঃ রামের বিরহ জনিত শোক-প্রবাহ সকলের হৃদয় কন্দরে, এরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিল যে অপরিবর্ত্তনশীল দিন যামিনী কখন কোশলে আবির্ভূত কখন বা তিরোহিত হইয়াছিল কেহই তদবধারণে সমর্থ হন নাই।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজের পুঁথি।

আমি যৎকালীন কলিকাতায় অবস্থিত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, ঐ সময়ে একটী হাস্যোদ্দীপক ঘটনা আমার নয়ন পথে পতিত হয়, আমি একটি অদ্ভুত প্রকার রোগীর চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলাম। বিষয়টী এরূপ অস্বাভাবিক এবং তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী এরূপ কৌতুহল পূর্ণ যে পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া অলীক মনে করিতে পারেন কিন্তু এইটী বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা, কল্পিত নহে এবং ইহার যথার্থ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ আছে। আবশ্যক হইলে প্রদর্শন করাও অসম্ভব হইবে না। আমি একদা

আমার চিকিৎসালয় হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি এমত সময় একটী লোক দ্রুতবেগে আসিয়া আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল এবং রুদ্ধকণ্ঠে ও অস্পষ্ট ভাবে কহিল "ক'রাজ মশাই মাতা ঘুরে গেচে—বাবু"। আমি আগন্তুকের ঐরূপ অসম্বদ্ধ কথা কয়েকটী শুনিয়া তাহার অর্থবোধ করা দূরে থাকুক লোকটাকে বাতুল বলিয়া মনে করিলাম এবং কৌতুক করিবার নিমিত্ত কহিলাম "কিহে মাথা কার ঘুরে গেছে, তোমার না আর কার?"

আগন্তুক। না বাবু, সত্যি বল্‌চি বাবুর মাতা ঘুরে গেচে।

আমি। কে তোমার বাবু, তাঁর আবাস কোথায়?

আগ। আজ্ঞে, আমার বাবুর নাম বনমালী বাবু, আমাদের বাসার ঠিকানা ১৩ নম্বর পটলডাঙ্গা ইষ্ট্রিট্।

আমি। তা তোমাদের বাবু কি পাগল হইয়াছেন? কত দিন হইতে এরূপ হইয়াছে?

আগ। পাগল নয় মশাই পাগল নয়, (অনন্তর মস্তকে হাত দিয়া) এই এইটে ঘুরে গিয়েছে।

আমি। মাথা ঘুরে গিয়েছে কিহে?

আগ। আজ্ঞে হাঁ মাতা ঘুরে গেচে, এই মাতাটা ঘুরে মুকটা পেছনে গেচে।

আমি। তাও কি কখন হয় তুমি পাগল নাকি?

আগ। আজ্ঞে আমিও ঐ কথা বলেছিলুম, বাবু তাই শুনে রেগে আমায় খুব মারলেন তার পর বল্‌লেন যারেটা তোর সে কথায় কাজ নেই—কবিরাজ মশাইকে ডেকে আন্‌গে যা।

আমি। আচ্ছা, তুমি এখন যাও, তোমার বাবুকে বলো আমি ঠিক আট-টার সময় তাঁহাকে দেখিতে যাইব। ১৩ নম্বর পটলডাঙ্গা ঠিকানা না?

আগ। আজ্ঞে হাঁ, তবে আসবেন মশাই, দেখবেন আমি যেন আবার মার না খাই। "নানা আমার কথার অন্যথা হ'বে না তুমি নিশ্চিন্ত থেকো"। এই কথা কহিয়া লোকটাকে বিদায় দিয়া আমি আমার চিকিৎসালয় হইতে বহির্গত হইলাম।

অনন্তর কয়েকটী স্থান পরিভ্রমণান্তর আমার গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ১৩নং পটলডাঙ্গা ঠিকানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে নামিয়াই আমি বনমালী বাবুর সেই ভৃত্যকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইলাম। সে ব্যক্তি আমাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া বাবুর নিকট সম্বাদ দিতে গেল। কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। বনমালী বাবুর সহিত আমার ইতিপূর্ব্বে কোনরূপ জানা শুনা ছিল না, একারণ লোকটা দেখিতে শুনিতে কিরূপ ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি বাবুর দিকে চাহিলাম। কিন্তু বনমালী বাবু আমার দিকে পেছন করিয়া বসিয়া ছিলেন সুতরাং আমি তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর আমার আগমন উপলব্ধি করিয়া বাবু সেই ভাবেই অর্থাৎ আমার দিকে পেছন করিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং সম্ভাষণার্থ "আসতে আজ্ঞা হয় মহাশয়, বসুন বসুন" ইত্যাদি কহিয়া ভৃত্যকে চেয়ার দিতে আদেশ করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে বনমালী বাবু বিষাদ পূর্ণ কণ্ঠে ও ছল ছল নয়নে কহিতে লাগিলেন "মহাশয়, বড় বিপদে পতিত হইয়া আমি আপনার সাহার্য্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বিদ্বান ও সুচিকিৎসক, সকলেই আপনার সুচিকিৎসার যশোগান করিয়া থাকে আপনি আমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন।" এই কয়েকটী কথা বাবু আমার দিকে পেছন করিয়া বসিয়াই কহিলেন। আমি ইহার মধ্যে একবারও ভাল করিয়া বাবুর মুখ দেখিয়া লইতে পারিলাম না। যাহা হউক নিতান্ত নীরবে থাকা অযুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া আমি বনমালী বাবুর পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া কহিতে লাগিলাম "মহাশয় আপনাকে অতিশয় ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু আপনি সর্ব্বদা আমার দিকে পশ্চাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া রহিয়াছেন ইহার কারণ কি? এবং আপনার কি বিপদ সমুপস্থিত? আমি সমুদায় সবিশেষ জানিতে উৎসুক হইয়াছি, সত্বর বিজ্ঞাপিত করিয়া উৎকণ্ঠা দূর করুন।"

আমার কথা শেষ হইলে বনমালী বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন "মহাশয় দেখিতেছেন না আমার মুখটা ঘুরিয়া পেছনে আসিয়াছে! পশ্চাতে ফিরিয়া আপনার সহিত কথা কহিবার অন্য কি কারণ

থাকিতে পারে? আপনি ভদ্রলোক আমার বাটীতে আসিয়াছেন"—

আমি বনমালী বাবুর ঐ প্রকার কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হই-লাম, মনে করিলাম লোকটা পাগল হইয়া থাকিবে। অনন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলাম "সে কি মহাশয় আপনি কি বলিতেছেন? মুখ ঘুরিয়া পেছনে আসা কি কখন সম্ভব হয়? আপনার মুখ যে ভাবে ছিল ঠিক সেই ভাবেই আছে, তবে আপনি কেবল মাত্র আমার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আছেন, অন্য কোন রূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে না।"

আমার কথা শুনিয়া বনমালী বাবু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কর্কশ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "কি মহাশয় আমার এইরূপ বিপদের সময় বিদ্রূপ করা কি ভদ্রতার কার্য্য? আমি আপনাকে বিজ্ঞ ও ভদ্রলোক জানিয়া ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, ডাক্তার কবিরাজ ত কলিকাতায় অনেক আছে — আপনারও এই ব্যবহার?"

বনমালী বাবুর ঐ প্রকার ক্রোধোক্তি শ্রবণ গোচর করিয়া আমার হাস্য সংস্পৃহা এরূপ বলবতী হইয়া উঠিল যে আত্মসম্বরণ করিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিতে আমাকে প্রায় ৫ মিনিট কাল অনবরত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি বনমালী বাবুকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তাহাতে যে সকল উত্তর পাইলাম তাহা শুনিয়া বাবুটীকে কোন মতেই পাগল বলিয়া অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে এ প্রকার অদ্ভুত ধারণা কি প্রকারে বাবুর মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। বনমালী বাবুর পেশা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়া ছিলাম তাহাতে আমার বিস্ময় যথেষ্টরূপ সংবর্দ্ধিত হইল। আমিত শুনিয়া অবাক্ বাবুটী নাকি বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে কাজ করেন মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতন পান। উপস্থিত "মথাঘোরা" বিপদ হইয়া অবধি বাবু ১৫ দিনের ছুটী লইয়াছেন ছুটীও প্রায় ফুরাইয়া আসিল সেই হেতু বাবু আরও এক মাসের অধিক ছুটি পাইবার প্রত্যাশায় আবেদন করিয়াছেন। লাট সাহেবের অফিসে চাকুরী করা লোকের মাথা ঘুরিয়া যাওয়া বড় অসম্ভব নয় তথাপি এ প্রকার "মস্তকের বিবর্ত্তন" বড়ই আশ্চর্য্যজনক। যাহা হউক বনমালী বাবু

কি নিমিত্ত আমারদিকে পশ্চাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আছেন এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিয়া আমি হাস্যসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যতই চেষ্টা করি হাসি যেন আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে কিছুতেই গোপন করিতে পারি না। বনমালী বাবু আমার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এমন কি যদ্যপি আমি তৎক্ষণাৎ সাবধান না হইতাম তাহা হইলে বিষম অনর্থ সংঘটিত হইত। যাহা হউক আমি বাবুটীকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম কি প্রকার দুর্ঘটনায় এবং কি কারণ বশতঃ তাঁহার এ প্রকার মস্তকের বিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে জানিতে পারিলাম বাবুটী আজ ১২। ১৩ দিন পূর্ব্বে গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, মনুমেণ্টের সন্নিহিত হইয়া অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত মনুমেণ্টের উচ্চতা নিরূপণ করিতে ছিলেন এমত সময় ঝটিকার ন্যায় প্রবল বেগে বাত্যা প্রবাহিত হইল এবং একটি ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মাথাটি পেছন দিকে ঘুরিয়া গেল। কি ভয়ানক কার্য্য কারণের এককপই অবস্থা, উভয়টাই তুল্যরূপে বিশ্বাসোৎপাদন করিতে সমর্থ। কিন্তু বনমালী বাবু বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হইয়া কেমন করিয়া এ প্রকার অস্বাভাবিক হাস্যোদ্দীপক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইলেন? এরূপ উন্মত্ততা—চক্ষু থাকিতে চক্ষু হীনের ন্যায় কার্য্যতঃ কোথাও দেখা যায় না। যাহা হউক বনমালী বাবু যে ভ্রান্তিমূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াছেন তাহার মূলোচ্ছেদ করা নিতান্ত অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহার ভ্রম প্রমাদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম না। কি জানি, হিতে বিপরীত বা হয়। রোগীকে প্রকৃতিস্থ করিতে গিয়া তাহার উদ্বেগ বৃত্তির সমধিক উত্তেজনা না করিয়া ফেলি। কিন্তু একপ অবস্থায় কি প্রকার চিকিৎসা ফলপ্রদ হইবে? মস্তিষ্কের শীতলত্ব সম্পাদন অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বনে তাঁহার ভ্রান্তি পূর্ণ ধারণার নিরাকরণ হইবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনন্তর নানাবিধ কূটতর্ক ও তৎ তৎ মীমাংসার বশবর্ত্তী হইয়া অবশেষে রোগীর মস্তক ও গ্রীবাদেশে শীতল প্রলেপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করিলাম এবং তদনুসারে একটী ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিয়া স্বকীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলাম। আসিবার সময় বন-

মালী বাবু প্রত্যহ একবার করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইবার নিমিত্ত, আমাকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি সেই নিমিত্ত তৎপর দিবস সর্ব্বপ্রথমেই বনমালী বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু অদ্য রঙ্গ-ভূমিতে দৃশ্যের কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর করিলাম। দেখিলাম বাবু একটী বন্ধু সহ আপন বৈঠক খানায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং উভয়েই "চা" পান ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন, দুই জনে দুইখানি চেয়ারে উপবিষ্ট এবং উভয়ের মধ্যদেশে একটী দারু নির্ম্মিত টেবিল্ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বনমালী বাবু টেবিলের দিকে পশ্চাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আছেন এবং তদীয় বন্ধু টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছেন সুতরাং বন্ধুবর বনমালী বাবুর কেবল মাত্র পৃষ্ঠভাগ দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট আছেন। আমি উভয়ের ঐ রূপ অভূতপূর্ব্ব সন্নিবেশ দর্শন করিয়া হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাকে হাসিতে দেখিয়া আগন্তুক বাবুটীও উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বনমালী বাবু এতাবৎকাল আমাদের দিকে পশ্চাৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, আমাদিগের হাস্য লহরী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি অতিকষ্টে ও সক্ত-নাদে গ্রীবাদেশ অতি অল্প মাত্র বিবর্ত্তিত করিয়া সক্রোধে কহিতে লাগিলেন "এখনো তামাসা? হরিহর। তোমার কি আমোদ বাড়িয়াছে? কবি-রাজ, তুমিত ভারি হাল্কা লোক হে।"

বনমালী বাবুর পূর্ব্বোক্তরূপ কারুণ্য-রোষাকুলিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আমাদিগের হাস্য প্রবৃত্তি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল এবং উভয়েই কিয়ৎ কাল ধরিয়া উচ্চহাস্য করিয়া অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া সুস্থির ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বনমালী বাবু আমাদিগের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখের বিকট ভঙ্গি ও কাতর ভাব দর্শন করিয়া আমাদিগের মনে ভয় বা দয়ার উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক আমরা সমধিক উল্লাসিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক বিষয়টী গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই আমরা সাবধান হইলাম এবং নানা বাক্যে বনমালী বাবুকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলাম। এক্ষণে বনমালী বাবুর ধারণা হইতে আমাদিগের মতভেদ প্রদর্শন করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া আমরা তাঁহারই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলাম। হরিহর বাবু বনমালী বাবুর গ্রীবা ধরিয়া দুই একবার আকর্ষণ

করিলেন, বনমালী বাবু যেন তাহাতে সাতিশয় বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা উভয়ে বনমালী বাবুর ঐ প্রকার দৈববিড়ম্বনার যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশ করিয়া, সত্বরেই আরোগ্য লাভ হইবে এইরূপ প্রবোধ দিয়া, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আমি কলিকাতার যে অংশে যাইব হরিহর বাবুকেও সেই পথে যাইতে হইবে জ্ঞাত হইয়া আমি তাঁহাকে আমার গাড়ীতে যাইতেই অনুরোধ করিলাম। অনন্তর শকটাভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া আমরা বনমালী বাবুর অত্যদ্ভুত পীড়ার কথা সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে উভয়েই স্থির করিলাম বনমালী বাবুর সম্মুখে আমরা তাঁহার মস্তক যথার্থ ঘুরিয়া গিয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইব এবং সেই প্রকরণেই চিকিৎসা কার্য্য চলিবে। অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া হরিহর বাবু আমার গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন, আমিও ঐ একখান পরিভ্রমণান্তর আমার বাসাবাটী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

(ক্রমশঃ।)

লিথিয়েনস্থ্যাল ও মনুষ্যদিগের আকাশে উড়িবার চেষ্টা।

মনুষ্যেরা শূন্যে উড়িতে পারে কি না এই লইয়া আজকাল একটা আন্দোলন হইতেছে। Maxim Litheinthal প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গণ উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। Maximএর যন্ত্র এক বা দুই জন আরোহী লইয়া আপনিই আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান হইতে থাকে, উহাতে আরোহীর কোন প্রকার উদ্যমের প্রয়োজন হয় না। উহার সমস্ত গতি বিধি কৃত্রিম যন্ত্র দ্বারাই সম্পাদিত হয় বলিয়া যন্ত্রের জটিলতা কিছু বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে।

Lithienthalএর যন্ত্রে সেরূপ নহে ইহাতে সমস্তই আরোহীর উপর নির্ভর করে। প্রকৃত পক্ষে আরোহীকেই ইহাতে উড়িতে হয়, যন্ত্র তাহাকে

সাহায্য করে মাত্র। আরোহীকেই ইহাতে স্বাভাবিক অনুভব মত স্বীয় ভার কেন্দ্রে সঞ্চালন পূর্ব্বক যন্ত্রের সমতা রক্ষা করিতে হয়। আরোহীর কৌশলের উপরই এ যন্ত্রের কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। Lithienthalএর যন্ত্র সরল অল্প মূল্য এবং অল্পায়াসে প্রস্তুত যোগ্য (এ কারণ অন্যান্য যন্ত্রের কথা ছাড়িয়া ইহারই বিষয় দুই চারিটী কথা বলিব।)

যন্ত্র এবং আপনার সমতা রক্ষা করিতে পারিলেই শূন্যে উড়িতে পারা যায় কিন্তু উহা করিতে পারাই কঠিন ব্যাপার। বায়ু যদি নিস্তব্ধ থাকে তাহা হইলে তাহার মধ্য দিয়া আকাশে বিচরণোপযোগী নানা রূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু আকাশের এরূপ অবস্থা প্রায়ই পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ইহাতে ঝড় ঝাটা প্রভৃতি নানারূপ গোলযোগ আছেই; একারণ আকাশে উড্ডীয়মান হওয়া তত সহজ হয় না। পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল পক্ষীরা বায়ু অপেক্ষা লঘুভার একারণ আকাশে উড়িতে পারে কিন্তু আজ কাল আর সে কথা খাটে না, আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পক্ষীদের দেহের ভার বায়ু অপেক্ষা অধিক, ইহা শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারে পক্ষীরা অত অবলীলাক্রমে আকাশে উড়িতে সক্ষম হয় আর আমরা পারি না কেন? ইহার উত্তর এই যে সমতা রক্ষা করাই উড়িবার প্রধান উপায় এবং পক্ষীদিগের শরীরে কতক গুলি এ প্রকার শিরা আছে যাহারা সর্ব্বদাই তাহাদিগের সমতা রক্ষা করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই সকল শিরা স্বভাবতই আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে উহার নিমিত্ত তাহাদিগকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। মনুষ্যের দ্বারা যাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে এরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করা সহজ ব্যাপার নহে? কিন্তু তাহা না হইলেও কতক পরিমাণে ঐ উদ্দেশ্য পূরণ হইতে পারে এরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করা একেবারে অসম্ভব নয়। সহিষ্ণুতার সহিত চেষ্টা করিলে মানব কালে আকাশে কিয়ৎ দূর অনায়াসেই ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবে।

উক্ত আশা ফলবতী করিবার নিমিত্তই Herr Lithienthal চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অবশ্য তাহাকে অনেকবার অকৃতকার্য্য হইতে হইবে। সম্পূর্ণ অজানিত নিয়ম সকল আয়ত্ত করিতে যাইলে সকলকেই প্রথমে

বৈফল মনোরথ হইতে হয়। সকলেই জানেন প্রথমে Bicycle গাড়ী চড়িতে শিখিবার সময় শিক্ষেচ্ছু ব্যক্তিকে কত চেষ্টা করিতে হয়; আপনার সমতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে কত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু এক জন অভ্যস্ত ব্যক্তিকে Bicycle চাপিয়া অবলীলাক্রমে যত দূর ইচ্ছা যাইবার নিমিত্ত যে কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয়, এরূপও বোধ হয় না। ইহার কারণ কি? নব শিক্ষার্থিগণ ইহাতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, কিরূপ নিয়ম চালিতে হইবে কিম্বা আপনার সমতা রক্ষা করিতে হইবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি বারম্বার চেষ্টা দ্বারা সে গুলি আয়ত্ত করিয়াছেন।

Bicycle এর পক্ষে যেরূপ দেখা যায় মানবের উড়িবার পক্ষেও সেই রূপ হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। Herr Lithienthal অচিরে সমতা রক্ষা করিবার নিয়ম সকল অভ্যাস বশে আয়ত্ত করিবেন ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ক্রমশঃ তন্নিবন্ধন চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে।

তবে এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিতে গেলে প্রথমে সরল যন্ত্র লইয়াই আরম্ভ করা উচিত। Herr Lithienthal ও তাহাই করিয়াছিলেন। বিস্তৃত আকাশে নিজ পক্ষ সদৃশ যন্ত্রের সাহায্যে Lithienthal উন্নত স্থান হইতে প্রথম উড়িবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি অধিক দূর যাইতে পারিতেন না, কিন্তু দিন দিন অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহার অধিক দূরে যাইবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি সুবিধামত পাঁচ শত 'মিটার' পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হইলেন। আজ কাল তিনি এইরূপ ভ্রমণের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। দুইটী বিষয়ের উপর তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাঁহার প্রথম চেষ্টা যাহাতে পক্ষিদিগের ন্যায় বিনা চেষ্টায় (পক্ষ না নাড়িয়া) দুই তিন ঘটা আকাশে ভ্রমণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার যন্ত্রের সহিত এমন কোন গতি বিধায়ক যন্ত্রের সংযোগ করিতে পারেন যদ্দ্বারা ইচ্ছামত স্বীয় গমন পথ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়েন।

পরীক্ষা দ্বারা এই সকল বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিবার নিমিত্ত, তিনি

সম্প্রতি বার্লিন নগরের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত করাইয়াছেন। ঐ মৃত্তিকাস্তূপ অল্প অল্প করিয়া নামিয়া আসিয়া ক্রমশঃ সমতল ভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষ সদৃশ যন্ত্র (framework) দৃঢ়-করে ধারণ পূর্ব্বক তিনি স্তূপের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে নিম্ন দিকে নামিয়া আসিতে থাকেন এবং ঐ প্রকারে উত্থানোপযোগী গতি (velocity) লাভ করিবা মাত্র পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক উড়িতে আরম্ভ করেন এবং যতক্ষণ না পুনরায় মৃত্তিকায় নামিয়া আসেন, ততক্ষণ ঐরূপ প্রকারে উড্ডীয়মান থাকেন।

Lithienthal যে ঐ প্রকারে উড়িতে সমর্থ হয়েন তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ এই যে, ক্রমনিম্ন স্তূপে নামিবার সময় তাঁহার শরীরে দুইটি গতি হয়, তন্মধ্যে একটি অধোদিকে [মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা যেটি হয়] এবং অপরটী সমতলভাবে কার্য্য করে। পূর্ব্বোক্তটী তাঁহাকে নামাইবা আনিবার চেষ্টা করে এবং শেষোক্তটী তাঁহাকে অগ্রে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহার পক্ষে বায়ু লাগিয়া তাঁহার শরীরে প্রথমোক্ত গতির বিপরীত অন্য একটী গতি উৎপাদন করে এবং পরস্পর বিপরীতমুখী তুল্য বল (কেবল তুল্য বল হইতেই এক বস্তুতে সমান গতি উৎপন্ন হয়) দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি নিম্নে কি উর্দ্ধে কোন দিকেই যাইতে পারেন না। পরন্তু যে বলটী সমতল ভাবে কার্য্য করে তৎকর্ত্তৃক বিনা বাধায় সম্মুখ দিকে নীত হয়েন। পক্ষিদিগকে মধ্যে মধ্যে বিনা চেষ্টায় যে উড়িতে দেখা যায় তাহারও কারণ উহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বায়ুর গতি সকল সময়ে সমান থাকে না। যখন বায়ু তাহাদের পক্ষে আঘাত করিয়া মাধ্যাকর্ষণজনিত তাহাদের দেহের অধোগতি অপেক্ষা অধিক উর্দ্ধগতি উৎপন্ন করে তখন তাহারা বিনা আয়াসেই উর্দ্ধে যাইতে থাকে। আবার বায়ুর গতি হ্রাস হইলে ক্রমনিম্ন ভাবে নিম্নে আসিতে থাকে। আবার গতি বৃদ্ধি হইলে পুনরায় উর্দ্ধে যায়। এই প্রকারে বায়ুর গতি অনুসারে তাহারা অনেকক্ষণ বিনা চেষ্টায় উড়িতে পারে।

অনেক পরীক্ষার পর Lithienthal এখন জানিতে পারিয়াছেন যে নিস্তব্ধ আকাশে উড়িয়া বেড়ান যে প্রকার সহজ, আকাশে বায়ুর বেগ

অধিক থাকিলে সে প্রকার নহে। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি বাত্যা বিশিষ্ট আকাশে উড়িতেও পশ্চাৎপদ নহেন। অভ্যাসের নিমিত্ত তিনি আজ কাল এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে বায়ু ব্যাতা বিশিষ্ট হইলেও তিনি আপনার শরীর কৌশল পূর্ব্বক সঞ্চালন করিয়া আপনার এবং যন্ত্রের সমতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু তাহার দেহ সঞ্চালন এখনও ততদূর অভ্যস্ত ও স্বাভাবিক হয় নাই।

অধিক দূর যাইতে সক্ষম হইবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের মধ্যে তাঁহার দেহের নিকট আর একটি যন্ত্র রক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা 'প্রেসড কার্ব্বোনিক এসিড গ্যাস' দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অঙ্গুলি দ্বারা একটু টিপিয়া দিলেই ইহার মধ্যস্থিত কার্ব্বোনিক এসিড বল প্রকাশ করে এবং সেই যন্ত্রকে টানিয়া লইয়া যায়।

এই গতি বিধায়ক যন্ত্র সংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুরাতন যন্ত্রের পক্ষের অগ্রভাগ দ্বয়ের ও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আজ কাল তাঁহার চেষ্টার সুফল দেখিয়া অনেক বৈজ্ঞানিকেই আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং সকলেই বলিতেছেন মনুষ্যেরা পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইবে।

মুসলমানদিগের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা।

[পারাগল খাঁ এবং ছুটীখাঁর মহাভারত।]

আলা উদ্দীন হোসেন সাহ বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গে শেষ ইলিয়াস সাহ বংশের রাজত্ব সময়ে হোসেন একজন কায়স্থ কর্ম্মচারীর সামান্য ভৃত্য ছিলেন। সেই অবস্থা হইতে ক্রমে তিনি বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হোসেন যে ঐরূপ সামান্য অবস্থা হইতে এরূপ উন্নত হইয়াছিলেন তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তিনি হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য করিতেন, তিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণবর্গ ও বুদ্ধিমান কায়স্থ সন্তান দিগকে রাজ সরকারে উচ্চপদ প্রদান করিতেন। রূপ ও সনাতন তাঁহার সচিব ছিলেন, হিরণ্য এবং গোবর্দ্ধন তাঁহার সময়ে সমগ্র সপ্তগ্রামের প্রতি-

নিধিত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহারই সময়ে নরোত্তম দাসের বংশধরগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন; তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারই সময়ে চৈতন্যের ভক্তি তরঙ্গে বঙ্গ প্লাবিত হয়। তদ্বংশীয়গণের রাজত্ব সময়ে বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা পুনরায় উদ্দীপিত হয়।

প্রভুর এই প্রকার আচরণ দেখিয়া তদীয় প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ হিন্দুদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং অচিরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার রাজত্ব বিস্তার পাইতে লাগিল। তিনি ত্রিপুরার কিয়দংশ ও চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত অধিকার করিলেন, উত্তরে কামতাপুরের পরাক্রান্ত রাজবংশ বিধ্বস্ত করিলেন এবং উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে বারম্বার সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পরাক্রান্ত দিল্লীর লোদি সম্রাটের রোষ ভাজন হইয়াও জানপুরের পলায়মান নৃপতিকে স্বরাজ্যে আশ্রয় প্রদান করিলেন। হিন্দু তাঁহার সপক্ষ ছিলেন বলিয়াই তিনি এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাবেই তাঁহার এত বলাধিক্য হইয়াছিল।

তিনি যে সকল উপায়ে হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে তাঁহাদের দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি বিধান একটী। বাঙ্গালা সাহিত্য হোসেনের পূর্ব্বে ছিল না এরূপ নহে, ইতিপূর্ব্বে কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক রামায়ণ এবং গুণরাজ খাঁ কর্ত্তৃক ভাগবৎ অনুবাদিত হইয়াছিল। মনসা মঙ্গল, চণ্ডী এবং ধর্ম্মরাজ প্রভৃতির কথা দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল ১৪৯৫ খৃঃ প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহাভারতের কোন প্রকার অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালায় মহাভারত না থাকাতে সাধারণ লোকের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল, নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মে অনেক ব্যাঘাত পড়িতে লাগিল। একারণ হোসেনের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ পারাগল খাঁ নিজ ব্যয়ে মহাভারতের অনুবাদ করাইতে কৃত সংকল্প হইলেন। তিনি পরমেশ্বর কবীন্দ্র নামক জনৈক কবিকে উক্ত কার্য্যে নিযোজিত করিলেন।* মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

* শ্রীযুত পারাগল খাঁ পদ্মিণী ভাস্কর।
কবীন্দ্র কহন্তি কথা শুনন্ত লস্কর ॥

এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, যে মহাভারত অনুবাদিত হইল তাহা জৈমিনীর, বৈশম্পায়নের নহে †।

জন্মেজয় জনৈক ঋষির কোপে পড়িয়া অভিশপ্ত হইলে তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েন। রাজা নিরুপায় হইয়া ব্যাসের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন; ব্যাস তাঁহাকে তাঁহার শিষ্য জৈমিনীর নিকট হইতে মহাভারতের কথা শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। এ মহাভারতের উত্তর প্রত্যুত্তরকারী জন্মেজয় এবং জৈমিনী। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় আজকাল সমগ্র জৈমিনী ভারত সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পারাগল খাঁর অনুবাদ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হোসেন সাহের সময়ে সমগ্র জৈমিনী ভারত পাওয়া যাইত।

এই মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের শেষ ভাগে লিখিত আছে যে পারাগল খাঁর পুত্র ছুটী খাঁ শ্রীকর নন্দী* নামক জনৈক কবিকে উক্ত পর্ব্বে বর্ণিত যুদ্ধাদির সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিতে অনুমতি করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীকর নন্দী লিখিত ছুটী খাঁর অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে হোসেন সাহের পুত্র নাসরত সাহ এবং ছুটী খাঁর বিবরণ পাওয়া যায়।

---

† জয়মুনি নামে শিষ্য দিল তোম্মা স্থানে।
এঁহি কথা কহিবেন শুন সাবধানে।

* লস্কর পারাগল খানের তনয়।
শুনিয়া যুদ্ধের কথা সরস হৃদয়॥
ছুটী খান নাম নসরত মহামতি।
পশ্চাতে কি হইল হেন পুচ্ছিল ভারতী॥
শ্রীকর নন্দীরে কহে দেখিয়া সংগীতা।
জয় মুনি কহিলেক ভারতের কথা॥
অশ্বমেধ পুণ্য কথা কল্পতরু পুণ্য লতা
পাপ তাপ আর নাহি ভয়।
শুনিতে মধুরতর যুক্তি প্রদ অক্ষর
শুনি বাণী নাহিক সংশয়॥
খান পারাগল সুত, সর্ব্বগুণে অদ্ভুত
মেদিনী মদন সম শর।
বন্ধুজন বিকাশ অরিকুল হৈল নাশ
মন্ত্রণাতে যেন শশধর।

ছুটী খাঁ নাসরত সাহের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনি ও একজন বঙ্গ ভাষার উন্নতিকারী ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে শ্রীকর নন্দী কর্তৃক অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখিত হইয়াছিল। এ সকল পুস্তকের বাঙ্গালা বেশ, উহাদের মধ্যে বড় বড় সংস্কৃত শব্দের বা পারস্য দেশীয় শব্দের ব্যবহার অতি অল্পই আছে। তবে তুর্ত্তী, আস্কার, কবস্তি, নিবসন্তি প্রভৃতি কতিপয় পালি, এবং প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের মনে যে বিশ্বাস আছে, যে বাঙ্গালা ভাষার মনোভাব ব্যক্ত করণোপযোগী শব্দের বড়ই অভাব, এ পুস্তক দুবার পড়িলে সে ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে।

"আয় চাঁদ আয়।"

"আয় চাঁদ আয়, চাঁদের কপালে মোর টিপ দিয়ে যা'।"

খুকু কোলে "পুঁটু মণি" চেঁচিয়ে চাঁদে ডাকে,
মুচ্‌কে হেসে মেলিয়ে কেশে চুমে খুকুর নাকে।
আবেগ মনে আড় নয়নে খুকুর পানে চায়,
(ফের) চাঁদের দিকে ফিরিয়ে তাকে, আপন মনে গায়।
"কোলের চাঁদ আকাশ চাঁদ কোন চাঁদটি ভাল?
একটী নিচু আরটি উচু দুটিয়ে করে আলো,
মনের মত এ চাঁদ কত আকাশ মাঝে থাকে,
কোলের চাঁদ প্রাণের সাধ (অধিক) বাস্‌বো ভাল একে।"
এতেক ভাবি রূপের ছবি "পুঁটু" নেচে ধায়।
সোণার বরণ চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে দেছে গায়।

লস্কর যে ছুটীখান কল্পতরু যার দান
বলবন্ত বৃকোদর সম।
তাহার নির্দ্দেশ লভি শ্রীকর নন্দীয় কবি
করিলেত * * অনুপাম॥

সাথীটি কাছে বাড়ীর পিছে ধায় আবেগ মনে,
পুতুল সনে "সবোজ" ধনে আনতে আপন সনে।
টুকটুকে তার ঠোঁটের দু'ধার পটল চেরা চোক,
তিলের ফুল নাকের ভুল' গোলাপী তার নোখ।
আঙ্গুল গুলি চাঁপার কলি দুধে আলতা রং,
চামর গোছা কেশের বোঝা সুঠাম তার ঢং।
কুন্দ ফুল সমান তুল দাঁতে চিকুর হানে,
(খুকু) "সবোধ" নিয়ে জানলা দিয়ে চায় বাগান পানে।
জানলা তলে ফুলের দলে শোভে বাগান খানি,
হাজার ফুলে হাজার ভোলে যেন হাজার মণি।
যুঁই চামেলি বেলের কলি মল্লিকা রয় হেথা,
গোলাপ হাসে কমল ভাসে, শোভে টগর সেথা।
একলা শশী উপরে বসি শোভে আকাশ খান,
হাজার শশী নিচেয় বসি যেন হাজার মণি।
চাঁদের প্রভা ফুলের শোভা উভে উভয় হবে,
চাদের তরে ফুলের বাড়ে চাঁদের ফুল তরে।
(খুকু তখন) মুচকে হেঁসে সবোধ ভাসে "সই! ঠিকটি করে বল:—
আকাশ চাঁদ কোলের চাঁদ কোন চাঁদটি ভাল?"
দেখিয়ে তখন পুঁতুল আপন "সবোজ" বলে "সই!
আমার কাছে আমার খুকুর সমান কিছু নেই,
আকাশ চাঁদ তোমার চাদ দেখতে ভাল বটে
আমার কাছে আমার চাঁদে আরো শোভা ফোটে।"
লেখিকা বলে বেশ বলিলে—(সবো! তোমার) মুখে সুধা ঝরে
নিজের কাছে নিজের চাঁদে অতুল শোভা ধরে।"

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

Aryan Traits.—স্থানীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, বি, প্রণীত। এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্তা হিন্দুয়ানীর হইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সহিত আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের কত প্রভেদ তাহাও দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; স্থানে স্থানে অহিন্দু আচার ব্যবহার ও কার্য্যকলাপের প্রতি তীব্র উপহাস করিতেও বিরত হয়েন নাই। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু আজকালকার দিনে এ প্রকার পুস্তকের দ্বারা যে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইবে বলিতে পারি না।

মনোরমা।—শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত, 'বীণাপাণি' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। গল্পটী যেন কিছু লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন প্রতি মাসেই এরূপ একখানি পুস্তক বাহির করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে; সুতরাং ভবিষ্যতে এ দোষ শুধরাইয়া যাইবে, আশা করা যায়। প্রার্থনা করি গ্রন্থকার সফল মনোরথ হউন।

দর্শক।—সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র, অত্রস্থান হইতে প্রকাশিত। "এখানে 'বার্ত্তাবহ' নামক একখানি সম্বাদ পত্র সত্ত্বেও আবার 'দর্শকের' আবির্ভাব হইল কেন?" সহজেই এ কথা লোকের মনে হইতে পারে, এই ভাবিয়া দর্শক-সম্পাদক দর্শকের প্রথম সংখ্যাতেই তাহার কারণ দর্শাইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কারণ সাধারণের তুষ্টি সাধন করিতে পারে নাই। দর্শকেরও যে উদ্দেশ্য বার্ত্তাবহেরও সেই উদ্দেশ্য, তবে যদি বলেন বার্ত্তাবহের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না, আমরা বলি সাধারণে চেষ্টা করিয়া 'বার্ত্তাবহকে' সেই সোপানে উন্নীত করিলেই ভাল হইত, উহার নিমিত্ত আবার একখানি সম্বাদ পত্র বাহির করা ভাল হয় নাই। কিন্তু ও কথায় কাজ নাই, উহা এখানকার লোকের স্বভাবসিদ্ধ। দর্শক কাগজখানি আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও আশাপ্রদ। দর্শক সম্পাদক নির্ভীক চিত্তে সাধারণের কার্য্য কলাপের সমালোচনা করিয়া থাকেন দেখিতে পাই, সম্বাদ পত্র সম্পাদকদিগের এ নির্ভীকতা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বাসনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম ভাগ } সন ১৩০০ সাল, চৈত্র। } দ্বাদশ সংখ্যা।

এ জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

আমরা সময়ে সময়ে সংসারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ক্ষণিক চিন্তাসাগরে আত্মনিমগন পূর্ব্বক যখন স্বীয় আত্মার বিষয় আন্দোলন করি, তখন প্রায়ই আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয় "এ জগতে আমাদের আসিবার কারণ কি ? সুখদুঃখময় এ জীবনের উদ্দেশ্য কি ? আমরা কি কাহারও অভিপ্রায় সাধনার্থ হেথায় আগমন করিয়াছি ? না স্বইচ্ছায় আসিয়াছি ? আমাদের কি বিশেষ কোন কার্য্যকারিতা আছে, না বিনা উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ? আমরা হেথায় না আসিলে কি হইত ?" ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া যখন আমরা দেখিতে পাই তপন দেব, দিবা রাত্রির পর্য্যায় ক্রমাগমনার্থ প্রতি নিয়ত উদয়াস্তাচলে গমন করিতেছেন, সুধাকর রজনীর অন্ধকার বিনাশ করিবার নিমিত্ত গগনে প্রতিভাত হইতেছেন, তারকাকুল নিশানাথের উপস্থিতিতে ধরান্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন, স্রোতস্বিনী জনগণের পিপাসা নাশ ও ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনের নিমিত্ত ক্ষিপ্র গমনে স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্তা রহিয়াছেন, তরুরাজি ফল ভরে অবনত হইয়া ক্ষুধিত মানবকে আহার দান করিতেছে, তখন আর আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইতে বিলম্ব থাকে না—তখন আমরা বুঝিতে পারি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুবৎ হইলেও আমাদের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে—তখন আমরা

বুঝিতে পারি কি ক্ষুদ্র কি মহৎ কেহই এ ধরায় বিনা উদ্দেশ্যে আগমন করেন নাই সকলের যথাযোগ্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা আছে, কাহারও বিনা উদ্যমে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। ইহার পর সমস্যা আরও কঠিন হইল, এক পদ অগ্রসর হইলাম বটে কিন্তু প্রকৃত রহস্য ভেদ কিছুই হইল না। বুঝিলাম আমাদের জীবন উদ্দেশ্য বিহীন নহে কিন্তু "আমার" জীবনের উদ্দেশ্য কি? "আমি" কি কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি? সকলের সমান বা এক প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। হস্তী দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয় ভেক দ্বারা সে কার্য্য হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। একচ্ছত্র রাজরাজেশ্বর কর্তৃক জগতের যাহা হইতে পারে তুমি আমি দ্বারা কখনই তাহা হইতে পারে না। তবে আমার দ্বারা কি হইতে পারে তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর না পাইলেই নহে। যতদিন না আমরা ইহার প্রকৃত উত্তর জানিতে পারি ততদিন আমাদের জীবন উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া রহিল। আমরা কয়েক দিবসের নিমিত্ত এক কর্ম্মে আবার কয়েক দিবসের নিমিত্ত অন্য এক কর্ম্মে নিযুক্ত রহিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের সন্তোষ হইল না সুতরাং মন ও কোন কার্য্যে অনুরূপ নিবিষ্ট হইল না। এই প্রকারে যতদিন না সদুত্তর প্রাপ্ত হই তত দিন আমাদের অমূল্য জীবনে কিছুই করিবার আছে বলিয়া বোধ হয় না, পরন্তু উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া উহা অপব্যয়িত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে এরূপ সময়ে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তম ভাগ ভীষণ সন্দেহ দোলায় দুলিতে থাকে, আমাদের অন্তর্যাতনার অবধি থাকে না। ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যৌবন সময়ে পাঠ সমাপনান্তর যখন আমরা উপজীবিকা নির্ব্বাচনে যত্নবান হইয়া কিছুদিন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে না পারি, তখন আমাদের হৃদয়ের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া উঠে। কিন্তু সেই পার্থিব সুবিধা অসুবিধার সহিত যদি "ভগবান আমাদের কি উদ্দেশ্যে সৃজন করিয়াছেন? কোন পন্থা তাঁহার অনুমোদিত?" এ চিন্তা আসিয়া যোগ প্রদান করে তাহা হইলে সমস্যা আরও কত গভীর হইয়া পড়ে। আবার যদি সে সমস্যার রহস্য ভেদ না করিতে পারা যায় তাহা হইলে

আমাদের কি রূপ ধৈর্য্য চ্যুতি হইয়া থাকে তাহা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সকলে এ চিন্তার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন না যাহারা ভুক্তভোগী তাহারাই মাত্র ইহার গভীরত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এ ব্যাধির ঔষধ নাই এ বিষের শান্তি নাই একমাত্র ভগবানই ইহার শান্তি—ইহার ঔষধ। এ রোগে উপদেশ লইবার উপায় নাই, উপদেশে ইহা বর্দ্ধিত ব্যতীত প্রশমিত হইবার নহে। কারণ ব্যক্তি ভেদে এতদ্বিষয়ক উপদেশ বিভিন্ন হইবেই হইবে। জগতের সকল লোক এক প্রকারে শিক্ষিত নহেন সকলে এক কর্ম্মকে করণীয় বিবেচনা করেন না সকলে এক পথকে গন্তব্য বিবেচনা করেন না সুতরাং ইহাতে প্রমাদ আর ও অধিক ঘটিল। সংসার-বিরাগী ধার্ম্মিক আমাদিগকে উপদেশ দিবেন এ সংসার মায়াময়, ইহাতে প্রকৃত বস্তু কিছুই নাই, ইহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দ ভজনা কর, পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিবে। বৃথা ধন জনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না, নশ্বর অর্থ এবং সম্মানের প্রয়াসী হইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিও না। যুদ্ধ বিগ্রহ সংসার বিলাসিতা লইয়া উন্মত্ত হইও না, পার্থিব আশার স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইও না, দিন যাইতেছে আয়ুক্ষয় হইতেছে, সময় থাকিতে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া লও। যোদ্ধা বলিবেন, তোমার ন্যায় অলস অপদার্থ জীব ত কখন দেখি নাই! হতাশ হইয়া কাপুরুষের ন্যায় কি ভাবিতেছ? কি আশ্চর্য্য এত কর্ম্ম থাকিতেও কর্ম্ম খুজিয়া পাইতেছ না? তোমার জন্মভূমির রক্ষণাবেক্ষণ কর, আর্ত্তকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর, শত্রুকে সমরে পরাজিত কর, জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। এবং ইহাও যদি পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ না হয় দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হও। সংসারী কহিবেন, তুমি যাইবে কোথায়? তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা বসিয়া রহিয়াছেন এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের ফেলিয়া কোথায় যাইবে? তাহাদের ভরণ পোষণ কর, তাহাদের সেবা কর। তোমার সন্তান সন্ততি রহিয়াছে তাহাদের প্রতিপালন কর। তোমার যৌবন বয়স্কা বনিতা তোমার হস্তে তাহার জাগতিক সমস্ত সুখ দুঃখ অর্পণ করিয়াছে, তাহাকে অনাথিনী করিয়া কোথায় যাইতে চাহ? আরও অনেক ব্যক্তি অনেক কথা বলিবেন কিন্তু প্রত্যেকের উপদেশ প্রায় বিভিন্ন প্রকারের হইবে কিন্তু

তাহাতে আমাদের উপকার হইবে কি? আমরা যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই রহিব ঐ অসংখ্য মতের মধ্যে কোনটী প্রশস্ত কি প্রকারে বুঝিব। পাঠক! আপনি হয়ত বলিবেন পরমেশ্বর কি আমাদের কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি প্রদান করেন নাই? উহার চালনায় কি এ প্রশ্নের সমাধান হইবে না? হইবেই না, এমন কথা বলিতে পারি না তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে মানব বুদ্ধির দ্বারা বিশ্ব স্রষ্টার জগৎ সৃষ্টিরূপ বিচিত্র কৌশলের রহস্য ভেদ করা বড় সহজ হইবে না। পরস্পর বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ বিশিষ্ট প্রাণি বস্তু আদির সমাবেশ স্থল জগৎ বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ জগতে যুদ্ধ চাই শান্তি চাই, সাহস চাই, ভয় চাই, মিত্র চাই শত্রু চাই, ধর্ম্ম চাই বোধ হয় অধর্ম্মও চাই। জীবে দয়াও চাই, জীব হিংসাও চাই। যে [illegible]কে একেবারে তাড়াইয়া দিলে চলিবে না, জীবহিংসা একেবারে তুলিয়া দিলেও চলিবে না, দুষ্টের দমন চিরকালই চলিয়া আসিতেছে ভগবান স্বয়ং তাহার অগণ্য উদাহরণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়াই ধনজনের গৌরবে পর পীড়নে উন্মত্ত রহিলে চলিবে না, পাপে তনু ভাসাইলে চলিবে না। ধর্ম্ম উপদেশ অহরহ প্রয়োজনীয়, বৈরাগ্যের উদাহরণ সকল সময়েই আদরণীয়। কিন্তু ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য প্রয়োজনীয় হইলেও সংসারী ও তাহার সংসারে আসক্তি অপ্রয়োজনীয় নহে। নতুবা পদ্মযোনী মানস পুত্রদিগকে নির্লিপ্ত ও আসক্তি শূন্য দেখিয়াও পুনরায় সংসার সৃষ্টিতে এতদূর যত্নবান করিতেন না। তাই বলিতেছিলাম এ বিষয়ে আমাদের অল্প বুদ্ধি কিছুই সাহায্য করিতে পারিবে না। পাঠক! এইরূপ স্থলে আপনি হতাশ হইয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন তবে কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণীত হইবে না? আমরা কি উহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিব না? মানব জীবনের জটীলতার কথা নূতন করিয়া আর কি বলিব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর আমাদের যখন যে কার্য্যে নিয়োজিত করেন সেই কার্য্যই আমাদের তৎসাময়িক কর্ত্তব্য, সেই কার্য্যই সেই সময় আমাদের তৎসাময়িক উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে।

আমরা বুদ্ধি বলে জীবনের উদ্দেশ্য বাহির করিব বলিয়া আমার বোধ হয় না। জগতের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত মানব কত কি আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টির কারণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই,

জীবন রহস্যের রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। আমার বোধ হয় এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়াই ঋষি গাহিয়া গিয়াছেন :—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তন্ত্রোক্ত প্রকৃতির বা আদ্যাকালীর গুণক্ষোভ প্রযুক্ত মহাকাল সহজাত 'নাদ' বা পুরাণোক্ত গোলোকে নিত্য রাসলীলায় রাধিকার অণ্ড প্রসব একই কথা, উহাদের লক্ষ্য মহত্তত্ত্ব। শ্রুতিতে ইনি হিরণ্যগর্ভ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন।

সৃষ্টি মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের তিনটী অবস্থা বর্ণিত আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে স্থূল, তদন্তর্গত সূক্ষ্ম ভূত সকলের অস্তিত্ব বশতঃ ইহাকে সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্মাবস্থার আদি কারণ সত্ত্ব রজ ও তম গুণকে ইহার কারণ শরীর বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ এই অবস্থা ত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যকে সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন:—

স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থার সমষ্টিভাবে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যকে যথাক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এবং উক্ত অবস্থা ত্রয়ের এক একটী সমষ্টি ভাবের অন্তর্গত ব্যষ্টি ভাবাধিষ্ঠিত অর্থাৎ বিভক্ত ভাবে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা চৈতন্যকে যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একই চৈতন্যের সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে অবস্থা ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে।

শ্রুতি আছে প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া গুণ ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করেন। হিরণ্যগর্ভ বা পুরুষই মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল পুরুষকেই ঈশ্বর বা স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নাদ হইতে তিন প্রকার বিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে। আবার মহত্তত্ত্ব হইতে তিন প্রকার অহংকার তত্ত্বের উৎপত্তির উল্লেখ আছে; এই ত্রিবিধ বিন্দু বা

অহঙ্কার তত্ত্ব সত্ত্ব রজতম ময়। অনন্তর সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, এই শক্তি হইতে রুদ্র, রাজসিক বিন্দু বা নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি, এই শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং তামসিক বিন্দু বা বীজ হইতে বামা শক্তি এবং এই শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। তন্ত্রে বিষ্ণুকে তম গুণময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি।

তন্ত্রের ত্রিবিধ বিন্দু বা সাংখ্যের ত্রিবিধ অহঙ্কার, ক্রত্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বরূপ। রুদ্র সংহার কার্য্য করেন বলিয়া কেহ ইহাকে তম গুণ অপরে সত্ত্ব গুণময় বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে বোধ হয় সংহার কার্য্যকে আমরা তম গুণাত্মক বলি বটে কিন্তু উহাই স্থূল জড় রূপে পরিণত নিত্য ব্রহ্ম চৈতন্যকে পুনরায় স্বরূপে চৈতন্য পথে পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। সাংখ্যকার নাশ অর্থে কারণে লয় হওয়া অর্থাৎ সকলের আদিকারণ ব্রহ্ম তাহাতে লয় হইয়া যাওয়ার নাম নাশ বলিয়াছেন, এই জন্য অনেকে ইহাকে সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়া থাকেন। অপরে সৃষ্টির আধার সত্ত্ব প্রধান কারণ রূপকে অর্থাৎ উৎপত্তি বিলয়ের মধ্যবর্ত্তী কারণ রূপকে বিষ্ণু বলিয়া থাকেন, রজ গুণকে ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন কারণ রজ প্রধানাবস্থায় অতি সূক্ষ্ম রূপে তিনি প্রতি অণুতে সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিতেছেন। ফলতঃ এক মাত্র চৈতন্য রূপভেদে চরাচরে ব্যক্ত রহিয়াছেন ইহাই তাঁহার ত্রিপাদ সৃষ্টি। সৃষ্টির অতীত তাঁহার অপর অব্যক্ত অবস্থাকে তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য পর প্রণব বা পরম ব্রহ্ম বলে।

উক্ত বিন্দু, বীজ ও নাদে এক একটী শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয়, যথা জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি।

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জ্ঞান শক্তির প্রকাশ, তজ্জন্য তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইচ্ছা শক্তির বিকাশের জন্য তাহা হইতে ইন্দ্রিয় তত্ত্ব এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে ক্রিয়া শক্তির আবির্ভাবের জন্য উহা হইতে ভূত তত্ত্ব উদ্ভব হয়।

যখন প্রকৃতি দেবী সাম্যাবস্থায় বিলীনছিলেন তখন যেন ঘোর অমা নিশা, সকলই মহা নিদ্রাগত কেহই নাই—সকলেই মহা প্রলয়ের তম প্রভাবে অভিভূত, নিশ্চেষ্ট ও নিস্তেজ। সেই মহা শ্মশানে সহসা মহাকালের তাণ্ডব

নৃত্য আরম্ভ হইল; ভগবানের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছারূপ সৌদামিনী ঝলসিয়া উঠিল অনন্ত কোটি প্রাণী নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সহসা চাহিল রজোগুণ এতকাল তম গুণ কর্ত্তৃক পরাভূত ছিল সহসা নবীন তপনের সোণার বর্ণের ন্যায় নাচিয়া উঠিল, সৃষ্টি আবার আরম্ভ হইল। অনন্তকালে কে বলিতে পারে কতবার সৃষ্টি কার্য্য বিকাশিত হইয়াছে, কোথায় আরম্ভ হইয়াছে, বা কোথায় শেষ হইবে।

আদ্যা শক্তির গুণক্ষোভে প্রথমে তম গুণের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে ত্রিগুণ একরূপে অবস্থিত তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। কেননা বস্তুগত গুণ ত্রয়ের যে কোন গুণকে বিশ্লেষণ করা যায় সেই বিশ্লেষিত গুণের মধ্যে পুনরায় গুণ ত্রয় দৃষ্ট হইবে। এই প্রকার অসংখ্য বিশ্লেষণেও বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজ বা তম গুণান্বিত কোন বস্তু পাওয়া যায় না বস্তু সকল ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও গুণ বিশেষের প্রাবল্যে অপর গুণ দ্বয় পরিমাণে ন্যূন হইয়া প্রবল গুণের দ্বারা অভিভূত হয় এই বিপরীত উপরাগ বশত অর্থাৎ আদিতে চৈতন্য পদার্থে বা বিশুদ্ধ মহত্তত্ত্বে তম গুণের উপরাগ বশত সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিপরীত উপরাগ জন্য স্থূল ভূত মৃত্তিকাতে যে গুণ প্রবল আকাশে সেই গুণ বিরল ভাবে অবস্থান করে।

নাদ বা মহত্তত্ত্ব হইতে তমগুণে অভিভূত অহঙ্কার তত্ত্ব অর্থাৎ বীজ বা বিন্দু উৎপন্ন হয়, উক্ত বিন্দু অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ শূন্য সূক্ষ্মতম অপঞ্চীকৃত পদার্থ বিশেষ রজ ও তম গুণের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ নানা প্রকার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরস্পর সংযোগে ও বিভাগে নানা প্রকারের সূক্ষ্ম ভূত গঠিত হয়। এই প্রকার অব্যক্ত অবস্থায় উৎপন্ন সূক্ষ্ম ভূত সকল পঞ্চ তন্মাত্রে পরিণত হয়।

উক্ত বীজ বা তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন অণুদ্ব্যণু ত্রিশরেণু, ইত্যাদির সংযোগে স্থূল জগতের উপযোগী অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতরাশী ক্রমশঃ চৈতন্য স্বভাব চ্যুত হইয়া জড়ভাব ধারণ করে।

ঐ প্রকারের দশটী অণু একত্রিত হইয়া অপঞ্চীকৃত শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন করে, তাহা হইতে ব্যোমের অণু গঠিত হয়, আবার দশটী ব্যোমের অণুর সংযোগে স্পর্শ তন্মাত্র উৎপন্ন করে; তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল মরুতের

অণু উৎপন্ন হয়; আবার দশটী মরুতের অণু বিকৃত হইয়া রূপ তন্মাত্র উৎপন্ন করে, তাহাই তেজের অণু; তেজের দশটী অণুরদ্বারা রস তন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে অপের অণু, অপের দশটী অণুতে গন্ধ তন্মাত্র তাহা হইতে ক্ষিতির অণু গঠিত হয়। এই সূক্ষ্ম অণু রাশী অব্যক্ত অবস্থায় থাকায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। এই তন্মাত্র অবস্থা বুঝিতে হইলে দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও বেধ হীন সূক্ষ্ম অণুরাশী বলিয়া ধারণা করিতে হইবে।

এই রূপে অপঞ্চীকৃত তন্মাত্র রাশী ক্রমশ ত্রিকৃত ও পঞ্চীকৃত হইলে ক্রমে ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতিতে পরিণত হয়। তখন শান্ত, লঘু সূক্ষ্ম, প্রসন্ন ভাবাপন্ন আকাশের অণু, অস্থির ক্রিয়াশীল বায়ুর অণু, উষ্ণ তীক্ষ্ণ কক্ষ তেজের অণু, দ্রব, স্নিগ্ধ, মৃদু, পিচ্ছল, শীতল, জলের অণু, গুরু কঠিন খর বিষাদ ও মৃত ক্ষিতির অণু প্রভৃতি বিকার জন্মিয়া আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল ভূত উৎপন্ন হয়।

আকাশ ভূতের গুণ শব্দ এইজন্য উহাকে অপঞ্চীকৃত অবস্থায় শব্দ তন্মাত্র কহে। কিন্তু আকাশ হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর মূলধর্ম্ম স্পর্শ কিন্তু তাহাতে স্থূল ভাবে আকাশ থাকায় বায়ুতে আকাশের গুণ ও বিরাজ করে এই প্রকারে বায়ু হইতে তেজ জন্মে, তেজের মূল ধর্ম্ম রূপ অথচ বায়ু ও আকাশ থাকায় তাহাদের গুণ ও প্রাপ্ত হয়; তেজ হইতে জল, জলের মূল ধর্ম্ম রস অথচ পূর্ব্বোক্ত তেজ মরুতাদির ধর্ম্মান্বিত হয়, জল হইতে মাটী উৎপন্ন হয়—ইহার মূল ধর্ম্ম গন্ধ ও মিশ্র ধর্ম্ম রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ।

এক্ষণে পঞ্চীকৃত ভূত বলিলে এই বুঝাইবে যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ আছে কিম্বা যে পঞ্চীকৃত ভূতের কথা হইবে তাহার অর্দ্ধাংশ এবং অপর ভূত চারিটীর প্রত্যেকের দুই আনা পরিমাণের সমষ্টীতে উৎপন্ন পদার্থ বিশেষ। এইরূপে পাঁচ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইযাছে।

যখন ক্ষিতি অপ তেজাদির অণু সকল অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রাবস্থায় ছিল, তাহাদের তমোভাব প্রবল হইয়া 'স্থূল ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম উৎপন্ন করিয়াছে। সেই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতরাশীর সত্ত্ব-গুণের আধিকাংশই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপন্নের কারণ অর্থাৎ ব্যোমের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বাধিক্যে

দর্শনেন্দ্রিয় ও অপের সত্ত্বভাগে রসনেন্দ্রিয় ও অপঞ্চীকৃত ক্ষিতির পরমাণুর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ রূপে রজোগুণের প্রাবল্যে অপঞ্চীকৃত আকাশের অংশ হইতে বাক্ ইন্দ্রিয়, বায়ু হইতে পাণি, তেজ হইতে পাদ, জল হইতে উপস্থ ও ক্ষিতির রাজসিক অংশ হইতে পায়ু উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারাই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; ক্ষিতির তামসিক অংশে অস্থি, মাংস, নাড়ী, ত্বক, লোম; জলের তামসিক অংশে মজ্জা, শুক্র, শোণিত, স্বেদ, রস, তেজের তামসিক অংশে আলস্য, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি, বায়ুর তামসিক অংশে ক্ষেপণ, ধাবণ, প্রসারণ প্রভৃতি কার্য্য আকাশের তমাধিক্যে কাম ক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া স্থূল শরীর গঠিত হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চ ভূতের সত্ত্বাংশের একত্রিত অবস্থায় অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষিত্যাদির রাজসিক সমষ্টিতে, প্রাণ-বায়ু উৎপন্ন হইয়া প্রধানতঃ পঞ্চ প্রাণ নামে কথিত হয়, তাহারা আবার স্থান-ভেদে বহু আখ্যা ধারণ করিয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু ও অন্তঃকরণ বৃত্তির সমষ্টি দ্বারা অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, এই সূক্ষ্ম দেহ প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্থূল দেহ নষ্ট হইলে সূক্ষ্ম দেহ আত্মার অনুগমন করে, এবং পুনরায় সংস্কার বশতঃ আত্মার সহিত সংসারে আসিয়া স্থূল শরীর ধারণ করে।

এই সূক্ষ্ম শরীরই আত্মার নিকটবর্ত্তী আবরণ। চৈতন্য ভাব অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব কথিত মহত্তত্ত্ব তমোগুণের আধিক্যে সত্ত্বাংশের হ্রাস বশত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জড়ভাবাপন্ন হইয়া জীব ভোগোপযোগী নানা প্রকার স্থূল দেহ আনয়ন করিয়া বিশ্ব মাঝে স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

পণ্ডিতেরা স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ইহার ভিতর, কর্ম্মেন্দ্রিয় গণের সহিত পঞ্চ প্রাণবায়ুর মিলনকে প্রাণময় কোষ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সহিত মনের মিলিত অবস্থাকে মনোময় কোষ বলিয়াছেন। আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোষ যেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া মহৎ ব্রহ্মের আবরণ স্বরূপ অবস্থান করেন তাহাকে বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ বিরাজমান, সেখানে

আত্মা প্রীতি ও আনন্দময় বলিয়া পরিগণিত হয়েন। সেই আনন্দময় কোষে জ্যোতিরভ্যন্তরে 'হিরণ্যাক্ষ সবিতা' নামক পুরুষ, সূক্ষ্ম শরীরের পরাংশ, যাঁহার গ্রহণ যোগ্য কোন চিহ্ন নাই, যিনি জীব মাত্রে অবস্থিত ও সর্ব্বত্র বিরাজিত, যাঁহাকে আপ্তগণ দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ও মন্তব্য বলিয়া গিয়াছেন সেই আত্মা নারায়ণ; কেহ কেহ তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ অপরে চুলের সহস্র ভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি নির্লিপ্ত ভাবে সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান করেন।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষী গ্যালিয়টী।

ফ্রান্সাধিপতি একাদশ লুইএর রাজত্বকালীন ফ্রান্স ও তদন্তর্গত বার্গাণ্ডি নামক প্রদেশ মধ্যে মহান্ বিবোধিতা সমুপস্থিত হইযাছিল। বার্গাণ্ডি প্রদেশের ডিউক চার্লস যদিও সম্বন্ধ সূত্রে ফ্রান্সাধিপের সহিত আবদ্ধ ছিলেন, তথাপি রাজনৈতিক অবস্থা পরস্পরার বশবর্ত্তী হইযা উভয়েই পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইযা উঠিযাছিলেন। এইরূপ বিষম শত্রুতার ফলে দেশ মধ্যে সময়ে সময়ে ভীষণ রুধির স্রোত প্রবাহিত হইত। ফ্রান্সাধিপতি লুই যদিও প্রশংসনীয় চরিত্রের লোক ছিলেন না তথাপি রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তৎসাময়িক নৃপতিগণ মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয না। ইংলণ্ড ফ্রান্সের চিরশত্রু, সুযোগ পাইলেই প্রতিশোধ বাসনা পরিতৃপ্ত করিবে, এদিকে নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশের অধিপতি, ফ্রান্স রাজের প্রতি নিতান্ত অনুকূল নহেন, এরূপ সময়ে বার্গাণ্ডি প্রদেশের পরাক্রান্ত ডিউক চার্লসের সহিত প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা সাধন করা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া ফ্রান্সরাজ একটী অদ্ভুতরূপ বিপদ সঙ্কুল উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক উভয় রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কতিপয় মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে, গুপ্তভাবে যাত্রা করিয়া বার্গাণ্ডির নিকট হঠাৎ উপ-

স্থিত হইলে হয়ত এরূপ অসীম সাহসিকতা দেখিয়া বার্গাণ্ডির ডিউক মনে মনে চমৎকৃত হইবেক এবং স্বাভাবিক কর্কশতা পরিহার পূর্ব্বক ফ্রান্স রাজের সহিত প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু এরূপ সাহসিকতায় নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। রাজ্যচ্যুতি বা প্রাণান্ত পর্য্যন্তও হইতে পারে। বার্গাণ্ডির ডিউক তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন কে বলিতে পারে? এই সকল কূট চিন্তা তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। লুই, ভবিষ্যৎ গণনার উপর অতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। জ্যোতিষী গ্যালিয়টী তাঁহার নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। লুই, রাজ্য সংক্রান্ত যে কোন কার্য্য করিতেন গ্যালিটীর ভবিষ্যগণনা তাহার প্রাক্ মীমংসা সমাধান করিয়া দিত, এক্ষণে একপ বিপজ্জনক প্রাণহন্তারক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে গ্যালিয়টীর জ্যোতিষ বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তদনুসারে গ্যালিয়টী গণনা সাহায্যে রাজাকে যাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন তাহাতে রাজা সুস্থির চিত্ত হইয়া কতিপয় অনুচর সহ বার্গাণ্ডি প্রদেশাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর লুই দুই চারিজন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন—এই কথা দূত মুখে অবগত হইয়া বার্গাণ্ডির ডিউক অতীব চমৎকৃত হইলেন এবং আতিথেয় বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাজাকে সসম্মানে আপন প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ফ্রান্সাধিপতি, বার্গাণ্ডি প্রদেশে দুই চারি দিবস সুখে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ সময়ে বার্গাণ্ডি প্রদেশান্তর্গত "লিজ্" নগরে একটী সুমহৎ বিদ্রোহ সমুপস্থিত হইল এবং বিদ্রোহীগণ নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া অবশেষে তথাকার প্রধান ধর্ম্ম যাজকের প্রাণ সংহার করিল। এই নৃশংস ব্যাপার বার্গাণ্ডি-ডিউক চার্লসের কর্ণগোচর হইলে তিনি ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। "লিজ্" নগরের প্রধান ধর্ম্ম যাজক তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্রে চার্লস্ উক্ত ধর্ম্ম যাজকের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার হত্যা ব্যাপার শ্রবণ গোচর করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং কি প্রকারে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ফ্রান্সরাজ লুইএর উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া "লিজ" নগরবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গধারণ করিয়াছে, এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বার্গাণ্ডি-অধিপ, লুইও তাঁহার অনুচর কয়টিকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিচার দ্বারা দোষ সপ্রমাণিত হইলে ফ্রান্সরাজের প্রাণদণ্ড করিয়া বৈর-নির্য্যাতন করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়। যাহা হউক লুই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া এবং জীবন রক্ষার উপযোগী কোন সদুপায় সমুপস্থিত না দেখিয়া অতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইয়া উঠিলেন এবং অবিমৃষ্যকারিতা হেতু যে অতি সাহসিক কার্য্য করিয়া আপনাকে বিপদ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য নানা প্রকার অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে গ্যালিয়টীর জ্যোতিষ গণনা তাঁহার মনোমধ্যে সমুদিত হইল। লুই, জ্যোতিষীর প্রতিশ্রুত ফলাফল এইরূপ পরিণাম মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, মনে করিলেন দুষ্ট পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এবং কোন শত্রুজন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে ঐরূপ অলীক গণনার ফল নিরূপিত করিয়াছিল, এক্ষণে প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে উহার মৃত্যু-যন্ত্রণা দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। ফ্রান্সরাজ বার্গাণ্ডি যাত্রা করিবার সময় গ্যালিয়টিকে আপন সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। এক্ষণে উহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া, বার্গাণ্ডি ডিউকের একজন অনুচর দ্বারা নিশীথ রজনীতে উহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ইত্যবসরে আপন অন্যান্য অনুচরবর্গকে বলিয়া রাখিলেন, "দেখ আমার ইঙ্গিত প্রাপ্তি মাত্র তোমরা নরাধমের প্রাণ বধ করিবে।" অনন্তর লুই প্রেরিত বার্গাণ্ডি দেশীয় কর্ম্মচারী গ্যালিয়টীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলে জ্যোতিষী অনন্যোপায় হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার মনোমধ্যে নানা প্রকার আশঙ্কার সমাবেশ হইতে লাগিল। এমন নিশীথ রজনীতে রাজার কি প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে? আমার জ্যোতিষ গণনার উপর নির্ভর করিয়া রাজা আপনাকে বিপদ গ্রস্ত করিয়াছেন এক্ষণে বোধ হয় তাহার প্রতিশোধ লইবেন, সুতরাং আমার প্রাণ সংশয় সমুপস্থিত; যাহা হউক

একণে সাহস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই—এবম্প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গ্যালিয়টী লুই রাজের কারাগৃহের দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় গলবন্ধনোপযোগী রজ্জু প্রভৃতির আয়োজন দর্শন করিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইলেন। অনন্তর গ্যালিয়টী রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্যঙ্গ ছলে কহিলেন "আসুন, আসুন জ্যোতিষ-বিদ্যা-পরায়ণ মহামান্য গ্যালিয়টী মহাশয়, বস্‌তে আজ্ঞে হয় বস্‌তে আজ্ঞে হয়।" অনন্তর জ্যোতিষী উপবিষ্ট হইলে রাজা কপট হাস্য করিয়া কহিলেন :—"দেখুন আপনি জ্যোতিষ গণনার দ্বারা আমার যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন তাহার পুরস্কার প্রদানার্থ আমি এই অসময়ে আপনাকে অত্রস্থানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, শীঘ্রই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।"

গ্যালিয়টী রাজার এরূপ সম্বোধন শ্রবণ করিয়া যদিও মনোমধ্যে সাতিশয় ভীত হইলেন তথাপি বাহ্যিক কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন না করিয়া কহিলেন "আমরা মহারাজের চির দাস, পুরস্কার বা তিরস্কার সমুদয়ই রাজ-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।"

অনন্তর নৃপতি ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বরে কহিতে লাগিলেন "নরাধম, বিশ্বাস-ঘাতক, মিথ্যাজ্যোতিষী, আমার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়াও তুমি কিরূপ পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত এখনো বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার মিথ্যা গণনা তোমার বিশ্বাস ঘাতকতা, ও তোমার কুহকে পতিত হইয়া আমি স্বাধীনতা, রাজ্য ও জীবন হারাইতে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতিহিংসা কিরূপ ভয়ানক তুমি অচিরাৎ জানিতে পারিবে।"

গ্যালিয়টী কহিলেন, "রাজন্‌! সমগ্র ফ্রান্স রাজ্যের বিচক্ষণ নৃপতি হইয়া আপনি অবিবেকীর ন্যায় বাক্যালাপ করিতেছেন কেন? সামান্য বিপদের আশঙ্কা করিয়াই কি মহৎব্যক্তিগণ বিচলিত হয়েন? আমার গণনা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। আপনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন আপনার বার্গাণ্ডি প্রদেশে আগমন কিরূপ শুভফল প্রসব করিয়াছে।"

লুই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "নরাধম, এখনো আমাকে প্রবঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছিস্‌ কিন্তু তুই যাই বলিস্‌না কেন আমার মন কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবে না। আচ্ছা তুই বলিতে পারিস্‌ তোর মৃত্যু কোন দিনে

হইবে?"

গ্যালিয়টী কহিলেন, রাজন্ স্থির জানিও আমার মৃত্যু তোমার মরণের ঠিক ২৪ ঘটা পূর্ব্বে ঘটিবে।

ফ্রান্সরাজ, গ্যালিয়টীর ঐরূপ ভবিষ্যবাণী শ্রবণ গোচর করিয়া স্তম্ভিত প্রায় হইলেন স্বকীয় প্রাণ রক্ষার ইচ্ছা নিতান্ত বলবতী হওয়ায় জ্যোতিষীর প্রাণ-নাশ সঙ্কল্প যুক্তি সঙ্গত নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং ক্রোধভাব পরিহার পূর্ব্বক মৃদুস্বরে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্ধো! তুমি এই মাত্র যাহা কহিলে তাহা কি যথার্থই গণনালব্ধ?" জ্যোতিষী উত্তর করিল "মহারাজ! আমি গণনা করিয়া এইরূপ জানিতে পারিয়াছি। অনন্তর লুই গ্যালিয়টীর মৃত্যু কামনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় অনুচর বর্গকে ঐ প্রকার অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি গ্যালিয়টী সাহস ও বুদ্ধিবলে এই প্রকারে আপনার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া নির্ব্বিবাদে গন্তব্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

মরিলে কি হয়?

জগৎময় শব্দ শুধু—"আগে" "আগে।" এ পরিবর্ত্তনশীল সংসারে স্থির অবিকৃত কিছুই নাই; সকলের মুখে শুধু—"আগে" "আগে।" না জানি "আগে" কি আছে? কি মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ মানব অন্ধের মত ভবিষ্যতান্ধকারে ছুটিয়াছে? কে বলিতে পারে কাহার অদৃষ্টে কি আছে? কাহার আশা বীজ অঙ্কুরিত হইবে—কাহারই বা হইবে না? তবুও সকলে কেন ভাবে ভবিষ্যতেই সুখ—ভবিষ্যতেই শান্তি? রোগী পীড়িত শয্যায় জাগরণে নিশা যাপিতেছে—কিন্তু তারও দৃষ্টি ভবিষ্যত পানে। সে ভাবিতেছে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত কবে তাহার রোগের শেষ হইবে। ঐ দেখ সদ্যমৃত শিশুকোলে উন্মত্তবেশে মাতা আর্ত্তনাদে গগন কাঁপাইতেছে; আলুলায়িত কুন্তলা, ধূলিধুসরিতাঙ্গী বিধবা রমণী আকাশ পানে চাহিয়া অবিরল অশ্রুবারি ঢালিতেছে,—এদেরও অদৃষ্ট ভবিষ্যৎ পানে। এ শোকের মধ্যে—এ যন্ত্রণার মধ্যেও কে যেন নক্ষত্রশোভিত, অনন্ত বিস্তৃত নীলাকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে——"ঐ দেখ সুখের

রাজ্য"; ও দেশে শোক নাই—যন্ত্রণা নাই, বিচ্ছেদ নাই। সংসারের ঝড় ওখানে বহে না, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সুখের রাশি ভাঙ্গিয়া পড়ে না। ওদেশে দুষ্টের অত্যাচার নাই, শ্রান্ত-পথিকাদিগের বিশ্রাম স্থানের অভাব নাই। চল ওখানে সকলকে দেখিতে পাইবে—সকলে মিলিয়া অনন্তকাল সুখে বাস করিবে।" কিন্তু আকাশ বড় দূর—আমাদের শ্রান্তচক্ষে বড় দূর। কে ও অনন্ত পথ বাহিয়া ওদেশে পৌছিবে? তবুও কেন আমরা উহার দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারি না?—যত যাই ততদূরে—তবুও কেন উহার পানে না ছুটিয়া ক্ষান্ত হই না।

সকল প্রাণীর মনে এ বিষম তৃষ্ণা,—ইহার কি কোন কালে শান্তি নাই—পরিতৃপ্তি নাই? রাবণের চিতার মত চিরদিনই কি এ বিষম আগুণ জ্বলিবে? যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বুদ্ধি, অসীম মঙ্গলময় কোন স্রষ্টা এ জগত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইলে বলিতে হইবে—ইহার শান্তি আছে পরিতৃপ্তি আছে; এ অপূর্ণতার পূর্ণতা সম্পাদনোপায় আছে—কিন্তু সে কবে? মরণের পর। মরণেই তাহা হইলে জীবনের শেষ হয় না। প্রাচীন রোম নগরীর মত আত্মার রাজত্ব মৃত্যুনদীর উভয় পার্শ্বেই অবস্থিত; একধারে স্বল্প বিস্তৃত;—অপরতীরে—অনন্ত।

The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting.

জীবনের উপসংহার মরণের পরে, সেই সময়েই যাহা এখন অন্ধকার তাহা আলোকিত হইবে; যাহা এখন আমাদের বুদ্ধি শক্তির অতীত তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবহিত মানবজীবন বড় অসম্পূর্ণ। "কপাল কুণ্ডলা" পড়িয়া যেমন কাহারও তৃপ্তি হয় না, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার রহিয়া যায়—নবকুমারের কি হইল? বন্যহরিণী কপাল কুণ্ডলার কি হইল? স্বামী-প্রেমে ভোগবাসনা বিরতা লুৎফউন্নিসার কি হইল? জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব জীবনের ইতিহাস শুনিয়াও সেইরূপ কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না—অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার রহিয়া যায়:—

১। সে অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসার কি হইল—যাহার জন্য ফাউষ্ট (Faust) শয়তানের নিকট আত্মা-বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই—যাহার জন্য কতশত লোক অকাতরে প্রাণপাত করিয়াছে? মানব চক্ষে যদি সৃষ্টি-সমস্যা চিরকালই অন্ধকারাবৃত রহিবে তবে সে যবনিকা সরাইয়া দেখিবার জন্য মানব মনে এত ঔৎসুক্য কেন? তবে কেন আমরা চীৎকার করিয়া মরি—

Oh, for a glance into the earth !
To see below its dark foundations
Life's embryo seeds before their birth,
And Nature's silent operation.

যদি জানিতেই না পারিলাম তবে জ্ঞানশক্তি থাকিয়াই বা লাভ কি আর সে ব্যাহতা শক্তিকেই বা জ্ঞান শক্তি বলিব কেন?

২। তারপর—মানুষ ভালবাসে। ভালবাসায় অন্ততঃ দুইজন ব্যক্তির আবশ্যক—যে ভাল বাসে আর যাহাকে ভাল বাসা যায়। এই অবস্থার অসদ্ভাব হইলে ভালবাসা রহে না। তবে স্নেহের পাত্র মরিলেও মানুষ কেন তাহাকে ভালবাসে—ভালবাসিতে পারে? মাতা শিশু পুত্রকে চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিল—সংসার হইতে তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইল পত্নী স্বামীকে বিসর্জ্জন দিল—কিন্তু মন হইতে স্মৃতি মুছিল না—স্নেহের উৎস সম্পূর্ণ শুখাইল না। এখনও পুত্র বিয়োগ বিধুরা জননী পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করে, বিধবা রমণী স্বামীর অতীত যত্নের কথা—স্নেহের কথা ভাবিয়া—"নীরবে নির্জ্জনে বসি ফেলে আঁখিজল।" যেমন দিনের আলো একটু একটু করিয়া মিলিয়া আইসে,—অন্ধকারের রেখা আকাশে দেখা দেয়,—মানুষের মন অমনি পূর্ব্বকথা ভাবিতে আরম্ভ করে,—কতলোক ছিল—এখন নাই—

The few we liked and one we loved
A sared band,— come stealing on

দৃষ্টান্তের অভাব নাই;—যেদিকে ইচ্ছা দৃষ্টিপাত কর শত শত দৃষ্টান্ত মিলিবে। বলিবে, এরূপ স্নেহ—এরূপ ভালবাসা অপেক্ষাকৃত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণত :—

"চোখের আড়াল হইলে সবে ভুলে যায়।"

কিন্তু বিশুদ্ধ স্নেহ কি চোখের আড়াল হলে শুখাইয়া যায়?

স্বার্থান্বেষণের ব্যস্ততায়, সংসারের তীব্রগরলের উন্মত্ততায় ইহার গতি প্রতিহত হয় মাত্র—বিশুদ্ধ স্নেহ নিশ্চয়ই অনন্ত কাল স্থায়ী। তার পর—কোন পদার্থের গুণ পরীক্ষা করিতে হইলে তাহাকে বিশুদ্ধাবস্থাতেই দেখা উচিত; যদি জানিতে হয় রৌপ্যের কি গুণ তাহা হইলে কিছু আমরা অন্য পদার্থ মিশ্রিত এই ধাতু সংগ্রহ করি না। তেমনি স্নেহ, ভালবাসা সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে বিশুদ্ধ স্নেহেরই উদাহরণ সংগ্রহ করা উচিত। জগতে এরূপ উদাহরণেরও অভাব নাই। অনেক স্থলেই—

To love once is to love for ever.

কত লোক আপনা ভুলিয়া জগতকে ভালবাসিয়াছে, মাথায় যন্ত্রণা রাখি, মুখে হাসি, কতলোক সংসারকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছে,—Vive l'amour, vive la bagatelle "প্রণয়ের জয় হউক জগৎ রসাতলে যাউক।" যদি বিশুদ্ধস্নেহ সংসারে থাকে—যদি স্নেহে দাতা ও গ্রহিতা উভয়েরই অস্তিত্ব আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে মরিলেই মনুষ্য জীবন শেষ হয় না—নহিলে স্নেহের পাত্র মরিলেও মানুষ কেন তারে ভালবাসিতে পারে?

৩। তারপর এ অবিচার—তাহারই ন্যায্য বিচার কবে হইবে? পুণ্যবান মরাশয্যায় আর পাপী "হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌত হর্ম্ম্যে", ধর্ম্মবীর যিশু ক্রুশোপরি আর পিলেত (Pilate) বিচারাসনে; ধার্ম্মিক বন্ত্রেজন চিন্তায় অস্থিচর্ম্মা-বশিষ্ট শরীর, পাপী পাপ-লব্ধ ধনে ধনী, মূর্ত্তিমান দুর্ভাবনা শূন্যতা, সুবিশাল বপু। এ জীবনেই পাপের শাস্তি আর পুণ্যের পুরস্কার শুধু পুস্তকেই পড়ি—সংসারে ত দেখি না। যিনি সংসারের চিত্র অবিকল অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, স্বভাবের প্রতিকৃতি দর্পণে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি ও এ অবিচার এ সামঞ্জস্য ভাব বুঝিয়াছিলেন। কি পাপে অসীম স্নেহময়ী কার্ডিলিয়া জীবনের প্রারম্ভেই মরিল; সুখের আলো জ্বলিতে জ্বলিতেই ডেস্‌ডিমোনার (Desdemona) জীবনদীপ অন্ধকারে মিশাইল? কি দোষে ওফেলিয়া (Ophelia) পাগল হইল—জুলিয়েট (Juliet) বিষ খাইয়া মরিল? আবার কি পুণ্যবলে নররূপী পিশাচ আয়েগো (Iago)

শাস্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল, পিতৃহন্তা, ভ্রাতৃদ্রোহী এডমণ্ড (Edmund) হাসিতে হাসিতে মরিতে পারিল—ভালবাসা পাইল ?

"Yet Edmond was beloved"

বৃদ্ধ হতভাগ্য লিয়ার (Lear) এত কি পাপ করিয়াছিল যে তাহার জীবন এত বিষময় হইয়াছিল! রাজ্যচ্যুত, পাপিনী কন্যাদ্বয়ের অনৈসর্গিক ব্যবহারে উন্মাদগ্রস্ত বৃদ্ধপিতা স্নেহময়ী কন্যার মৃত্যু চক্ষুসম্মুখে দেখিল। যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার বন্ধুগণও তাহার মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিল।

Kent. Break heart, I pri thee, break.

সে পাপ করে নাই বরং তাহারই উপর পাপাচরণ হইয়াছিল তবে কেন সে এত যন্ত্রণা ভোগ করিল ?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে মরণই জীবনের শেষ নহে—পরজন্ম আছে। সেই খানেই এ জ্ঞান পিপাসার পরিতৃপ্তি জন্মে; পাপ পুণ্যের ন্যায্য বিচার হয—আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রাণের শান্তি মিলে। এ জীবন ত শিক্ষানবিশী—এখানকার সুখ দুঃখ এ জীবনের কর্ম্মফল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। কর্ম্মফল পরজন্মে,—এখানে কি ভোগ করিলাম তাহা দেখিবার আবশ্যক করে না। Rousseauও তাহাই বলেন—This life is a state of probation; it is immaterial what kind of trial we experience in it provided they produce their effects.

মরণ তাহা হইলে জীবনের শেষ নহে অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র। নিদ্রার পর মানুষ যেমন দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ বলে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করে; মৃত্যুর পর মানবাত্মাও সেইরূপ সকল বিষয়ে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিয়া নূতন দেশে নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। নিদ্রা ও মৃত্যু কতকটা এক; তাই বোধ হয় প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মগ্রন্থে নিদ্রাকে মৃত্যুর সহোদর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কবিরাও নিদ্রাকে তাহাই বলিয়া থাকেন *। নিদ্রা মানবের দৈনিক জীব-

* Vide Classical Dictionary. Also,

Nox (Night) might be most apprehensibly said to

নের মৃত্যুস্বরূপ, (Death of each day's life) মৃত্যু মানবজীবনের নিদ্রা মাত্র।

নিদ্রা আর মৃত্যুর সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে যদি Locke এর কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় (Essay on Human Understanding Book II ch I.)যে নিদ্রায় মানসিক ক্রিয়া স্থগিত থাকে। মানসিক ক্রিয়ার অভাব ত একরূপ মৃত্যুই। যদি প্রতিদিনই আমরা এইরূপ মরিতেছি তবে মরণে এত আমাদের ভয় কেন? মুখে মানুষ মৃত্যু যতই যাচুক অন্তরে অধিকাংশেরই বিশেষ ভয়। গ্রীক "বিষ্ণুশর্ম্মার" যমরাজ ও কাঠুরিয়ার গল্প ইহারই পরিপোষক। Bacon বলেন "মৃত্যুতে মানুষের ভয় শিশুর অন্ধকারে ভয়ের মত।" মরণের পর কি আছে যাহারা বুঝে না জানে না, পরজন্ম যাদের পক্ষে অনিশ্চিত তাহাদেরই ভয় হয় কোথায় যাইবে?—কোন দেশে? এখানকার সব ফেলিয়া চলিয়াছে কিন্তু সেখানে গিয়া কি সুখী হইবে? এখানকার সুখ অনুভবনীয়—নিশ্চিত, ভবিষ্যতে সুখ কল্পিত—অনিশ্চিত। এখানে দুঃখ স্বপ্ন আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সে চিরনিদ্রা যদি এইরূপ স্বপ্নপূর্ণ হয়?

To die, to sleep
To sleep, perchance to dream. Ah there's the rub
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil
Must give us pause.

কবরেও বিশ্রাম নাই——যদি মানুষ চির-নিদ্রায়ও স্বপ্ন দেখে——

---

be the daughter of Chaos and the mother of Sleep and Death according to old genealogy.

Sir T, Brodne's "Letter to a friend"

"Care charming sleep, thou easer of all woe,
Brother to Death."

Fletcher.

"How wonderful is death
Death and her brother Sleep"

Shelley Queen Mate.

How happy they who wake no more
Yet that were vain ,if dreams infest the grave.

অজানা, অচেনা দেশে পথ হারাইবে—"হয়ত অগ্নিময়ী নদীর আগুণ-স্রোতে অনন্তকাল ভাসিবে—না হয় বাতাসের সঙ্গে এধার ওধার সংসারময়—উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীন—অনন্তকাল ঘুরিয়া বেড়াইবে"—এর তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশময় জীবনও স্বর্গতুল্য !

মহীশূরের সুলতান টীপু বলিতেন—"আমি যাহা দেখিতে পাই তাহার জন্য ভয় করি না ——— যাহা দেখিতে পাই না তাহাতেই আমার ভয়।" মানুষেরও তাই — পরজন্ম দেখিতে পায় না বলিয়াই তার মরিতে এত ভয়। এই সন্দেহের জন্যই Hamlet আত্মহত্যা করিতে পারে নাই ;—এই ভাবনায় অস্থির হইয়া— এই ভয়ে ভীত হইয়াই Claudio* তাহার ভগিনীর সতীত্ব বিনিময়েও জীবন প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আবার পরজন্মে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই Cato† আত্মহত্যা করিয়া শত্রুহস্তে অবমাননা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

লোকে বলিবে "কাজনাই আমাদের মহারাজা, মহামন্ত্রী ‡ সহ একত্র সহবাসে ; উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্রে থাকিলেই বা প্রভেদ। আমরা এ পৃথিবীর কষ্টময় জীবনেই সন্তুষ্ট। ইহা দেখিতে পাই—বুঝিতে পারি—মৃত্যুর পর কি আছে কে জানে ?"—মিল্টনে Belial শুধু মানুষের আন্তরিক ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিল—

Who would lose
Though full of pain, this intellectual being

---

*Measure for Measure

†Addison's Cato Act V. se. I—Plato thou reasonest well &c.

‡Then had I been at rest
With kings and counsellors of the earth which built desolate places for themselves.
Or with princes that had gold who filled their houses with silvers.—Job III

Those thoughts that wander through eternity
To perish rather swallowed up and lost
In the wide womb of uncreated night
Devoid of sense and motion.

ক্লেশময় হইলেও কে এ বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট জীবন হারাইতে ইচ্ছা করে—সংসারের স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া কে আগ্রহপূর্ণ চক্ষে বার বার ফিরিয়া না চাহিতে চাহিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিতে পারে?

যে পরজন্মে বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে মৃত্যু নিদ্রা মাত্র। গ্রীক পণ্ডিত Epimenides ৫৭ বৎসর ঘুমাইয়া সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া জাগিয়াছিলেন—কিন্তু আমাদেরও এ জীবনের স্মৃতি কি পরজন্মে সঙ্গে যায়?—এখানকার কথা কি সেখানে মনে পড়ে? মৃত্যু অবস্থার পরিবর্ত্তন কিন্তু সে পরিবর্ত্তনে স্মৃতি কি অবিকৃত রহিবে? আমরা দেখি সামান্য রোগে স্মৃতি বিলুপ্ত হয় মস্তিষ্কে স্বল্প আঘাতে অতীত অন্ধকারাবৃত হয়। ইহারা ত সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র—মৃত্যু ইহাদের তুলনায় কত ভয়ানক। এ পরিবর্ত্তনেও স্মৃতি কেন অবিকৃত রহিবে? পুত্রহীনা জননী পুত্র-দর্শন লালসায় উন্মত্ত-প্রায়—এর কথা কি পুত্রের কখনও মনে পড়ে, সে সুখের দেশে এ দুঃখের ক্রন্দন কখনও কি পৌঁছে? মাতা আঁখির জলে পথ করিয়া যথা সময়ে সে দেশে আসিয়া পৌঁছিল—পুত্র চিনিতে পারিল না, মাতা বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন দিতে আসিল—পুত্র সরিয়া দাঁড়াইল।

"In Lethe's Lake they long oblivion taste
Of future life secure forgetful of the past.
Æneid Bk. VI.

এরূপ ভবিষ্যতে—পরজন্মে—কে সন্তুষ্ট হইবে? যদি সকলে সকলকে ভুলিল তা হ'লেই বা সুখ কোথায়? আমাদের বিবেচনায় সুখ পরমুখাপেক্ষী, সুখের জন্য অন্ততঃ দুই জন ব্যক্তির আবশ্যক। "চাহি না বান্ধব, চাহি না সখা"—বলিয়া চীৎকার করিলে সুখের আশা বড়ই কম; বলিলেই বা পারি কৈ?

"তবু ফের কেন ছুটে ছুটে যাই নরের কাছে

কহি মরমের দুইটি কাহিনী কহি দুঃখ সুখ যা কিছু আছে ?"

সে দেশে যদি কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ রহিল না, তাহা হইলে আর সে দেশ সুখের কি করিয়া বলিব ?—আর মানুষের মনই বা কেন তাহা হইলে সে দেশে যাইবার জন্য এত উৎসুক হইবে ? যদি স্বর্গ সুখময় বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—এ দেশের স্মৃতি সে দেশেও বর্ত্তমান। আমরা বলিয়াছি এ জন্ম জন্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হই ? বা পূর্ণতার সন্নিকর্ষ লাভ করি। স্মৃতি মনের একটি ভাগ—স্মৃতি যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আর আমাদের মানসিক পূর্ণতা লাভ হইল কৈ ? তারপর—আমাদের নিজের মন তো বলে যে স্মৃতি পরজন্মে সঙ্গে যায়—আর তাহাতেই আমাদের বিশ্বাস করা উচিত—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণঃ প্রবৃত্তয়ঃ।

যদি নিজের জ্ঞানশক্তির উপরই বিশ্বাস না করিব, তাহা হইলে আর জ্ঞানের অন্য উপায় কি ?

চল আগে—পূর্ণতার পথে। নিকটে, আরও নিকটে আমরা অগ্রসর হই যে পর্য্যন্ত না সব ব্যবধান ভাঙ্গিয়া যায়—সসীমে অসীমে ভেদশূন্য হইয়া মিশাইয়া যায়,—আমরা সেই রাজ্যে যতক্ষণ না আসি যেখানে

"ন চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি ন মনো।

বিষাদ প্রতিমা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংগ্রাম বাটী হইতে বহির্গত হইয়া লচমন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। লচমন সিংহ সংগ্রাম অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, তাঁহার উপদেশ ব্যতীত সংগ্রাম কোন কার্য্য করিতেন না; লচমন তাঁহার পিতার বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন। পিতৃ বয়স্ক বলিয়া সংগ্রাম তাঁহাকে যথোচিত মান্য ও করিতেন। সংগ্রামকে সমাগত দেখিয়া লচমন গ্রামের অপরাপর জনকয়েক বর্দ্ধিষ্ঠ লোককে সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন "এইমাত্র একজন ভদ্রলোক আপনার অনু-

সন্ধান করিতে করিতে আমার এখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, আমি অনেক লোক সমভিব্যাহারে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি।"

গণপৎ, রাম সিং, মায়েবজী প্রভৃতি সকলে অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংগ্রাম লচমনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! সকলকে সম্বাদ প্রেরণ করিবার কি উপায় করিলেন? দেবগড় এবং গুজরাটে কি সম্বাদ পাঠান হইয়াছে?" তাহার পর সমবেত লোকদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "আপনাদের এ বিষয়ে মত কি? আর কি এই যন্ত্রণা সহ্যকরা বিধেয় হয়?" সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিলেন, আপনি যে উপায়ে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, উহা সর্ব্বতো ভাবে যুক্তি সঙ্গত। বিজেতাদিগের নিকট হইতে কারণ দর্শাইয়া কোন অনিষ্টের প্রতিকার পাওয়া সম্ভব পর নহে। সমর ক্ষেত্রে তাহাদের দর্প চূর্ণ করিতে না পারিলে পরাজিত আমাদিগের আর কোন প্রকারে নিষ্কৃতির উপায় নাই। আমরা জীবন পণে আপনার সহায়তা করিতে কৃত সঙ্কল্প আছি।

অতঃপর লচমন সিংহ কহিলেন নিকটের ছোট বড় সকল লোককেই গণপতির মন্দিরে উপস্থিত হইতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে কেবল দেবগড় গুজরাট প্রভৃতি দূর দেশে লোক পাঠান হয় নাই। ঐ সকল দেশে যাহাদিগকে পাঠাইতে হইবে তাহাদিগকে একটু বিবেচনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।

সংগ্রাম লচমন ও অপরাপর সকলে এই প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছেন এমত সময়ে লচমনের ভৃত্য সেই অপরিচিত ভদ্র লোকটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। আগন্তুক নিকটবর্ত্তী হইলে লচমন সংগ্রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহাশয় ইনিই আপনাকে অন্বেষণ করিতে ছিলেন। আগন্তুক অভিবাদনান্তর কহিলেন "মহাশয়ের নাম কি সংগ্রাম রাও—

সংগ্রাম উত্তর করিলেন "আজ্ঞা হাঁ।"

মহাশয় কি একটী অসহায়া কুমারীকে রক্ষা করিয়াছেন? আপনকার নিকট আমি কি পর্য্যন্ত বাধিত তাহা আর এমুখে কি বলিব। উপরে ভগবান রহিয়াছেন আর আপনারা এত ভদ্রলোক সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি

আপনাদিগকে এবং ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই উপকারের প্রতি দান স্বরূপ আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন আমি তাহা করিতে ইচ্ছুক আছি। মহাশয় ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি না থাকিলে হয়ত আমার নিরাশ্রয়াকন্যা ঘৃণিত যবনের বিলাস সামগ্রী হইত। জগদীশ এহেন উপকর্ত্তার প্রত্যুপকার করিবার অবসর কি আমায় প্রদান করিবেন না—এই বলিয়া আগন্তুক ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিলেন কেহই কোন কথা কহিবার সুযোগ পান নাই। আগন্তুক মৌনাবলম্বন করিলে সংগ্রাম তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও উপযুক্ত উত্তরে সংগ্রামের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামের আরও কয়েক জন লোক তথায় আগত হইলেন।

সংগ্রাম দেখিলেন সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে, এই ভাবিয়া লচমনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন— "গুজরাটে কাহাকে পাঠান যুক্তি সঙ্গত, দেবগড়েই বা কাহাকে পাঠান যাইবে? লচমন। আর বসিয়া ভাবিবার সময় কোথায়? শীঘ্র স্থির করিয়া ফেল, স্মরণ রাখিও দুই চারি দিবসের ভিতর উত্তর পাইলে ভাল হয়, এ সকল কার্য্য যত অল্পদিনের মধ্যে সমাধা হয় ততই শ্রেয়ঃ—বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

বলা বাহুল্য আগন্তুক সংগ্রাম ও লচমনের অপরিচিত হইলেও তাঁহাদের উঁহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তাঁহারাও যে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে সযত্ন আগন্তুক ও সেই যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত। বিশেষতঃ তাঁহার আকার প্রকার বেশ ভূষা সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের ঔন্নত্যের পরিচয় প্রদান করিতে ছিল। তাঁহার শরীরে যেন আর্য্য হিন্দুর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা লিপ্ত রহিয়া ছিল সুতরাং উক্ত আগন্তুককে কিছু গোপন না করিয়া সংগ্রাম তাঁহার সমক্ষেই ঐ গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু লচমন বয়সে প্রবীণ হইয়াছেন, সং-

সাবেব ভাব গতিক সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বুঝিয়াছেন, জগতেব উপব তাহাব হৃদয়েব অবিশ্বাস অনেক পবিমাণে বৃদ্ধি পাইযাছে, সুতবাং আগন্তুককে কোন প্রকাব পবীক্ষা না কবিযা একেবাবে বিশ্বাস কবা তাঁহাব যুক্তিতে সঙ্গত বলিযা বোধ হইল না। একাবণ তিনি সংগ্রামেব কথায প্রকৃত উত্তব না দিযা কোন প্রকাবে তাহাদিগকে এড়াইবাব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন।

আগন্তুক বুঝিতে পাবিলেন লচমন সিংহ তাহাব সমক্ষে সংগ্রামেব কোন কথাব উত্তব দিতে ইচ্ছুক নহেন এবং যে বিষয লইযা কথা বার্ত্তা হইতেছে তাহাও সামান্য বলিযা বোধ হয না, অনর্থক বাধা দিবার কোন প্রযোজন নাই, এই ভাবিযা তিনি সংগ্রামেব দিকে চাহিযা কহিলেন "মহাশয় দেখিতেছি আপনি কোন গুরুতব বিষয লইযা ব্যস্ত রহিযাছেন। আমাব উপস্থিতি আপনাদের কর্ম্মে ব্যাঘাত প্রদান কবিতেছে, যদি অনুমতি কবেন আমি আমার কন্যাব সহিত সাক্ষাত কবি, সে কোথায আছে, কিরূপ অবস্থায আছে, তাহা দেখিবাব জন্য হৃদয বড়ই উদ্বিগ্ন হইযাছে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পাবি আমাকে আপনি যে কার্য্যেই নিযোজিত করুন না কেন, আমি প্রাণপণে নিজ দাযিত্বে তাহা সম্পাদন কবিব, আমা হইতে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতাব আশঙ্কা কবিবেন না। আব এক কথা আপনি এইমাত্র গুজরাটেব নাম কবিতেছিলেন, আপনাব কথায বোধ হইতেছে যেন আপনাদেব গুজবাটে পাঠাইবাব জন্য একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রযোজন। ইহাতেই আমার আশা হইতেছে যেন ভগবান আমাকে প্রত্যুপকারেব অবসব শীঘ্রই প্রদান কবিবেন। আমাব পূর্ব্ব পবিচাবিকা মন্থবা এখন গুজবাটেব রাজ কুমাবীব সহিত দিল্লীতে অবস্থান কবিতেছে আর আমি স্বযং অনেক দিন গুজবাটে বাস করিযাছিলাম সুতবাং আমার দ্বাবা আপনাদের কোন না কোন উপকার হইতে পারে। অনুমতি পাইলে আমিই গুজরাটে গমন করিতে পারি, সময় মত আমার অভিলাষ জ্ঞাত করিলে কৃতার্থ হইব। এই বলিযা আগন্তুক লচমনের বাটী পবিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিবার উদ্যোগ কবিলেন। সংগ্রাম ও জনৈক ভৃত্যকে তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইযা যাইতে অনুমতি কবিলেন তিনি ভৃত্যকে আরও বলিযাদিলেন 'মাতা ঠাকুবাণীকে বলিও—ইনি ইন্দিবাব

পিতা—যথাযোগ্য সম্মান আদরের যেন কিছু ত্রুটি না হয়।"

লচমন সিংহ ও তাঁহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন "মহাশয়। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, মহাশয়কে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই তবে এ সকল গুরুতর বিষয় না দেখিয়া শুনিয়া প্রকাশ করা ভাল নহে। আপনি আহারাদি করিয়া শান্ত হউন অবসর মত আপনকার সহিত দেখা করিয়া সকল বিষয় পরামর্শ করিব।"

আগন্তুক চলিয়া গেলে লচমন, সংগ্রাম ও অপরাপর সকলে উপস্থিত কথার আন্দোলনে মনোযোগ করিলেন। দেবগড়ে যাইবার জন্য নায়েবজীর জনৈক ভৃত্য রামনারায়ণ নির্ব্বাচিত হইল। ইন্দিরার পিতাকেই গুজরাটে পাঠান হইবে স্থিরীকৃত হইল। এতদ্ভিন্ন আরও দুই চারিজনকে সন্নিহিত কতিপয় জনপদে প্রেরণ করা হইল। পরদিন রাত্রে ৺গণপতির মন্দিরে সমবেত হইবার জন্য নির্ম্মলবাসিদিগকে গোপনে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নির্ব্বাচিত করা হইল। একপ্রকার স্থির হইয়া গেল মুসলমানদিগকে অনতিবিলম্বেই শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তবে বিদ্রোহ প্রকাশের দিনে সে দিন নির্দ্ধারিত হইল না। গুজরাট দেবগড় ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের উত্তরের অপেক্ষায় আপাততঃ উহা অনিশ্চিত রহিল। (ক্রমশঃ)

সাহিত্যের ক্ষতি।

(শিলং সাহিত্য সভার ষোড়শ সাম্বৎসরিক বিবরণী হইতে প্রবর্ত্তিত।)

"———the bards sublime,
Whose distant footsteps Echo
Through the corridors of Time."

Longfellow.

দেখিতে দেখিতে সময় স্রোতে আর একটী ক্ষুদ্র বৎসর ভাসিয়া গেল—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে চলিল, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সংসারের সাহিত্য লীলারও এক অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। এ বৎসর বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বৎসর;—সাহিত্য সংসারের কয়েকটী সমুজ্জ্বল মণি আমরা এ বৎসর হারাইয়াছি। ভারতের কহিনুর বিসর্জ্জন দিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারিয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষতি তদপেক্ষাও গুরু-

তর—এ ক্ষতির কখন পূরণ হইবে কি না, সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন। এখন নববর্ষারম্ভে, সেই ক্ষতির মাত্রা নির্দ্ধারণ করা, বোধ করি, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম ও প্রধান, রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর. C I. E.—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল বড়ই অশুভ দিন। ঐ দিনে বঙ্গীয় উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্র এই বিড়ম্বনাময় বিশ্বসংসারের কুহকজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত শান্তির সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে চির দিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছেন। মৃত্যু প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই বঙ্কিম চন্দ্র প্রস্থান করিয়াছেন। ইহার জন্য দুঃখ করিবার হেতু নাই, কিন্তু জীবিতের পক্ষে অতীতের মর্ম্মভেদী—বঙ্কিম বাবুর অভাবে বঙ্গ সাহিত্য আজ বড়ই নিষ্প্রভ, এই চিন্তাই আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলে।

শুনিয়াছি, মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় বঙ্কিম চন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তী কোন সুহৃদ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনা করিয়াছিল— যেন জীবনী লিখিয়া তাঁহার পরলোকগত সত্ত্বার প্রতি কেহ দণ্ডবিধান না করেন। তাঁহার অন্তিম প্রার্থনা কতদূর প্রতিপালিত হইবে বলিতে পারি না, তবে কেহ জীবনী না লিখিলেও, কোনরূপ বাহ্য স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন না করিলেও, দশের মুখে প্রশংসাকীর্ত্তন না হইলেও, যে বঙ্গ সাহিত্যের জীবনী শক্তির সহিত তাঁহার নাম অটুট বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, তাহার সাহিত্য কীর্ত্তি বঙ্গভূমে চিরকাল বিঘোষিত হইবে—ইহা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি।

একজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন,—সাহিত্য স্বর্গের দুহিতা, মানব জীবনের পাপ-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিয়া হৃদয় পরিমার্জ্জিত ও অনন্তের পথে প্রধাবিত করিবার জন্যই উহার মর্ত্তে আবির্ভাব।* বস্তুতঃ, ধর্ম্মপ্রাণতা উদ্দীপন করাই সাহিত্যের চরম ফল, অথবা ধর্ম্মপ্রাণতা বলেই সাহিত্যের সৃষ্টি। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই মহান্ সত্যের সুন্দর পরিচয় স্থল। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রাণতা হইতে তৎসেবিত সুকুমার সাহিত্যের সৃষ্টি, আর বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মানুবর্ত্তি তৎকর্ষিত সাহিত্য ক্ষেত্রের

*Literature is a daughter of Heaven who has descended upon Earth to soften and to charm away all the evils of the human race. B de St. Pierre.

সুপক্ক ফল। † দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলায় যে সাহিত্যের উৎপত্তি, দেবী চৌধুরাণী সীতারামে তাহার বিবৃতি, এবং কৃষ্ণচরিত্র ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার পরিণতি। উপকথার প্রাণোন্মাদকর সরস ভাব হইতে তিনি দার্শনিক সুগভীর পরমার্থ তত্ত্বের জটিল মার্গে অধিরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই প্রাঞ্জল হৃদয়স্পর্শী ভাষার মাধুরী পাঠকের মন বিমোহিত করিয়াছে। সাহিত্য সেবার চরম উদ্দেশ্য তাঁহার জীবনে সংসাধিত হইয়াছে, এখন তৎপ্রদর্শিত পথে সাহিত্য সেবা করিয়া, তেজঃ-দম্ভ অভিমান বৈতরণীর পার করিয়া, যাহাতে সাহিত্যের চরম ফল স্বয়ং আস্বাদনে অধিকারী হইতে পারি, সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা করা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকে নবীন ছাঁদে দাঁড় করাইতে—ক্ষীণা নগণ্যা ভাষার মধ্যে ওজোস্বিতা ও সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিতে—বঙ্কিমচন্দ্রই একমাত্র উপযুক্ত হন। গদ্য-পদ্য-উপন্যাস, দর্শন-বিজ্ঞান শিল্প পুরাবৃত্ত-মনস্তত্ত্ব—যাহাতেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই অসাধারণ নিপুণতা, অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিন্তা প্রাচ্য ভাষায় প্রকাশ করিতে তাঁহা অপেক্ষা পরিপক্ক লেখক বঙ্গে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদেশিক নানাবিধ ভাষা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া আপন ভাষার পুষ্টি সাধন করা,—বৈদেশিক সাহিত্যের অধীত জ্ঞানরাশি আপন ভাষায় ব্যক্ত করিয়া আপন দেশের লোককে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য সাধন করা—তাহার সাহিত্য সেবার সার লক্ষ্য ছিল। ইহ জীবনে তিনি কখন সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েন নাই। বঙ্কিম বাবু প্রণীত গ্রন্থ না পড়িয়াছেন, বর্ণাভিজ্ঞ বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক অতি বিরল, সুতরাং সে কথার উল্লেখ আমাদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। নিতান্ত হীন হইলেও, আমরাও বঙ্গ-সাহিত্য সেবায় ন্যূনাধিক নিরত, এখন, সেই মহাপুরুষের পুণ্য-স্মৃতি উদ্দীপন উপলক্ষে, আমাদিগের যেন তাঁহার লক্ষ্য পথে দৃষ্টি থাকে, যেন বৈদেশিক সাহিত্য শিক্ষা দ্বারা আপন সাহিত্যের পুষ্টি সাধন পক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা থাকে,—যেন, ইংরাজি ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও

† শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সাহিত্য মঙ্গল" নামক গ্রন্থ দেখুন।

আপন জাতীয়ত্ব রক্ষার দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে—ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিকী বাসনা।

আর একটী কথা। বঙ্কিমবাবুর প্রৌঢ়দশায় প্রদর্শিত ধর্ম্মমত লইয়া অনেকের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকথিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমন্বয়ই এই মত ভেদের মূল। প্রাচীন সম্প্রদায় তাঁহার বর্ণিত শাস্ত্র-কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান নহেন, এবং কেহ কেহ নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎকথিত অনুশীলন তত্ত্ব সকলেরই শিক্ষাপ্রদ বোধ হয়। অনুশীলনই ধর্ম্মের মূল ও সার পদার্থ—ইহাই তাঁহার মুল মন্ত্র ছিল, তিনি সংস্কার প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্যের দিকে তাঁহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। সামঞ্জস্য সংযুক্ত সংস্কার দ্বারা অনুশীলন তৎপরতাই তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের লক্ষণ, সেই লক্ষণাক্রান্তা প্রফুল্লমুখীকে তিনি স্বহস্তে সৃজন করিয়াছিলেন,—পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রকে আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি স্বীয় জীবনেও সেই লক্ষণ অনেক পরিমাণে দেখাইয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম মতে অন্ধ না হইয়া আমরাও যাহাতে সতত অনুশীলন তৎপর হই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্মী হই, মানবজীবন পরিগ্রহ করিয়া পূর্ণ না হউক যাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারি,—আসুন, পাঠকবর্গ, আমরা সকলে সেই স্বর্লোকগত সত্বার অনন্ত শান্তির উদ্দেশে সচ্চিদানন্দ সমীপে তাহাই কায়মনে প্রার্থনা করি।

দ্বিতীয়, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, C. I. E.—ভূদেব যে কেবল এক-জন অত্যুচ্চ পদারূঢ় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, এমত নহে। তাঁহার ন্যায় নিষ্কাম সাহিত্যানুরাগী, অকপট স্বদেশ হিতৈষী ও পরম আনুষ্ঠানিক হিন্দু অতি বিরল। তাঁহার অভাবে আমাদিগের স্বদেশের কি ক্ষতি হইয়াছে, বা তিনি কি পরিমাণে মুক্তহস্ত ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা আমা-দিগের আলোচ্য নহে। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যে যে তিনি অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া ছিলেন তাহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" নামক গদ্য গ্রন্থ সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। ইতিহাস ও সমাজনীতি পক্ষেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। "ইংলণ্ডের ইতিহাস," "রোমের ইতিহাস," "পুরাবৃত্তসার" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ঐতিহাসিকতার লক্ষণ দেদীপ্যমান, এমন কি উপন্যাসের আসরেও তিনি

"ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করেন। সেই পরিণত বুদ্ধির ফলস্বরূপ 'পারিবারিক প্রবন্ধ" ও "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রণীত হইয়াছে। উক্ত উভয় গ্রন্থই বঙ্গবাসী হিন্দু সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধার বস্তু। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত "আচার প্রবন্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীও পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলে বঙ্গীয় হিন্দু সন্তানের পক্ষে অতি উপাদেয় পদার্থ হইবে। * স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের শুভ কামনায় ভূদেব ভারতের সাহিত্য ভাণ্ডারে ঐ সকল উপাদেয় রত্ন রক্ষা করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন, নর-জগতের মায়া-মোহে বদ্ধ থাকিয়া আসুন আমরা সেই স্বর্গীয় সাধুপুরুষের আদর্শে সনাতন ধর্ম্মের অমোঘ বন্ধনে আমাদিগের সামাজিক আচার নিয়ন্ত্রিত করিতে শিক্ষা করি।

তৃতীয়, বাবু রাজকৃষ্ণ রায়।—বাঙ্গালায় যে সকল গ্রন্থকার আছেন, গ্রন্থ লেখা কাহারই প্রায় ব্যবসায় নহে। অন্যবিধ সহস্র কার্য্যের অবসানে মনোবৃত্তি পরিচালন ও জ্ঞানপ্রভা বিকীরণ উদ্দেশেই তাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। কবিবর রাজকৃষ্ণের কার্য্যে এ পক্ষে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়,—গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই তাঁহাকে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মী সরস্বতী বিবাদ-প্রবাদ এই কবির জীবনে জলন্তভাবে প্রতীয়মান। কবি-কুল-চূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকরে"র অনুকরণে ইনি পদ্যময়ী "বীণা" নামা পত্রিকা প্রচার করেন। ইহাতেই তাঁহার পদ্যগ্রন্থ নাটকাদির অধিকাংশ সূচিত হয়। রাজকৃষ্ণের ন্যায় 'নানাবিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী' লেখনী বঙ্গ-সাহিত্যে অতি বিরল, তাঁহার কথিত—

"অবিরাম গতি নদী বাধা নাহি মানে।
বিরাম যে কি তা' নদী কভু নাহি জানে॥"

তাহার কার্য্যে সম্যকভাবে পরিণত। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ, প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় সুদূর প্রসারিণী প্রতিভা না থাকিলেও, অত্যল্প কাল মধ্যে অজস্র কবিতা প্রসব করা তাঁহার পক্ষে সামান্যকবিত্ব পরিচায়ক নহে। গদ্য পদ্য, উপন্যাস, ইতিহাস, নাটক, প্রহসন—সকল বিষয়েই তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অক্ষরবদ্ধ পদ্যানুবাদ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। দৃশ্যকাব্যে তিনি নটবর গিরিশ চন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই দৃশ্যকাব্য সূত্রেই তাঁহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল,—বঙ্গ-রঙ্গ ভূমে তৎপ্রণীত "প্রহ্লাদ চরিত্রে"র অদ্ভুত প্রতিপত্তি দেখিয়া অভিনব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার অপ্রতিহত বাসনা জন্মে, সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ঋণজালে আবদ্ধ হয়েন; ইহ জীবনে সে জালের বন্ধন আর ছাড়াইতে পারেন নাই, নিদারুণ মানসিক কষ্টে তাঁহাকে

* "আচার প্রবন্ধ" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাং সং।

ইহলীলা শেষ করিতে হইয়াছে। বাসনায় মানুষকে এইরূপেই বিহ্বল করে। স্বর্গীয় সুকবির সাহিত্য-লীলা জ্ঞাত করিয়া আমরা যাহাতে সাহিত্যানুশীলনের সঙ্গে বিষয়-বাসনা পরিহার করিতে পারি, বিধাতার নিকট ইহাই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

চতুর্থ, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন। নানা বিষয়ে ইনি পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বহুল রচনা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। দুইজনে মিলিয়া বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি তৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।" ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য" বিষয়ক প্রস্তাবের অনুকরণে লিখিত হইলেও, অনুকৃত গ্রন্থাপেক্ষা ন্যায়রত্নের গ্রন্থ সমধিক বিস্তৃত ও সম্পন্নাবয়ব। আজকাল বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বলিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ দ্বিতীয় দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় "রোমাবতী" ও "ইলছোবা" নামক দুইখানি উপন্যাস এবং "বস্তু বিচার" নামক একখানি অনন্যসদৃশ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে প্রাচীন রীত্যনুসারী বাঙ্গালা লেখকের লোপ হইল।

পঞ্চম, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।—বঙ্কিমবাবুর ন্যায় বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা দ্বারা আপন ভাষায় পুষ্টিসাধন কল্পে ইনিও বিশেষ কৃতী ছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচয় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থনিচয়ে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। 'উদ্ভিদ বিচার' 'ধাত্রী শিক্ষা' 'শরীর পালন' প্রভৃতি তদ্রচিত গ্রন্থ তত্তদ্বিষয়ে বঙ্গভাষার গৌরব বর্দ্ধক। তাঁহার প্রণীত ডাক্তারি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ ইংরাজি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী ডাক্তারবর্গের ব্যবসায়ের অবলম্বন। "পাগলের পাগলামী" নামক একখানি উপন্যাসও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, স্বদেশের জন্য যে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, উক্ত গ্রন্থে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন 'পল্লীগ্রাম' ও 'বাঙ্গালী মেয়ে' নামক গ্রন্থদ্বয়ও তাঁহার রচিত।

ষষ্ঠ, বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। অনেকে হয়ত, এই কবির নামও শুনেন নাই। ইনি প্রকৃতই 'নীরব কবি' ছিলেন, তাঁহার কথা উঠিলেই কবি গ্রের—

"Some mute inglorious Milton here may rest"—

এই উদাস প্রাণের মর্ম্মগীতি মনোমধ্যে উদিত হয়। বহু গ্রন্থ রাখিয়া না গেলেও, তাঁহার কৃত 'বঙ্গ সুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' বঙ্গীয় কাব্য সংসারে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। সহৃদয় সুকবি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ, বিহারীলালের কাব্যলীলা সমালোচনা করিয়া প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; আজ আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া স্বর্গীয় কবির নামোচ্চারণ পূর্ব্বক

কৃতার্থ হইলাম।

বৰ্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে আরও কত মহাত্মা মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন, দূর প্রবাসে বসিয়া আমাদিগের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে, উপরিলিখিত মহাত্মাগণের তিরোভাবেই বঙ্গসাহিত্য যে নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, ইহা, বোধ করি, আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই সূত্রে আমাদিগের দেশীয় জনৈক 'স্বভাব কবি'র নামোল্লেখ না করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না। উপরিলিখিত মনস্বীগণের পার্শ্বে ইহাকে স্থান দেওয়া কতদূর সঙ্গত, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য, তবে, তাঁহার তিরোধানে বঙ্গীয় কবিকুলের একাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই কবি সাধারণের নিকট রূপচাঁদ পক্ষীরাজ নামে পরিচিত, তাঁহার প্রকৃত নাম আমরা অবগত নহি—জানিবার প্রয়োজনও নাই। তিনি পক্ষীরাজ রূপে সাহিত্যাকাশে উড়িতে উড়িতে বিগত প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল যে গান করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার মধ্যে এমন লোক অতি বিরল যাহার কর্ণকুহরে সেই গানের দুই-একটী পদ এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে না। এই গান সাহিত্যের পরিপোষক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইতে যে অবিমিশ্র কবিত্ব স্ফুরিত হইতেছে, তাহা বড়ই শ্রুতিসুখাবহ। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম—

"Let me go ওরে দ্বারী, I'll visit বংশীধারী,
এসেছি ব্রজ হ'তে আমি ব্রজের ব্রজনারী।
I beg, you door-keeper, let me go ·
I want the blockhead, for whom our রাধা dead,
আমি তা'রে search করি।
শ্রীমতী রাধার কেনা servant, এই দেখ আছে দাসখত agreement
এখনি করব present, ব্রজপুরে ল'ব ধরি"।
(দাসখত দেখে ঘুচাব জারী !)
Moral characher শুন ওর butter thief ননী চোর,
Black guard রাখাল poor, মথুরার দণ্ডধারী।
(রাখাল ভূপাল কপাল ভাবি !)
কহে R. C. Bird-king, black nonsense very cunning,
Flute এ করে sing মজা'য়েছে রাই কিশোরী।
(কুল-নাশা বাঁশী করে করি' !)

বৰ্ত্তমান বর্ষের সাহিত্যের লাভ সম্বন্ধে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।